আল-কুরআন ও হাদীসের আলোকে ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা : একটি পর্যালোচনা

আরবী বিষয়ে পিএইচ.ডি. ডিগ্রি লাভের জন্য
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ (থিসিস)

গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক
প্রফেসর ড. মো. আবু বকর সিদ্দীক
আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ।

গবেষক
মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম
পিএইচ.ডি. গবেষক
আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ।

জুলাই ২০১৯ খ্রি.

আল-কুরআন ও হাদীসের আলোকে ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা : একটি পর্যালোচনা

[ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচ.ডি. ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ]

গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক
প্রফেসর ড. মো. আবু বকর সিদ্দীক
আরবী বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

গবেষক
মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম
আরবী বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
রেজিঃ নং- ১১৪/ ২০১৫–২০১৬ (পুনঃ)
যোগদানের তারিখঃ ১৯.০২.২০১৫

জুলাই ২০১৯ খ্রি.

প্রত্যয়ন পত্র

প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের পিএইচ.ডি. গবেষক মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম কর্তৃক পিএইচ.ডি. ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত **"আল-কুরআন ও হাদীসের আলোকে ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা: একটি পর্যালোচনা"** শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভটি আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় রচনা করা হয়েছে। এটি একটি মৌলিক গবেষণাকর্ম। আমার জানামতে, গবেষকের উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভের সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশ বিশেষ অন্য কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে বা প্রতিষ্ঠানে কোনো প্রকার ডিগ্রি/ ডিপ্লোমা লাভের জন্য কিংবা প্রকাশের জন্য উপস্থাপন করা হয়নি। আমি এ অভিসন্দর্ভটি আদ্যোপান্ত পাঠ করেছি এবং এটি পিএইচ.ডি. ডিগ্রি লাভের উদ্দেশ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দাখিল করার জন্য চূড়ান্তভাবে অনুমোদন করছি।

(প্রফেসর ড. মো. আবু বকর সিদ্দীক)
গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক
আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

জুলাই ২০১৯

ঘোষণাপত্র

আমি এই মর্মে অঙ্গীকার করছি যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে পিএইচ.ডি. ডিগ্রি অর্জনের নিমিত্তে উপস্থাপিত **"আল-কুরআন ও হাদীসের আলোকে ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা: একটি পর্যালোচনা"** শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভটি আমার পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ও তত্ত্বাবধায়ক প্রফেসর ড. মো. আবু বকর সিদ্দীক-এর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় রচনা করেছি। এটা আমার একক মৌলিক গবেষণাকর্ম। অন্য কোনো বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোনো প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে অভিসন্দর্ভটির সম্পূর্ণ বা এর অংশ বিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

(মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম)
পিএইচ.ডি. গবেষক
রেজি: ১১৪/২০১৫-১৬ (পুন:)
যোগদানের তারিখ: ১৯.০২.২০১৫
আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

জুলাই ২০১৯

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

পরম করুণাময় মহান প্রভু আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের মেহেরবাণীতে **"আল-কুরআন ও হাদীসের আলোকে ইসলামী ব্যাংকের বিনিয়োগ ব্যবস্থা: একটি পর্যালোচনা"** শীর্ষক পিএইচ.ডি. অভিসন্দর্ভটি সমাপ্ত করে পেশ করতে পেরে মহান আল্লাহর দরবারে অগণিত শুকরিয়া আদায় করছি।

সম্মান ও শ্রদ্ধার সাথে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি আমার পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ও গবেষণা কর্মের তত্ত্বাবধায়ক বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ প্রফেসর ড. মো. আবু বকর সিদ্দীক, অধ্যাপক আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর প্রতি। শত কর্মব্যস্ততা সত্ত্বেও ছাত্র গবেষকদের নিরলস কল্যাণকামী জ্ঞানতাপস এই শ্রদ্ধাভাজন শিক্ষক আমার গবেষণা কর্মের জন্য অসামান্য ত্যাগ ও শ্রম স্বীকার করেছেন। তাঁদের নিরন্তর অনুপ্রেরণা, উৎসাহ ও সার্বক্ষনিক তত্ত্বাবধানের ফলেই আমার গবেষণা কর্মটি সম্পন্ন করা সম্ভব হয়েছে এবং তাঁদের মূল্যবান পরামর্শ ও দিক নির্দেশনার ফলে অভিসন্দর্ভটি মানসম্পন্ন হয়েছে। আমার এ গবেষণাকর্মের তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ ও এর অধ্যায় বিন্যস্তকরণ এবং এর অবয়ব ও ভাবসৌন্দর্য বৃদ্ধি সম্ভব হয়েছে তাঁদের নিরলস আন্তরিক সাহায্য সহযোগিতায়। এ জন্য আমি তাঁদের প্রতি চিরকৃতজ্ঞ ও ঋণী। সেই সাথে আমি মহান প্রভূর দরবারে তাঁদের সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ূ কামনা করছি।

এ মুহূর্তে গভীর শ্রদ্ধা ও সম্মানের সাথে স্মরণ করছি যারা বাংলাদেশে ইসলামী অর্থনীতি ও ব্যাংক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা রেখেছে। ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংকে যোগদানের পর থেকেই যারা আমাকে ইসলামী অর্থনীতি, ইসলামী ব্যাংকিং, ইসলামের বিনিয়োগ পদ্ধতি, পল্লী উন্নয়ন দারিদ্র্য বিমোচন মাইক্রো ফাইন্যান্স ইত্যাদি বিষয়ে গবেষণার জন্য নিরন্তর তাগিদ দিতেন। তারা আজ আমাদের মাঝে অনেকে না থাকলেও তাঁদের তাগিদ, অুনপ্রেরণা ও দোয়া আমার গবেষণা কর্মের জন্য পাথেয় হয়ে আছে। এ মুহূর্তে আরো স্মরণ করছি আমার পরম শ্রদ্ধেয় পিতা, নীতিবান শিক্ষক, এদেশের অসংখ্য শিক্ষাকে আলেমের উস্তাদ মরহুম মৌলভী মোহাম্মদ আবদুল মান্নান মিয়া (ইন্তেকাল ৪ নভেম্বর ১৯৯৩) ও শ্রদ্ধেয়া আম্মাজান মরহুমা মোসা: সখিনা খাতুনকে (ইন্তেকাল ৩০ অক্টোবর ২০১৫)। তাঁদের অপরিসীম আত্মত্যাগের কারণেই আমি জীবনের এতটুকু পথ এগিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছি। আজ এমনই এক স্মরণীয় মুহূর্তে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দরবারে আব্বা-আম্মার পবিত্র আত্মার শান্তি ও মাগফিরাত কামনা করছি।

বিষয় নির্ধারণ ও একাডেমির কমিটি দ্বারা অনুমোদনের ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট শিক্ষকবৃন্দ বিশেষ করে তৎকালীন বিভাগীয় চেয়ারম্যান, প্রফেসর ড. মো. তাবু কবর সিদ্দীক আমাকে স্নেহের নজরে দেখেছেন। বিভাগীয় সেমিনার করার ব্যাপারে আরবী বিভাগ শিক্ষকবৃন্দ ঐকান্তিক সহযোগিতা করেছেন। শ্রদ্ধেয় শিক্ষকবৃন্দ সেমিনারে সারগর্ভ আলোচনা পেশ করে ও সুপরামর্শ দিয়ে যেভাবে আমাকে কৃতার্থ করেছেন, তা গবেষণা কর্মটি সমাপ্ত করতে বিরাট ভূমিকা রেখেছেন। এসব মহান মনীষীদের এতসব অবদানের ঋণ শোধ করার ক্ষমতা আমার নেই তবে কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করে শ্রদ্ধাবনত চিত্তে শুকরিয়া আদায় করছি।

ইসলামী অর্থনীতিবিদ প্রফেসর মুহাম্মদ শরীফ হুসাইন, বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ও ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংকে ব্যবস্থাপনা পরিচালক ওয়াসিক মো: আলী ও বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও আরবী বিভাগের সম্মানিত চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ইউছুফ, বিশিষ্ট গবেষক ও শিক্ষাবিদ ড. মোহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম গবেষণার দুর্লভ উপাত্ত সরবরাহ করে ও দিক নির্দেশনা দিয়ে আপন জনের মত সহায়তা করেছেন।

বাংলাদেশে কর্মরত বিভিন্ন ইসলামী ব্যাংকের সহায়তার কথা কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করছি। বাংলাদেশের বিভিন্ন ব্যাংকে কর্মরত আমার বন্ধুদের অনেকের কাছেই আমি ঋণী। বিভিন্ন ব্যাংকের ট্রেনিং একাডেমী, লাইব্রেরী এবং সহায়তাদানকারী মহান ব্যক্তিবর্গের অবদানের কথাও এ মুহূর্তে স্মরণ করছি। বিভিন্ন ইসলামী ব্যাংকের ম্যানুয়েল, বার্ষিকী, রিপোর্ট, বই পুস্তক, ফোল্ডার এ অভিসন্দর্ভটি রচনা করতে বিশেষভাবে সহায়ক হয়েছে।

পারিবারিক অঙ্গনের সহযোগিতা আমাকে অনুপ্রাণিত করেছে। ছায়ার ন্যায় পাশে থেকে যিনি আমাকে শক্তি ও সাহস যুগিয়েছেন সেই প্রিয়তমা জীবন সঙ্গিনী মোসা: খালিদা আলম এ মুহূর্তে তাকে জানাই হৃদয় নিংড়ানো ভালোবাস, দোয়া ও শুভেচ্ছা। খায়রুল আলম বিন জাহাঙ্গীর, সাইয়েদুল আলম বিন জাহাঙ্গীর বদরুল আলম বিন জাহাঙ্গীর ও জাহিদুল আলম বিন জাহাঙ্গীর গবেষণাকর্ম এগিয়ে নেয়ার ক্ষেত্রে স্নেহের ছেলেরা আমাকে বিভিন্নভাবে সহায়তা করেছেন। তাদের সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা, মমতা, স্নেহমাখা দু'আ নিবেদন করছি।

আমার অভিসন্দর্ভটি রচনায় আমি ইসলামী অর্থনীতি, ফাইন্যান্স ও ইসলামী ব্যাংকিং এর উপর লিখিত দেশি-বিদেশি অগণিত লেখকদের রচনার এবং দেশি-বিদেশি অসংখ্য প্রামাণ্য পত্র-পত্রিকা, জার্নালের সাহায্য নিয়েছি। এজন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনার্থে আমি যথাস্থানে 'পাদটীকা', উদ্ধৃতিতে সেসব লেখকের নাম ও তাঁদের গ্রন্থ এবং প্রবন্ধের নাম উল্লেখ করেছি।

এই অভিসন্দর্ভ প্রস্তুত পর্বে যারা বিভিন্নভাবে প্রাসঙ্গিক কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকার করেছেন তাদের মধ্যে টাইপিস্ট মোহাম্মদ শহিদুল ইসলাম ও তার সহকারী তাদের সবাইকে জানাই আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ।

এতদ্ব্যতীত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী, বিভাগীয় সেমিনার, ইসলামী ব্যাংকের ট্রেনিং এন্ড রিসার্চ একাডেমী লাইব্রেরী, ফার্স্ট সিকিউরিটি ব্যাংক ট্রেনিং ইনিস্টিউট, ইসলামিক ইকনমিক্স রিসার্চ ব্যুরোর লাইব্রেরীর কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের প্রতিও আমি সবিশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। অফিসিয়াল জরুরী কাজে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ এবং রেজিস্ট্রার অফিসের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ আমাকে অকৃত্রিম ভালোবাসা দেখিয়েছেন। আমার এ ক্ষুদ্র প্রয়াসে তাঁদের এ অবদানের কথা কৃতজ্ঞতাচিত্তে স্মরণ করি এবং আল্লাহর দরবারে তাঁদের জন্য উত্তম প্রতিদানের নিবেদন করছি।

পরিশেষে মহান রাব্বুল আলামীনের দরবারে শুকরিয়া আদায় করে সকলের সার্বিক কল্যাণ কামনায় বিনীত প্রার্থনা করছি। আমীন।

মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম
পিএইচ.ডি. গবেষক
আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সংকেত পরিচিতি

আল-কুরআন	:	প্রথম সংখ্যা সূরা, দ্বিতীয় সংখ্যা আয়াত।
(আ.)	:	আলাইহিস সালাম (আল্লাহ তাঁর উপর শান্তি বর্ষণ করুন)।
(স.)	:	সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (আল্লাহ তাঁর উপর রহমত ও শান্তি বর্ষণ করুন)।
(রা.)	:	রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু (আল্লাহ তাঁর উপর সন্তুষ্ট থাকুন)।
(রহ.)	:	রহমাতুল্লাহ্ আলাইহি (আল্লাহ তাঁর উপর রহমত বর্ষণ করুন)।
ড.	:	ডক্টর (পিএইচ.ডি./ডক্টর অব ফিলসফী)।
পূর্বোক্ত	:	প্রাগুক্ত/ পূর্বের উক্তি।
হি.	:	হিজরি সাল।
খৃ.	:	খৃষ্টাব্দ।
বা.	:	বাংলা সন।
তা. বি.	:	তারিখ ও সন বিহীন।
তু	:	তুলনা।
ই ফা বা	:	ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।
১ম	:	প্রথম।
২য়	:	দ্বিতীয়।
৩য়	:	তৃতীয়।
খ.	:	খণ্ড।
পৃ.	:	পৃষ্ঠা সংখ্যা।
দ্র.	:	দ্রষ্টব্য।
মৃ.	:	মৃত্যু সন।
লি.	:	লিমিটেড।
মাও	:	মাওলানা।
Ed.	:	Edited by
P.	:	Page
Vol.	:	Volume
OP. Cit.	:	Oper Citao
Trs.	:	Translation
Pub.	:	Publisher

List of Abbreviations

AAOIFI	The Accounting & Auditing Organization for Islamic Financial Institutions.
ADB	Asian Development Bank
AdFIMI	The Association of Development Financing Institutions in Member Countries of the Islamic Development Bank
Amt.	Amount
BB	Bangladesh Bank
BBS	Bangladesh Bureu of Statistics

BCPBS	Basel Core Principles for Banking Supervision
BEI	Bangladesh Enterprise Institute
BIBM	Bangladesh Institute of Bank Management
BL	Benevolent Loan
BOI	Board of Investment
BRPD	Banking Regulation and Policy Department
CAMELS	Capital, Asset, Management, Earning, Liquidity and Sensitivity of market Risk
CAR	Capital Adequacy Ratio
CBN	Cost of Basic Needs
CCH	Commodity Clearing House
CCH	Cash Credit against Hypothecation
CCP	Cash Credit against Pledge
CDF	Credit and Development Forum
CDFI	Community Development Financial Institution
CDP	Carbon Disclsure Project
CERCLA	Comprehensive Environmental Responses, Compensation and Libility Act
CERES	Coalition for Environmentally Responsible Economics
CG	Corporate Government
CRM	Credit Risk Management
CRR	Capital Reserve Ratio
CSR	Corporate Social Responsibilities
DCI	Direct Calorie Intake
EPIFI	Environmental Perfomance Index Finance Initiatives
ESRM	Environmental and Social Risk Management
FAO	Food and Agriculture Organisation
FBN	Foreign Bills Negotiated
FBP	Foreign Bills Purchased
FCIC	The Fedcration of Consultants from Islamic Countries
FOCIC	The Federation of Contractors from Islamic Countries
FRR	Fixed Rate of Return
GB	Green Banking
GCIBFI	General Council for Islamic Banks and Financial Institutions
GDP	Gross Domestic Product
GNP	Gross National Product
GOB	Government of Bangladesh
GPB	Global Public Bad
GPG	Global Public Good
HDI	Human Development Index
HDR	Human Development Report
HFI	Human Freedom Index
IAIB	International Association of Islamic Banks
IBBL	Islami Bank Bangladesh Limited
IBIS	Islamic Banks Information System

IBs	Islamic Banks
IBTRA	Islami Bank Training and Research Academy
ICBA	The International Center for Biosaline Agriculture
ICCI	The Islamic Chamber of Commerce and Industry
ICD	Islamic Corporation for the Development of the Private Sector
ICDT	The Islamic Centre for Development of Trade
ICIEC	Islamic Corporation for the Insurance of Investment and Export Credit
IDB	Islamic Development Bank
IERB	Islamic Economics Research Bureau
IFA	Islamic Fiqh Academy
IFB	Interest-Free Banking
IFC	International Finance Corporation
IFI	Islamic Financial Institutions
IFIS	Islamic Financial Information Service
IFL	Islamic Foundation London
IFRS	International Financial Reporting Standards
IFSB	Islamic Financial Services Board
IFSI	Islamic Financial Services Industry
IIFC	Infastructure Investment Facilitation Center
IIFM	International Islamic Financial Market
IIFS	Institutions Islamic Financial Services
IISD	International Intitute for Sustainable Development
IMF	International Monetary Fund
IPFF	Investment Promotion and Financing Facility
IRAC	The International Reconciliation and Arbiration Center
IRTI	Islamic Research and Training Institute
ISFD	Islamic Solidarity Fund for Development
ITFC	International Islamic Trade Finance Corporation
LC	Letter of Credit
LIM	Loan against Imported Merchandise
LRA	Lending Risk Analysis
MCs	Muslim Countries
MDGs	millennium Development Goals
METDC	Malaysia External Trade Development Corporation
MF	Micro Finance
MIB	Murabaha Import Bills
MIGA	Multilateral Investment Guarantee Agency
MM	Mudaraba and musharaka
MPI	Murabaha Post Import
NAV	Net Asset Value
NBFI	Non Bank Financial Institution
NCB	Nationalized Commercial Banks
NDFIs	National Development Financing Institutions
NGO	Non Government Organizations

NIA	Negotiable Instrument Act
NMCs	Non-Muslim Countrics
OIC	Organization of Islamic conference
PKSF	পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন
PLS	Profit and Loss Sharing
PRSP	Poverty Reduction Strategy Paper
PRSP-II	Poverty Reduction Strategy Paper-II
PSR	Profit Sharing Ratio
QH	Qard-e-Hasan
RD	Research & Development
RDS	Rural Development Scheme
SAMA	Saudi Arabian Monetary Authority
SBA	Small Business Administration
SC	Shariah Council
SESRIC	The Statistical, Economic and Social Research and Training Centre for Islamic Countries
SLR	Statutory Liquidity Reserve/Ratio
SSB	Supreme Shariah Board
Uk	United Kingdom
UNDP	United Nations Development Programme
UNIDO	United Nations Industrial Development Organizations
UNPRI	United Nations Principles for Responsible Investment
USA	United States of America
USIS	United States Information service
VRR	Variable Rate of Return
WB	World Bank
WEF	World Economic Fourm
WTO	World Trade Organization

আরবী বর্ণমালা (العربية الهجائية الحروف)-এর বাংলায় প্রতিবর্ণায়নের ক্ষেত্রে অত্র অভিসন্দর্ভে অনুসৃত নিয়ম

বর্ণ	প্রতিবর্ণ	বর্ণ	প্রতিবর্ণ	বর্ণ	প্রতিবর্ণ
ا	আ	ز	য	ق	ক
ب	ব	س	স	ك	ক
ت	ত	ش	শ	ل	ল
ث	ছ	ص	স	م	ম
ج	জ	ض	দ	ن	ন
ح	হ	ط	ত	و	ভ/ওয়া
خ	খ	ظ	জ	ة/ه	হ/ত
د	দ	ع	‘	ء	’
ذ	য	غ	গ/ঘ	ي-ى	ইয়া
ر	র	ف	ফ	عُ	‘উ

সূচিপত্র

- ◆ প্রত্যয়ন পত্র
- ◆ ঘোষণা পত্র
- ◆ কৃতজ্ঞতা স্বীকার
- ◆ সংকেত পরিচিতি

ভূমিকা :

প্রথম অধ্যায় : ইসলামী অর্থনীতি, বায়তুল মাল ও ইসলামী ব্যাংকিং-এর যোগসূত্র

দ্বিতীয় অধ্যায় : ইসলামী ব্যাংক : প্রতিষ্ঠা ও প্রয়োগ

তৃতীয় অধ্যায় ইসলামী ব্যাংকিং-এর প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ

চতুর্থ অধ্যায় : আল-কুরআন ও আল-হাদীসে নিষিদ্ধ সুদ (ربا) ও প্রচলিত ব্যাংকব্যবস্থায় সুদ

পঞ্চম অধ্যায় : আল-কুরআন ও আল-হাদীসের আলোকে ইসলামী ব্যাংকের আমানত ব্যবস্থা

ষষ্ঠ অধ্যায় : আল-কুরআন ও আল-হাদীসের আলোকে ইসলামী ব্যাংকের বিনিয়োগ ব্যবস্থা

উপসংহার :

গ্রন্থপঞ্জি

পরিশিষ্ট-১ :

পরিশিষ্ট-২ :

ভূমিকা

ইসলাম মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন-এর দেয়া একমাত্র পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। ইসলামের রয়েছে মানব জীবনের সকল দিক ও বিভাগ এবং সকল কাজ ও বিষয় সম্পর্কে সুস্পষ্ট আইন ও বিধান। জীবন, জীবিকা, জগৎ ও মানব সম্পর্কে ইসলামের বক্তব্য সুনির্দিষ্ট। অর্থনীতি, ফাইন্যান্স, ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস ও ব্যাংকিং এর ক্ষেত্রেও এর স্বাতন্ত্র পরিব্যাপ্ত। পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা হিসেবে অর্থনীতি ও ব্যাংকিং ব্যবস্থা ইসলামের অপরিহার্য অংশ। ইসলামের মূল দর্শনের আলোকেই গড়ে উঠেছে ইসলামী অর্থনীতি, ব্যাংকিং ও এর আমানত ও বিনিয়োগ ব্যবস্থা। ইসলামের দৃষ্টিতে আল-কুরআন ও আস্ সুন্নাহ প্রবর্তিত বর্তমানকালের অর্থনীতি এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যা মানব জীবনের বিভিন্ন দিককে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে চলেছে। তাই পরিপূর্ণভাবে দীনের পথে চলতে হলে ইসলামী অর্থনীতি ও ব্যাংকিং-মু'আমালাত ও এর বিনিয়োগ ব্যবস্থার অনুসরণের কোনো বিকল্প নেই।

ইসলামের লক্ষ্য হচ্ছে মানুষকে পুরোপুরি মহান আল্লাহর বিধানের ও তাঁর নেতৃত্ব-কর্তৃত্বাধীনে নিয়ে আসা। মানব সমাজে রাজনীতি-অর্থনীতি ও ব্যাংকিং এর অস্তিত্ব আছে বলেই ইসলামী বিনিয়োগ ব্যবস্থাসমূহ পরিপালনের প্রসঙ্গটিও আসে। কারণ ইসলাম স্বীয় কর্তৃত্বের উপর অন্য কারো কর্তৃত্ব স্বীকার করে না। বিশ্ব ব্যবস্থায় শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ এবং এর সুফল বিশ্ববাসীকে পৌঁছিয়ে দেয়া ইসলামের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য।

মানব সৃষ্টির সূচনা লগ্ন থেকে মানুষ সমাজ ও রাষ্ট্রের সাথে কোনো না কোনো ভাবে জড়িত। প্রথম মানব হযরত আদম (আ.) নবী ও রাসূল ছিলেন। নবূওয়্যত ও রিসালাতের যাত্রা তখন থেকেই শুরু। হযরত রাসূলে আকরাম (স.)-এর মাধ্যমে নবূওয়্যত ও রিসালাতের পরিসমাপ্তি ঘটেছে। হযরত রাসূলে আকরাম (স.) মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করে সেখানে একটি ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করেন। মহানবী (স.) মদীনার ইসলামী রাষ্ট্রে এমন একটি অর্থ ব্যবস্থা কায়েম করতে সক্ষম হয়েছিলেন, যা ছিল আল-কুরআনের শিক্ষার আলোকে উদ্ভাসিত। মদীনার ইসলামী রাষ্ট্রের অর্থ ব্যবস্থা ছিল সবচাইতে সুসংহত এবং রাষ্ট্রের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের সক্রিয় অংশীদার। মদীনার ইসলামী রাষ্ট্রের আয়, ব্যয়, ব্যবসা-বাণিজ্য, বিনিয়োগ, পরিদর্শন, বাস্তবায়ন এ সবই ছিল অর্থ ব্যবস্থার বিভিন্ন বিভাগ।

Dhaka University Institutional Repository

মদীনার ইসলামী রাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠিত অর্থ ব্যবস্থার ভিত্তি ছিল তাওহীদ, রবুবিয়াত, খিলাফত, রিসালাত এবং আখিরাত ও জবাবদিহিতার (Accountability) তীব্র অনুভূতি। মহান আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করার অনুভূতিই মদীনা রাষ্ট্রের সকল নাগরিককে যাবতীয় অন্যায়, জুলুম, শোষণ তথা মহান আল্লাহর অবাধ্যতা থেকে বিরত রেখেছিল এবং তাঁর বিধানের অনুগত বানিয়ে দিয়েছিল।

মানুষের জীবনে অর্থনীতি ও ব্যাংকিং এর গুরুত্ব অপরিহার্য ও অনস্বীকার্য। আধুনিক জীবনযাত্রার অব্যাহত জটিলতা সৃষ্টির প্রেক্ষাপটে এই গুরুত্ব বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। মহানবী (স.) প্রবর্তিত মহান আল্লাহ প্রদত্ত দীন ইসলাম এক বাস্তব জীবনমুখী আদর্শ। এ জীবন ব্যবস্থার বাস্তবোচিত জীবনমুখিতা মানুষের ইহলৌকিক জীবনের সবগুলো ক্ষেত্রেই দিক নির্দেশনা প্রদান করে। একই ভাবে অর্থনীতির মত অপরিহার্য ও গুরুত্বপূর্ণ বাস্তবতাকে স্বীকার করে নিয়ে ইসলাম কল্যাণমুখী অর্থনীতি ও ব্যাংকিং-এর রূপরেখা প্রদান করেছে। এই অর্থনীতি, ব্যাংকিং ও বিনিয়োগ নীতিমালা এবং ম্যাকানিজমের মাধ্যমে মানুষ একদিকে যেমন পার্থিব জগতে ব্যক্তিগত ও সামষ্টিকভাবে সঠিক কল্যাণ লাভ করতে পারে, অন্যদিকে তেমনি পারলৌকিক জগতেও কল্যাণ নিশ্চিত করতে পারে।

আধুনিক ব্যাংকিং জগতে একটি উল্লেখযোগ্য ও বিপ্লবাত্মক ঘটনা হলো ইসলামী ব্যাংক ব্যাবস্থার উত্থান। পরিবর্তনশীল বর্তমান বিশ্বে ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা সুদ ভিত্তিক অর্থনীতি ও ব্যাংক ব্যবস্থার একটি উন্নতর বিকল্প হিসেবে দ্রুত প্রসার লাভ করছে। গত চার দশকে ইসলামী ব্যাংকিং একটি সম্মানজনক, টেকসই, সম্ভাবনাময়, যুগোপযোগী এবং সফল ব্যাংকিং ব্যবস্থা হিসেবে সারাবিশ্বে বিশেষ করে মুসলিম বিশ্বে সমাদৃত হচ্ছে। মুসলিম উম্মাহর ধ্যান-ধারণা বিম্বজুড়ে ইসলামী ব্যাংকিং এর উদ্ভাবন ইসলামের পুনর্জাগরণেরই একটি ফসল।

ইসলামী অর্থনীতি ও ব্যাংক ব্যবস্থায় বিভিন্ন বিনিয়োগ নীতিমালা এবং ইসলামী শরী'আহ ভিত্তিক বিভিন্ন বিনিয়োগ পদ্ধতি রয়েছে। বিভিন্ন ইসলামী ব্যাংক তাদের নিজ নিজ দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থা ও বিনিয়োগ কর্মকাণ্ডের ধরণ অনুযায়ী শরী'আতে'র সীমার মধ্যে নানা পদ্ধতি ও কৌশল অনুসরণ করে তাৎপর্যপূর্ণ সাফল্য লাভ করেছে। আর এ প্রেক্ষিতে মুসলিম বিশ্বে অর্থনীতি ও ব্যাংক ব্যবস্থার সার্বিক ইসলামীকরণের দাবী উঠেছে। একই সঙ্গে ইসলামী অর্থনীতি ও ব্যাংকিং এর সকল বিনিয়োগ পদ্ধতির ব্যাপক চর্চার প্রয়োজনীয়তা তীব্র হচ্ছে।

Dhaka University Institutional Repository

বিনিয়োগ পদ্ধতির পাশাপাশি ইসলামী অর্থনীতি-ব্যাংকিংয়ের দর্শন, নৈতিক মূল্যবোধ, তত্ত্ব এবং এর চূড়ান্ত লক্ষ্যের প্রতি সকলের মনোযোগ আকর্ষিত হচ্ছে। ইসলামী ব্যাংক ও এর বিনিয়োগ ব্যবস্থা ইসলামী অর্থব্যবস্থার াবিচ্ছেদ্য অংশ। বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা ব্যাপক সাফল্য লাভ করেছে। এ দেশে ইসলামী ব্যাংকিং ও বিনিয়োগ ব্যবস্থা এক নতুন দিগন্তের উন্মোচন ঘটিয়েছে। এর ইনসাফপূর্ণ কার্যক্রম ও বিনিয়োগ ব্যবস্থাপনায় সাফল্য আধুনিক অর্থনীতিবিদ ও ব্যাংকারদের মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। এ প্রেক্ষাপটে ইসলামী অর্থনীতিতে বিনিয়োগ ব্যবস্থা ও ম্যাকানিজমের উপর গভীরতর অধ্যয়ন বর্তমানে গুরুত্বপূর্ণ, এটি সময়ের দাবী।

মানুষের জীবনে অর্থনীতির গুরুত্ব অপরিহার্য। গোটা মানব সভ্যতার ইতিহাস জাগতিক সম্পদ সংগঠিতকরণের মাধ্যমে মানবীয় কল্যাণ অর্জনের এবং এ লক্ষ্যে বহুমুখী রাষ্ট্রীয় কর্মতৎপরতার ইতিহাস ছাড়া আর কিছুই নয়। ইসলামী অর্থনীতি ও ব্যাংকিং এর প্রসঙ্গ এ ধারাতেই আসে। ইসলামী অর্থনীতি ইসলামী আদর্শে বিশ্বাসী সমাজে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক সমস্যার পর্যালোচনা ও তার সমাধানের পথ নির্দেশনা দান করে। এ অর্থনীতিতে আধুনিক অর্থনীতির স্বার্থপরতা ও উদাসীনতার পরিবর্তে নৈতিক মূল্যবোধ সবচাইতে বেশি সক্রিয়। এ অর্থনীতি উৎপাদন, বণ্টন ও বিনিময় পদ্ধতিকে ইসলামের সামগ্রিক ব্যবস্থার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে আলোচনা করে এবং বণ্টন ও বিনিময় পদ্ধতিকে মানুষের সাথে সামগ্রিক কল্যাণমুখী করে এর সামাজিক ও নৈতিক ফলাফল বিশ্লেষণ করে। ইসলামী বিনিয়োগ ব্যবস্থার প্রসঙ্গটি এ ধারাতেই এসে পড়ে। মানবতার কল্যাণের জন্য যে ইসলামী অর্থনীতি ব্যাংকিং এর আবির্ভাব তার সেবা ও বিনিয়োগ ব্যবস্থার মাধ্যমে ম্যুনষের কল্যাণ যে নিশ্চিত হতে পারে তার যথার্থতা প্রমাণ এবং এর মাধ্যমে মুসিলম উম্মাহ, দেশ ও জাতিকে সৎ নির্দেশনা দান করা আজকে সময়ের এক বড় দাবী। এ বিষয়টি নিয়ে তেমন কোনো তাৎপর্যপূর্ণ ও গবেষণামূলক অধ্যয়ন হয়নি। এটি আজ অত্যন্ত জরুরি ও অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। মুসলিম অধ্যুষিত বাংলাদেশে ইসলামের সোনালী যুগে সর্বাঙ্গীন সার্থক ভাবে পরিচালিত প্রকৃত ইসলামী বিনিয়োগ পদ্ধতির সকল দিক তুলে ধরে তা অনুসরণে উৎসাহিত করাও আবশ্যক হয়ে পড়েছে। অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও অগ্রগতির জন্য সত্যিকার ইসলামী বিনিয়োগ পদ্ধতির দিকে সকলকে প্রণোদিত করার জন্যও এ ধরণের গবেষণা অত্যাবশ্যক। ইসলামের বিনিয়োগ পদ্ধতিসমূহ বহুল

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যাশিত সে সকল প্রক্রিয়া যা উদ্যোক্তা ও বিনিয়োগকারীদের সাফল্যের রোডম্যাপ 'উপহার' দিতে পারে।

গবেষণা কর্মটি প্রাথমিক উৎস (Primary sources) এবং গৌণ উৎস বা দ্বৈতীয়ক উৎসের (Secondary sources) ভিত্তিতে রচিত।

আলোচ্য গবেষণা কার্যে প্রধানত: ঐতিহাসিক, বর্ণনামূলক, পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণমূলক পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। এতে মূখ্য উপাত্ত বা প্রাথমিক পর্যায়ের তথ্য সরাসরি ও দ্বৈতীয়ক উপাত্ত ব্যবহার করা হয়েছে। প্রথোমক্ত উপাত্ত সূত্রগুলো যেমন- দীন ইসলাম, ইসলামী অর্থনীতি, ইসলামী ব্যাংকিং, বিনিয়োগ ম্যাকানিজম সম্পর্কিত গ্রন্থ পুস্তকাদি, প্রবন্ধ, আইন, অর্ডিন্যান্স, পত্রপত্রিকার রিপোর্ট ইত্যাদি। প্রাথমিক উপাত্ত হিসেবে সাক্ষাৎকার গ্রহণ এবং দ্বৈতয়িক হিসেবে বিভিন্ন রিপোর্ট ও দলিলাদী ব্যবহার করা হয়েছে।

প্রাথমিক উৎসমূহের মধ্যে রয়েছে ব্যাংক সমূহের নিজস্ব প্রতিবেদন, অফিসিয়াল রেকর্ড/ডাটা, ইসলামী ব্যাংকারদের সরাসরি সাক্ষাৎকার ইত্যাদি। এছাড়াও ব্যক্তিগত অনুসন্ধান, প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণ, কেস ষ্টাডি ইত্যাদি গবেষণার প্রাথমিক উৎস হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।

দ্বৈতীয়িক উৎস হিসেবে দেশে-বিদেশে প্রকাশিত অর্থনীতি, ইসলামী অর্থনীতি, ইসলামী ব্যাংকিং, ইসলামের বিনিয়োগ ব্যবস্থা বিষয়ক পুস্তকাদি অধ্যয়ন ও পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং এতদসংক্রান্ত প্রবন্ধ, পত্র-পত্রিকা, প্রচারপত্র, প্রতিবেদন, নথিপত্র, পত্রিকার রিপোর্ট, আইন, অর্ডিনান্স, অপ্রকাশিত প্রবন্ধ, ইন্টারনেট, ওয়েবসাইট, ইসলামী ব্যাংকসমূহের জার্নালসমূহ, বাংলাদেশের ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান সমূহের কার্যাবলীর বিবরণ, বাংলাদেশ ব্যাংক বুলেটিন, ইসলামী ব্যাংক পরিক্রমা এবং অন্যান্য প্রকাশনাসমূহ সহ যাবতীয় তথ্যাবলী অধ্যয়ন ও পর্যালোচনা করা হয়েছে।

গবেষণায় উল্লিখিত তথ্যসমূহ সরাসরি সংগৃহীত। গবেষণায় উপাত্ত সংগ্রহের কৌশল হিসেবে সরাসরি ব্যাংকের বার্ষিক বিবরণীসমূহ ও ইন্টারনেট এর সাহায্য নেয়া হয়েছে। Ms Word ও Ms Excel বিশ্লেষণী টুল (Analytical tool) হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে এবং প্রাপ্ত উপাত্ত যথাযথভাবে সারণীবদ্ধ ও চিত্রভিত্তিক করে তা বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

আমার এ গবেষণা কর্মকে আমি ৬টি অধ্যায়ে বিন্যস্ত করেছি। সেগুলো হচ্ছে, ইসলাম, ইসলামী অর্থনীতি, বায়তুল মাল ও ব্যাংকিং; ইসলামী ব্যাংকিং; সুদ/রিবা; ইসলামের বিনিয়োগ

Dhaka University Institutional Repository

ম্যাকানিজমসমূহ; বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের ইতিহাস ও ইসলামী বিনিয়োগ পদ্ধতি সমূহের অনুশীলন; বাংলাদেশে ইসলামী বিনিয়োগ পদ্ধতি সমূহ বাস্তবায়নে সমস্যা, সম্ভাবনা ও গবেষণালব্ধ ফলাফল। অধ্যায়গুলোর মূল শিরোনামের অধীনে একাধিক উপ-শিরোনাম সংযোজিত হয়েছে। যেমন:

প্রথম অধ্যায় ইসলাম একমাত্র পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা, ইসলামী জীবন ব্যবস্থা ও ইসলামী অর্থনীতি, নৈতিক মূল্যবোধ ও ইসলামী অর্থনীতি, ইসলামী অর্থনীতির সংজ্ঞা, ইসলামী অর্থনীতির জ্ঞানের উৎস, ইসলামী অর্থনীতির দার্শনিক ভিত্তি, ইসলামী অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য, ইসলামী অর্থনীতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যাবলী, মানব কল্যাণে ইসলামী অর্থনীতি, বায়তুলমাল, ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থার পুনরুত্থান এবং বায়তুলমাল ও কেন্দ্রীয় ব্যাংকিং বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে ইসলামী ব্যাংকের সংজ্ঞা, বর্তমান বিশ্বে ইসলামী ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের ইতিহাস, ইসলামী ব্যাংক সম্পর্কে আন্তর্জাতিক সংস্থার মূল্যায়ন, ইসলামী ব্যাংকিং এর অগ্রগতি: আন্তর্জাতিক প্রেক্ষিত সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়ে ইসলামী ব্যাংকের বৈশিষ্ট্য, ইসলামী ব্যাংকের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যাবলী, একটি ইসলামী ব্যাংকের মিশন ও ভিশন, ইসলামী ব্যাংকিং বনাম সুদ মুক্ত ব্যাংকিং/ মুসলিম কমার্শিয়াল ব্যাংকিং, প্রচলিত ব্যাংক ব্যবস্থার সাথে ইসলামী ব্যাংকের ধারণা ও কার্যক্রমের মৌলিক পার্থক্য বিষয়ে আলোচনা স্থান পেয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়ে সুদের অর্থ, সুদের সংজ্ঞা, সুদের বৈশিষ্ট্য, ঋণ বা করদ, রিবার প্রকারভেদ, রিবা নাসিয়া ও রিবা ফদলের মধ্যে পার্থক্য, আল কুরআনে রিবা, সুদ সম্পর্কে আল-হাদিস, সুদের কুফলসমূহ, সুদ ও মুনাফা, ব্যবসা ও সুদ, সুদ ও ভাড়া, ইসলামে বিনিয়োগ ও ব্যবসা-বাণিজ্য, বৈদেশিক বাণিজ্য বিস্তারিত ভাবে তুলে ধরা হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়ে আল-কুরআন ও আল-হাদীসের আলোকে ইসলামী ব্যাংকের আমানত ব্যবস্থা, ইসলামী অর্থ ব্যবস্থার মূল্যায়ন, আমানতের সংজ্ঞা, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, কার্যাবলী এবং ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থায় প্রচলিত আমানতের প্রকারভেদ সুন্দরভাবে তুলে ধরা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ অধ্যায়ে বাংলাদেশের শরী'আহ ভিত্তিক ব্যাংকসমূহে ইসলামী বিনিয়োগ পদ্ধতি সমূহের অনুশীলন- মুদারাবা, মুশারাকা/ শিরকাত (অংশীদারি) পদ্ধতি, বায়' ক্রয়-বিক্রয় পদ্ধতি এবং আর্নিং শেয়ারিং পদ্ধতি ইত্যাদির উপর আলোচনা পেশ করা হয়েছে। বাংলাদেশে ইসলামী বিনিয়োগ পদ্ধতিসমূহ বাস্তবায়নে সমস্যা, সম্ভাবনার আলোচনা পেশ করে গবেষণালব্ধ ফলাফল সমূহ পেশ করা হয়েছে। এরপর সমাপনী আলোচনায় একটি উপসংহার রয়েছে। এছাড়াও একটি গ্রন্থপঞ্জি সংযোজিত হয়েছে।

সামগ্রিকভাবে ইসলামী অর্থনীতিতে বিনিয়োগ ব্যবস্থার উপর গবেষণা করতে গিয়ে এর অতীত ইতিহাস সংক্ষেপে হলেও সামনে আনতে হয়েছে। অপরদিকে ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা ও বিনিয়োগ পদ্ধতি সমূহের উন্নতি অগ্রগতির ধারাবাহিকতা তুলে ধরতে গিয়ে বর্তমান সময় পর্যন্ত নানা তথ্য উপাত্ত জুড়ে দিতে হয়েছে। ইসলামী বিনিয়োগ ব্যবস্থা ও ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসের বিশাল বলয়ের উপর মানবীয় সীমিত জ্ঞান দ্বারা গবেষণা করা অসীম জ্ঞান সমুদ্রের জলরাশি থেকে ফোটা বিন্দু উত্তোলনের শামিল। তাছাড়া আরবী ভাষায় প্রতিবর্ণায়নের ক্ষেত্রে ত্রুটি-বিচ্যুতি পরিহার করা নিতান্তই কঠিন। তবুও সকল দিক ও বিভাগ বিবেচনা করে বলতে হয়, গবেষণা কর্মটিতে একটি পূর্ণাঙ্গ ধারণা দেয়ার জন্য অসংখ্য উদ্ধৃতি প্রদানের মাধ্যমে স্বীয় সর্বোচ্চ প্রচেষ্টাকে নিয়োজিত করেছি। একটি গবেষণা কর্মের উদ্দেশ্য হাসিলে এবং এর প্রয়োগ ও বাস্তবায়নে সামান্যতম কাজে আসলেও আমার প্রচেষ্টা সার্থক হবে।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়
ইসলামী অর্থনীতি, বায়তুল মাল ও ইসলামী ব্যাংকিং-এর যোগসূত্র

ইসলামী অর্থনীতি ইসলামী জীবন দর্শনের অপরিহার্য অঙ্গ। ইসলামী অর্থনীতির মূল এবং একমাত্র উৎস হচ্ছে আল-কুরআন এবং আস-সুন্নাহ। আল্লাহ প্রদত্ত ও রাসুল (সা.) প্রদর্শিত মানুষের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক মঙ্গলের জন্য যে একমাত্র পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা আল ইসলাম, তার একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অংশ ইসলামী অর্থনীতি। ইসলামী অর্থনীতির একক বা স্বয়ংসম্পূর্ণ কোনো অস্তিত্ব নেই। এটি ইসলামী জীবন দর্শনের সুসংবদ্ধ ও সুবিন্যস্ত রয়েছে। ইসলামী জীবন ব্যবস্থা ও ইসলামী অর্থনীতি পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত ও নির্ভরশীল ব্যবস্থা।[১]

১.১ ইসলাম একমাত্র পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা
(Islam is the Complete Code of Life)

ইসলাম আল্লাহ প্রদত্ত জীবন ব্যবস্থা। ইসলামকে আল-কুরআনে বলা হয়েছে দীন।[২] ইসলাম মানবজীবনের জন্য একমাত্র পূর্ণাঙ্গ জীবন দর্শন। মানব জীবনে এমন কোনো দিক ও বিভাগ নেই যে সম্পর্কে ইসলামে নির্দেশনা প্রদান করা হয়নি। মানুষের ইহলৌকিক কল্যাণ ও পারলৌকিক মুক্তি তথা সামগ্রিকভাবে ব্যক্তির পার্থিব ও অপার্থিব উভয় বিষয়ের উন্নয়নের উপর ইসলাম গুরুত্ব আরোপ করে। এ দর্শন কেবলমাত্র নিছক কতিপয় আনুষ্ঠানিক ইবাদতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। জীবনের প্রতিটি দিক, ক্ষেত্র এবং পর্যায়ে সকল সমস্যার নির্ভুল সমাধান এতে বিদ্যমান। ব্যক্তি থেকে শুরু করে পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে মূল্যবোধ সমন্বিত এক কল্যাণকর আদর্শ এতে রয়েছে। রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি, বিচার ব্যবস্থাসহ জীবনের সকল দিক সম্পর্কেই ইসলাম সুষ্ঠু কাঠামো ও মঙ্গলময় বিধান পেশ করেছে। সুতরাং জীবনের বিভিন্ন দিক বা পর্যায়ের কোনো সমস্যার সমাধান অন্যত্র খুঁজে বেড়াবার প্রয়োজন নেই, ইসলাম এর অনুমতিও দেয় না। ইসলাম প্রকৃতিসঙ্গত ও অকৃত্রিম কল্যাণময় জীবন বিধান। এ বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতেই দেয়া হয়েছে ইসলামী অর্থনীতি।

---

১ মুহাম্মদ আযীযুল হক, আধুনিক বিশ্বে ইসলামী ব্যাংকের ধারণা উপস্থাপন মনীষীদের অবদানের একটি মূল্যায়ন (সেমিনার প্রবন্ধ), আধুনিক বিশ্বে ইসলাম (সংকলন), মুহাম্মদ কামারুজ্জামান সম্পাদিত (ঢাকা: শতাব্দী প্রকাশনী, অক্টোবর ২০০৯), পৃ. ১২৫।

২ দীন মানে- সুনির্দিষ্ট বিশ্বাস ও দৃষ্টিভংগী ভিত্তিক জীবন ব্যবস্থা, জীবন বিধান; আনুগত্যের বিধান, জীবন যাপন পদ্ধতি। মহান আল্লাহ দীনের মধ্যে তার আনুগত্য করার পদ্ধতি, নিয়ম কানুন ও বিধি-বিধান প্রদান করেছেন। আদেশ নিষেধ জারি করেছেন। অনেক বিষয় বৈধ ও হালাল করেছেন, আবার কিছু কিছু জিনিস হারাম ও অবৈধ করেছেন। অনেক ব্যাপারে সময় ও সীমারেখা নির্ধারণ করে দিয়েছেন।

Dhaka University Institutional Repository

১.২ ইসলামী জীবন ব্যবস্থা ও ইসলামী অর্থনীতি
(Islamic Code of Life and Islamic Economics)

ইসলামের পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থার একটি অংশ ইসলামী অর্থনীতি। বলা যায় ইসলামী অর্থনীতি হচ্ছে পূর্ণাঙ্গ ইসলামী ব্যবস্থার একটি উপ-পদ্ধতি (Subj-System)। মানুষ কিভাবে চলে ফেরে, আহার করে, কি উপায়ে অন্নের সংস্থান করে, একজনের অন্নসংস্থান ও একটি জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক ব্যবস্থা আর এক ব্যক্তির জীবিকার্জনে বা অপর কোনো জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে সংগঠিত করতে সহায়ক না প্রতিবন্ধক এসব প্রশ্নের বাস্তব সমাধান দেয়া ইসলামী জীবন দর্শনের একটি বিশেষ দিক। দুনিয়া পরিত্যাগ করে লোকালয়ের বাইরে গিয়ে ইবাদত-বন্দেগি করে সারা জীবন কাটিয়ে দেয়া ইসলামের বিধান নয়। রূহবানিয়া বা বৈরাগ্যবাদ ইসলাম অনুমোদিত নয়। দুনিয়ায় বসবাস করে জীবিকা নির্বাহের উপায় করতে হবে। কিভাবে জীবন ধারণের ব্যবস্থা করে ভরণপোষণ চালাতে হবে তার বাস্তব নির্দেশনা রয়েছে ইসলামী জীবন দর্শনের মধ্যে। যে কোনো উপায়ে খেয়ালখুশিমত জীবন যাপন করা ইসলামের মতে প্রকৃত মানবজীবন নয়। ইসলামী জীবন দর্শন অনুসারে মানুষের জীবন ব্যবস্থার একটি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে। কেবল পেটের দাবি পূরণ করা, নিছক জঠর জ্বালা নিবৃত্ত করা এবং প্রবৃত্তির লালসা চরিতার্থ করাই মানবজীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য নয়। মানুষ একটি অর্থনৈতিক জীবমাত্র নয়। মানুষ আশরাফুল মাখলুকাত। পৃথিবীতে সত্যের, ন্যায়ের এবং পূণ্যের বাণী প্রতিষ্ঠা করা, আল্লাহর বিধানের ভিত্তিতে এক শক্তিশালী রাষ্ট্র স্থাপন, আর অন্যায়, পাপ ও জুলুমের [৩] বিলোপ সাধন করাই মানবজীবনের পরম উদ্দেশ্য ও কর্তব্য। ইসলামী অর্থনীতি এ অন্তর্নিহিত দর্শনের ছাঁচেই সংগঠিত ও পরিচালিত হয়।

১.৩ নৈতিক মূল্যবোধ ও ইসলামী অর্থনীতি
(Moral values and Islamic Economics)

নৈতিক মূল্যবোধ ইসলামী জীবন দর্শনের প্রথম পদক্ষেপ। ব্যক্তিস্বাধীনতা বিকাশের জন্য ইসলাম যেমন ব্যক্তিসত্তা স্বীকার করে নিয়েছে তেমনি বৃহত্তর সমাজের কল্যাণ ও ইহসানের জন্যও ব্যক্তির উপর বিধি-নিষেধ আরোপ করেছে। ব্যক্তি স্বতোৎসারিতভাবেই এমন কাজ

[৩] 'জুলুম' মানে অবিচার। ড.এম.এ. হামিদের মতে, 'Zulum is a comprehensive term used to all forms of inequity, injustice, exploitation and wrong-doings'. Dr. M.A. Hamid, Islamic Economics: An Introductory Analysis, (Rajshai: Published by Dr Md. Ekramul Hamid, October 2009), P-xxiii.

Dhaka University Institutional Repository

করবে না যা অপর ব্যক্তি বা সমাজের ক্ষতিসাধন করে অন্যদিকে সমাজও দেখবে যাতে করে এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তির উপর অত্যাচার, নিপীড়ন ও জুলুম করতে না পারে। সমাজ এমন ব্যবস্থা করবে যার ফলে ব্যক্তিসত্তা ও মানবিক গুণাবলি স্ব-স্ব মহিমায় বিকশিত হয়। নৈতিক মূল্যবোধই ইসলামী জীবন দর্শনের মূল নিয়ামক। ইসলামী অর্থনীতিও এ দার্শনিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। ইসলামী অর্থনৈতিক মূল্যবোধকে ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছে ইসলামী অর্থনীতি, ব্যাংকিং ও ফাইন্যান্স। ইসলামী অর্থনীতিতে অর্জিত মানব জ্ঞান (Acquired Knowledge) ও অহীর[৪] জ্ঞানের (Revealed Knowledge) সমন্বয় ঘটেছে। এখানে উৎপাদন, ভোগ ও বিতরণ নিয়ন্ত্রিত হয় নৈতিকতা দ্বারা।

ইসলামী অর্থনীতিতে ব্যক্তিকে মনে করা হয় অর্থনৈতিক পরিবর্ধন (Economic Maximizers) হিসেবে। ব্যক্তির অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড শরী'আহ প্রদর্শিত নীতি ও নৈতিকতার গণ্ডি দ্বারা সীমাবদ্ধ। অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ব্যক্তিকেন্দ্রিক হলেও তা সহযোগিতামূলক ও সামাজিক দায়িত্ববোধ দ্বারা পরিবেষ্টিত। আল-কুরআন ধন ও বিত্ত-সম্পদকে মানবজীবনের প্রয়োজনীয় অংশ বলে বর্ণনা করে। জীবন ধারণের জন্য ধন-সম্পদের মূল্য অনস্বীকার্য।

আল-কুরআনে এরশাদ হয়েছে: ভরণপোষণের উপায় হিসেবেই আল্লাহ্ তোমাদেরকে ধন-সম্পদ প্রদান করেছেন।[৫] অর্থ-সম্পদ জীবনের লক্ষ্য নয়, জীবন ধারণের উপায় মাত্র। কুরআন পাকে এরশাদ হয়েছে: ধন-সম্পদের অধিকারী বলেই কাউকে সম্মান করা যায় না। আবার ধন-সম্পদ নেই এ অজুহাতে কোনো ব্যক্তিকে অসম্মান করাও উচিত নয়।[৬] ইসলামে হালাল উপার্জনের জন্য বরাবরই তাগিদ দেয়া হয়েছে এবং হারাম উপার্জনকে সর্বদাই কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কারণ অসৎ উপার্জনই ধ্বংসের মূল।[৭] ইসলামী অর্থনীতিতে কতিপয় পুঁজিপতির হাতে সম্পদ নিয়ন্ত্রিত হওয়ার কোনো অবকাশ নেই।[৮] মানবকল্যাণ খাতে সম্পদ ব্যয় করার জন্য ইসলামে জোর তাগিদ বিবৃত হয়েছে।[৯] কৃপণতা ধ্বংসাত্মক বৈশিষ্ট্য হিসেবে বিবৃত হয়েছে।[১০] অপচয়কে নিন্দা করা হয়েছে।[১১]

---

৪ অহী অর্থ ইশারা করা, কিছু লিখে পাঠানো, কোন কথাসহ লোক প্রেরণ, গোপনে অপরের সাথে কথা বলা, অপরের অজ্ঞাতসারে কাউকে কিছু জানিয়ে দেয়া। ইসলামী পরিভাষায় হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর উপর আল্লাহর পক্ষ থেকে জিব্রাঈল (আ.) এর মাধ্যমে নাযিলকৃত বাণীকে অহী বলা হয়- ইবনে হাজার আসকালানী (দিল্লী: উমদাতুল ক্বারী (প্রথম খণ্ড), তা. বি.), পৃ. ১৪।

৫ আল-কুরআন, ৪:৫।

৬ আল-কুরআন, ৮৯: ৯৫-৯৬।

৭ আল-কুরআন, ৪:৩০।

৮ আল-কুরআন, ৫৯:৭।

৯ আল-কুরআন, ৩৫:২৯।

১০ আল-কুরআন, ৩:১৮১।

Dhaka University Institutional Repository

আধুনিক দুনিয়ায় জোর-জুলুম-শোষণ করে যে কোনো উপায়ে অর্থোপার্জনের যে অদম্য স্পৃহা মানবসমাজকে ধ্বংসের পথে নিয়ে চলেছে, ইসলামী অর্থনীতিতে তার কোনো স্বীকৃতি নেই। নৈতিক মুল্যবোধ স্বীয় জীবনে গ্রহণ করা, সে অনুযায়ী মানবজীবন ও সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলাই ইসলামের মূল লক্ষ্য। প্রকৃত ইসলামী সমাজে বংশ, গোষ্ঠী, বর্ণ ও অর্থের উপর জোর দেয়া হয় না। নৈতিক মূল্যবোধ ও তার বাস্তব রূপায়ণই এখানে সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করে। ইসলামী অর্থনীতি এ নীতির উপরই প্রতিষ্ঠিত। অর্থনীতিতে ব্যক্তিকে কল্যাণ প্রাপ্তি ও ত্যাগ-এ উভয় ক্ষেত্রেই আল-কুরআন ও আস-সুন্নাহর অনুশাসন মেনে চলতে হয়। কোনো ব্যক্তি অপর কোনো ব্যক্তির কল্যাণ বিঘ্নিত না করে নিজের কল্যাণ বৃদ্ধি করতে পারে।

ইসলামের অর্থনীতি তার জীবন দর্শন হতে বিচ্ছিন্ন, স্বতন্ত্র ও স্বয়ংসম্পূর্ণ কোনো বিষয় নয়। মূলত এটি ইসলামের বিরাট, ব্যাপক ও পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থারই একটি অপরিহার্য অংশ মাত্র।

১.৪ ইসলামী অর্থনীতির সংজ্ঞা
(Definition of Islamic Economics)

অর্থনীতির আরবী প্রতিশব্দ الاقتصاد قصد النظام ‘কসদুন’ মূল ধাতু থেকে এর উৎপত্তি। قصد (কস্‌দ) বা اقتصاد এর আভিধানিক অর্থ হলো রুচিসম্মত চালচলন, মধ্যমপন্থা বা মধ্যম পদ্ধতি। যেহেতু ইসলামী অর্থনীতি মধ্যম পন্থায় অর্থনৈতিক জীবন যাপনের পদ্ধতি ও পন্থা নির্দেশ করে। এজন্য একে الاقتصاد النظام বলে নামকরণ করা হয়েছে।[১২] ইসলামী অর্থনীতি ইসলামী সমাজবিজ্ঞানের একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা। একটি গতিশীল বিষয় হিসেবে ইসলামী অর্থনীতি ইসলামী জীবন দর্শন, কৃষ্টি ও সভ্যতার সাথে একই সূত্রে গাঁথা। বর্তমান দুনিয়ার ব্যর্থ অর্থব্যবস্থাগুলোর ধর্মনিরপেক্ষ বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গির মোকাবিলায় ইসলামী বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গি জীবনের বস্তুবাদী ও আধ্যাত্মিক উভয় দিকের এক চমৎকার সুষম সমন্বয়। জীবনের এ দুই দিকের কোনো একটিতে অধিক গুরুত্ব আরোপ করলেই মানুষের জন্য দুঃখ-কষ্ট নেমে আসে। যতক্ষণ মানুষ তার অর্থনৈতিক লক্ষ্য অর্জনের নীতিকে নৈতিক মূল্যবোধের ভিত্তিতে পুনর্গঠিত না করবে ততক্ষণ ভারসাম্যহীনতা, অস্তিতিশীলতা কমানো যাবে না এবং নানা ধরনের অশান্তিও দূর করা সম্ভব হবে না। ইসলামী অর্থনীতি তাই মানুষের সামগ্রিক জীবন ব্যবস্থার সাথে সর্বোতভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এ অর্থনীতি চিরন্তন মূল্যবোধের সমন্বয়ে একটি বিশ্বজনীন পদ্ধতি যা সম্পদের সুষম বণ্টন, সামাজিক ন্যায়বিচার ও সমতা নিশ্চিত করে।

---

১১ আল-কুরআন, ৬:১৪১।

১২ আবুল ফাতাহ্ মুহাম্মদ ইয়াহইয়া, ইসলামী অর্থনীতির আধুনিক রূপায়ন, (ঢাকা: জনতা পাবলিকেশন্স, মার্চ ২০০৩), পৃ. ১।

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামী চিন্তাবিদ ও অর্থনীতিবিগণ বিভিন্ন সময়ে ইসলামী অর্থনীতির সংজ্ঞা নির্ণয়ের প্রয়াস পেয়েছেন। বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হতে তারা ইসলামী অর্থনীতির সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। ইসলামী সমাজব্যবস্থার পরিবর্তন এবং নব নব যুগ সমস্যার সমাধানের প্রেক্ষাপটে হয়ত নতুন আঙ্গিকে ইসলামী অর্থনীতির নতুন সংজ্ঞা প্রদানের চেষ্টা ভবিষ্যতেও চলবে। প্রফেসর রায়হান শরীফ এ জন্যই মন্তব্য করেছেন- 'Islamic Economics is still a very young science and many problems in it are almost untouched'. একটি সমৃদ্ধ ও পরিবর্তনশীল অর্থনীতি গড়ে তোলার প্রত্যয়ে অতীত ও বর্তমান সময়ের কয়েকজন প্রথিতযশা অর্থনীতিবিদ ইসলামী অর্থনীতির একটি সুসংবদ্ধ ও গ্রহণযোগ্য সংজ্ঞা প্রদানের চেষ্টা করেছেন। বিশিষ্ট কয়েকজন ইসলামী অর্থনীতিবিদ প্রদত্ত ইসলামী অর্থনীতির কয়েকটি প্রামাণ্য সংজ্ঞা নিম্নরূপ:

১.৪.১ ইবনে খালদূনের সংজ্ঞা: ইসলামী অর্থনীতির সংজ্ঞা দিতে গিয়ে সমাজবিজ্ঞানের জনক তিউনিসিয়ার বিশ্ববিখ্যাত আরব মনিষী ইবনে খালদূন (১৩৩২-১৪০৬) তার অমর কীর্তি 'আল মুকাদ্দিমায়' বলেন, 'ইসলামী অর্থনীতি হচ্ছে, Masses বা জনসাধারণের (জমহুরের) কল্যাণের সাথে সম্পর্কিত বিজ্ঞান।[১৩]

১.৪.২ মুহাম্মদ আকরাম খানের সংজ্ঞা: পাকিস্তানী অর্থনীতিবিদ মুহাম্মদ আকরাম খান (জন্ম ১৯৪৫) তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'An Introduction to Islamic Economics'-এ ইসলামী অর্থনীতির সংজ্ঞা প্রদান করতে গিয়ে বলেন, 'সহযোগিতা ও অংশগ্রহণের ভিত্তিতে জাগতিক সম্পদ সংগঠিতকরণের মাধ্যমে যে মানবীয় কল্যাণ অর্জন করা যায়, সে সম্পর্কিত জ্ঞানই হচ্ছে ইসলামী অর্থনীতি।' [Islamic Economics aims at the study of human falah achieved by organising the resources of the earth on the basis of co-operation and participation][১৪]

১.৪.৩ এস. এম. আবুল কালামের সংজ্ঞা: পাকিস্তানের বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ও ব্যাংকার এস. এম. আবুল কালামের মতে, ইসলামী অর্থনীতি একাধারে একটি বিজ্ঞান এবং কলা যার প্রতিপাদ্য আল্লাহর অনুগত বান্দাহর দৈনন্দিন জীবনাচার অর্থাৎ সে কিভাবে আয় করে এবং কিভাবে তা ব্যয় করে থাকে। ইসলামী অর্থনীতি একটি বিজ্ঞান এ অর্থে যে এটা বস্তুগত

---

১৩ Ibn Khaldun, æThe Muqaddimah': An Introduction to History, (New York: Translated from Arabic by Franz Rozenthal, Pantheon, 1958), p. 23.

১৪ Muhammad Akram Khan, An Introduction to Islamic Economics, IIIT & IPS, 1994, p. 33-45.

Dhaka University Institutional Repository

উৎপাদন, পণ্য বণ্টন ও ভোগের বহুবিধ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সন্ধান দেয়। (The Islamic Economics is both a science and art which deals with the daily routine of a Muslims economic life i.e. how he earns his income and how he spends it. It is a science in the sense that it involves many scientific methos in the production of material goods, their distribution and consumption.)[১৫]

১.৪.৪ ড. এম. উমর চাপরার সংজ্ঞা: আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন প্রখ্যাত ইসলামী অর্থনীতিবিদ ড. এম. উমর চাপরার (জন্ম ১৯৩৩) মতে, ইসলামী অর্থনীতি হচ্ছে জ্ঞানের সেই শাখা যা ইসলামী শিক্ষার সাথে সংগতি রেখে দুস্প্রাপ্য সম্পদের বরাদ্দ ও বণ্টনের মাধ্যমে এবং ব্যক্তিস্বাধীনতা অযথা খর্ব ও সমষ্টি অর্থনীতির কোনো রকম ভারসাম্যহীনতা এবং পরিবেশগত বিপর্যয় সৃষ্টি না করে মানবীয় কল্যাণ অর্জনে সহায়তা করে। (Islamic Economics is that branch of knowledge which helps to realise human well being through an allocation and distribution of scarce resources that is in conformity with Islamic teaching without unduly curbing individual freedom or creating continued macroeconomic and ecological imbalances).[১৬]

১.৪.৫ প্রফেসর ড. এম. এ হামিদের সংজ্ঞা: প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের সাবেক প্রফেসর, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কুষ্টিয়া এবং দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভাইস-চ্যান্সেলর ড. এম. এ. হামিদ (১৯৩৯-২০০২) ইসলামী অর্থনীতির একটি সুন্দর, যথাযথ ও সার্বিক সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। তাঁর মতে, 'ইসলামী অর্থনীতি হলো ইসলামী বিধানের সে অংশ যা প্রক্রিয়া হিসেবে দ্রব্য ও সেবাসামগ্রী উৎপাদন, বণ্টন ও ভোগের প্রসঙ্গে মানুষের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও নৈতিক আচরণকে সমন্বিতভাবে অধ্যয়ন করে।[১৭] (Islamic Economics is that part of Islamic code which studies, as a process, economic, social and moral human behaviour

---

১৫ S. M. Abul Kalam, The Basic Principles of Islamic Economics, Journal of Islamic Banking and Finance, Vol-8, July-September 1991, No. 3, p. 17-18.

১৬ M. Umer Chapra, What is Islamic Economics? (Jeddah: IRTI, Islamic Development Bank, 1996), p. 33.

১৭ ড. এম. এ. হামিদ, ইসলামী অর্থনীতি: একটি প্রাথমিক বিশ্লেষণ, অর্থনীতি বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, জুলাই ১৯৯৯, পৃ. ২০।

Dhaka University Institutional Repository

in an integrated manner in relation to production, distribution and consumption of goods and services).[১৮]

এ সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করলে চারটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্যণীয় হয়ে উঠে:

১. ইসলামী অর্থনীতি ইসলামী বিধানের একটি মাত্র অংশ নিয়ে আলোচনা করে যা মুখ্যত আল কুরআন ও আস সুন্নাহ এবং গৌণত ইজমা ও ইজতিহাদ দ্বারা সংজ্ঞায়িত।

২. ইসলামী অর্থনীতি একটি প্রক্রিয়া অর্থাৎ এটি শুধু আল কুরআন ও আল হাদীস হতে প্রাসঙ্গিক উদ্ধৃতিমাত্র নয় বরং এটি উৎপাদনকারী ও ভোক্তাদের আচরণ পর্যালোচনাকে নির্দেশ করে। ইসলামী অর্থনীতি এ প্রেক্ষিতে আরও প্রাসঙ্গিক ও গুরুত্ববহ হয়ে দাঁড়ায় যখন ইসলামী দৃষ্টিকোণ হতে অর্থনৈতিক উন্নয়নকে বিবেচনা করা হয়।

৩. ইসলামী অর্থনীতিতে পূর্বেই ধরে নেয়া হয় যে সামাজিক মূল্যবোধ বা নৈতিক মূল্যবোধ হতে অর্থনৈতিক মূল্যবোধকে পৃথক করা যায় না।

৪. ইসলামী অর্থনীতি দ্রব্যসামগ্রী ও সেবার উৎপাদন, বণ্টন ও ভোগের বিশেষ উল্লেখসহ আচরণ পর্যালোচনা করে।

১.৪.৬ ড. আবদুর রহমান ইউসরি আহমদের সংজ্ঞা: মিশরের আলেকজান্দ্রিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির অধ্যাপক, ইসলামী অর্থনীতির খ্যাতিমান গবেষক ড. আবদুর রহমান ইউসরি আহমদের মতে, 'আল্লাহর প্রদত্ত সম্ভাব্য সকল অর্থনৈতিক সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহারের মাধ্যমে বর্তমান ও ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য প্রয়োজনীয় সর্বোচ্চ হালাল সেবা ও পণ্য উৎপাদন এবং শরী'আহ্'র বিধান মোতাবেক এর সুষ্ঠু বণ্টন সম্বন্ধে আলোচিত বিজ্ঞানের নামই হচ্ছে ইসলামী অর্থনীতি।' (Islamic Economics is the science that studies the possible use of all available economic resources, endowed by Allah, for the production of maximum possible output of halal goods and services that are needed for the community now and in future and the just distribution of this output within the framework of shariah and its intents.)[19]

---

১৮ Dr. M. A. Hamid, Islamic Economics: An Introductory Analysis (Rajshahi: Published by Dr. Ekramul Hamid, House 262/2, Padma Residential Area, Bangladesh, October 2009), p. 23.

১৯ Abdul Rahman Yousri Ahmed. Methodological Approach to Islamic Economics: Its Philosophy, Theoretical Construction and Applicability (Dhaka: Theoritical

Dhaka University Institutional Repository

সারণী-১

ইসলাম, শরী'আহ্, মু'আমালাত, ব্যাংকিং এবং ফাইন্যান্স এর যোগসূত্র

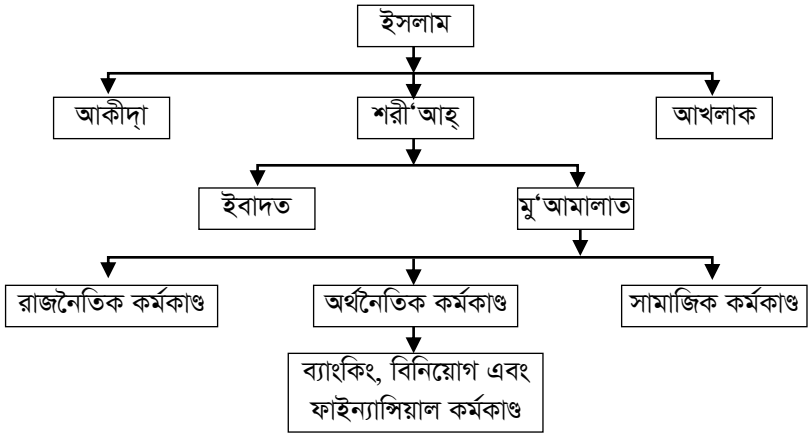

১.৫ ইসলামী অর্থনীতির জ্ঞানের উৎস

যে কোনো ধরনের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাতেই মানুষ কতকগুলো সাধারণ সমস্যার সম্মুখীন হয়। অর্থনৈতিক ব্যবস্থা তা পুঁজিবাদী, সমাজতান্ত্রিক, মিশ্র বা ইসলামী যাই হোক না কেন, সে অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে কোনো না কোনো ভাবে তিনটি মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়।

১। **কি কি পণ্য উৎপাদিত হবে-** অন্য কথায় কি কি পণ্য সামগ্রী ও সেবা উৎপাদন করতে হবে এবং কি পরিমাণে? বাংলাদেশে আবাদি যত জমি আছে তাতে শুধু তামাক চাষ করা যেতে পারে অথবা শুধু ধান চাষ করা যেতে পারে অথবা বিভিন্ন শস্য বিভিন্ন মৌসুমে চাষ করা যেতে পারে। কিন্তু বাস্তবে এ সিদ্ধান্ত কিভাবে নেয়া হয়? বিভিন্ন অর্থনৈতিক সমাজ এ প্রশ্নের বা সমস্যার সম্মুখীন হয়। এটিকে বাছাইয়ের সমস্যা বলা যেতে পারে।

২। **কিভাবে পণ্য উৎপাদিত হবে-** পণ্য সামগ্রী উৎপাদিত হবে কিভাবে। অর্থাৎ কারা পণ্য সামগ্রী তৈরি করবে, কি কি সম্পদ এর জন্য ব্যবহৃত হবে এবং কোনো প্রযুক্তিতে তা তৈরি হবে। কে খাদ্যদ্রব্য উৎপাদন করবে আর কে তৈরি করবে কাপড়? বিদ্যুৎ উৎপন্ন হবে খরস্রোতা নদী হতে, না প্রাকৃতিক গ্যাস হতে। প্রতিটি অর্থনৈতিক সমাজকে এ সমস্যারও সমাধান করতে হয়। এ ধরনের সমস্যাকে প্রযুক্তির সমস্যা বলা যেতে পারে।

Foundations of Islamic Economics, Book of Reading No. 3, IRTI, IDB, 2002 First Edition), p. 27.

Dhaka University Institutional Repository

৩। **কার জন্য পণ্য উৎপাদিত হবে-** অন্য কথায় কাদের জন্য পণ্য সামগ্রী ও সেবা উৎপন্ন হবে। দেশে বিভিন্ন পরিমাণে বিভিন্ন পণ্য উৎপাদিত হচ্ছে। কিন্তু সব নাগরিক তো সমানভাবে বিভিন্ন পণ্য ভোগ করার অধিকার পাচ্ছে না। কারো বাড়িতে দু'বেলা খাবার জোটে না আবার কারো বাড়িতে অত্যাধুনিক সব বিলাস সামগ্রীতো রয়েছে, দামি গাড়ি আছে। কিভাবে মোট জাতীয় আয় বিভিন্ন ব্যক্তি ও বিভিন্ন অঞ্চলের জনগোষ্ঠীর মধ্যে বণ্টিত হবে? এ সমস্যাটি অর্থনৈতিক সমাজের তিন নম্বর সমস্যা। একে বণ্টনের সমস্যা বলা যেতে পারে।

মজার ব্যাপার হচ্ছে যদিও পুঁজিবাদী, সমাজতান্ত্রিক, মিশ্র ও ইসলামী অর্থ ব্যবস্থা সকলেই এ সাধারণ প্রশ্নগুলোর সম্মুখীন, তাদের প্রত্যেকেরই জবাব কিন্তু ভিন্ন। কারণ জ্ঞানের যে উৎসের উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন অর্থনীতি উপরের তিনটি প্রশ্নের জবাব দেয় তা ভিন্ন। পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে উত্তর খোঁজা হয় বাজার ব্যবস্থা হতে। পক্ষান্তরে, সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে রাষ্ট্র প্রদত্ত মানব রচিত জ্ঞানের উপর ভিত্তি করেই উত্তর তৈরি হয়। এর বিপরীতে ইসলামী অর্থনীতিতে মানুষের জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা স্বীকার করে নেয়া হয়েছে। উপরের তিনটি প্রশ্নের জবাবের জন্য ইসলামী অর্থনীতি রাষ্ট্র বা ব্যক্তি কারোরই উপর নির্ভর করে না। কারণ দ্বীন ইসলামে জ্ঞানের সুনির্ধারিত উৎস রয়েছে যেখান থেকে সকল প্রশ্নের জবাব অনুসন্ধান করা হয়। এসব উৎস একই সাথে স্থির ও গতিশীল, দৃঢ় ও নমনীয়। ইসলামী অর্থনীতির উৎসমূহকে দু'টি প্রধান ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন:

১. প্রধান উৎসমূহ (Chief Sources)

২. সম্পূরক উৎসমূহ (Supplementary Sources)

১.৫.১ প্রধান উৎসমূহ- Chief Sources

ইসলামী অর্থনীতি জ্ঞানের প্রধান উৎসমূহ নিম্নরূপ:

১. আল-কুরআন (القرآن)

ইসলামী অর্থনীতির সর্বপ্রধান, মূল এবং প্রথম উৎস আল কুরআন। কুরআন হচ্ছে শরী'আহ্'র প্রধান উৎস। এটি আল্লাহর কিতাব। আরবি ভাষায় অবতীর্ণ। এটির ভাষা এবং তথ্য দুটোই আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রদত্ত। এ কিতাব অক্ষরে অক্ষরে সুরক্ষিত। এতে সন্দেহের অবকাশমাত্র নেই। এ মহাগ্রন্থ আল্লাহর নির্ভূল কিতাব, এর ভাষা নির্ভুল, এর বিধান নির্ভুল, এর উদ্দেশ্য মানবতার মুক্তি ও কল্যাণ, এর উপযোগীতা সার্বজনীন, এর সত্যতা সকল চ্যালেঞ্জের উর্ধ্বে, এর কার্যকারিতা চিরন্তন শাশ্বত, এর সুফল অনিবার্য। এ কিতাব সকল সত্যজ্ঞানের অনাবিল

Dhaka University Institutional Repository

ফল্গুধারা।[২০] কুরআন শাব্দিকভাবে আল্লাহপাকের কথা, মহাপবিত্র, অতুলনীয় ও অনুকরণীয়। কুরআন খণ্ড খণ্ডভাবে নাজিল হয়েছে, যাতে এর অর্থ পূর্ণভাবে অনুধাবন ও এর প্রাসঙ্গিকতা উপলব্ধি করা যায়, দৃঢ়ভাবে এর মূল্যবোধসমূহ আয়ত্ত করা যায় এবং যাতে ধীরে ধীরে ও ক্রমান্বয়ে এর বাস্তবায়নের পথ সুগম হয়।[২১] প্রত্যাদিষ্ট এই কিতাব আদি আকৃতিতে এর প্রতিশব্দ অবিকল ও পূর্ণাঙ্গভাবে সর্বকালের দিক নির্দেশনার উৎস হিসেবে সংরক্ষিত রয়েছে। চিরন্তন, বিশেষ আহ্বান ও আদেশ যা সন্দেহাতীতভাবে সুস্পষ্ট (মুবীন), মহিমান্বিত (আ'লী) ও পবিত্র। এ সবের সমন্বয়ে শরী'আহ্ সিলামের তাত্ত্বিক কাঠামো প্রদান করেছে। আল্লাহ প্রদত্ত বিধান বিধায় বিশ্বাসীদের জন্য শরী'আহ্ চিরন্তন, মহাপবিত্র, শর্তহীনভাবে বাধ্যতামূলক ও অপরিবর্তনীয়। মহান আল্লাহ বলেন,

فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّى هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَاىَ فَلاَ يَضِلُّ وَلاَ يَشْقَىٰ- وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِى فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكاً وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ أَعْمَىٰ

'যে আমার নির্দেশ মেনে চলবে সে কখনো বিপথগামী হবে না, সে সমৃদ্ধিহীনও হবে না। আর যে আমার স্মরণ থেকে পরাঙ্মুখ হবে, সে এক সংকীর্ণ জীবন প্রাপ্ত হবে এবং শেষ বিচারের দিন তাকে আমি অন্ধ হিসেবে উত্থিত করব।'[২২]

মুসলিমদের জন্য আল-কুরআন, সংবিধান, চলার পথ নির্দেশিকা ও জীবন পথের পাথেয়। ইসলামের সকল প্রকার বিধানের ভিত্তিই হচ্ছে মহান আসমানী কিতাব 'আল-কুরআন।' আল্লাহ পাক অহীর মাধ্যমে এ গ্রন্থখানি তাঁর প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রতি নাযিল করেছেন। এর শব্দ-ভাষা-মর্ম সবই আল্লাহর, তাঁরই নিকট থেকে অবতীর্ণ। এ গ্রন্থখানি যেভাবে মহানবী (সা.)-এর প্রতি নাযিল হয়েছিল, ঠিক সেভাবে এখন পর্যন্ত দুনিয়াবাসীর নিকট বর্তমান আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে।

দলিল ও প্রমাণ হিসেবে আল-কুরআন অকাট্য। এ গ্রন্থের প্রতিটি নির্দেশ অবশ্য পালনীয়। আইন ও শরী'আহ্ রচনার বিচারে এ গ্রন্থ হচ্ছে- সর্বপ্রথম উৎস। কুরআনের আইন বিধান পেশের পদ্ধতি বিচিত্র। এর ফলে কুরআনের হৃদয়গ্রাহিতা ও অনুসরণীয় হওয়ার যোগ্যতা খুবই প্রকট। কোথাও তা আদেশসূচক শব্দে উদ্ধৃত হয়েছে, কোথাও হয়েছে নিষেধসূচক শব্দে। কোথাও জানিয়ে দেয়া হয়েছে এ কাজটি মানুষের জন্য বাধ্যতামূলক (ফরজ) করে দেয়া

---

২০ আবদুস শহীদ নাসিম, ইসলামিক শরিয়া কি? কেন? কিভাবে? (ঢাকা: বাংলাদেশ কুরআন শিক্ষা সোসাইটি প্রকাশিত, মগবাজার, ১৬ এপ্রিল ২০১০), পৃ. ৭।

২১ বিস্তারিত, জালাল উদ্দিন আবদুর রহমান সুয়ূতী, আল ইতকান ফি উলুম আল-কুরআন (কায়রো: আল-হান্নাবী প্রেস, ১৯৫১, ভলিউম-১); পৃ. ৩৯-৪৪।

২২ আল-কুরআন, ২০: ১২৩-১২৪।

Dhaka University Institutional Repository

হয়েছে। আবার বলা হয়েছে এ কাজটি খুবই উত্তম। কিংবা বলা হয়েছে এ কাজটি বেজায় খারাপ; অথবা কল্যাণমূলক কিংবা পূণ্য কাজ নয়।

সূরা আলে ইমরানের ৭নং আয়াতে তিন ধরনের 'অহীর নির্দেশেনা' প্রদান করা হয়েছে।

প্রথমত, বহু আয়াতে সুনির্দিষ্টভাবে সেসব কাজকে চিহ্নিত করেছে যেগুলো সৎকাজ (যেমন: আদল (عدل) সামাজিক সুবিচার, ইহসান (الاحسان)-দয়া, বণ্টনে সাম্য, ব্যবসায়ের রীতিনীতি, হালাল উপার্জনের পন্থা।)

দ্বিতীয়ত, সেসব কাজও চিহ্নিত করেছে যেগুলোকে নিঃসংশয়ভাবে মুনকার- অসৎ কর্ম বলে নিন্দা করা হয়েছে (যেমন- মাদকাসক্তি, অর্থনৈতিক লেনদেনে সুদের হার গ্রহণ, জুয়া (ميسر), তাবজীর (تبذير= অপব্যয়), ইসরাফ (اسراف= অপচয়), বুখল (بخل= কৃপণতা)।

তৃতীয়ত, কিছু কিছু বিষয় সম্পর্কে সরাসরি কিছু বলা হয়নি। সেগুলো সম্পর্কে মজলিসে শূরা ও জনগণ ইসলামের মূলনীতির আলোকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। (যেমন: সুদমুক্ত সমাজ বিনির্মাণের পন্থা, সম্পত্তির মালিকানার সীমা, জরুরিয়াত বা মৌলিক প্রয়োজনের অনুমোদিত মিশ্রণ, ব্যক্তি ও সমাজের জন্য অনুমোদিত আরামদায়ক ও বিলাসসামগ্রী ইত্যাদি।)

ইসলামী অর্থনীতির সকল ক্ষেত্রেই আল-কুরআনই প্রথম ও মূল উৎস হিসেবে গণ্য হয়। অর্থনৈতিক এজেন্টসমূহের (যেমন: উৎপাদনকারী, বণ্টনকারী, ভোক্তা আচরণের মূলনীতিসমূহ আল-কুরআন থেকেই আহরিত হয়েছে। হালাল বা বৈধ, হারাম বা অবৈধ সামগ্রী ও সেবা নির্ধারণে আল-কুরআনের নির্দেশনাই হচ্ছে মূল ভিত্তি। মোটকথা কুরআন মানবজীবনের সকল আইনসহ ইসলামী অর্থনীতি সংক্রান্ত সকল আইনেরও এক উজ্জল দৃষ্টান্ত। আল-কুরআনের অর্থনীতি বিষয়ক আইন ও নির্দেশনাগুলো সর্বদাই যুগোপযোগী, কল্যাণকামী ও শ্রেষ্ঠ।)

২. আল-হাদীস বা আস-সুন্নাহ (الحديث/السنة)

ইসলামী অর্থনীতির দ্বিতীয় প্রধান উৎস হাদীস বা আস-সুন্নাহ্। মহানবী (সা.)-এর জীবনের সকল কর্ম, উক্তি, তাঁর মৌন সম্মতির নির্ভরযোগ্য বর্ণনা সমন্বয়ে সুন্নাহ গঠিত। সুন্নাহ্ হলো আল-কুরআনের বাহক- যাঁর প্রতি কুরআন নাজিল করা হয়েছে তাঁর অর্থাৎ মহানবী (সা.) এর বাণী (قول), কর্ম (فعل) ও অনুমোদনের (تقرير) মাধ্যমে প্রদত্ত দীন ও শরী'আহ্'র তত্ত্ব, তথ্য ও বিবিধ বিধান।[২৩] সুন্নাহ কুরআন নয়, তবে কুরআনের প্রতিবিম্ব। মহানবী (সা.) তাঁর নবী জীবনে যা বলেছেন, যা করেছেন, সাহাবিদের যেসব কথা ও কাজের প্রতি তিনি প্রকাশ্য ও মৌন সম্মতি দান করেছেন এবং কুরআনের বিভিন্ন মৌলনীতির উপর যেসব বিস্তারিত ও খুঁটিনাটি বিবরণ, ব্যবহার ও প্রয়োগ কার্যকরী করেছিলেন তদসমুদয়ই হাদীস নামে অভিহিত।

২৩ আবদুস শহীদ নাসিম, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮।

Dhaka University Institutional Repository

আল-কুরআনের পরই হাদীসই হচ্ছে ইসলামী জ্ঞানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উৎস। হাদীস হলো মহানবী (সা.) কর্তৃক আল-কুরআনের ব্যাখ্যা। আল-কুরআনে ব্যষ্টিক (Micro) ও সামষ্টিক (Macro) অর্থনীতির অনেক কিছুরই উল্লেখ আছে যেসব বিষয়ে মহানবী (সা.)-এর কাছ থেকে বিস্তারিত নির্দেশনা পাওয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ আল-কুরআনে সাহেবে নেসাব সকল মুসলিমের উপর যাকাত আদায় ফরজ করা হয়েছে কিন্তু এর বিস্তারিত আহকাম ও যাকাত প্রশাসনের খুঁটিনাটি বলে দেয়া হয়নি। মহানবী (সা.) যাকাতের হার নির্ধারণ করেছেন এবং মদীনা রাষ্ট্রের প্রশাসনের মাধ্যমে যাকাত আদায় ও হকদারদের মধ্যে বিলিবণ্টনের সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থাপনা পরিচালনা করেছেন। সুদের প্রসঙ্গেও একই কথা প্রযোজ্য। সুদের সংজ্ঞা, এর বিভিন্ন রূপ ও প্রকরণ, সুদ-নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ, সুদের আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক, আন্তর্জাতিক কুফল এবং অনুরূপ অন্যান্য বিষয়ে কুরআনে বিস্তারিত ব্যাখ্যা ও প্রাসঙ্গিক নীতি-নির্দেশনা বিষয়ে জানা যায়। ইসলামী অর্থনীতিবিদগণ হাদীস হতে অর্থনীতির বিভিন্ন বিষয়ে বিপুল জ্ঞান লাভ করেছেন যার সরাসরি উল্লেখ কুরআনে নেই। সম্পদের তত্ত্ব, মালিকানার তত্ত্ব, উৎপাদনের উপকরণসমূহ ও তাদের প্রাপ্য, ভোগ ও বাজার প্রক্রিয়ার সমস্যা প্রভৃতি বিষয়ে জানার জন্য মহানবী (সা.)-এর হাদীসের উপর বিপুলভাবে নির্ভর করতে হয়।

৩. ইজমা‘ (الاجماع= al-`Ijma`)

ইসলামী অর্থনীতি জ্ঞানের তৃতীয় উৎস ইজমা। ইজমা (اجماع) আরবী শব্দ। অর্থ ঐক্যমতে পৌঁছা। কুরআন ও হাদীসের মৌলিক বিষয়কে সামনে রেখে নতুন কোনো বিষয়ের ব্যাপারে ঐক্যমতে পৌঁছা। ইসলামী কোনো প্রসঙ্গে মুজতাহিদদের[২৪]/ ফকীহদের[২৫] ঐক্যমত। মুসলিম উম্মাতের সকল মুজতাহিদ একত্র ও সম্পূর্ণ একমত হয়ে ইজতিহাদযোগ্য বিষয়ে ইসলামী শরী‘আহ্ যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন পরিভাষায় তাকে ‘ইজমা’ বলা হয়। ইজমা হচ্ছে- Consensus of opinion, consensus of Islamic scholars on a point of Islamic law. ইজমা দ্বারা প্রতি যুগের ইসলামী আইনবিদদের সম্মিলিত মতকে বুঝায়। ইজমার আক্ষরিক অর্থ সর্বসম্মত মত। কিন্তু আইনগত অর্থে ইজমা সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত আইনের মূলনীতিকে নির্দেশ করে। ইজমা কুরআন ও হাদীসের অনুসিদ্ধান্ত। ইসলামী অর্থনীতি

---

২৪ মুজতাহিদ ইসলামের বিশেষ পরিভাষা। কুরআন-হাদীসের উপর গবেষণা করে কোনো নতুন বিষয়ে যারা ফতওয়া প্রদান করেন তাঁদেরকে মুজতাহিদ বলা হয়। মুজতাহিদ যে কেউ দাবী করলেই হতে পারেন না। মুজতাহিদগণ চেষ্টাকারী, সাধনাকারী, গভীর জ্ঞান চর্চাকারী, শ্রম-সাধনাকারী, শরী‘আতে’র মাস’আলা-মাসাইল নির্ধারণ করার যোগ্যতা সম্পন্ন ব্যক্তিবর্গ। ইসলামী শরী‘আতে এমন ব্যাক্তিকে মুজতাহিদ বলা হয় যিনি ইসলামের মূলনীতির উপর ভিত্তি করে সমসাময়িক সমস্যার সমাধান বের করার কাজে নিয়োজিত থাকেন।

২৫ ইসলামী শরী‘আতে’র নীতি পদ্ধতি এবং হুকুম আহকাম সম্পর্কে জ্ঞানী ব্যক্তিগণই হচ্ছেন ফকীহ্।

Dhaka University Institutional Repository

বিনির্মাণে ইজমার ব্যবহার আবশ্যক। জ্ঞানের এ উৎস প্রকৃতপক্ষে এর মূলের জন্য আল-কুরআন ও হাদীসের কাছেই ঋণী। আল-কুরআনে বলা হয়েছে,

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُواْ لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُواْ الصَّلاَةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

"যারা তাদের পালনকর্তার আদেশ মান্য করে, নামাজ কায়েম করে; পারস্পরিক পরামর্শক্রমে কাজ করে এবং আল্লাহ তাদের যে রিযিক দিয়েছেন, তা থেকে ব্যয় করে।"[২৬]

কার্যত যেসব প্রসঙ্গে কুরআন বা হাদীস থেকে কোনো সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা পাওয়া সম্ভব নয় সেসব ক্ষেত্রে ইসলামী ফকীহদের ঐকমত্যের প্রতি এ ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে। কুরআন ও হাদীসের মধ্যে অর্থনৈতিক কোনো সমস্যার সরাসরি কোনো সমাধান পাওয়া না গেলেই ইজমার প্রয়োজন রয়েছে। তবে তা কোনোক্রমেই কুরআন ও হাদিসের সাথে সংঘাতমূলক হবে না। ইসলামী আইনের উৎস হিসেবে 'ইজমা' সম্পর্কে কোনো বিতর্ক ও মতভেদ কখনও দেখা যায়নি। যেসব সমস্যার সমাধানে মহানবী (সা.)-এর সাহাবিগণ ঐকমত্য পোষণ করেছিলেন, ঘটনার সাদৃশ্যহেতু অনুরূপ সিদ্ধান্ত স্বীকার করে নেয়া ইসলামী আইনে সর্বস্বীকৃত। যদি কোনো বিষয়ে ইসলামী পণ্ডিতগণ একমত হন তাহলে তা মান্য করা মুসলিমদের জন্য বাধ্যতামূলক হয়ে দাঁড়ায়। কুরআন ও হাদীসের কোথাও স্পষ্টভাবে উল্লেখ না থাকলেও পরামর্শ ও আলোচনার মাধ্যমে মুসলিম ফকীহগণ যদি একমত হন যে, স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর বিধায় ইসলামী সমাজে সিগারেট, বিড়ি তৈরি ও বিপণন করা যাবে না তাহলে সংশ্লিষ্ট সকলের জন্য সিগারেট, বিড়ি তৈরি না করাই অবশ্য পালনীয় হয়ে দাঁড়াবে।

৪. কিয়াস (القياس)

ইসলামী অর্থনীতির চতুর্থ উৎস কিয়াস। কিয়াস মানে তুলনামূলক অনুমান, সাদৃশ্য অনুমান। এর আভিধানিক অর্থ হলো- অনুমান করা, পরিমাপ করা, তুলনা করা, সামঞ্জস্য করা। ইমাম গাযযালির (১০৫৮-১১১১) মতে, কোনো নির্দিষ্ট বিষয়কে অপর নির্দিষ্ট বিষয়ের সাথে তুলনা করে সামঞ্জস্যপূর্ণ করণের প্রেক্ষিতে উভয়ের ইতিবাচক বা নেতিবাচক একই বিধান বা ফলাফল সাব্যস্ত করাকে কিয়াস বলে।[২৭] ড. আল্লামা ইউসুফ আল-কারাদাভীর মতে, যে বিষয়ে কোনো অকাট্য বা স্পষ্ট দলিল নেই, নেই কোনো ইজমা, সে বিষয়টিকে অন্য কোনো একটি বিষয়ের সাথে মিলিয়ে বিবেচনা করা, যে বিষয়ে শরী'আতে'র স্পষ্ট এবং অকাট্য দলিল আছে অথবা যে বিষয়ে কোনো ইজমা রয়েছে। অর্থাৎ যে কারণে কোনো বিষয়ে একটি হুকুম

---

২৬ আল-কুরআন, ৪২:৩৮।

২৭ ইমাম গাযযালি, আল মুসতাসফা, ২য় খণ্ড, তু. আবদুস সহিদ নাসিম, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭।

Dhaka University Institutional Repository

হয়েছে সে কারণটি যদি অন্য কোনো বিষয়ে পাওয়া যায় তাকে একই বিধানের অধীন আনাটাই 'কিয়াস'।[২৮]

সহজ ভাষায় এভাবে বলা যায়- মূল বিষয়টি বিবেচনা করেই শাখা বিষয়েও অনুরূপ হুকুম আরোপ করাকেই বলা হয় কিয়াস। কুরআন, হাদীস ও ইজমার আলোকে বিজ্ঞানভিত্তিক বিশ্লেষণাত্মক যুক্তি। ইংরেজিতে Analogical deduction or reasoning। কিয়াস হলো কুরআন, হাদীস ও ইজমার ভিত্তিতে সাদৃশ্যমূলক অনুমানের মাধ্যমে কোনো নতুন সমস্যার সমাধান করা। কিয়াস কখনো কুরআন ও হাদীসের সাথে সাংঘর্ষিক হবে না। কিয়াসের মাধ্যম হলো ধীশক্তি এবং বিচারবুদ্ধির ব্যবহার। এটি অবশ্য ব্যক্তিগত রায় কিংবা অভিমতের অনুরূপ। কিন্তু এ রায় যখন কুরআন ও হাদীসের অনুজ্ঞার উপর ভিত্তিমান হয় তখনই তাকে কিয়াস বলে। কিয়াস নতুন আইন আবিষ্কার করে এবং আবিষ্কৃত এ আইন কুরআন, হাদীস ও ইজমা র্তৃক প্রতিষ্ঠিত আইনসমূহের সাথে সংযোজিত হয় মাত্র। কিয়াসের একটি উদাহরণ এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। আল-কুরআনে বলা হয়েছে,

يَـٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

'হে মুমিনগণ। এই যে মদ, জুয়া, প্রতিমা এবং ভাগ্য নির্ধারক শরসমূহ এসব শয়তানের অপবিত্র কাজ বৈ তো নয়। অতএব এগুলো থেকে বেঁচে থাক- যাতে তোমরা কল্যাণপ্রাপ্ত হও।'[২৯]

এ থেকে সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, অন্যান্য খারাফ জিনিসের মধ্যে জুয়া ইসলামী অর্থনৈতিক মানুষের জন্য ক্ষতিকর। এ থেকে স্পষ্টতই কিয়াস করা যায় যে একটি ইসলামী সরকার রাষ্ট্রে সব ধরনের ক্ষতিকর কার্যক্রম এবং হারাম অর্থনৈতিক লেন-দেন নিষিদ্ধ ঘোষণা ও তা কার্যকর করবে।

১.৫.২ সম্পূরক উৎসমূহ (Supplementary Sources)

ইসলামী অর্থনীতি জ্ঞানের সম্পূরক উৎসমূহ নিম্নরূপ:

---

২৮ ড. ইউসুফ আল-কারাদাভী, ইসলামী ব্যাংকিং-এ মুরাবাহা, (ঢাকা: সেন্ট্রাল শরীয়াহ বোর্ড ফর ইসলামিক ব্যাংকস অব বাংলাদেশ, ফেব্রুয়ারী ২০০৯), পৃ. ১৬।

২৯ আল-কুরআন, ৫:৯০।

Dhaka University Institutional Repository

১। **আল-ইসতিহসান (الاستحصان= al-Istihsan):** ইসতিহসান হচ্ছে আইনগত অগ্রাধিকার। আইনজ্ঞ কর্তৃক এমন পদ্ধতির অনুসরণ যাকে তিনি সাদৃশ্যমূলক নজির (কিয়াস) হতে উত্তম বিবেচনা করেন। ইসতিহসান বা বিধানসঙ্গত ন্যায়পরায়ণতা ইসলামী আইনের একটি সম্পূরক উৎস। ইসতিহসান শব্দের অর্থ কোনো জিনিসকে উত্তম ও ভালো মনে করা। অন্য কথায় দু'টি করণীয়ের মধ্যে অধিকতর কল্যাণকর ও উপকারী কাজটি নির্ণয় ও নির্ধারণ করা। সততা ও ন্যায়পরায়ণতার দৃষ্টিকোণ (Equity and justice point of view) থেকে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা। বিখ্যাত ইসলামী আইনবিদ ইমাম আবু হানিফা (৬৯৯-৭৬৭) ইসতিহসানের উদগাতা। ইসতিহসানের দলিল হচ্ছে মহানবী (সা.)-এর এই বাণী-

'জেনে রাখ, দ্বীন ইসলাম অত্যন্ত দৃঢ় ও সুসংবদ্ধ। অতএব তোমরা তাতে বিশেষ নম্রতা ও সহজাত সহনশীলতা সহকারে প্রবেশ কর। আর আল্লাহর বান্দাহগণকে তোমরা আল্লাহর ইবাদতের প্রতি বিদ্বেষী বানিয়ে দিও না।' ইসতিহসান মূলত এমন এক নিয়ম পদ্ধতি যা জীবন পরিচালনার ক্ষেত্রে সব রকমের অসুবিধা ও সংকীর্ণতা দূরীভূত করে দেয়। এ কারণেই ঈমাম মালিক বলেছেন, 'ইসতিহসান শরী'আহ্ সংক্রান্ত জ্ঞানের দশ ভাগের নয় ভাগ।'

২। **আল-ইসতিদলাল (الاستدلال =al-Istidlal):** ইসলামী অর্থনীতির জ্ঞানের অন্যতম সম্পূরক উৎস 'ইসতিদলাল'। ইসলামী আইনে ইসতিদলাল বলতে বুঝায় যুক্তি নির্ণীত সিদ্ধান্তকে। অন্যকথায়, কোনো একটি বিষয় হতে যুক্তি-তর্কের সাহায্যে অন্য একটি অনুরূপ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণকেই ইসতিদলাল বলে। ইসতিদলালের ক্ষেত্রে এক নীতি হতে যুক্তি-তর্কের সাহায্যে অন্য নীতির প্রবর্তন করা হয়। ইসলামী অর্থনীতির সফল প্রয়োগে ইসতিদলাল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

৩। **আল-ইসতিসলাহ (الاستصلاع = al-Istislah):** ইসলামী অর্থনীতির জ্ঞানের আরেকটি সম্পূরক উৎস 'ইসতিসলাহ'। ইসতিসলাহর বাংলা হচ্ছে জনকল্যাণ নীতি বা জনহিতনীতি। অর্থাৎ জনস্বার্থ বা জনকল্যাণকে সামনে রেখে সিদ্ধান্ত গ্রহণ। ইসতিসলাহ তথা জনকল্যাণ হচ্ছে এমন একটি পথের অনুসরণ যা জনগণের সর্বোচ্চ কল্যাণ আনয়ন করবে। জনকল্যাণই (Public welfare) ইসতিসলাহর প্রধান লক্ষ্য হিসেবে বিবেচিত হয়। যদি কোনো বিধি জনসাধারণের জন্য ক্ষতিকর বলে প্রতীয়মান হয় তাহলে তা পরিত্যাগ করতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

৪। **আল-ইসতিহসাব (الاستحساب= al-Istihsab):** এর অর্থ প্রমান না পাওয়া পর্যন্ত স্থিতাবস্থার আদেশ দান। ইসতিহসাব মানে হচ্ছে চলমানতা বা কার্যকারিতা। পূর্বে প্রচলিত একটি আইনগত বিষয়ের ধারাবাহিকতা, যতক্ষণ না প্রমাণিত হয় যে এর বর্তমানে কোনো প্রযোজ্যতা বা কার্যকারিতা নেই, নতুনভাবে তা প্রতিস্থাপিত হয়েছে। ইসলামী অর্থনীতি জ্ঞানের অন্যতম উৎস ইসতিহসাব। অতীতকালে শরী'আতে'র যে হুকুমটা যেমন প্রতিষ্ঠিত ছিল, সে হুকুমটাকে সেভাবে অপরিবর্তিত রাখাকেই বলা হয় ইসতিহসাব। সে হুকুমটিকে কাযকর ও স্থায়ী বলে গণ্য করতে হবে যতক্ষণ না এমন কোনো দলিল পাওয়া যাবে যা সেটিকে বদলে দিবে কিংবা সেটিকে রদ করে দেবে। যেমন: ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি ঋণ হিসেবে নেয় অর্থ ফিরিয়ে দিতে বাধ্য থাকবে, যতক্ষণ না তার ঋণ থেকে মুক্ত হওয়ার কোনো অকাট্য প্রমাণ বা সাক্ষ্য পেশ করা সম্ভব হবে। এভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণকেই ফিকাহ বিজ্ঞানে বলা হয় ইসতিহসাব।

৫। **মাসলাহা মুরসালা (مصلحة مرسلى= Maslahah Mursala):** এর অর্থ বৃহত্তর জনকল্যাণের স্বার্থে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা। মাসলাহা অর্থ Considerations of public interest/ Public good জনকল্যাণ। ফিকাহবিদগণ এমন মাসালাহাত গ্রহণ করার পক্ষে মত প্রকাশ করেছেন যা প্রকৃত ও সাধারণ এবং যা গণ্য করা হলে কোনো অকাট্য স্পষ্ট দলিলের সাথে বিরোধকারী হবে না। সাহাবা[৩০] ও মুজতাহিদগণের অনেকে প্রাথমিক যুগসমূহে এ মাসলাহাত অনুযায়ী আমল করেছেন।

৬। **ফাতওয়ায়ে সাহাবা** (Opinion of Ashabe Rasul (sm)**:** ফাতওয়ার (فتواة) শাব্দিক অর্থ হলো- রায়, মত, সিদ্ধান্ত।[৩১] পারিভাষিক অর্থ হলো দীন ইসলাম সম্পর্কিত কোনো প্রশ্ন বা জিজ্ঞাসার উত্তর দেয়া।[৩২] মু'জামুল ওয়াসিত অভিধানে বলা হয়েছে,

---

৩০ বহুবচনে 'সাহাবা' একবচনে 'সাহাবী'। আরবী ভাষায় সুহবত শব্দের রূপ। আভিধানিক অর্থ সংগী, সাথী, সহচর, একসাথে জীবন যাপনকারী অথবা সাহচর্যে অবস্থানকারী। ইসলামী পরিভাষায় 'সাহাবা' শব্দটি দ্বারা রাসুলুল্লাহ (সা.) এর মহান সংগী সাথীদের বুঝায়। আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.) 'আল-ইসাবা ফী তামযীযিস সাহাবা' গ্রন্থে সাহাবীর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন: ইন্নাস সাহাবিয়্যা মান লাকিয়ান নাবিয়্যা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা মু'মিনান বিহি ওয়া মাতা আলাল ইসলাম'- অর্থাৎ সাহাবী সেই ব্যক্তি যিনি রাসুলুল্লাহ (সা.) এর প্রতি ঈমান সহকারে তাঁর সাক্ষাৎ লাভ করেছেন এবং ইসলামের ওপরই মৃত্যুবরণ করেছেন। এ সংজ্ঞায় সাহাবী হওয়ার জন্য তিনটি শর্ত আরোপ করা হয়েছে। ১. রাসুল (সা.) এর প্রতি ঈমান, ২. ঈমানের অবস্থায় তাঁর সাথে সাক্ষাৎ (আল লিকা), ৩, ইসলামের ওপর মৃত্যুবরণ (মাউত আলাল ইসলাম)। যিনি রাসুল (সা.) কে দেখেছেন, তাঁর প্রতি ঈমান এনেছেন এবং ইসলামের উপরই জীবনাবসান হয়েছে, তিনিই সাহাবী।- মোহাম্মদ আবু জুহ্, আল-হাদীস ওয়া আল-মুহাদ্দিসুন, পৃ. ১২৯।

৩১ ড. মুহাম্মাদ ফজলুর রহমান, আরবী-বাংলা ব্যবহারিক অভিধান (ঢাকা: রিয়াদ প্রকাশনী), পৃ. ৫৪৮।

৩২ মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী, উসলুল ইফতা (ঢাকা: মাকতাবাতু শায়খুল ইসলাম), পৃ. ১১।

Dhaka University Institutional Repository

ফাতওয়া হলো ইসলামী বিধি-বিধান অথবা আইন কানুনের জটিল মাসয়ালার উত্তর। ইসলামী অর্থনীতি জ্ঞানের অন্যতম উৎস ফাতওয়ায়ে সাহাবা। মহানবী (সা.)-এর সাহাবিদের অর্থনীতি বিষয়ক মতামত, যা তাঁরা কুরআন ও সুন্নাহর ভিত্তিতে দিয়েছিলেন, তা থেকে কালক্রমে ইসলামী অর্থনীতির বহুবিধ হুকুম গ্রন্থিত হয়েছে।

৭। **পরবর্তী ফাতওয়া** (Later Fatwa)**:** ফাতওয়া প্রদান আল্লাহর বিধান সমূহ বর্ণনার সমতুল্য। এর অর্থ কুরআন ও সুন্নাহ এবং সাহাবায়ে কেরামের মতামত ও অতীত মুজতাহিদগণের মতামতের ভিত্তিতে মত বা সমাধান প্রদান করা। ফাতওয়া ইসলামী অর্থনীতি জ্ঞানের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উৎস। বর্তমানে রাষ্ট্রীয়ভাবে আন্তর্জাতিক ইসলামী ফিকহ একাডেমী গুলো যেমন- ওআইসি ইসলামিক ফিকাহ একাডেমী (১৯৮৩ সালে গঠিত হয়- সদর দফতর জেদ্দাহ), রাবেতা আন্তর্জাতিক ফিকাহ্ একাডেমী, ইসলামিক ফিকাহ একাডেমী অব ইন্ডিয়া নর্থ আমেরিকান ফিকাহ কাউন্সিল, বিভিন্ন দেশে গঠিত সেন্ট্রাল শরী'আহ্ বোর্ড, বিভিন্ন ইসলামী ব্যাংকের শরী'আহ্ কাউন্সিল/ শরী'আহ্ সুপারভাইজারী বোর্ড এর মাধ্যমে পৃথিবীর সর্বত্র ফাতওয়া প্রদানের বিধান আছে। এখানে উল্লেখ্য যে, ইন্টারন্যাশনাল এসোসিয়েশন অব ইসলামিক ব্যাংকস (IAIB) ইসলামী ব্যাংক সমূহের শরী'আহ্ সুপারভাইজারী বোর্ড সমূহের প্রধানগণ এবং আরব ও ইসলামী বিশ্বের বেশ কয়েকজন বড় বড় আলিমের সমন্বয়ে একটি উচ্চতর শরী'আহ্ সুপারভাইজারি ও ফাতওয়া বোর্ড গঠন করেছে।

৮। **উরফ (العرف= Urf):** উরফ অর্থ দেশাচার বা প্রচলিত প্রথা বা প্রচলন। প্রচলিত ভালো নিয়ম ও রেওয়াজ। এক্ষেত্রে রেওয়াজটি প্রত্যাখ্যান করা বা সংশোধন পূর্বক গ্রহণ করা বা পুরোপুরি গ্রহণ করার বিষয়ে মত প্রদান করাকে উরফ বলা হয়। কোনো সমাজের প্রচলিত প্রথা যা শরীয়াহর সাথে সামাঞ্জস্যশীল। সমাজের রীতিনীতি; রীতিনীতির ভিত্তিতে তৈরি আইন বা প্রথাই হচ্ছে উরফ। ইসলামী অর্থনীতি ও ব্যাংকিং এর অনেক সিদ্ধান্ত, বিধি-বিধান, ম্যাকানিজম তদানীন্তন আরবের প্রথা ও রীতি-নীতির ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে। মহানবী (সা.)-এর আবির্ভাবকালে আরব দেশে অনেক ধরনের প্রথা ও রীতি-নীতি ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে। মহানবী (সা.)-এর আবির্ভাবকালে আরব দেশে অনেক ধরনের প্রথা ও রীতি-নীতি প্রচলিত ছিল। ঐসব প্রথা এবং রীতি-নীতির একটি বৃহৎ অংশ আল-কুরআন ও আস-সুন্নাহর স্পষ্ট অনুজ্ঞা বা আদেশ দ্বারা রদ করা হয়নি। মহানবী (সা.) তাঁর নীরবতার দ্বারা ঐগুলোকে অনুমোদন করেছেন বলে ধরে নেয়া হয়। উদাহরণস্বরূপ মুদারাবা,

Dhaka University Institutional Repository

মুশারাকা, মুজারায়া, মুশাকাত, বায়'মুরাবাহা, বায়'মু'আজ্জাল, ইজারা ইসলাম পূর্ব যুগে আরবদেশে প্রচলিত ছিল। এসব ইসলাম কায়েমের পরও অব্যাহত রাখা হয়। ইসলামী অর্থনীতি ও ব্যাংকিং আইনের বিকাশে উরফ অবদান সুবিস্তৃত।

৯। আয-যারা'ঈ (الذرائع): এর অর্থ কার্যকারণের প্রেক্ষিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ। অর্থাৎ ইতিবাচক উদ্দেশ্য হাসিলের জন্যে নেতিবাচক সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন না করা। যেমন মহানবী (সা.) হাদিয়া প্রদান ও গ্রহণকে উৎসাহিত করেছেন। কিন্তু যাকাত আদায়কারীকে হাদিয়া গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন।

১০। ইস্তিম্বাত (استنباط): এর মানে মাসআলা বের করা।[৩৩] কোনো বিষয়কে যুক্তি প্রমান ও দৃষ্টান্তের সাথে যুক্ত করে কারণ উদঘাটনের মাধ্যমে সে বিষয়ের বিধান নির্ণয় করাকে ইস্তিম্বাত বলা হয়।

১১। ইসলামী আদালতের কাযীর বা বিচারপতির রায়।

১২। ইসলামী মজলিসে শূরা বা পার্লামেন্টের রায়: শরী'আহ্ বিশেষজ্ঞদের নিয়ে বা নির্বাচিত সদস্যদের নিয়ে যে শূরা বা পার্লামেন্ট গঠিত হবে, সেই শূরা বা পার্লামেন্টের তৈরী আইন। ১৯৬৯ সালে মালয়েশিয়ার পার্লামেন্টে আইন পাশ করে ইসলামী শরী'আহ্ ভিত্তিক সঞ্চয় প্রতিষ্ঠানরূপে 'তাবুং হাজী' প্রতিষ্ঠা করা হয়। ১৯৮৩ সালে মালয়েশিয়া ও তুরস্কের পার্লামেন্টে ইসলামী ব্যাংকিং আইন পাশ করা হয়। ১৯৮৪ সাল থেকে ইরান তার সার্বিক ব্যাংক ব্যবস্থা ইসলামী শরী'আহ্র আলোকে পুনর্গঠনের জন্যে মজলিশে শূরায়ে ইসলামী (Majlis Shoaraye Islami-Islamic Consultative Assembl) তে আইন প্রণয়ন শুরু করে। সুদানের ব্যাংক ব্যবস্থা শরী'আহ্'র আলোকে পুনর্গঠনের জন্য পার্লামেন্ট ১৯৮৫ সালে পদক্ষেপ গ্রহণ করে। পাকিস্তানের অর্থনীতি ও ব্যাংকিংকে ইসলামীকরণ প্রক্রিয়ায় ফেডারেল শরী'আহ্ কোর্ট (Federal Shariah Court) বিদ্যমান বেশ কিছু আইনকে সুদ সংশ্লিষ্টতার কারণে ইসলামী বিধান ও নীতিমালার পরিপন্থি ঘোষণা করে একটি রায় প্রদান করে।[৩৪] ২০০২ সালে থাইল্যান্ডের পার্লামেন্ট ইসলামী ব্যাংক অব থাইল্যান্ড এ্যাক্ট পাশ করে।[৩৫]

---

৩৩ ড. ইউসূফ আল কারাদাভী, ইসলামী ব্যাংকিং-এ মুরাবাহা, (ঢাকা: সেন্ট্রাল শরীয়াহ বোর্ড ফর ইসলামিক ব্যাংকস অব বাংলাদেশ, ফেব্রুয়ারী ২০০৯), পৃ. ১৬।

৩৪ Prof. Dr. Khawaja Amjad Saeed, Islamic Banking in Pakistan- A Review, Journal of Islamic Banking and Finance (Karachi: Quarterly Publication of IAIB Karachi, vol. 26, No. 4, Oct.-dec. 2009), p. 46.

৩৫ Sudin Harun Kumajdi Yamirudeng, Islamic Banking in Thailand: Prospects and Challenges, Journal of Islamic Banking & Finance, Volume. 21, Jan-March. 2004, No. 1, p. 90, এই আইনের বলেই ২০০৩ সালে 'ইসলামী ব্যাংক অব থাইল্যান্ড' আত্মপ্রকাশ করে।

Dhaka University Institutional Repository

উপরোক্ত আলোচনা হতে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, কুরআন ও সুন্নাহ হচ্ছে ইসলামী অর্থনীতির মুখ্য উৎস। ইজমা ও কিয়াস শরী'আহ্'র দ্বিতীয় উৎস হিসেবে স্বীকৃত। সমকালীন মুসলিম পণ্ডিতবর্গ দ্বিতীয় উৎস ও অন্যান্য পন্থাকে তথা সম্পূরক উৎসসমূহকে ইজতিহাদের শ্রেণীভুক্ত করেছেন। দ্বিতীয়ত সম্পূরক উৎসসমূহ হতে উৎসারিত ইসলামী অর্থনীতি বিষয় আইনসমূহও বৈধ কেননা চূড়ান্ত বিশ্লেষণে উদ্ভূত এসব আইনের শিকড় মুখ্য উৎসে তথা আল-কুরআন ও আস-সুন্নাহয় প্রোথিত।

১.৬ ইসলামী অর্থনীতির দার্শনিক ভিত্তি

বর্তমান বিশ্বে প্রচলিত সকল অর্থনৈতিক ব্যবস্থাই কোনো না কোনো বিশ্বাস বা দর্শনের উপর নির্ভরশীল। ইসলামী অর্থনীতি সে একই দর্শনের উপর ভিত্তিশীল যার উপর ইসলামী সমাজব্যবস্থা ভিত্তিশীল।

ইসলামী অর্থনীতির মৌলিক দার্শনিক ভিত্তি: ইসলামী অর্থনীতির তিনটি মৌলিক দার্শনিক ভিত্তি রয়েছে। যেমন:

১। তাওহীদ[৩৬] ও রবুবিয়াত[৩৭];
২। খিলাফত[৩৮]ও রিসালাত[৩৯];
৩। আখিরাত[৪০] ও আদালাহ।

---

৩৬ তাওহীদ হচ্ছে আল্লাহর একত্ব। তাওহীদের মর্মকথা হচ্ছে আল্লাহ এক, একক ও অদ্বিতীয়; তিনিই সৃষ্টিকুলের একমাত্র স্রষ্টা, মালিক ও প্রভু। বিশেষ পরিকল্পনা ও সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে তৈরি ক্ষুদ্রতম ধুলিকণা থেকে নিয়ে সকল সৃষ্টিকুল মহান আল্লাহর সৃষ্টি। জগতের সবকিছুর উপরই আল্লাহর নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব, প্রভুত্ব ও সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠিত। সবকিছুর পরিচালনায় তিনি সদা সংশ্লিষ্ট ও সদা তৎপর (১০: সূরা ইউনুস: ৩; ৩২: সূরা আস্ সেজদাহ: ৫) এবং অতি সুক্ষ্ম ও ক্ষুদ্রতর বিষয়েও তিনি অবহিত, সবকিছুর সাথে গভীরভাবে সম্পৃক্ত (৩১: সূরা লোকমান: ১৬; ৬৭: সূরা আল মুলক: ৫)।

৩৭ রবুবিয়াতের অর্থ হচ্ছে- আল্লাহ একমাত্র প্রতিপালনকারী। প্রকৃতপক্ষে মানুষসহ সকল প্রাণীর বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী তথা জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় জীবিকার ঐশী ব্যবস্থাপনাই হচ্ছে রবুবিয়াতের মর্মকথা। আল্লাহপাক এ বিশ্বজাহানে অসংখ্য অফুরন্ত-অগণিত সম্পদরাজির এমন ব্যবস্থা করেছেন, যাতে বিভিন্ন সময়কালে মানুষ স্বীয় যোগ্যতা-প্রতিভা নিয়োজিত করে এ থেকে প্রয়োজনীয় জীবনোপকরণ আহরণ, উৎপাদন, বণ্টন ও ভোগ করতে পারে এবং পার্থিব জীবনে সুন্দর জীবন যাপন করতে পারে।

৩৮ খিলাফতের অর্থ হচ্ছে- মানুষ এ পৃথিবীতে আল্লাহর প্রতিনিধি, খলিফা (Viceroy)। আল্লাহ মানুষকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন তাঁর খলিফা হিসেবে। খিলাফত শব্দটি স্বত: এ কথা প্রমাণ করে যে, উহা আসল নয়, আসলের প্রতীকমাত্র, মূলদাতার প্রতিনিধিত্ব করার নামই খিলাফত। মানুষ হলো পৃথিবীর শাসক ও পরিচালক। তবে এ শাসন কর্তৃত্ব মৌলিক নয় এবং আল্লাহ হতে অর্পিত (Delegated)। মানুষ এ অর্পিত ক্ষমতাকে আল্লাহর পক্ষ থেকেই ব্যবহার করে বলে তাকে খলিফা (Viceroy) বলা হয়েছে। অন্যকথায় মানুষ প্রকৃত মালিক আল্লাহর প্রতিনিধি বা ট্রাস্টি (Trustee)। আল্লাহ পৃথিবীতে মানুষকে নিজের খলিফা বানিয়ে একদিকে যেমন অনন্য মর্যাদায় অভিষিক্ত করেছেন, অন্যদিকে তেমনি আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রাপ্ত নির্দেশ অনুসারে ট্রাস্ট সম্পদের পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার বিরাট দায়িত্ব মানুষের উপর অর্পন করেছেন। আল্লাহর প্রতিনিধি বা খলিফা হিসেবে মানুষের কর্তব্য হচ্ছে আল্লাহর সৃষ্ট সম্পদরাজি হতে তাঁরই নির্দেশনা অনুযায়ী সম্পদ আহরণ করা, তাঁরই বিধান অনুসারে সম্পদ বিনিয়োগ ও উৎপাদন করা, সম্পদ বিনিময় ও বণ্টন করা এবং সম্পদ ভোগ ও ব্যবহার করা। আল্লাহর খলিফা হিসেবে তার অন্যথা করার অধিকার মানুষের নেই।

৩৯ রিসালাত হচ্ছে- মানুষের মধ্য থেকে রাসুল মনোনয়ন করে তাঁর মাধ্যমে মানুষের জন্য প্রয়োজনীয় নিয়ম-কানুন ও বিধান পাঠানোর খোদায়ী ব্যবস্থা। বস্তুত পৃথিবীতে মানুষকে আল্লাহর খলিফা নিয়োগ করার পর খলিফার দায়িত্ব হচ্ছে মালিকের আইন বিধান অনুসারে পৃথিবীর প্রশাসন পরিচালনা করা। এ জন্য প্রকৃত মালিক আল্লাহর কাছ থেকে বিধি-বিধান পাওয়া জরুরি। আল্লাহপাক রিসালাতের মাধ্যমে যাবতীয় বিধি-বিধান মানুষের কাছে পৌছানোর ব্যবস্থা করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

১। তাওহীদ ও রবুবিয়াত (আল্লাহর সার্বভৌমত্ব ও পরিপালনবাদ): ইসলামী অর্থনীতির প্রধান দার্শনিক ভিত্তি হচ্ছে তাওহীদ ও রবুবিয়াত।

তাওহীদ:

ক) পৃথিবী ও বিশ্বজগত মহান আল্লাহর সচেতন সৃষ্টি- তিনিই হচ্ছেন স্রষ্টা, মালিক। নিরংকুশ সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী একমাত্র তিনিই।

খ) আল্লাহ্ সর্বশক্তিমান (Omnipotent), আল্লাহ্ সর্বত্র বিরাজমান (Omnipotent), আল্লাহ সর্বজ্ঞ (Omnipotent)।

গ) বিশ্বজগতের পরিচালনা করছেন আল্লাহ।

ঘ) আল্লাহ সূক্ষদর্শী ও সব বিষয়ে অবহিত।

ঙ) আইন প্রদানের ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহর, তিনি একমাত্র বিধানদাতা।

চ) দুনিয়ার সকল মানুষ, মানুষের যোগ্যতা, দক্ষতা এবং এ মহাবিশ্ব ও এর যাবতীয় সম্পদরাজির একমাত্র মালিক, স্রষ্টা ও সার্বভৌম নিয়ন্তা হচ্ছেন আল্লাহ।

ছ) আল্লাহর সাথে মানুষের সম্পর্ক স্রষ্টা ও সৃষ্টির, প্রভু ও দাসের, বাদশাহ ও প্রজার, আইনদাতা ও আনুগত্যকারীর।

রবুবিয়াত:

ক) রবুবিয়াতের অর্থ হচ্ছে প্রতিপালনবাদ। শুধু ব্যক্তি বা গোষ্ঠী নয়, এমনকি সমগ্র মানবজাতি নয়, আল্লাহর সকল সৃষ্টির প্রতিপালনই হলো রবুবিয়াত।

খ) আল্লাহ হচ্ছে একমাত্র প্রতিপালনকারী। জীবিকার আল্লাহ্ প্রদত্ত ব্যবস্থাপনাই হচ্ছে রবুবিয়াতের মর্মকথা।

গ) আল্লাহ বিশ্বজাহানের প্রয়োজনীয় সকল সম্পদরাজির ব্যবস্থা করে রেখেছেন। মানুষ যোগ্যতা, প্রতিভা নিয়োজিত করে তা আহরণ করবে উৎপাদন, ভোগ ও বণ্টন করবে এবং পৃথিবীতে সুন্দর জীবন যাপন করবে।

---

৪০ আখিরাতের মূল কথা হচ্ছে এ পৃথিবীর জীবনই মানুষের জীবনের শেষ নয়, মৃত্যুর মাধ্যমে মানুষ আরেক জগতে প্রবেশ করবে এবং অনন্ত কাল ধরে সেখানে অবস্থান করবে। সে জীবনে মানুষের পার্থিব সকল কর্মকাণ্ডের হিসাব নেয়া হবে, পার্থিব জীবনে মানুষ তার উপর অর্পিত খিলাফতের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করেছে কিনা তার চুলচেরা হিসাব হবে। আর এরই ভিত্তিতে পুরস্কার ও শাস্তি প্রদান করা হবে।
আখিরাতে বিশ্বাসই মানুষকে দায়িত্বশীল এবং জবাবদিহিতার ব্যাপারে সচেতন করে। এ জবাবদিহিতা নিজের ব্যাপারে, পরিবার, আত্মীয়স্বজন, প্রতিবেশী, সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতি দায়িত্ব পালনের সামগ্রিক বিষয়ে। এ জবাবদিহিতা সমাজে শান্তিস্থাপন, অন্যায়, অনাচার ও জুলুমের প্রতিরোধ, পারস্পরিক লেনদেনসহ সকল অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড, একে অপরের হক আদায় ইত্যাদি সকল বিষয়ের সাথেই সম্পৃক্ত। এ পৃথিবীতে মানুষের প্রতি মুহূর্তের জীবন যেমন দায়িত্বের সাথে জড়িত ও উদ্দেশ্যমুখী, তেমনি পুঙ্খানুপুঙ্খ জবাবদিহিতার শর্তে সাথেও অচ্ছেদ্যভাবে সংশ্লিষ্ট।

Dhaka University Institutional Repository

সকল মানুষ একই আল্লাহর সৃষ্টি, একই পিতামাতার সন্তান। সুতরাং সম্পর্ক পরস্পর ভাই ভাই। এ সম্পর্ক সহমর্মিতা ও সহযোগিতার উপর ভিত্তিশীল। মানুষ হচ্ছে সমান অংশীদার।

২। খিলাফত ও রিসালাতঃ (জনগণের প্রতিনিধিত্ব ও রাসূলের নেতৃত্ব)

ইসলামী অর্থনীতির দ্বিতীয় মৌলিক দার্শনিক ভিত্তি হচ্ছে খিলাফত ও রিসালাত। খিলাফত হচ্ছে এ জমিনে আল্লাহর প্রতিনিধিত্ব। মালিক আল্লাহ- মানুষ প্রতিনিধি- প্রতিনিধি কখনো মালিক হয় না। মানুষ প্রকৃত মালিকের প্রতিনিধি বা ট্রাস্টী (Trustee)। অন্যকথায় পৃথিবীতে মানুষ আল্লাহর প্রতিনিধি। সব মানুষ সমান- আল্লাহর উপর নির্ভরশীল। প্রতিনিধির অধিকার, দায়িত্ব ও কর্তব্য সংক্রান্ত মালিকের বিধি-বিধান পাওয়ার একমাত্র ব্যবস্থা হচ্ছে রিসালাত। রিসালাতের মাধ্যমে আল্লাহ তাঁর বিধি-বিধান, আইন-কানুন স্বীয় প্রতিনিধি মানুষের কাছে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করেছেন।

ক) রিসালাতের মাধ্যমে যে জীবন বিধান এসেছে যার একাংশ অর্থনীতি।

খ) আল্লাহপাক মানুষকে সর্বাধিক উৎপাদনে উদ্বুদ্ধ করেছেন Productive effort as a means of serving the cause of Allah.

গ) ব্যক্তিমালিকানার স্বীকৃতি তবে তা নিরংকুশ নয়- Trusteeship ownership-no absolute ownership.

ঘ) কার্পণ্য ও সম্পদ পুঞ্জীভূতকরণ নিষিদ্ধ।

ঙ) প্রিয়বস্তু আল্লাহর পথে ব্যয়ের নির্দেশ।

চ) অপচয়-অপব্যয় নিষিদ্ধ করেছেন Avoid Israf and Tabjir.

ছ) মহানবী (সা.) তার সাহাবীদেরকে উপদেশ দিয়েছেন এই পৃথিবীতে আল্লাহর দেয়া নেয়ামত সমূহ ভোগ করতে। মহানবী (সা.) এর জীবনে এমন অনেক ঘটনা আছে যাতে প্রমাণিত হয় জীবনের সৌন্দর্যকে উপভোগ করা ইসলামে নিষিদ্ধ নয়।

জ) মোটকথা, খিলাফতের দায়িত্ব পালনের প্রতিটি পর্যায়ে আল্লাহর প্রদত্ত এবং মহানবী (সা.) প্রদর্শিত বিধানের প্রতি অনুগত থাকতে হবে। Remain obedient to Allah while discharging the functions of khilafat.

৩। আখিরাত ও আদালাহ্ঃ ইসলামী অর্থনীতির তৃতীয় মৌলিক দার্শনিক ভিত্তি হচ্ছে আখিরাত। অন্যকথায় মৃত্যুর পরবর্তী জীবন।

আখিরাতঃ

Dhaka University Institutional Repository

ক) এ পৃথিবীর জীবনই মানুষের জীবনের শেষ নয়- মৃত্যুর মাধ্যমে মানুষ আখিরাতের অনন্ত জীবনে প্রবেশ করবে এবং চিরকাল সেখানে অবস্থান করবে। সেখানে মানুষকে পার্থিব জীবনের সকল কাজের হিসেব দিতে হবে।

খ) জবাবদিহিতা Complete Accountability to Allah ইসলামী অর্থনীতি দর্শনের ভিত্তি। আল্লাহর আদালতে জবাবদিহি করার অনুভূতি। আল্লাহর আদালতের বিচার হবে সম্পূর্ণ ন্যায় ভিত্তিক; এতে প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার কৃতকর্মের ফলাফল পূর্ণভাবে দেয়া হবে, কারও প্রতি বিন্দুমাত্র জুলুম করা হবে না। জবাবদিহিতার ক্ষেত্রে ইসলামী নেতৃত্বের দৃষ্টিভঙ্গী কি হবে তা হযরত ওমর (রা.)-এর একটি উক্তি থেকে বিবেচনা করা যেতে পারে। তাহলো 'ফোরাতের তীরে যদি একটি কুকুরও না খেয়ে মারা যায়, তাহলে রোজ হাশরের দিনে আমাকে জবাবদিহি করতে হবে'। তিনি আরো বলেছেন, 'সিনাই পর্বতের পাদদেশে কোনো মেষপালকও যদি অভুক্ত থাকে, তাহলে সেজন্য খলীফাকে শেষ বিচারের দিন আল্লাহর দরবারে জবাবদিহি করতে হবে।[৪১]

গ) জবাবদিহির অনুভূতি মানুষকে আল্লাহর অবাধ্যতা থেকে বিরত রাখে। মানুষ যাবতীয় জুলুম, শোষণ, অন্যায় থেকে দূরে থাকে এবং আল্লাহর বিধানের অনুগত হয়ে যায়।

আদালাহ (Adalah): এই ভিত্তি থেকেই বেরিয়ে আসে আদালাহ (Justice)।

অর্থনৈতিক সাম্য অস্বাভাবিক।

মানুষের মৌলিক প্রয়োজন পূরণ করতে হবে।

আয়ের সম্মানজনক ব্যবস্থা থাকতে হবে।

আয় ও সম্পদের সুষম বণ্টন হতে হবে।

সার্বিকভাবে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধন করতে হবে।

অন্যান্য ভিত্তিঃ

৪। অন্যের প্রতি দায়িত্ব পালন Care for others- মহানবী (সা.) বলেছেন, তোমাদের কেউ যদি নিজের চেয়ে সম্পদশালী ও বড় কাউকে দেখ তাহলে তার উচিত তার চেয়ে গরীব ও ছোট কারো দিকে তাকানো।[৪২] ইসলাম বলে তুমি তাকাও তার দিকে, যে তোমার চেয়ে তুচ্ছ। তার দিকে তাকিও না যার তুলনায় তুমি তুচ্ছ। কারণ, এর ফলে আল্লাহ

---

৪১ আবদুন নূর, লোক প্রশাসন: সংগঠন, প্রক্রিয়া ও অনুচিন্তা (ঢাকা: বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থট, সেপ্টেম্বর ২০০৬), পৃ. ১৩২।

৪২ সহীহ্ বুখারী ও মুসলিম। তু. প্রফেসর ড. এম. এ মান্নান, নীরব অর্থনৈতিক বিপ্লব: বিকল্প চিন্তাধারা (ঢাকা: মদীনা পাবলিকেশন্স, এপ্রিল ২০০৪), পৃ. ৫৩।

Dhaka University Institutional Repository

তোমাকে যা দিয়েছেন, তুমি তার শোকর আদায় করতে পারবে। অন্যের প্রতি দায়িত্ব পালন করতে পারবে।

৫। বুখল (بخل) পরিত্যাজ্য Aviod Bukhl

৬। আমলে সলেহা (عمل صالحة)-নেক কাজ করা উড় অসধষব ঝধিষবযধ

৭। সম্পদ লক্ষ্য অর্জনের মাধ্যম, নিজেই লক্ষ্য নয় Treating wealth as a means and not an end.

৮। সামষ্টিক অর্থনৈতিক-সামাজিক কর্মকাণ্ড পারস্পরিক পরামর্শের মাধ্যমে সম্পাদন। Mutual Consultation as a method of collective choice.

৯। হায়াতে তাইয়্যেবা (حياة طيبة): সুন্দর ও স্বচ্ছন্দ জীবন যাপন নিশ্চিতকরণ।

শরী'আহ্'র সীমার মধ্যে সমাজের বিপুলসংখ্যক মানুষের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অর্থাৎ আর্থ-সামাজিক কর্মকাণ্ডে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য পারস্পরিক পরামর্শ প্রদানই হলো সঠিক উপায়।

১.৭ ইসলামী অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য

অর্থনীতির ক্ষেত্রে ইসলাম অনেকগুলো মূলনীতি দিয়েছে, নির্দিষ্ট করে দিয়েছে তার চতুঃসীমা (Four Corners)। এ চতুঃসীমার মধ্যে থেকে মূলনীতিগুলোকে ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছে ইসলামী অর্থনীতির রূপরেখা। বিস্তারিত খুঁটিনাটি ব্যাপারগুলোতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ যুগের পরিবেশ পরিস্থিতি ও প্রয়োজন অনুযায়ী হচ্ছে। ইসলামী অর্থনীতির বৈশিষ্ট্যসমূহ নিম্নরূপ:

১। **ইসলামী অর্থনীতি ইসলামী জীবনব্যবস্থার অবিচ্ছেদ্য অংশ:** ইসলামী অর্থনীতি ইসলাম থেকে বিচ্ছিন্ন স্বয়ংসম্পূর্ণ আলাদা কোনো বিষয় নয়। এটি ইসলামী জীবনব্যবস্থার অবিচ্ছেদ্য অংশ (Integral part of Islam)। এটিকে আলাদাভাবে বিবেচনা করা হয় না। (Cannot be managed by isolation)। এর নীতিমালা, তত্ত্ব ও সূত্র আল-কুরআন ও আস-সুন্নাহ হতে উৎসারিত। এ অর্থনীতির সকল বিষয় এবং সামগ্রিক ব্যবস্থাপনা নীতি ও আদর্শ ইসলামী শরী'আহ্ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত। শরী'আহ্ পরিপন্থি কোনো নীতি বা কর্মকাণ্ড ইসলামী অর্থনীতিতে বরদাশত করা হয় না। ইসলাম ধর্ম ও অর্থনীতির মধ্যে কোনো দ্বন্দ্বের অস্তিত্বকে স্বীকার করে না। ইসলাম দুনিয়ার জীবনকে পরিহারের কথা বলে নি বা বস্তুগত কল্যাণের ব্যাপারকে উপেক্ষা করেনি। ইসলাম ধর্মের গতানুগতিক চেতনা নয় বরং জীবন প্রক্রিয়ার সকল বিষয়ে একটি দর্শন উপস্থাপন করে, মানবীয় অস্তিত্বের সাম্প্রতিক প্রসঙ্গে একটি সমন্বিত পরিশীলিত প্রক্রিয়া অবলম্বনে উৎসাহিত করে। ইসলামী অর্থনীতি এ সামগ্রিকতার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ।

Dhaka University Institutional Repository

২। **ইসলামী অর্থনীতি হচ্ছে সমন্বিত অর্থনীতি (Composite Economics):** ইসলামী অর্থনীতিতে ব্যক্তিমালিকানা স্বীকৃত। তবে মানুষ সম্পদের নিরংকুশ মালিক নয়। সম্পদের আসল মালিক আল্লাহ্ মানুষ তাঁরই খলিফা হিসেবে সম্পদের আমানতদার, অছি (ঞৎঁংঃবব), মানুষ তারই খলিফা হিসেবে শুধু ভোগ-দখল ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে নিয়োজিত। এ জন্য ব্যক্তির ইচ্ছামত সম্পদ ভোগ ও কুক্ষিগত করার সুযোগ নেই।

- ইসলামে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় মালিকানাও স্বীকৃত।
- ইসলামী অর্থনীতিতে ন্যায়সঙ্গত রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের বিধানও আছে।

৩। **জীবিকার্জনের অধিকার-উৎপাদনমূলক কর্মকাণ্ডে অবাধ প্রতিযোগিতা:**

- ইসলামের ধর্ম ও কর্মের অপূর্ণ সমন্বয় (a fair balance between work and worship) রয়েছে।
- জীবিকার্জনের প্রচেষ্টায় সকলের সমান অধিকার রয়েছে। ইসলামী বিধান অনুযায়ী যে কেউ স্বাধীন ও অবাধ প্রচেষ্টার মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করতে পারে।
- হালাল উপার্জনের জন্য ইসলাম সর্বাধিক তাকিদ দিয়েছে। ইসলামের হালাল বা বৈধ পদ্ধতিতে যে কেউ অর্থ উপার্জনের পূর্ণ স্বাধীনতা রাখে। এ জন্য ব্যক্তি নিজের পছন্দমত যে কোনো উপায় ও পন্থা অবলম্বন করতে পারে। এর সাহায্যে যে কোনো পরিমাণ অর্থ রোজগার করতে পারে। কিন্তু হারাম উপায় পদ্ধতিতে একটি পয়সাও উপার্জন করার অধিকার ইসলাম স্বীকার করে না। ইসলামী অর্থনীতিতে সে সুযোগ কারো জন্যই উন্মুক্ত থাকে না।
- নিজের, স্বীয় পরিবার-পরিজনের অত্যাবশ্যকীয় অভাবসমূহ মিটানোর জন্য পরিশ্রম করা এবং প্রয়োজনীয় জীবিকার্জন করা প্রত্যেক মুসলমানের তথা প্রত্যেক মানুষের অবশ্য কর্তব্য। আল্লাহর সম্পদে প্রত্যেক মানুষকেই শ্রম নিয়োগ করে প্রয়োজনীয় জীবিকার্জনের অধিকার ইসলাম দিয়েছে।
- মর্যাদাগত কারণে মানুষ কারো কাছে হাত পাতবে না।
- মানুষ পরিশ্রমে নির্ভরশীল হবে না।
- জীবিকার্জনের অপরিহার্য উপকরণ (মাহরুমে মায়িশাত) থেকে কাউকে বঞ্চিত করা যাবে না।

Dhaka University Institutional Repository

- জীবিকার্জনের প্রতিযোগিতায় যারা আসতে পারে না (যেমন: অক্ষম, অন্ধ, বিকলাঙ্গ, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধী) তাদের ভরণপোষণের ব্যবস্থা করবে সক্ষম বিত্তবানরা। দুর্বলের প্রতি অর্থনৈতিক দিক থেকে কল্যাণের হাত প্রসারিত করা ইসলামী অর্থনীতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য। দুর্বল, বঞ্চিত, ইয়াতিম, ঋণগ্রস্ত, মুসাফির, পীড়িত ও আর্তজনেরা বিত্তবানদের কাছ থেকে সহায়তা পায় তাদের অধিকার হিসেবেই, দয়ার দান হিসেবে নয়।

৪। **উৎপাদন, বণ্টনে ভোগ ও হালালকে গ্রহণ ও হারামকে বর্জন:** ইসলামী অর্থনীতির একটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য হচ্ছে উৎপাদন, ভোগ ও বণ্টনে হালালকে গ্রহণ ও হারামকে বর্জন। ইসলামী মতাদর্শের মৌল সূত্র অনুযায়ী উৎপাদন কর্মকাণ্ড, সম্পদের ভোগ, ব্যবহার ও বণ্টন ব্যবস্থার ক্ষেত্রে হারামকে সম্পূর্ণরূপে পরিহার করে চলে। ইসলামী অর্থনীতি তার যাবতীয় অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে ইসলামী শরী'আতে'র নীতি অনুসরণ করে। বর্তমান সময়ে ইসলামী অর্থনীতিতেই ভোগ, উৎপাদন, বণ্টন এবং সেবামূলক কার্যকলাপে পুনরায় সামাজিক, নৈতিক ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধকে সম্পৃক্ত করার প্রয়াস চলছে। এতে হালাল-হারাম বেছে চলা হয়। ইসলাম মানুষকে ভোগের চেয়ে ত্যাগের নির্দেশ দেয়।

৫। **ব্যয় ও বিনিয়োগের ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট নীতিমালা:** ব্যয়ের ক্ষেত্রে ইতিবাচক দিক থেকে ইসলাম উদ্বুদ্ধ করে।

১. **অল্পে তুষ্টি:** ইসলামী অর্থনীতিতে মানুষ তার সকল চাহিদা পূরণের চেষ্টা করে না বরং প্রয়োজন পূরণের চেষ্টা করে। ইসলামী ভোক্তার পছন্দ নৈতিকতা, আদর্শ, আধ্যাত্মিকতা ও উদ্দেশ্য দ্বারা পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত। ভোগ আচরণকে সে আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের একটা পন্থা হিসেবে গণ্য করে। অল্পে তুষ্টি ভালো। অনর্থক লালসা ভালো নয়। অনর্থক লালসার একমাত্র ফলাফল দু:খ ও বঞ্চনা। অতিরিক্ত জীবনোপকরণ সংগ্রহের নাম সুখ নয়, সুখের সম্পর্ক মনের সাথে। মহানবী (সা.) বলেন, সফল সে ব্যক্তি যে ইসলামের পথ পেয়েছে এবং তার মোটামুটি রিজিকও আছে আর সে তাতে তৃপ্তও। হযরত আলী (রা.)-এর মতে, হায়াতে তাইয়্যেবা বা পরিচ্ছন্ন জীবনের অনুসঙ্গ হচ্ছে কানাআত বা অল্পে তুষ্টি।[৪৩]

---

৪৩ সহীহ মুসলিম, তিরমিযী; তু. দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম, সম্পাদনা পরিষদ সম্পাদিত, (ঢাকা: ই ফা বা, জুন ২০০২), পৃ. ৭৩৬।

Dhaka University Institutional Repository

২. **মধ্যপন্থা অবলম্বনঃ** একটি বাস্তবানুগ জীবন পদ্ধতি হিসেবে ইসলাম মানুষকে মধ্যপন্থা অবলম্বনের তাগিদ প্রদান করে। অতিরিক্ত কঠোরতা এবং অতিরিক্ত ব্যয় উভয়ের ব্যাপারেই সতর্ক হতে বলে। ইসলাম মানুষকে মধ্যপন্থা অবলম্বনের সুপারিশ করেছে এ জন্য যে যাতে মানুষ তার অনন্ত জীবন সত্তাকে পার্থিব সত্তার কাছে হারিয়ে না ফেলে। অর্থনৈতিক জীবনাচরণে স্বাচ্ছন্দ্য সুনিশ্চিত করতে মধ্যপন্থা বা ভারসাম্য পদ্ধতির কোনো বিকল্প নেই। একজন ইসলামী ভোক্তা ভোগ ও ব্যয়ের ক্ষেত্রে মধ্যমপন্থা অবলম্বন করবে। ব্যয় করার ক্ষেত্রে মধ্যপন্থা অবলম্বন করা বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক। আল্লাহর খাঁটি বান্দাহ হতে হলে মধ্যমপন্থা অবলম্বন করা আবশ্যক। মহানবী (সা.) বলেন, যে ব্যক্তি ব্যয় করার ক্ষেত্রে মধ্যমপন্থা অবলম্বন করে সে কখনো ফকির ও অভাবগ্রস্ত হয় না।[৪৪] এজন্য ব্যয়ের ক্ষেত্রে কমও নয় বেশিও নয় মধ্য পন্থা অবলম্বন করা জরুরি। হযরত তালহা ইবনে উবাউদুল্লাহ (রা.) হতে বর্ণিত, মহানবী (সা.) বলেন, যে ব্যক্তি সংসার জীবনে মধ্যপন্থা অবলম্বন করে, আল্লাহ পাক তাকে স্বচ্ছলতা দান করেন।[৪৫]

৩. **সহজ-সরল জীবন যাপন অবলম্বনে উদ্বুদ্ধ করেঃ** সহজ-সরল জীবন যাপন ইসলামী মাকাসিদের একটি অনন্য সাধারণ বৈশিষ্ট্য। পৃথিবীতে মানুষকে জীবন যাপন করতে হবে সহজ-সরল, সাদাসিধাভাবে। কোনো প্রকার ঔদ্ধত্য, জাঁকজমক, আড়ম্বর ও অনৈতিক জীবন স্টাইল ইসলাম অনুমোদন করে না। শরী'আহ্'র লক্ষ্য হচ্ছে প্রত্যেককে সহজ-সরল ও বিনীত জীবন যাপন তথা সুশৃঙ্খল নেক জীবনের অধীন করে সকলের ফালাহ বা কল্যাণ নিশ্চিত করা। মহানবী (সা.) জীবন ধারায় সহজ-সরল ওঅনাড়ম্বরভাবে চলার পক্ষে মত প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেন, তোমাদেরকে বিনয়ী হওয়ার শিক্ষা প্রদানের জন্য আল্লাহ আমাকে অহী মারফত জানিয়েছেন যাতে কেউ অন্যের প্রতি কোনো অন্যায় করতে না পারে এবং দাম্ভিকতা প্রকাশ করতে না পারে।[৪৬] কুরআন ও সুন্নাহর অনুসারীদের জন্য সাদাসিধে জীবন যাপনের প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে এবং ফকিহগণ এ ব্যাপারে একমত যে, অসার দম্ভ এবং সম্মানের বৈষয়িক প্রতীকের জন্য সম্পদ অর্জন ও ব্যয়ের ক্ষেত্রে একে-অন্যের সাথে প্রতিযোগিতা করা হারাম।[৪৭] ইসলাম যেহেতু সামাজিক সমতা এবং ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠায় প্রয়াসী, সেহেতু এ মূল্যবোধকে বিনষ্ট বা দুর্বল করতে পারে, এমন

---

৪৪ বায়হাকী; তু. দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৩৯।

৪৫ ইমাম গাযযালী, এহইয়াউল উলুম, তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ৫৯৯; তু. দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৩৯।

৪৬ আবু দাউদ আল সিজিস্তানী, সুনানু আবু দাউদ, ২য় খণ্ড, (কায়রো: ঈসা আল বাবি আল আল হালাবী, ১৯৫২), পৃ. ৫৭২।

৪৭ বিস্তারিত আলোচনার জন্য আশ শায়বানি, কিতাব আল কাসব, ভলিউম ৩০, পৃ. ২৬৬-২৬৮।

Dhaka University Institutional Repository

আচার-পদ্ধতি অবশ্যই পরিহার করে চলতে হবে। আড়ম্বর ও জাঁকজমকপূর্ণ, প্রদর্শনীমূলক ও দাম্ভিকতাপূর্ণ ব্যয়-ধনী-দরিদ্রের মধ্যে বিরাজমান সামাজিক ব্যবধান আরো বাড়িয়ে দেয়। তাই ইসলামে এরূপ ব্যয় অত্যন্ত নিন্দনীয়। মহানবী (সা.) বলেছেন, যারা দম্ভভরে পোষাক পরিধান করে, আল্লাহ তাদের দিকে ফিরে তাকান না।[৪৮] আল্লাহ তোমাদের বিনয়ী হওয়ার শিক্ষা দেয়ার জন্য আমার প্রতি আদেশ করেছেন, যাতে তোমরা একে অন্যের ক্ষতি না কর এবং ঔদ্ধত্য না দেখাও।[৪৯]

নেতিবাচক দিক থেকে ইসলাম (১) ইসরাফ (اسراف= Overuse) অপচয়: হালাল সম্পদ প্রয়োজনের অতিরিক্ত খরচ করা। (২) তাবজীর (تبذير= Misuse) অপব্যয়: হালাল সম্পদ হারাম কাজে ব্যয় করা। কুরআনে সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে তাবজীর বা অপব্যয়কে যেন অবশ্যই পরিহার করা হয় এবং কিছুতেই তাবজীর করো না। নিশ্চয়ই তাবজীরকারীরা শয়তানের ভাই।[৫০] (৩) বুখল (بخل= Bukhal)- Nonuse সম্পদ প্রয়োজনেও ব্যয় না করা ইত্যাদি পরিহারের নির্দেশ দেয়।

বিনিয়োগের ক্ষেত্রেও ইসলামী অর্থনীতিতে বহুবিধ ম্যাকানিজম রয়েছে:

৬. **ভারসাম্যপূর্ণ সুষম অর্থনীতি:** পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্রের বিপরীতে ইসলাম একটি ভারসাম্যপূর্ণ সুষম অর্থব্যবস্থা কায়েম করে। এ ব্যবস্থায় ব্যক্তি অবশ্যই তার স্বাভাবিক অধিকার লাভ করবে, কিন্তু তাতে ধন বণ্টনের ভারসাম্য বিনষ্ট হবে না। ইসলামী অর্থনীতিতে ব্যক্তিমালিকানা স্বীকৃত, নিজের উপার্জিত ধনসম্পদ ব্যয় করার অধিকারও ব্যক্তির রয়েছে। তবে তা সম্পূর্ণভাবে ধর্মীয় ও নৈতিক বিধি-নিষেধ এবং রাষ্ট্রীয় আইনের অবকাঠামোর মধ্যে সীমিত থাকবে। ফলে ইসলামী অর্থব্যবস্থায় কারও হাতে ধনসম্পদ ও উৎপাদনের উপকরণাদি অস্বাভাবিকভাবে কেন্দ্রীভূত হতে পারে না। ধনসম্পদ সর্বদাই বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর মধ্যে আবর্তিত হতে থাকে। এ আবর্তন প্রক্রিয়ায় প্রতিটি মানুষ সেখানে নিজের ন্যায় অংশ আহরণ করতে পারে। সম্পদের অসম বণ্টন সমাজে সৃষ্টি করে ভারসাম্যহীনতা। অন্যদিকে ইসলাম নির্দেশিত পথে সম্পদের সুষম বণ্টন করা গেলে

---

৪৮ মুহাম্মদ বিন ঈসমাইল আল বুখারী, আল জামি আল সহীহ, খণ্ড-৭, মুহাম্মদ আলী সুবইহ এন.ডি, কায়রো, পৃ. ১৮২।

৪৯ সুনানু আবু দাউদ, ২য় খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৭২।

৫০ আল-কুরআন, ১৭: ২৭।

Dhaka University Institutional Repository

সামগ্রিক অর্থনৈতিক বৈষম্য দূরীভূত হয়ে দারিদ্র্যমুক্ত, ইনসাফ ও জনকল্যাণমূলক সমাজ প্রতিষ্ঠা সম্ভব।[৫১]

৭. **আমর বিল মারূফ (أمر بالمعروف) বা সুনীতির প্রতিষ্ঠা ও নেহী আনিল মুনকার (نهى عن المنكر) বা দুর্নীতির উচ্ছেদঃ** ইসলামী অর্থনীতির এ মৌলিক বৈশিষ্ট্যটির রয়েছে ২টি দিকঃ (১) ইতিবাচক দিক, (২) নেতিবাচক দিক। নেতিবাচক দিক থেকে ইসলামী অর্থনীতি ঐ সব নীতি, পলিসি, আইন প্রতিষ্ঠান সম্পূর্ণভাবে পরিত্যাগ, অপসারণ ও মূলোৎপাটন করে যার ফলে গণমানুষের অশেষ কল্যাণ সাধিত হয়। আর ইতিবাচক দিক থেকে ইসলামী অর্থনীতি এমন সব নীতি ব্যবস্থা গ্রহণ ও প্রতিষ্ঠান কায়েম করে যার ফলে কল্যাণের পূর্ণ প্রতিষ্ঠা হয় ও দুর্নীতির উচ্ছেদ সাধিত হয়।

৮. **ইহসান (احسان) ও আদল (عدل) প্রতিষ্ঠাঃ** ইসলামী অর্থনীতি সমাজজীবনে ইহসান (ন্যায়সঙ্গত আচরণ, পরোপকার) ও আদল (সুবিচার/ ন্যায়বিচার) প্রতিষ্ঠা করাকে তার লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করেছে। কুরআন বলেছে, আল্লাহ তোমাদের আদল ও ইহসান প্রতিষ্ঠা করার আদেশ করেছেন।[৫২] এ নির্দেশ অর্থনীতির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। ইসলামী অর্থনীতিতে শ্রমিক-কৃষক মেহনতী মানুষসহ সকলের প্রতি আদল (সুবিচারের) উপর জোর দেয়া হয়েছে। তাদের প্রতি সুবিচারের সাথে সাথে ইহসান (সুআচরণের) কথাও বলা হয়েছে।

৯. **বায়তুল মালঃ** ইসলামী অর্থনীতির প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে বায়তুল মাল। বায়তুল মাল ছাড়া ইসলামী অর্থনীতি বাস্তবে সত্যিকার অর্থে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। ইসলামী অর্থনীতি বাস্তবে প্রতিষ্ঠা করতে হলে ইসলামী রাষ্ট্রের জন্য সরকারি অর্থভাণ্ডারের অস্তিত্ব অপরিহার্য। উক্ত অর্থভাণ্ডারের নিরাপদ ও সংরক্ষিত স্থানকেই ইসলামী পরিভাষায় বায়তুল মাল বলা হয়। বায়তুল মাল ইসলামী রাষ্ট্রে ঐসব আয়ের বাহক যা ইসলামী শরী'আহ্ অনুযায়ী অর্থভাণ্ডারের অন্তর্ভূক্ত। ঠিক অনুরূপভাবে বায়তুল মাল ঐ সমস্ত ব্যয় নির্বাহের জামিনদার যা ব্যক্তি ও সমাজের চাহিদা পূরণের জন্য অপরিহার্য।

১০. **সুদ নিষিদ্ধঃ** কোনো নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থের বিনিময়ে পূর্বনির্ধারিত হারে অধিক পরিমাণ অর্থ আদায় করলে এবং সামগ্রীর ক্ষেত্রে একই পরিমাণ সামগ্রীর কম পরিমাণের বিনিময়ে বেশি পরিমাণ নেয়া হলে, অর্থ বা পণ্যের অতিরিক্ত অংশকে বলা হয় রিবা বা সুদ। ইসলামী শরী'আহ্'তে হারাম ঘোষিত কাজের মধ্যে সুদ আজ সারা দুনিয়ার অর্থনীতিকে ছেঁয়ে

---

৫১ আল-কুরআন, ১৭:২৬-২৯।

৫২ আল-কুরআন, ১৬: ৯০।

Dhaka University Institutional Repository

ফেলেছে। ইসলামী অর্থনীতিতে সুদকে হারাম করে ব্যবসায়কে হালাল করা হয়েছে। ইসলামী অর্থনীতি সকল প্রকার সুদকেই নিষিদ্ধ করেছে; সুদের হার উচ্চ হোক বা নিম্ন হোক, চক্রবৃদ্ধি সুদ হোক বা সরল সুদ হোক, ইসলামে সব সুদই হারাম।

১১. শোষণের সব ধরনের উপায় উপকরণ নিষিদ্ধঃ ইসলামী অর্থনীতিতে সুদের মতই সব ধরনের শোষণের উপায়-উপকরণকে নিষিদ্ধ করেছে। ইসলামী অর্থনীতিতে শোষণের কোনো ধরনের হাতিয়ারের স্থান নেই। এ জন্য এ অর্থনীতিতে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে আয় ও উৎপাদনের পথ ও প্রক্রিয়া হতে হবে হালাল, হারাম পথ চিরদিনের জন্য বন্ধ। এ জন্য আল্লাহ প্রদত্ত ও মহানবী (সা.)-এর প্রবর্তিত ইসলামী অর্থনীতিতে ঘুষ, ফটকা কারবার, কালোবাজারি, চোরাচালানী, মজুদদারি, দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি এসবের কোনো সুযোগ নেই।

১২. যাকাতভিত্তিক অর্থনীতিঃ ইসলামী অর্থনীতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য যাকাত ব্যবস্থার প্রবর্তন। যাকাত হচ্ছে ইসলামী সমাজের বিত্তশালী অংশের দায়িত্ব এবং সাধারণ মানুষের অধিকার। যাকাত একটি ইবাদত, একটি ধর্মীয় দায়িত্ব ও আল্লাহর অধিকার। আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে যাকাতের অসাধারণ গুরুত্ব রয়েছে। যাকাত ব্যবস্থার প্রবর্তনের ফলে ইসলামী অর্থনীতিতে বিনিয়োগ সর্বাধিক হয়। ফলে বেকার সমস্যা কম থাকে, শ্রমিকের চাহিদা থাকায় মজুরি বৃদ্ধি পায়, ভিক্ষুক সমস্যা থাকে না, অসহায় দুঃস্থ সকল মানুষের মৌলিক প্রয়োজন পূর্ণ হওয়ায় শ্রেণীসংগ্রাম, হানাহানি ইত্যাদি থেকে সমাজ মুক্ত থাকে। যাকাত দরিদ্র, অসহায় ও দুঃস্থ মানবতার সামাজিক নিরাপত্তার স্থায়ী ব্যবস্থা।

১৩. অর্থনৈতিক মৌলিক অধিকারের নিশ্চয়তাঃ ইসলামী অর্থনীতি দেশের প্রতিটি মানুষের জীবনযাত্রার মৌলিক প্রয়োজন যেমনঃ খাদ্য, পোশাক, আশ্রয়, চিকিৎসা এবং শিক্ষার পূর্ণ নিশ্চয়তাবিধান করে। ইসলামী অর্থনীতি এ বিষয়ে আন্তরিকভাবে নিরন্তর চেষ্টা চালিয়ে যায়।

১৪. জনগণের সহজ জীবন নিশ্চিত করাঃ আল্লাহ্-পাক মহানবী (সা.)-এর অন্যতম দায়িত্ব এভাবে নির্ধারণ করেছেন যে,

وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأَغْلاَلَ الَّتِى كَانَتْ عَلَيْهِمْ

তিনি তাদেরকে বোঝা হতে মুক্ত করেন এবং যেসব শিকলে তারা আবদ্ধ তা থেকে তাদের মুক্ত করেন।[৫৩]

[৫৩] আল-কুরআন, ৭: ১৫৭।

Dhaka University Institutional Repository

এ জন্য ইসলামী অর্থনীতিই মানুষকে সেসব অন্যায়, সামাজিক ও অর্থনৈতিক নিস্পেষণ, বিধিবিধান ও নিয়মনীতি হতে মুক্ত করে, যা জীবনের জন্য বোঝা বা শিকল হয়ে আছে। ইসলামী অর্থনীতিতে কোনো অপ্রয়োজনীয় রীতি রেওয়াজ যা আইনকানুনের স্থান নেই, ফলে জনগণের সহজ-সরল জীবন নিশ্চিত হয়।

১৫. নির্যাতিত ও বঞ্চিতদের স্বার্থ সংরক্ষণ: নির্যাতিত ও বঞ্চিতদের প্রতি আল্লাহ বিশেষভাবে সহানুভূতিশীল। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন:

وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُواْ فِى الأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ

পৃথিবীতে যারা নির্যাতিত ও বঞ্চিত তাদের অনুগত করতে চাই। তাদেরকে পৃথিবীতে ইমাম ও উত্তরাধিকারী বানাতে চাই।[৫৪]

এ হচ্ছে বঞ্চিতদের সম্পর্কে আল্লাহর সাধারণ নীতি। উত্তরাধিকারী করার অর্থ হচ্ছে এমন সুযোগ-সুবিধা দেয়া যাতে বঞ্চিতদের বেতন, আনুষঙ্গিক সুবিধাদি, শিক্ষা, চিকিৎসা ও বসবাসের ব্যবস্থা করে দিয়ে তাদের জীবন সুন্দর করে তোলার চেষ্টা চালানো হয়।

১৬.ইসলামী ব্যাংক, বিনিয়োগ কোম্পানি, মুদারাবা কোম্পানি, মুশারাকা কোম্পানি, লীজিং কোম্পানি ও তাকাফুল কোম্পানি প্রতিষ্ঠা: ইসলামী অর্থনীতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সুদবিহীন ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা এবং ইসলামী অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান যেমন- ইসলামী বিনিয়োগ কোম্পানি, ইসলামী লিজিং, মুদারাবা ও মুশারাকা কোম্পানি এবং ইসলামী তাকাফুল কোম্পানি প্রতিষ্ঠা। গণমানুষের কল্যাণে সুদবিহীন আর্থিক লেনদেনের ব্যবস্থা করাই এসব প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য। সুদের উপর ভিত্তি করে যে ব্যাংকিং ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে তার সর্বগ্রাসী অকল্যাণকর থাবা থেকে মানবতাকে মুক্ত করার জন্য বিশ্বের মুসলিম দেশসমূহের এমনকি অমুসলিম দেশসমূহেরও ইসলামী পুনর্জাগরণ আন্দোলনের অংশ হিসেবে ইসলামী ব্যাংকিং এবং ইসলামিক ফাইন্যান্সিয়াল সিস্টেম বিংশ শতাব্দীর একটি উল্লেখযোগ্য অর্জন। এ ব্যবস্থা ধাপে ধাপে বিস্তৃতি লাভ করছে এবং অর্থ ব্যবস্থায় ইতোমধ্যেই একটি স্থান করে নিয়েছে।

আজকের সমাজজীবনে শোষণ, বঞ্চনা, দৈন্য, অসাম্য ও অবিচারের মূল উৎস হলো মূল্যবোধহীন ও নীতিহীন অর্থব্যবস্থার আধিপত্য। তাই আজ বিশ্বব্যাপী নয়া অর্থব্যবস্থা প্রবর্তনের উপর গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে। একমাত্র ইসলামী অর্থব্যবস্থা ছাড়া এ ধরনের অর্থব্যবস্থার অন্য কোনো বিকল্প নেই।

[৫৪] আল-কুরআন, ২৮: ৫।

Dhaka University Institutional Repository

১.৮ ইসলামী অর্থনীতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যাবলী:

ইসলামী অর্থনীতির বহুবিধ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য রয়েছে। ইসলামী রাষ্ট্র এ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ অর্জনে সফলতার সাথে দায়িত্ব পালন করতে পারে।

ইসলামী অর্থনীতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যাবলী নিম্নরূপ:

১। সর্বাধিক বিনিয়োগ, সর্বাধিক উৎপাদন ও পূর্ণ কর্মসংস্থান।

(ক) সর্বাধিক বিনিয়োগ (Optimum level of investment)**:** প্রাপ্য সম্পদের সর্বাধিক বিনিয়োগ ইসলামী অর্থনীতির একটি প্রধান উদ্দেশ্য। সম্পদের দক্ষ ও পূর্ণ ব্যবহার যে কোনো উন্নয়ন প্রয়াসের পূর্বশর্ত। ইসলামী অর্থনীতির রয়েছে এ পূর্বশর্ত পালনের অন্তর্নিহিত উদ্বুদ্ধকরণ কৌশল। পৃথিবীর সব ধরনের সম্পদই আল্লাহপাকের দান বা নিয়ামত হিসেবে ইসলামে স্বীকৃত। তিনিই সবকিছুর নিরংকুশ মালিক। মানুষ এসব সম্পদের ট্রাস্টি বা অছি মাত্র। তাই আছি হিসেবে এ সম্পদের অপব্যবহার বা অপূর্ণ ব্যবহার কোনোটাই করার তার কোনো এখতিয়ার নেই। সম্পদের ব্যবহার সম্পর্কিত ইসলামী নির্দেশনা স্বীকার করে নিলে মানুষের হাতে ন্যস্ত সীমিত সম্পদের পূর্ণ ব্যবহার নিশ্চিত হবে। ইসলামে উৎপাদনশীল বিনিয়োগে উৎসাহদানের জন্য অন্তর্নিহিত কৌশল রয়েছে। উৎপাদনশীল বিনিয়োগে গুরুত্ব প্রদানের ফলে ইসলামী অর্থনীতিতে প্রবৃদ্ধির উঁচু হার অর্জন সম্ভব।

(খ) সর্বাধিক উৎপাদন (Optimum level of production)**:** ইসলামী অর্থনীতি সর্বাধিক উৎপাদনের উপর জোর দেয়। ইসলামী অর্থনীতিতে উৎপাদনকারীর স্বাধীনতা স্বীকৃত, তবে তা অবশ্যই শরী'আহ্'র সীমারেখার মধ্যে। একজন সত্যিকার ইসলামী উৎপাদনকারী হারাম দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদন করবে না; তিনি সবসময় সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জনের জন্যও সচেষ্ট হবেন না; বরং যা করলে ইহকাল ও পরকালে আল্লাহর সর্বোচ্চ (তার নিজেরও) সন্তুষ্টি পাওয়া যাবে সে তাই করবে। অপরিহার্য নয় এমন সব পণ্যসামগ্রী উৎপাদনের আগে অবশ্যই জরুরিয়াত বা অপরিহার্য সামগ্রী উৎপাদনের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ ইসলামী সমাজের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

(গ) পূর্ণ কর্মসংস্থান (Full employment stage)**:** ইসলামী প্রেক্ষাপটে সার্বিক অর্থনৈতিক নীতি হলো, প্রত্যেককে বয়স, গোত্র এবং আঞ্চলিক মর্যাদা নির্বিশেষে তার সামর্থ্য বা যোগ্যতা অনুসারে জীবিকা অর্জনের তথা কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দিতে হবে। ইসলামে

Dhaka University Institutional Repository

কাজকে পূণ্য গণ্য করা হয়েছে। আল-কুরআনে মহানবী (সা.)-কে সম্বোধন করে বলা হয়েছে:

وَقُلِ اعْمَلُواْ فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ

'আর তুমি বলে দাও, তোমরা কাজ করে যাও, তার পরবর্তীতে, আল্লাহ্ দেখবেন তোমাদের কাজ এবং দেখবেন রাসূল ও মুসলমানগণ'।[৫৫]

ইসলামে কাজকে শ্রেষ্ঠ ইবাদত বলা হয়েছে। কায়িক শ্রম ইসলামে সম্মানিত স্থান লাভ করেছে। ইসলামী রাষ্ট্রের অন্যতম দায়িত্ব হলো অর্পিত কাজ সম্পাদনের সর্বাধিক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া। বেকার ও অর্ধ-বেকারদের কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দেয়া ইসলামী অর্থনীতির অন্যতম বিবেচ্য ও কাম্য বিষয়। এজন্যই ইসলামী অর্থনীতির অন্যতম উদ্দেশ্য হচ্ছে পূর্ণ কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির বাঞ্ছিত হার অর্জনের মাধ্যমে ব্যাপকভিত্তিক অর্থনৈতিক কল্যাণ সাধন করা।

২। **আয় ও সম্পদের সুষম বণ্টন ও অর্থনৈতিক সুবিচার কায়েম করা:** ইসলামী অর্থনীতির অন্যতম উদ্দেশ্য হচ্ছে আয় ও সম্পদের সুষম বণ্টন নিশ্চিত করা এবং সমাজে আর্থ-সামাজিক ন্যায় বিচারে ও ভারসাম্যমূলক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের মাধ্যমে সামাজিক স্থায়িত্ব বজায় রাখার ব্যবস্থা করা। মহান আল্লাহ্ বলেন:

كَىْ لاَ يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الأَغْنِيَآءِ مِنكُمْ

"সম্পদ ও ধনৈশ্বর্য যেন কেবল তোমাদের বিত্তশালীদের মধ্যে পুঞ্জীভূত না হয়।"[৫৬]

এ আয়াতের মর্ম অনুসারে ইসলামী অর্থনীতিতে শুধুমাত্র দরিদ্র, অসহায় ও অভাবগ্রস্তদের মঙ্গলের জন্য তাদের মধ্যে বণ্টনের উদ্দেশ্যে সুনির্দিষ্টভাবে পৃথক তহবিল বা অর্থের বরাদ্দ থাকতে হবে। এ উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত হলে ইসলামী সমাজে প্রবৃদ্ধি ও সমতার দ্বৈত লক্ষ্য অর্জন সম্ভবপর হবে।

৩। **সমাজের সকল মানুষের মৌলিক প্রয়োজন পূরণ করা:** জনগণের মৌলিক প্রয়োজন মেটানো একটি ইসলামী রাষ্ট্রের প্রধান লক্ষ্য। শুধু এই প্রয়োজন মিটিয়েই ক্ষান্ত হবে না, রাষ্ট্রটির লক্ষ্য থাকবে সম্পদের পর্যাপ্ততা অর্জনের। সমাজের সকল মানুষের জরুরিয়াত বা মৌলিক প্রয়োজন পূরণ করা এবং সবার জন্য আয় উপার্জনের সম্মানজনক ব্যবস্থা করা ইসলামী অর্থনীতির অন্যতম উদ্দেশ্য। ন্যূনতম মৌলিক প্রয়োজন পূরণের নিশ্চয়তা বিধান

---

৫৫ আল-কুরআন, ৯: ১০৫।

৫৬ আল-কুরআন, ৫৯:৭।

Dhaka University Institutional Repository

করতে হবে যেন দরিদ্র ও অভাবীরা উৎপাদনক্ষম হতে পারে এবং তাদের নিজেদের চেষ্টায় ন্যূনতম জীবন যাপনের মান অর্জনে সক্ষম হয়। মানুষের মৌলিক প্রয়োজন পূরণ, তাদের দুঃখ কষ্ট দূরীকরণ এবং মানব জীবনকে আশির্বাদময় করে গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে নিয়োজিত যে কোনো কর্মপ্রচেষ্টাকে ইসলাম পূণ্যের কাজ হিসেবে মর্যাদা দিয়েছে। ঈমম শাতিবী (মৃত্যু ১৩৮৮ খ্রি.)[৫৭] ও ঈমাম গায্যালী (রহ.) (১০৫৮-১১১১ খ্রি.)[৫৮] মানুষের মৌলিক প্রয়োজনগুলোকে তিনটি ক্রমিক স্তরে বিন্যস্ত করেছেন। এগুলো হচ্ছে:

ক) **জরুরিয়াত (ضرورية= Zaruriat (Basic Needs/Necessities)**: আবশ্যকীয় যা একান্তই অপরিহার্য, যা না হলে মানুষের চলেই না, বস্তু জগতের সামগ্রিক অগ্রগতিতে যা একান্তই অপরিহার্য।

খ) **হাজিয়াত (حاجية=** Hajiat-Requirement (Comforts)**:** প্রয়োজনীয় যা মানুষের জীবনকে সহজ ও আরামদায়ক করে এবং কষ্ট ও অনিষ্ট থেকে রক্ষা করে। চাহিদার পরিতৃপ্তি, যার মধ্যে জীবনের আরাম-আয়েশ ও বিলাসিতার অনুমতিও ইসলামে দেয়া হয়েছে। রাসুলুল্লাহ (সা.) তাঁর সাহাবীদেরকে উপদেশ দিয়েছেন এই পৃথিবীতে আল্লাহর নেয়ামত সমূহ ভোগ করতে।

গ) **তাহসিনিয়াত (تحسنية=** Tahsiniat (Beautification the Luxeries)**:** সৌন্দর্যবধক যা মানবজীবনকে সুন্দর, পরিপাটি ও কল্যাণময় করে। নবীজির জীবনে এমন অনেক ঘটনা আছে যাতে প্রমানিত হয় জীবনের সৌন্দর্যকে উপভোগ করা ইসলামে নিষিদ্ধি নয়।তাঁদের মতে জরুরিয়াত বা মৌলিক প্রয়োজন হচ্ছে ৬টি। যেমন:

১. **আকিদা/দ্বীন (عقيدة/الدين=** Protection of faith, deen, Ideology**)**: ঈমান, দ্বীন, আদর্শ।

২. **নফস** (Nafs-Life itsef/ Protection of life)**:** ত্বয়ামুন-খাদ্য, লেবাসুন-বস্ত্র, মাকানুন-বাসস্থান, মুয়ালিয-চিকিৎসা, ইয়ানকালুন-পরিবহন, মুহিতুন-পরিবেশ, ইসতিরাহাতুন-বিশ্রাম, অবসর, বিশুদ্ধ পানীয়, যোগ্যতা অনুযায়ী কাজ পাওয়া, শান্তি-স্বস্তি-নিরাপত্তা ইত্যাদি যা মানুষের জীবন ধারণের সাথে সম্পৃক্ত।

৩. **নসল (نسل=** Nasl-Family formation/ Protection of posterity**)**: পরিবার গঠনের ক্ষমতা, বংশধারা সংরক্ষণ করা।

---

৫৭ ইমাম শাতিবী, Al-Muwafaqat fi Usul al Shariah, Vol-2, p. 177.

৫৮ আল-গায্যী, আল-মুসতাসফা (১৯৩৭) প্রথম খণ্ড, পৃ. ১৩৯-৪০।

Dhaka University Institutional Repository

৪. **আকল (عقل=** Aql-Intellect/ Reason)**:** শিক্ষা ও বুদ্ধিমত্তা।

৫. **মাল (مال=** Mal-Property/ Wealth)**:** ন্যূনতম পরিমাণ সম্পদ থাকা এবং তা সংরক্ষণ করা।

৬. **হুররিয়াত (حرّية=** Hurriat-Freedom)**:** স্বাধীনতা।

ব্যক্তির নিজের জীবন সুরক্ষার প্রতি জোর দিয়েছেন ইমাম গায্যালি। শুধু তাই নয় এই সুরক্ষা হবে দক্ষতার সাথে এবং ধর্ম, সন্তান-সন্ততি ও সম্পদের। ইমাম শাতিবীও একই অভিমত ব্যক্ত করেছেন। তিনি মানুষের মৌলিক প্রয়োজন মেটানোর পক্ষে যুক্তি দেখিয়েছেন। কিন্তু এটিই মূল লক্ষ্য নয়; বরং লক্ষ্য (দীনের সংরক্ষণ) অর্জনের একটি উপায়।[৫৯]

৪। **সহযোগিতা-সহমর্মিতা:** ইসলামী অর্থনীতিতে প্রতিযোগিতার পরিবর্তে সহযোগিতার (Co-operation) উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। ইসলামী অর্থনীতি আসলে একটি সহযোগিতামূলক অর্থনীতি। এটি সক্রিয় সহযোগিতামূলক অংশীদারিত্বের অর্থনীতি। যে প্রতিযোগিতায় প্রত্যেকেই কেবল নিজের জন্য নিবেদিত, ইসলাম সেরূপ প্রতিযোগিতা অনুমোদন করে না এবং শয়তান এরূপ প্রতিযোগিতার ইন্ধনদাতা। নিছক আত্মস্বার্থে এবং অপরের কল্যাণ চিন্তা বিমুক্ত কোনো কাজে ইসলাম কোনো প্রতিযোগিতা সমর্থন করে না। তবে সমাজবিরোধী তৎপরতা না হলে ইসলাম সাধারণভাবে কোনো প্রতিযোগিতাকে নিষেধ করে না। বস্তুত ইসলাম বিনয়ী প্রতিযোগিতা এবং পরের জন্য সহযোগিতা এ দু'য়ের অভূতপূর্ব সমন্বয় চেতনা দাঁড় করিয়েছে। তাই ইসলামী অর্থনীতিতে লাগামহীন প্রতিযোগিতার পরিবর্তে পারস্পরিক সহযোগিতাকে অন্যতম উদ্দেশ্য হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। পবিত্র কুরআনে এসেছে:

وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ

সৎকর্ম ও তাকওয়ার ক্ষেত্রে একে অন্যের সহযোগিতা কর।[৬০]

কুরআনে এ নির্দেশনার অর্থনৈতিক তাৎপর্য হলো অর্থনৈতিক বিভিন্ন খাতের মধ্যে ভারসাম্য অর্জনের জন্য সহযোগিতামূলক শক্তির কৌশল কাজে লাগাবার উপর জোর

---

৫৯ প্রফেসর ড. এম. এ. মান্নান, নীরব অর্থনৈতিক বিপ্লব: বিকল্প চিন্তাধারা (ঢাকা: মদীনা পাবলিকেশন্স, এপ্রিল ২০০৪), পৃ. ৫২।

৬০ আল-কুরআন, ৫:২।

Dhaka University Institutional Repository

দিতে হবে।[৬১] ইসলামী অর্থনীতিতে সহযোগিতার বাস্তবায়ন এবং সীমিত প্রতিযোগিতা বিবেচনায় আনা হয়।

৫। **পরকালীন কল্যাণ লাভঃ** ইসলাম ব্যতীত অন্য কোনো অর্থব্যবস্থায় ইহকালীন কর্মকাণ্ডের জন্য পরকালীন মুক্তি বা শাস্তির এমন দ্ব্যর্থহীন বা দৃঢ় ঘোষণা দেয়া হয়নি। ইসলামে অর্থনৈতিক সুকৃতি বা হালাল অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের জন্য ইহকালীন কল্যাণের সুসংবাদের পাশাপাশি পারলৌকিক জীবনেও আল্লাহর সন্তুষ্টি ও পুরস্কার প্রাপ্তির ঘোষণা দেয়া হয়েছে। অপরদিকে যারা অর্থনৈতিক দুষ্কৃতি বা হারাম অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে জড়িত হয়ে আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করবে, মজলুম-অসহায়-গরিব-দুঃখীদের উপকারে সচেষ্ট হবে না তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তির দুঃসংবাদ। এ জন্যই ইসলামী অর্থনীতিতে আখিরাতের কল্যাণ অর্জনের প্রতি অত্যধি গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। প্রতিদিন সালাত আদায় শেষে বান্দাহ মুনাজাতেও যুগপৎ দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণই প্রার্থনা করে। মহানবী (সা.) একটি হাদিসে বলেন, "এ দুনিয়া আখেরাতের কৃষিক্ষেত্রস্বরূপ।" এর অন্তর্নিহিত অর্থই হচ্ছে এখানে যে যেমন বীজ বুনবে অর্থাৎ কাজ করবে পরকালীন জীবনে সে তেমন শস্য বা প্রতিফল পাবে। প্রকৃতপক্ষে পরকালের জবাবদিহিতাকে কেউ মনে-প্রাণে বিশ্বাস করে নিলে ইহকালীন অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড আল্লাহর মর্জিমতো পরিচালিত হতে বাধ্য এবং এ পথেই যুগপৎ দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ লাভ সম্ভব।

১.৯ মানব কল্যাণে ইসলামী অর্থনীতি

ইসলামী অর্থনীতি ইসলামী জীবন দর্শনের অপরিহার্য অঙ্গ। একটি গতিশীল বিষয় হিসেবে ইসলামী অর্থনীতি ইসলামী জীবন দর্শন, আদর্শ, কৃষ্টি ও সভ্যতার সাথে একই সূত্রে গাঁথা। এ অর্থনীতি বর্তমান দুনিয়ার সবচাইতে আলোচিত বিষয়। বর্তমানের যাবতীয় মানব রচিত অর্থব্যবস্থা মানবজাতির অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান দিতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। আধুনিক পরিবর্তিত বিশ্ব পরিস্থিতিতে ইসলামী অর্থনীতি যে কোনো সমস্যার সমাধান দিতে সক্ষম।

---

৬১ ড. এম. এ. মান্নান, দি মেকিং অব ইসলামিক ইকনমিক সোসাইটি: ইসলামিক ডাইমেনসন ইন ইকনমিক এনালিসিস (কায়রো: ইন্টারন্যাশনাল এসোসিয়েশন অব ইসলামিক ব্যাংকস, ১৯৮৪), পৃ. ৩৬।

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামী অর্থনীতির প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে মানব কল্যাণ। কুরআন-পাকের বিভিন্ন স্থানে আল্লাহ্-পাক ঘোষণা করেছেন যে, এ বিশ্বজাহানের সবকিছু একমাত্র মানুষের কল্যাণের জন্যই সৃষ্টি করা হয়েছে। ইসলামী অর্থনীতিতে মানব কল্যাণের গঠন-উপকরণ শুধুমাত্র বস্তুবাদী লক্ষ্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। এখানে বস্তুবাদী লক্ষ্যের সাথে আধ্যাত্মিক উপকরণও সমগুরুত্ব সহকারে সংযুক্ত। একজন মুসলিম বিশ্বাস করে যে মানুষ কখনো সত্যিকার কল্যাণ লাভ করতে পারে না, যতক্ষণ না সে তার ইহকাল ও পরকালের অর্থাৎ দু'কালের প্রয়োজনের একটি সুষম তৃপ্তি লাভ করে। এ কল্যাণ এমন যা অর্থের মাপকাঠিতে পরিমাপ করা যায় না, অথচ তা তার দৈহিক আরাম, মানসিক শান্তি নিশ্চিত করে।[৬২] এ প্রসঙ্গে বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর লুৎফর রহমান সরকার বলেছেন, মদিনায় যে ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্রের ভিত্তি স্থাপন করা হয়েছিল, কালক্রমে তা একটি সুদমুক্ত যাকাতভিত্তিক ইনসাফপূর্ণ সমাজের সৃজন করেছিল, যেখানে ছিল না শোষণ, বৈষম্য, জুলুম, নিপীড়ন, বঞ্চনা ও অকল্যাণ। ইসলামে কল্যাণকামিতা ইবাদতের সাথে সম্পৃক্ত এবং অবিভাজ্য। এ কারণে অর্থনৈতিক নীতিমালা প্রণয়নে কল্যাণ অর্জনকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে।[৬৩] অর্থনৈতিক কল্যাণ[৬৪] এই সামগ্রিক কল্যাণেরই অংশ।

কল্যাণের সংজ্ঞা এবং উপাদান সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি এবং বর্তমান দুনিয়ার বস্তুবাদী অর্থনৈতিক মতবাদসমূহের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে, তবু মানব কল্যাণের জন্য কয়েকটি উপাদান অপরিহার্য বলে সকল চিন্তাশীলই একমত পোষণ করেন। এ উপাদানগুলো হচ্ছে:

১। সর্বাধিক উৎপাদন (Optimum Production) নিশ্চিত করা;

২। যাবতীয় বস্তুগত ও মানবীয় সম্পদের পূর্ণাঙ্গ ও দক্ষতাপূর্ণ তথা সকল কর্মক্ষম মানুষের যথোপযুক্ত ব্যবহার/ সম্মানজনক কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা; (Full employment of human and material resources, opportunity to earn an honest living to every body)

৩। আয় ও সম্পদের সুষম ও সুবিচারপূর্ণ বণ্টন নিশ্চিত করা; (Equitable distribution of income and wealth.)

---

৬২ অধ্যাপক ড. এম. এ. হামিদ, মানব কল্যাণ ও ইসলামী অর্থনীতি, দৈনিক সংগ্রাম, ২৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৭, পৃ. ৫।

৬৩ এল.আর. সরকার, আলবারাকা ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড (বর্তমান আইসিবি ইসলামিক ব্যাংক লিমিটেড) এবং মাসিক আল ফুরকানের যৌথ উদ্যোগে গত ২৪ জানুয়ারি ১৯৯৭ জাতীয় প্রেসক্লাবে অনুষ্ঠিত সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে লিখিত ভাষণ, পৃ. ১।

৬৪ প্রফেসর পিগুর মতে, অর্থনৈতিক কল্যান হল 'সামাজিক কল্যাণের সেই অংশ যা প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে অর্থ দ্বারা পরিমাপ করা যায়'। অর্থনৈতিক কল্যাণ শুধুমাত্র মোট জাতীয় আয়ের উপর নির্ভর করে না বরং জাতীয় আয় বন্টনের উপরেও নির্ভর করে।

Dhaka University Institutional Repository

৪। সকল মানুষের মৌলিক বস্তুগত প্রয়োজন পূরণের নিশ্চয়তা বিধান করা: (Fulfillment of the basic material nees of all individuals)

৫। সমাজের সার্বিক নিরাপত্তা ও শান্তি নিশ্চিত করা।

৬। সৎ উপায়ে জীবিকা নির্বাহের জন্য প্রত্যেকের সুযোগের নিশ্চয়তা থাকা: (Availability to everyone of an opportunity to earn an honest living.)

৭। দারিদ্র্য দূরীকরণ: (Elimination of poverty.)

৮। বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ববোধ (Universal brotherhood.)

অর্থনীতিবিদগণ মনে করেন মানব কল্যাণের জন্য উল্লিখিত অপরিহার্য লক্ষ্যসমূহ হাসিল করতে হলে প্রধানত দু'টি শর্ত পূরণ করা আবশ্যক।

(ক) অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সসীম সম্পদের দক্ষতাপূর্ণ বরাদ্দ ও ব্যবহার;

(খ) আয় ও সম্পদের সুষম ও ইনসাফপূর্ণ বণ্টন নিশ্চিত করা।

বর্তমান বিশ্বের কোনো দেশই এসব বস্তুগত লক্ষ্য অর্জনে সক্ষম হয়নি। বাজার অর্থনীতির অনুসারী দেশগুলোর কৃতিত্ব যদিও অপেক্ষাকৃত উত্তম তথাপি তারাও বস্তুগত লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ হয়েছে। ব্যর্থতার ক্ষেত্রগুলো হচ্ছে:

(ক) অর্থনৈতিক অস্থিতিশীলতা (Economic Instability.)

(খ) সামষ্টিক অর্থনীতির ভারসাম্যহীনতা (Macroeconomic imbalances.)

(গ) অর্থনীতির ঘনঘন উঠানামা (Frequent economic fluctuations.)

(ঘ) উচ্চহারের মুদ্রাস্ফীতি (High rates of inflation.)

(ঙ) বেকারত্ব (Unemployment.)

(চ) অতিরিক্ত বাজেট ও বাণিজ্যিক লেনদেন ঘাটতি (Excessive budgetary and balance of payments deficits.)

(ছ) বৈদেশিক মুদ্রা, পণ্য ও শেয়ার বাজারের পরিবর্তনশীলতা (Volatility in the foreign exchange, commodity and stock markets.)

ইসলামী অর্থনীতি আল কুরআন ও আস্ সুন্নাহ হতে উৎসারিত। এখানে যাদের আচরণ আলোচনা করা হয় ইসলামী অর্থনীতির পরিভাষায় তাদের বলা হয় ইসলামী মানুষ (Islamic Man); আধুনিক অর্থনীতিতে যাদেরকে অর্থনৈতিক মানুষ (Economic Man) বা

Dhaka University Institutional Repository

ব্যক্তিস্বার্থে প্রণোদিত 'Rational man' বলা হয়। ইসলামী মানুষ সে ভোক্তা হোক বা উৎপাদক হোক, তাদের কোনো সার্বভৌমত্ব নেই, সার্বভৌমত্ব হচ্ছে আল্লাহর। ইসলামী অর্থনীতিতে অগ্রাধিকার নির্ণায়ক হিসেবে কাজ করে ইসলামী মূল্যবোধ, যার মূল উৎস আল কুরআন ও আস সুন্নাহ।

১। আল কুরআনে বর্ণিত হয়েছে:

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ

'আমি আমার রাসূলগণকে সুস্পষ্ট নির্দেশসহ প্রেরণ করেছি এবং তাদের সাথে অবতীর্ণ করেছি কিতাব ও মানদণ্ড, যাতে মানুষ ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করে।[৬৫]

মানব কল্যাণের প্রেক্ষিতে এর অর্থ হবে নিম্নরূপ:

প্রথমত. আর্থ-সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য সমাজের সকল মানুষের মৌলিক প্রয়োজন মিটাতে আল্লাহ প্রদত্ত সম্পদের অবশ্যই সুষ্ঠু ব্যবহার করতে হবে। 'সে ব্যক্তি প্রকৃত মুমিন নয় যে প্রতিবেশীকে অভুক্ত রেখে নিজে পেট ভরে খা'।[৬৬] সীমিত সম্পদের মধ্যে ইসলামের এ লক্ষ্য বাস্তবায়ন করা সম্ভবপর নয় যতক্ষণ পর্যন্ত না তার ব্যবহার 'মানবতা এবং সাধারণ মানুষের কল্যাণের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে।[৬৭] ফকীহগণ এ বিষয়ে সম্পূর্ণ একমত যে, দরিদ্র জনগণের মৌলিক প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য রাখা মুসলিম সমাজের সমষ্টিগত কর্তব্য। (ফরজে কিফায়াহ)।

দ্বিতীয়ত. ইসলামী অর্থনীতির নীতি অনুসারে একজন ব্যক্তিকে নিজের জীবিকা নির্বাহের জন্য অবশ্যই চেষ্টা করতে হবে। প্রত্যেক মানুষের জন্য স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সৎ নেক জীবন যাপনের সমান সুযোগ সৃষ্টির সম্মিলিত দায়িত্ব মুসলিম সমাজের। যারা আপ্রাণ চেষ্টা সত্ত্বেও জীবনধারণের ন্যূনতম ব্যবস্থা করতে পারবে না তাদের সাহায্য করা সমাজের কর্তব্য।

তৃতীয়ত. ন্যায়বিচারের দাবি হচ্ছে আয় এবং সম্পদ মুষ্টিমেয় ব্যক্তির হাতে পুঞ্জীভূত হতে পারবে না। আল কুরআনে এ বিষয়ে বলা হয়েছে:

كَيْ لاَ يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الأَغْنِيَآءِ مِنكُمْ

---

৬৫ আল-কুরআন, ৫৭: ২৫।

৬৬ সহীহ্ বুখারী; বায়হাকী; তু. দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৩৬।

৬৭ ড. আবদুল হামিদ আবু সুলায়মান, দি থিওরী অব দি ইকনমিকস অব ইসলাম ইন কনটেমপোরারী আসপেকটস অব ইকনমিক্স থিংকিং ইন ইসলাম, আমেরিকান ট্রাস্ট পাবলিকেশন্স, ১৯৭৬, পৃ. ২০।

Dhaka University Institutional Repository

'... যাতে ধনৈশ্বর্য কেবল তোমাদের বিত্তশালীদের মধ্যেই পুঞ্জীভূত না হয়।'[৬৮]

ইসলামী অর্থনীতিবিদগণ এ বিষয়ে একমত যে, যদি সামাজিক আচরণের প্রকৃতি এবং ফাইন্যান্সিয়াল অবস্থা শরীয়ার আলোকে পুনর্বিন্যাস করা হয় তাহলে সমাজে আয় এবং সম্পদের চরম বৈষম্য থাকতে পারে না।

চতুর্থত. ন্যায়বিচারের দাবি হচ্ছে ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্র যথাসম্ভব উঁচু হারে প্রবৃদ্ধি অর্জন এবং অধিকতর স্থিতিশীলতা বজায় রাখার চেষ্টা করবে। সত্যিকার অর্থে প্রবৃদ্ধি ও স্থিতিশীলতা ব্যতীত কাঙ্খিত মাত্রার মানব কল্যাণ সম্ভব নয়।

২। ইসলামী অর্থনীতিতে মানুষের অসীম চাহিদার মূলে আঘাত করে তা সসীম পর্যায়ে নিয়ে আসা হয়। ইসলাম মানুষের ভোগের উপর হালাল হারামের নিয়ন্ত্রণ আরোপ করেছে। মানুষের জন্য কল্যাণকর পণ্য ও সেবাই আল্লাহ হালাল করেছেন আর অকল্যাণকর ও ক্ষতিকর জিনিস হারাম করেছেন। আল্লাহ বলেন:

وكُلُواْ وَاشْرَبُواْ وَلاَ تُسْرِفُوَاْ إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

'খাও, পান কর কিন্তু ইসরাফ (Israf-overuse) করো না, আল্লাহ ইসরাফকারীদের পছন্দ করেন না।'[৬৯]

وَلاَ تُبَذِّرْ تَبْذِيراً - إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوَاْ إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ

'এবং কিছুতেই তাবযীর (Tabjir-Misuse) করো না। নিশ্চয়ই তাবযীরকারীরা শয়তানের ভাই'।[৭০]

স্বেচ্ছাচারিতার মধ্য দিয়ে আল্লাহ প্রদত্ত সম্পদ ধ্বংস ও অপচয় (overuse) করা যাবে না। অর্থনীতি ক্ষেত্রে এ আচরণকে কুরআনে ফাসাদ (فساد) বা বিপর্যয় এবং অনাচার সৃষ্টির সাথে তুলনা করে এর বিরুদ্ধে তীব্র ঘৃণা প্রকাশ করা হয়েছে।[৭১] মহান আল্লাহ্ বলেন:

يَـأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

"হে মুমিনগণ, এই যে, মদ, জুয়া, প্রতিমা এবং ভাগ্য নির্ধারক শরসমূহ এসব শয়তানের অপবিত্র কার্য বৈ তো আর কিছুই নয়। অতএব এগুলো থেকে সরে থাক। যাতে তোমরা কল্যাণপ্রাপ্ত হও।"[৭২]

---

৬৮ আল-কুরআন, ৫৯: ৭।

৬৯ আল-কুরআন, ৭: ৩১।

৭০ আল-কুরআন, ১৭: ২৬-২৭।

৭১ আল-কুরআন, ২: ২০৫।

৭২ আল-কুরআন, ৫: ৯০।

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামী অর্থনীতিতে মানুষ হারাম জিনিসের অভাববোধ করে না, হারাম পণ্য ও সেবা ভোগ করবে না। এতে গোটা অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড কল্যাণকর সম্পদ উৎপাদনে নিয়োজিত হবে। এতে মানুষের সর্বপ্রকার কল্যাণকর চাহিদা পূরণে পণ্য ও সেবার উৎপাদন ও যোগান বাড়াবে এবং দামও কমে আসবে। ফলে মানুষের অধিকতর কল্যাণ সাধিত হবে।[৭৩]

৩। ইসলামী অর্থনীতিতে জাগতিক ও পারলৌকিক উভয় জগতের কল্যাণ অর্জনের মটিভেশন সৃষ্টি করা হয়। একমাত্র আখেরাতের জবাবদিহির অনুভূতিই মানুষকে সামাজিক কল্যাণমূলক কাজে উদ্বুদ্ধ করতে পারে। দুনিয়া ও আখেরাতে দু'জগতেই কল্যাণকর এমন জিনিসের জন্যই ইসলামী অর্থনীতিতে উদ্বুদ্ধ করা হয়। লটারির টিকেট কিনে দুনিয়াতে লাভ হতে পারে কিন্তু তা আখেরাতের জন্য ক্ষতিকর। দুনিয়ার হাসানা (حسنة) ও আখিরাতের হাসানা এ দু'টোই কাম্য। বৈধ পথে অর্জিত সম্পদে আমানতের শর্ত নির্ধারিত উদ্দেশ্য অর্থাৎ শুধু নিজ স্বার্থ-শুধু নিজ পরিবার-পরিজনই নয়-সমাজের অন্য সবার কল্যাণেও ব্যবহার করতে হবে।[৭৪]

৪। রিবা বা সুদ হারাম হওয়া ইসলামী অর্থনীতির একটি মৌলিক বিষয়। সুদ হারাম হলে গোটা অর্থনৈতিক ব্যবস্থাই পরিবর্তিত হয়ে যায়। ইসলামী অর্থনীতি সুদকে মূলোৎপাটিত করে বিনিয়োগ ও উৎপাদনকে সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করেছে। এতে সুদের মাধ্যমে সৃষ্ট শোষণ ও বৈষম্যের অবসান ঘটে, ভোক্তাগণ সুদজনিত ব্যয় থেকে মুক্তি পায়, তাদের ক্রয়-ক্ষমতা বাড়ে। সুদ মূলোৎপাটনের ফলে বণ্টন ক্ষেত্র বে-ইনসাফী ও জুলুম হতে মুক্তি পায়।

৫। মানব কল্যাণে যাকাত ও ওশর এক বলিষ্ট ও কার্যকরী ভূমিকা পালন করে। যাকাত-ওশর ইসলামের এমনই ম্যাকানিজম যার মাধ্যমে মানব কল্যাণে ইসলামী অর্থনীতির মূল লক্ষ্য যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা যায়। ইসলামী অর্থনীতিই একমাত্র অর্থনীতি যেখানে সচ্ছল মুসলমানদের জন্য যাকাত আদায় বাধ্যতামূলক মৌলিক ইবাদতগুলোর অন্যতম। গরিব, অসহায় ও অভাবগ্রস্ত বনী আদমের আর্থিক কল্যাণের জন্য তথা তাদের আর্থিক ও সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য এ যাকাত আদায় ও বিলি-বণ্টন ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থার অপরিহার্য কর্তব্য হিসেবে বিবেচিত। এ ছাড়াও সাদাকাতুল ফিতর (صدقة الفطر), নাফাকাত (نفقة), কাফফারা (فدية), ফিদিয়া (وقف) ওয়াকফ্-দান, ওয়াসিয়াত (وصية), সাদাকাতে নাফেলা (صدقة نافلة) ইত্যাদির মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন ও মানব কল্যাণ সাধনের ব্যবস্থা রয়েছে।

---

৭৩ অধ্যাপক মুহাম্মদ শরীফ হুসাইন, পূর্বোক্ত, পৃ. ২১।

৭৪ আল-কুরআন, ২৮: ৭৭।

Dhaka University Institutional Repository

৬। ইসলামী অর্থনীতিতে রাষ্ট্রের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আর্থ-সামাজিক কর্মসূচি বাস্তবায়নের দায়িত্ব এ রাষ্ট্রই পালন করে। বায়তুলমাল হচ্ছে ইসলামী রাষ্ট্রের বীমা ব্যবস্থা। বায়তুলমাল অক্ষম, দুঃস্থ, বৃদ্ধ, ইয়াতিম ও বিত্তহীনদের মৌলিক অধিকার পূরণের গ্যারান্টি। মহানবী (সা.) বায়তুলমাল প্রতিষ্ঠার পর ঘোষণা করেছিলেন, "যদি কেউ সম্পত্তি রেখে মারা যায়, তবে তা তাদের উত্তরাধিকারীর, আর যদি কেউ সহায়হীন, ইয়াতিম ও বিধবা রেখে যায়, তবে তার উত্তরাধিকারী আমি।"

৭। ইসলামী অর্থনীতি ইনফাক ফি সাবিলিল্লাহর (Infaq Fi Sabilillah) প্রতি জোর দেয়। আল্লাহর পথে খরচ মানে গণেশকে দুধ খাওয়ানো নয়, এ খরচ মানুষের কল্যাণের জন্যই করা হয়। এর মাধ্যমে সম্পদের মোহমুক্ত করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ইসলামী অর্থনীতিতে সম্পদ খরচের মধ্যেই কল্যাণ নিহিত রয়েছে বলে মনে করা হয়।

৮। ইসলামী অর্থনীতিতে মনোপলি[৭৫], কার্টেল[৭৬], অলিগোপোলি[৭৭] (Oligopoly), ডুয়োপলি[৭৮] (Duopoly), স্ট্যাগফিলেশন[৭৯], ডাম্পিং[৮০]-কে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। মজুদদারি, মুনাফাখোরি, কালোবাজারি ইসলামে নিষিদ্ধ; আর এসবই মানুষের কল্যাণের জন্য। এসব নিষিদ্ধ থাকায় এমন পরিবেশ সৃষ্টি হয় যাতে মানুষ কর্মপ্রেরণা পায়; সঞ্চয়, বিনিয়োগ এবং ব্যবসায়ে কোনোরূপ বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয় না।

---

৭৫ মনোপলি মানে একচেটিয়া বাজার। যে বাজারে একজন মাত্র বিক্রেতা বা একটি মাত্র শিল্প প্রতিষ্ঠান সমস্ত যোগান নিয়ন্ত্রণ করে থাকে তাকে মনোপলি বলে। অধ্যাপক ই.এইচ.চেম্বারলীন বলেন, 'যে ফার্ম বা শিল্পের কোন একটি পণ্য বা সেবার উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ থাকে তাকে মনোপলি বলে।'- এম.এ. রহমান, অর্থনীতি পরিচিতি, (ঢাকা: আজিজিয়া বুক ডিপো, জানুয়ারী ২০০৭), পৃ. ২৪১।

৭৬ কার্টেল বাজারে সরাসরি বা গোপনে দামের অনিশ্চয়তা দূর করে নির্দিষ্ট দাম ও পরিমাণ নির্ধারন করে মুনাফা সর্বোচ্চকরণের প্রক্রিয়াকে কার্টেল বলে। যৌথভাবে মুনাফা সর্বোচ্চকরণ করাই কার্টেলের অন্যতম লক্ষ্য। কার্টেল জনস্বার্থ বিরোধী। Cartel is an association of independent companies formed to regulate the price and sales conditions of the products and services they offer। এই কার্টেল জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে হতে পারে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যে আইন করে কার্টেল নিষিদ্ধ করা হয়েছে কারণ মনোপলির মাধ্যমে এর প্রক্রিয়া জনস্বার্থ বিরোধী ভূমিকা পালন করে থাকে। Oxford Dictionary of Finance of Banking, Fourth Edition, Oxford University Press, 2008, p. 90.

৭৭ অলিগোপোলি হচ্ছে কতিপয় বিক্রেতা বাজার বা মুষ্টিমেয় বিক্রেতার বাজার। 'কতিপয়' শব্দটি এখানে কোনো সংখ্যাগত অর্থ বহন করে না। বরং কতিপয় শব্দটির সাহায্যে এ বাজারের বিক্রেতাদের পারস্পরিক নির্ভরশীলতার কথাই বোঝানো হয়েছে। পারস্পরিক নির্ভরশীলতা বিষয়টি যেহেতু 'কতিপয়' ছাড়া 'বহুর' মধ্যে তেমনভাবে দানা বাঁধতে পারে না, সেহেতু বিক্রেতাদের মধ্যে পারস্পরিক নির্ভরশীলতা তখনই থাকতে পারে যখন বাজারে 'কতিপয়' বিক্রেতা থাকে। বিক্রেতাদের মধ্যে পারস্পরিক নির্ভরশীলতা এ বাজারের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য। উৎপাদন থেকে শুরু করে বিক্রি পর্যন্ত সমস্ত ব্যাপারেই এরা একে অপরের দিকে তাকিয়ে থাকে। তাহমিলুর রহমান, অর্থনীতি অভিধান, বর্তমান সময়, ফেব্রুয়ারী ২০০৭, পৃ. ৮।

৭৮ ডুয়োপলি অলিগোপলি বাজারেই একটি বিশেষ রূপ, যেখানে বিক্রেতার সংখ্যা দুই। দুইজন বিক্রেতার বাজার। অন্যকথায় বিক্রেতার সংখ্যা মাত্র দু'জন হলে তাকে ডুয়োপলি (Duopoly) বলে।

৭৯ 'স্ট্যাগফিলেশন' মানে হচ্ছে মুদ্রাস্ফীতি ও বেকারত্ব একই সাথে বৃদ্ধি। প্রফেসর ড. এম. এ. মান্নান, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৬।

৮০ একচেটিয়া কারবারী তার উৎপাদিত পণ্যদ্রব্য নিজ দেশে যে দামে বিক্রি করে অন্য দেশে তার চেয়ে কম দামে বিক্রি করলে তাকে ডাম্পিং বলা হয়। ডাম্পিং এর আপাত উদ্দেশ্য যাই হোক এর প্রকৃত লক্ষ্য দেশী ও বিদেশী প্রতিযোগীদের বাজার থেকে বিতাড়ন করা এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে একচেটিয়া কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা। এ জাতীয় একচেটিয়াবাদ যেহেতু সাধারণ মানুষের স্বার্থের পরিপন্থী কাজেই তা ইসলামে সমর্থিত নয়। ড. এম. এ. মান্নান, ইসলামী অর্থনীতি: তত্ত্ব ও প্রয়োগ, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩১।

Dhaka University Institutional Repository

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে এটি সুস্পষ্ট যে ইসলামী অর্থনীতিতে উৎপাদিত দ্রব্য ও সেবা এমনভাবে বণ্টন হয় যাতে ব্যাপক জনগণের মৌলিক চাহিদা যথাযথভাবে পূরণ সম্ভব হয়, আয় ও সম্পদের বৈষম্য সর্বনিম্ন থাকে। বে-ইনসাফি থেকে জনগণ রক্ষা পায়। আর এভাবেই ইসলামী অর্থনীতি মানব কল্যাণে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে।

১.১০ বায়তুলমাল (بيت المال= Baitul mal)

১.১০.১ বায়তুল মালের অর্থ

ইসলামের প্রাথমিক যুগে ইসলামী শরী'আহ্'র ভিত্তিতে পরিচালিত আধুনিককালের ন্যায় প্রাতিষ্ঠানিকভাবে কোনো ব্যাংকের অস্তিত্ব ছিল না বটে; কিন্তু মুসলমান ইসলামী পদ্ধতিতে নিজস্ব আর্থিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলে ছিলেন। আল্লাহর রাসুল (সা.) মদীনার ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে রাষ্ট্রের প্রয়োজনয়ি আর্থিক লেন-দেন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্যে 'বায়তুলমাল' প্রতিষ্ঠা করেন। তখনকার প্রয়োজনীয় আর্থিক লেন-দেন সম্পাদনের জন্য এই বায়তুল মালই যথেষ্ট ছিল, বায়তুলমালে সকল লেনদেন ছিল সম্পূর্ণ সুদমুক্ত। অতীতের এই অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করেই মুসলিম বিশ্বে ইসলামী অর্থ ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। বায়তুলমাল (بيت المال)-এর ব্যুৎপত্তিগত অর্থ নাগার, কোষাগার, মাল বা দৌলতের ঘর। ইসলামী পরিভাষায় মুসলিম রাষ্ট্রের কোষাগারকে বায়তুল মাল (Baitul mal- Treasury) বা সরকারী অর্থভাণ্ডার বলা হয়। মদিনা রাষ্ট্রে যে অর্থ-প্রশাসন ছিল তার কেন্দ্রবিন্দু ছিল বায়তুলমাল-রাষ্ট্রীয় কোষ। রাষ্ট্রীয় বিধি-বিধান কার্যকরী করতে হলে ইসলামী রাষ্ট্রের ধনভাণ্ডারে বিপুল অর্থ থাকার প্রয়োজন রয়েছে। উক্ত ধনভাণ্ডারের নাম বায়তুলমাল।[৮১] ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বাস্তবায়নের জন্য মহানবী (সা.) মদিনা রাষ্ট্রের জন্য সরকারি অর্থভাণ্ডার স্থাপন করেছিলেন। আর এ অর্থভাণ্ডারের নিরাপদ ও সুরক্ষিত স্থানকেই বায়তুল মাল (بيت المال) বলা হয়। অবশ্য কোনো কোনো সময় ইসলামী রাষ্ট্রের গোটা অর্থ-ব্যবস্থাকেও বায়তুলমাল বলা হয়ে থাকে। তবে পরিভাষায় ইসলামী রাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় অর্থভাণ্ডারের নিরাপদ স্থানটিকে বায়তুলমাল বলা হয়।[৮২] মদিনা রাষ্ট্রের বায়তুলমাল জনকল্যাণ এবং ব্যক্তিগত ও রাষ্ট্রীয় অত্যাবশ্যকীয় প্রয়োজনাদি পূরণের জন্য গঠিত হয়েছিল।[৮৩] বায়তুলমাল ছিল মদিনা

---

৮১ সাখাওয়াতুল আম্বিয়া, ইসলামী শাসন ব্যবস্থা ১৯৮৭, পৃ. ৬৮।

৮২ মাওলানা মুশাহিদ আলী, ইসলামের রাষ্ট্রীয় ও অর্থনৈতিক উত্তরাধিকার, এ.এস.এম ওমর আলী অনুদিত (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, সেপ্টেম্বর ১৯৮০), পৃ. ১০৭-১০৮।

৮৩ সাইয়েদ হাসান মুসান্না নদভী, ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা, (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৩), পৃ. ৪৩।

Dhaka University Institutional Repository

রাষ্ট্রের সকল নাগরিকের সম্মিলিত মালিকানা সম্পদ। এ জন্যই বলা হয়েছে- "বায়তুলমাল সম্পদ মুসলমানদের (মদিনা রাষ্ট্রের নাগরিকদের) সম্মিলিত সম্পদ।"[৮৪]

বায়তুলমালে সঞ্চিত রাষ্ট্রের সম্পদে রাষ্ট্রের সকল নাগরিকেরই সমান অধিকার স্বীকৃত। কি রাষ্ট্রপ্রধান, কি সরকারি কর্মকর্তা, কর্মচারী বা সাধারণ মানুষ বায়তুলমালের উপর কারোরই একচেটিয়া অধিকার স্বীকৃত হতে পারে না। এ কথাই ঘোষিত হয়েছে মহানবী (সা.)-র নিম্নোক্ত বাণীতে- "আমি তোমাদেরকে দানও করি না, নিষেধও করি না, আমিতো বণ্টনকারী মাত্র। আমাকে যেরূপ আদেশ করা হয়েছে, আমি সেভাবেই রাষ্ট্রীয় সম্পদ বণ্টন করে থাকি।"[৮৫]

ইসলামী রাষ্ট্রের বায়তুলমাল-ধনভাণ্ডার সহায়-সম্পদ সবই জনগণের আমানত। শরী'আহ্ মোতাবেক ও জনগণের কল্যাণের নিমিত্তেই ন্যায়সঙ্গত পন্থায় রাষ্ট্রের আয় করতে হবে, ব্যয়ও করতে হবে। কোনো প্রকার অপচয়, অন্যায় ব্যয়, বেইনসাফি করা চলবে না।

বস্তুত ইসলামে বায়তুলমালের ধারণা অতি ব্যাপক। আল্লাহর সার্বভৌমত্ব ও মালিকানা এবং মানুষের খিলাফতের মৌলিক বিশ্বাসের উপরই বায়তুলমালের ধারণা ভিত্তিশীল। বায়তুলমাল ইসলামী রাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় ব্যাংকস্বরূপ। তদানীন্তন সমাজের যাবতীয় প্রয়োজন বায়তুলমালই পূরণ করত। তবে অবশ্য আধুনিককালের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ন্যায় ব্যাপক ও বিস্তৃত কাজ এর ছিল না। তাছাড়া আধুনিক অর্থে কোনো বাণিজ্যিক ব্যাংকের অস্তিত্ব মদিনা রাষ্ট্রে ছিল না। ফলে জনগণ ব্যক্তিগতভাবে অথবা পারস্পরিক অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে ব্যবসায়-বাণিজ্য, আমদানি-রপ্তানি ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করত।

বায়তুলমাল যেহেতু জনগণের সম্পদ সেহেতু ইসলামী রাষ্ট্রের প্রত্যেক নাগরিক কোনো না কোনোভাবে বায়তুলমাল থেকে উপকৃত হওয়ার অধিকার রাখে। কিন্তু কোনো ব্যক্তি তার মালিক হবার দাবী করতে পারে না। তদুপরি বায়তুলমালেরও কিছু দায়িত্ব এবং জিম্মাদারী থাকে। প্রখ্যাত হানাফী ফকীহ ইমাম সারাখসী (রহ.) "আল-মাবসূত" গ্রন্থে বলেন, বায়তুলমালের উপর এমন জিম্মাদারী এবং তার জন্য এমন অধিকারও প্রমাণিত হতে পারে যা অজ্ঞাত।[৮৬]

১.১০.২ বায়তুলমালের সূচনা ও বিকাশ

---

৮৪ মাওলানা মো. ফজলুর রহমান আশরাফী, ইসলামে ব্যবসা-বাণিজ্য ও ব্যাংকিং এর রূপরেখা (ঢাকা: আরআইএস পাবলিকেশন্স, এপ্রিল ২০০১), পৃ. ১৯৫।

৮৫ মাওলানা মো. ফজলুর রহমান আশরাফী, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯৫।

৮৬ আল্লামা সারাখসী, আল মাসবুত, খণ্ড ১৪, পৃ. ৩৩।

Dhaka University Institutional Repository

মদিনা মুনাওয়ারায় যেদিন প্রথম ইসলামী রাষ্ট্রের শুভ সূচনা হয়েছিল মূলত সেদিন হতেই বায়তুলমালের সূচনা হয়েছিল। কিন্তু প্রথম পর্যায়ে বায়তুলমালে কোনোরূপ ধন-সম্পদ সঞ্চয় করে রাখা হত না, তার অবকাশও তখন ছিল না। বায়তুলমালে যে অর্থসম্পদ জমা হত, মহানবী (স.) তা তৎক্ষণাৎ স্বীয় সাহাবিদের মধ্যে বিতরণ করে দিতেন। কারণ তখন সাধারণ নাগরিক ও রাষ্ট্রের প্রয়োজনের তুলনায় আয়ের অবস্থা অত্যন্ত নগণ্য ছিল। মহানবী (সা.)-র যুগে বায়তুলমালের সম্পদ সঞ্চিত করে রাখার সুযোগই যেহেতু ছিল না, তাই এর জন্য পৃথক কোনো ঘর নির্মাণ করা হয় নি; বরং বায়তুলমালের সকল প্রকারের যাবতীয় ধন-সম্পদ মসজিদে নববীতে জমা করে, পরবর্তীতে তা সঠিক প্রাপকদের মধ্যে বণ্টন করে দেয়া হত।[৮৭] মহানবী (সা.) স্বয়ং বায়তুলমালের কেন্দ্রীয় কর্মকাণ্ড ও প্রশাসন নিয়ন্ত্রণ করতেন। পরবর্তীকালে কেন্দ্রীয় বায়তুলমালের অঞ্চলওয়ারি শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়।[৮৮] কেন্দ্রের নির্দেশ বা বিধান অনুযায়ী বায়তুলমালের অঞ্চল ও গোত্রভিত্তিক শাখা স্থানীয় অর্থকরী প্রয়োজন মিটানোর দায়িত্ব বহন করত।[৮৯] বায়তুলমাল ছিল মদিনা রাষ্ট্রের সেসব আয়ের বাহক যা ইসলামী শরী'আহ্ অনুযায়ী অর্থভাণ্ডারের অন্তর্ভূক্ত। অন্যকথায় ইসলামী বিধানানুযায়ী মদিনা রাষ্ট্রের শাসনাধীন সমগ্র এলাকার যেসব আয় সরকারি অর্থভাণ্ডারে আসা উচিত সেসব সংগ্রহ ও জমা রাখার দায়িত্ব ছিল বায়তুলমালের। অনুরূপভাবে বায়তুলমাল ঐ সমস্ত ব্যয় নির্বাহেরও জামিনদার, যা রাষ্ট্রীয়, সামাজিক ও ব্যক্তিগত প্রয়োজন মিটানোর জন্য অপরিহার্য। এ জন্যই মহানবী (সা.) ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থায় বায়তুলমালের আয়-ব্যয়ের নীতিমালা নির্ধারণ করে দিয়েছেন।

কোন সম্পদ বায়তুলমালে জমা হলেই মহানবী (সা.) অস্থির হয়ে উঠতেন এবং স্বল্পতম সময়ের মধ্যে সে সম্পদ অভাবগ্রস্তদের ও অন্যান্য পাওনাদারদের মধ্যে বিতরণ করে তবে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতেন।[৯০] বায়তুলমাল থেকেই রাষ্ট্রের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন-ভাতা প্রদান করা হত।[৯১] হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, মহানবী (সা.) বলেন:

---

৮৭ ইসলামী বিশ্বকোষ, ১৫শ খণ্ড (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, মে ১৯৯৪), পৃ. ৫৯৫।

৮৮ মাওলানা মুশাহিদ আলী, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৮।

৮৯ মাওলানা হিফজুর রহমান, ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, মাওলানা আবদুল আউয়াল অনূদিত (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, জুন, ১৯৮২), পৃ. ৯৪।

৯০ অধ্যাপক এ.কে. এম. নাজির আহমদ, ইসলামের সোনালী যুগ (ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, অক্টোবর ২০০৪), পৃ. ২৯।

৯১ মাওলানা মুশাহিদ আলী, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩২-১৩৩।

Dhaka University Institutional Repository

"কাউকে রাষ্ট্রীয় প্রশাসনে কোনো দায়িত্ব দেয়া হলে আমি অবশ্যই তাকে গ্রাসাচ্ছাদন দেব। অতিরিক্ত কিংবা এর বাইরে কিছু গ্রহণ করা হলে তা হবে খেয়ানত।"[৯২]

মহানবী (সা.) বিভিন্ন উৎস থেকে বায়তুলমালের প্রাপ্ত আয় পৃথক পৃথকভাবে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেন, কারণ এর প্রতিটি উৎসের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য ছিল আলাদা এবং তার ব্যয়ের উদ্দেশ্য ছিল ভিন্ন ভিন্ন।

ফিকাহশাস্ত্রবিদগণ বায়তুলমালে জমাকৃত অর্থ-সম্পদকে চারটি শ্রেণীতে বিভক্ত করে পৃথক পৃথক চারটি শাখা বায়তুলমাল স্থাপন করার পরামর্শ দিয়েছে।[৯৩] তবে এগুলো কেন্দ্রীয় বায়তুলমালের নিয়ন্ত্রণে থাকবে। প্রথম শাখায় থাকবে গনিমত বা যুদ্ধলব্ধ সম্পদ, খনিজ ও প্রোথিত সম্পদের এক পঞ্চমায়শ এবং সদকা। দ্বিতীয় শাখায় থাকবে যাকাত, ওশর এবং মুসলিম ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে আদায়কৃত শুল্ক।[৯৪] তৃতীয় শাখায় থাকবে জিজিয়া, খারাজ, অমুসলিম বণিকদের নিকট থেকে আদায়কৃত শুল্ক,[৯৫] ফাই (বিনাযুদ্ধেলব্ধ সম্পদ), কিরাউল আরদ (খাস জমির আয়) ও দারাইব (জরুরী অবস্থায় আদায়কৃত অর্থ)। চতুর্থ শাখায় থাকবে অতিরিক্ত আদায়কৃত অর্থসম্পদ নাওয়াইব[৯৬] ও আমওয়াল আল ফাদিলা।[৯৭]

১.১১ ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থার পুনরুত্থান

মুসলিম বিশ্বের জন্য ব্যাংকিং নতুন কোনো বিষয় নয়। ইসলামের ইতিহাসের প্রাথমিক পর্যায়েই মুসলমানরা একটি অর্থনৈতিক পদ্ধতি গড়ে তুলতে সক্ষম হয় এবং তা ছিল সুদবিহীন ও ইসলামী শিক্ষার সাথে সাযুজ্যপূর্ণ। ইসলামী সভ্যতার গৌরবোজ্জ্বল দিনে এই পদ্ধতি সম্পূর্ণ ফলপ্রসূভাবে কাজ করেছে এবং শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে যারা অর্থ যোগান দিতো তাদের ইসলামের ইতিহাসের প্রথম দিকে সার‍্যাফ (الصراف= Sarraf) বা সায়ারিফাহ্ (Sayarifah) বলা হতো। আব্বাসীয় খলিফা আল মুকতাদির (২৯৫-৩২০ হিজরি/ ৯০৮-

---

৯২ মাওলানা মুশাহিদ আলী, জবাবাদিহিতা ও কর্মচারীদের তদারকী প্রসঙ্গ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৩।

৯৩ মাওলানা হিফজুর রহমান, ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, মাওলানা আবদুল আউয়াল অনুদিত (ঢাকা: ইফাবা, ৯৯৮), পৃ. ১০৪।

৯৪ আশুর বা শুল্ক আদায়ের পরিমাণ হলো মুসলিম ব্যবসায়ীদের বাণিজ্যিক পণ্যের ১/৪০, জিম্মীদের ১/২০ এবং বিধর্মী রাষ্ট্রের অমুসলিম বণিকদের ব্যবসায় পণ্যের ১/১০ ভাগ। তু. কাজী আবু ইউসুফ ইয়াকুব ইবনে ইবরাহীম, কিতাবুল খারাজ (করাচী: ইরাদাতুল কুরআন ওয়া উলুমুল ইসলামিয়া, ১৩০২ হিজরী), পৃ. ১৩২।

৯৫ কাজী আবু ইউসুফ, কিতাবুল খারাজ, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৩।

৯৬ রাষ্ট্রীয় জরুরী প্রয়োজনে ব্যয় নির্বাহের জন্য বিত্তবান মুসলমানদের কাছে হতে যে লেভী/দান গ্রহণ করা হত তাকেই নাওয়াইব বলে। যেমন: তাবুক অভিযানের আগে রাসুল (সা.) মদীনা রাষ্ট্রের সামর্থ্যবান সাহাবীদের কাছ থেকে এ ধরনের দান গ্রহণ করেছিলেন।

৯৭ উত্তরাধিকারীবিহীন কোন মুসলিমের সম্পত্তি বা ওয়ারিশবিহীন সম্পত্তি; মুরতাদ, ধর্মত্যাগী ও পলাতক ব্যক্তির সম্পত্তিকে আমওয়াল আল ফাদিলা (Amwal al Fadila) বলে।

Dhaka University Institutional Repository

৯৩২ খ্রি.) এর আমলে তারা আধুনিক ব্যাংক ব্যবস্থার অধিকাংশ মৌলিক কর্মকান্ড শুরু করে। তাদের নিজস্ব বাজার ছিলো। সেটা আজকের দিনের নিউইয়র্কে ওয়াল স্ট্রীট ও লন্ডনের লোম্বার্ড স্ট্রীটের মতই; অনেকটা তৎকালীন বিদ্যমান প্রযুক্তিগত পরিবেশে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে তা অব্যাহত থাকে। এই পদ্ধতি মুসলিম বিশ্বের সমস্ত সঞ্চিত অর্থ একত্রিত করতে সক্ষম হয়। ফলে সে অর্থ কৃষি, শিল্প উৎপাদন ও দেশ-বিদেশে ব্যবসা-বাণিজ্য করার কাজে যোগান দেয়া সম্ভব হয়। শুধু মুসলমানরাই নয়, তৎকালনি ইহুদী ও খৃষ্টানরাও সুদের কারাবারের চেয়ে এই পদ্ধতিকেই শ্রেষ্ঠ বলে গ্রহণ করে। ফলে তাদের মধ্যে সুদী কারবার আর সাধারণ পদ্ধতি হিসেবে থাকেনি। প্রতিবন্ধকতার মধ্যে থেকেও তারা ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প ও কৃষির জন্য প্রয়োজনীয় সব ব্যাংকিং চাহিদা পূরণ করতো।

অর্থনৈতিক সম্পদ একত্রিত করার ক্ষমতা এবং এর সাথে কয়েকটি অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক উপাদানের সমন্বয় সাধনের ফলে তৎকালীন মুসলমানদের ব্যবসা-বাণিজ্য ফুলে ফেপে ওঠে পশ্চিমে মরক্কো ও স্পেন, পূর্বে ভারতবর্ষ ও চীন, উত্তরে মধ্য এশিয়া এবং দক্ষিণে আফ্রিকা পর্যন্ত এই ব্যবসার ব্যাপক প্রসার ঘটে। শুধু ঐতিহাসিক দলিলপত্রই নয় এবং রাশিয়া, ফিনল্যান্ড, সুইডেন, নরওয়ে, বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জ ও স্কটল্যান্ডে খননকার্যের ফলে প্রাপ্ত সপ্তম শতাব্দী থেকে একাদশ শতাব্দী পর্যন্ত সময়কালের মুসলিম মুদ্রা থেকেই বোঝা যায় তৎকালনি মুসলমানদের ব্যবসা-বাণিজ্য কতদূর পর্যন্ত বিস্তার লাভ করেছিলো। উপরোক্ত স্থানসমূহ মুসলিম বিশ্বের বাইরে ছিলো। কতিপয় সামাজিক, রাজনৈতিক ও ঐতিহাসিক পরিস্থিতির কারণে মুসলিম বিশ্ব অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে নেতৃত্ব হারিয়ে ফেলে। ইসলামী অর্থনৈতিক পদ্ধতিসহ কয়েকটি ইসলামী প্রতিষ্ঠানের স্থান দখল করে পশ্চিমা প্রতিষ্ঠানসমূহ। এসবের মধ্যে কয়েকটি ইসলামী শিক্ষার সম্পূর্ণ বিরোধী। তবে ২০ শতকে ইসলামী পুনর্জাগরনের ফলে অধিকাংশ হারানো প্রতিষ্ঠান আবার পুনর্বহালের চেষ্টা শুরু হয়। ইসলামী অর্থনৈতিক পদ্ধতি এবং ইসলামী ব্যাংকিং তাদের মধ্যে একটি।

১.১২ বায়তুলমাল ও আধুনিক কেন্দ্রীয় ব্যাংক

আগেই বলা হয়েছে আব্বাসীয় খলিফা আল মুক্তাদিরের শাসনামালে (৯০৮-৯৩২ খ্রি.) মুসলমানরা আধুনিক ব্যাংক ব্যবস্থার অধিকাংশ মৌলিক কর্মকাণ্ড শুরু করে।[৯৮]

[৯৮] ড.এম.উমর চাপরা, ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা পুনরুজ্জীবন এবং ভবিষ্যত সম্ভাবনা (প্রবন্ধ), মোহাম্মাদ এনায়েত উল্লাহ্ অনূদিত, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড এর একুশ বছর পূর্তি সংখ্যা, দৈনিক সংগ্রাম, ২৩ জুলাই ২০০৪, পৃ. ২৭।

Dhaka University Institutional Repository

ড.এম.এ. মান্নান লিখেছেন, খ্রিষ্টীয় অষ্টম শতকের মাঝামাঝি মুসলমানরা সর্বপ্রথম বাগদাদে ব্যাংকিং সার্ভিসের প্রবর্তন করে। সে সময় সওদাগররা মুসলিম জাহানের এবং প্রান্তে বসে চেক লিখে দিলে তা অন্য প্রান্তে নিয়ে ভাঙানো যেত। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলের দক্ষ পেশাজীবী ও ট্রেড গাইড নিয়োগ করা হয়েছিল। পণ্য ও সেবা বিনিময়ের সুবিধার্থে মুদ্রার (সোনার দিনার এবং রূপার দিরহাম) সমন্বয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছিল।[৯৯]

বায়তুলমাল ও আধুনিক কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মধ্যে পার্থক্য

বায়তুলমাল ও আধুনিক কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মধ্যে কতিপয় সাদৃশ্য থাকা সত্ত্বেও পার্থক্য বেশি। বায়তুলমাল এবং আধুনিক কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মধ্যে বহুবিধ পার্থক্য রয়েছে। নিম্নে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে এদের মধ্যে পার্থক্যগুলো আলোচনা করা হলো:

১। **সংজ্ঞাগত পার্থক্য:** বায়তুলমাল হলো সরকারি কোষাগার। "বায়ত (بيت)" শব্দের অর্থ ঘর বা আগার, মাল শব্দের অর্থ সম্পদ, টাকা-কড়ি ইত্যাদি। ইসলামী রাষ্ট্রে বায়তুলমাল বলতে রাষ্ট্রীয় কেন্দ্রীয় কোষাগার বা সরকারি তহবিলকে বুঝায়। এটি রাষ্ট্রের একটি মৌলিক প্রতিষ্ঠান। অবশ্য বায়তুলমাল বলতে কখনও কখনও গোটা অর্থব্যবস্থাকেই বুঝানো হয়। তবে সাধারণত ও প্রধানত বায়তুলমাল বলতে রাষ্ট্রের অর্থভাণ্ডারকেই বুঝায়।

পক্ষান্তরে, যে প্রতিষ্ঠান দেশের ব্যাংকিং ব্যবস্থার শীর্ষে অবস্থান করে অন্যান্য সমস্ত আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলি নিয়ন্ত্রণ করে, দেশের সার্বিক কল্যাণ সাধনের লক্ষ্যে মুদ্রার প্রচলন ও ঋণের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করে এবং সরকারের আর্থিক প্রতিনিধি ও পরামর্শদাতারূপে কাজ করে তাকে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বলা হয়। অধ্যাপক আর.পি. কেন্ট বলেন, "কেন্দ্রীয় ব্যাংক সামগ্রিক অর্থনৈতিক কল্যাণ সাধনের জন্য দেশের প্রচলিত মুদ্রার পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্বপ্রাপ্ত একটি প্রতিষ্ঠান।" দেশের অর্থনৈতিক কর্মকান্ড পরিচালনায় কেন্দ্রীয় ব্যাংক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।[১০০]

২। **উৎপত্তিভিত্তিক পার্থক্য:** মদিনা নগরে প্রথম যেদিন ইসলামী রাষ্ট্রের ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল মূলত সেদিন থেকেই বায়তুলমালের সূচনা হয়েছিল। অবশ্য হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)-এর খিলাফতকালে বায়তুলমাল বাস্তব রূপ বা প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করে। এভাবে

---

[৯৯] প্রফেসর ড. এম. মান্নান, নীরব অর্থনৈতিক বিপ্লব: বিকল্প চিন্তাধারা (ঢাকা: মদীনা পাবলিকেশন্স, এপ্রিল ২০০৪), পৃ. ৪৯।

[১০০] আর.এ.হাওলাদার ও সৈয়দ আশরাফ আলী, ব্যাংক এবং আর্থিক ব্যবস্থা (ঢাকা: আত্মপ্রকাশ, জুন ২০০৭), পৃ. ২৭১।

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর পরই ইসলামী কেন্দ্রীয় ব্যাংক বা বায়তুলমাল ব্যবস্থা তৎকালীন আরবে প্রতিষ্ঠিত হয়।

অন্যদিকে ১৬৫৬ খ্রি. সুইডেনে 'বীক্স' নামে যে ব্যাংকটি স্থাপিত হয়েছিল তা-ই বিশ্বের প্রথম কেন্দ্রীয় ব্যাংক। অনেকের মতে, বিশ্বের প্রথম কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসেবে ১৬৯৪ খ্রি. ব্যাংক অব ইংল্যান্ড স্থাপিত হয়।[১০১] ঊনবিংশ শতাব্দী থেকে বিভিন্ন দেশে কেন্দ্রীয় ব্যাংক প্রতিষ্ঠা শুরু হয়।[১০২] ইউরোপীয় ইউনিয়ন সৃষ্টির পর ইউউ'র দেশ সমূহের জন্য একটি সুপার সেন্ট্রাল ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যার নাম ইউরোপিয়ান সিস্টেম অব সেন্ট্রাল ব্যাংক (ইউএসসিবি)।[১০৩] মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নাম ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংক যা ১৯১৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়।[১০৪]

৩। **মালিকানাভিত্তিক পার্থক্য:** বায়তুলমাল সম্পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মালিকানায় থাকে। পক্ষান্তরে, কেন্দ্রীয় ব্যাংক রাষ্ট্রীয় মালিকানায়ও থাকতে পারে আবার সরকারি ও বেসরকারি যৌথ মালিকানায়ও থাকতে পারে।

৪। **পরিচালনাগত পার্থক্য:** বায়তুলমাল ইসলামী রাষ্ট্রের প্রধান বা খলিফার নিয়ন্ত্রণে থাকে এবং তার নিযুক্ত প্রতিনিধি দ্বারা পরিচালিত হয়। যেমন: হযরত ওমর ফারুক (রা.)-এর খিলাফতকালে হযরত আবু ওবায়দা (রা.)-কে বায়তুলমালের প্রশাসক নিযুক্ত করা হয়েছিল।

অপরদিকে, যদি কেন্দ্রীয় ব্যাংক সরকারি মালিকানাধীন থাকে তবে সরকার কর্তৃক মনোনীত গভর্ণর, ডেপুটি গভর্নর এবং পরিচালকমণ্ডলী কর্তৃক পরিচালিত হয়। আর যদি কেন্দ্রীয় ব্যাংক সরকারি বেসরকারি যৌথ মালিকানাধীন হয় তবে সরকার কর্তৃক মনোনীত এবং শেয়ারহোল্ডারগণ কর্তৃক নির্বাচিত পরিচালকমণ্ডলী কর্তৃক এটি পরিচালিত হয়।

৫। **উদ্দেশ্যভিত্তিক পার্থক্য:** ইসলামী রাষ্ট্রের বায়তুলমাল রাষ্ট্রের সকল নাগরিকের সম্পত্তি। রাষ্ট্রপ্রধান বা শাসন কর্তৃপক্ষ এর রক্ষক মাত্র। তাই বায়তুলমালের অর্থ দেশের সকল নাগরিকের মৌলিক প্রয়োজন পূরণ এবং সার্বিক কল্যাণ সাধনের জন্য ব্যয় হয়।

---

১০১ ড. মো. আশরাফ আলী খান ও ড. মো. আলাউদ্দিন, আধুনিক ব্যাংকিং ও বীমা (ঢাকা: আজিজিয়া বুক ডিপো, জুন ২০০৫), পৃ. ৯।

১০২ ড. মো. আশরাফ আলী খান ও ড. মো. আলাউদ্দিন, পূর্বোক্ত, পৃ. ১১; Oxford Dictionary of Finance and Banking, Fourth Edition, Oxford University Press, 2008, p. 37.

১০৩ আর.এ. হাওলাদার ও সৈয়দ আশরাফ আলী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৬০।

১০৪ আর.এ. হাওলাদার ও সৈয়দ আশরাফ আলী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৬৫।

Dhaka University Institutional Repository

আর মুদ্রা বাজারের অভিভাবক কেন্দ্রীয় ব্যাংক দেশের ব্যাংক ব্যবস্থার শীর্ষে অবস্থান করে সমগ্র ব্যাংক ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করে। অর্থ ও বিনিয়োগ ব্যবস্থাকে সঠিক পথে পরিচালনা করে দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি এবং জনগণের সামাজিক কল্যাণ সাধন কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মূল লক্ষ্য।

৬। **তহবিলের উৎসভিত্তিক পার্থক্যঃ** বায়তুলমালের তহবিলের (Fund) উৎস যাকাত, ওশর (ফসলের যাকাত), খারাজ (ভূমি রাজস্ব), সাদাকাহ (ঐচ্ছিক দান), আশুর (বাণিজ্য শুল্ক), ওয়াক্ফ, দারায়েব (সামরিক কর), পরিত্যক্ত সম্পদ, মালিকবিহীন সম্পদ, কর প্রভৃতি। পক্ষান্তরে, কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তহবিলের উৎস এর মালিকানা কাঠামোর উপর নির্ভর করে। যদি কেন্দ্রীয় ব্যাংক রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীনে থাকে তবে এর তহবিল রাষ্ট্র/সরকার কর্তৃক প্রদত্ত হয়। আর যদি এটি সরকারি বেসরকারি যৌথ মালিকানাধীনে থাকে তবে সরকার প্রদত্ত অর্থের সাথে শেয়ারহোল্ডারদের প্রদত্ত তহবিলও এখানে যুক্ত হয়।

৭। **কার্যাবলিভিত্তিক পার্থক্যঃ** কার্যাবলির ক্ষেত্রেও কেন্দ্রীয় ব্যাংক এবং বায়তুলমালের মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়।

(i) বায়তুলমাল থেকে কোনো ব্যক্তি করজে হাসান (قرض حسن= সুদমুক্ত ঋণ) নিয়ে নিজের ব্যক্তিগত বা পারিবারিক প্রয়োজন পূরণ করতে পারে। আবার কারবার বা ব্যবসায় পরিচালনা কিংবা কৃষি, শিল্প প্রভৃতি উৎপাদনমূলক কর্মকাণ্ডের জন্যও বায়তুলমাল থেকে করদে হাসান নেয়া যায়। অর্থাৎ বায়তুলমালের করজ বা ঋণ সুদমুক্ত। কারণ ইসলামে সুদ সম্পূর্ণ হারাম। আর সুদই হচ্ছে আধুনিক কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মূল চালিকাশক্তি। কিন্তু কেন্দ্রীয় ব্যাংক সরাসরি কোনো ব্যক্তিকে ঋণ দেয় না। এটি প্রয়োজনে বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহকে সুদের ভিত্তিতে ঋণ দেয়। তবে ইসলামী ব্যাংকিং পদ্ধতিতে কেন্দ্রীয় ব্যাংক যে যে উদ্দেশ্যে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে ফাইন্যান্স করা যাবে বা যাবে না তার নির্দেশনা দেবে এবং এর সর্বোচ্চ মাত্রা নির্ধারণ করবে, ক্যাশ মার্জিন এবং ফাইন্যান্সিং এর ক্ষেত্রে জামানতেরও অনুপাত নির্দিষ্ট করে দেবে।[১০৫]

(ii) বায়তুলমাল ইসলামী রাষ্ট্রের প্রতিটি নাগরিকের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা বিধান করে তাকে। যারা নিজেদের চেষ্টায় তাদের মৌলিক প্রয়োজন পূরণ যথা: খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা ও শিক্ষার ব্যবস্থা করতে পারে না তাদের সহায়তা করা বায়তুলমালের অপরিহার্য দায়িত্ব। এ ছাড়া বৃদ্ধ, অক্ষম, এতিম, নিঃস্ব, পঙ্গু, বিকলাঙ্গ, শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধী প্রভৃতি শ্রেণির জন্য বায়তুলমাল থেকে নিয়মিত ভাতা

[১০৫] ড. এম. এ হামিদ, ইসলামী অর্থনীতি, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬০।

Dhaka University Institutional Repository

প্রদান করা হয়। পক্ষান্তরে, আধুনিক কেন্দ্রীয় ব্যাংকের এরূপ কোনো দায়-দায়িত্ব নেই।

(iii) কেন্দ্রীয় ব্যাংক দেশের অন্যান্য ব্যাংকের ব্যাংক হিসেবে ও সরকারের ব্যাংক হিসেবে দায়িত্ব পালন করে। কিন্তু বায়তুলমালের এরূপ দায়িত্ব নেই।

(iv) কেন্দ্রীয় ব্যাংক দেশের প্রয়োজন অনুযায়ী বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর ঋণ নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। ঋণদানের শেষ আশ্রয়াস্থল হিসেবেও কাজ করে। কিন্তু বায়তুলমালকে এরূপ করতে হয় না।

(v) দেশের অভ্যন্তরে সুষ্ঠু ব্যাংকিং ব্যবস্থা গড়ে তোলা, সহজ বিনিময় মাধ্যম সৃষ্টি করা, অন্যান্য ব্যাংকগুলোর দৈনন্দিন কার্যাদি তদারকি করা প্রভৃতি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কার্যাবলির অন্যতম। অথচ বায়তুলমালের এরূপ কার্যাবলি সম্পন্ন করতে হয় না।

(vi) বায়তুলমাল সংগ্রহ ও বণ্টনে বিধি-বিধানের উৎস হলো আল-কুরআন, আস্ সুন্নাহ্, ইজতিহাদ, উরফ ইত্যাদি, পক্ষান্তরে আধুনিক কেন্দ্রীয় ব্যাংকের বিধি-বিধান প্রচলিত অর্থনীতির নীতিমালা অনুযায়ী তৈরী করা হয়।

(vii) বায়তুলমাল দেশের আর্থিক ও রাজস্ব নীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে এবং বায়তুলমালের কর্মকাণ্ডে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হয়, কিন্তু কেন্দ্রীয় ব্যাংক আর্থিক ও রাজস্ব নীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে না কারণ সুদ এ প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে দেয়। কেইনসের মতে, সুদ ভিত্তিক অর্থনীতিতে তারল্য ফাঁদ থাকায় আর্থিক নীতি কাজ করতে পারে না। রাজস্ব নীতিরও সুফল পাওয়া যায় না।

সুতরাং বায়তুলমাল ও আধুনিক কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মধ্যে বিস্তার পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। তবে ইসলামী ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রকৃত ভূমিকা কি হবে সে বিষয়ে ড. এম. উমর চাপরা লিখেছেন, 'ঠিক এক মায়ের মতো যে ইসলামী ব্যাংকিং পদ্ধতিকে গর্ভে ধারণ করবে, তাকে জন্মদানের জন্যে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নেবে, জন্মগ্রহণের পর সযত্ন পরিচর্যার মাধ্যমে এর যথাযথ প্রতিপালন করবে, শিক্ষিত করে তুলবে এবং তার ক্রমবিকাশে সহায়তা দেবে'।[১০৬]

---

[১০৬] ড. এম. উমর চাপরা, Towards A Just Monetary System, (U.K: The Islamic Foundation, Leicester, 1985), p. 153.

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা : প্রতিষ্ঠা ও প্রয়োগ

ইসলামপূর্বযুগে অর্থ ব্যবস্থা

ইসলাম পূর্বযুগে সুমেরীয় ও ব্যাবিলনীয়নরা ৩৩০০ খ্রিস্টপূর্বে ইরাকে তাদের উপাসনালয়গুলোকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন ধরনের ব্যাংকিং লেনদেন পরিচালনা করত এবং উপাসনালয়গুলোকে অর্থকড়ি জমা রাখার সুরক্ষিত, নিরাপদ ও নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান মনে করত। তবে প্রাচীনকালের ব্যাংকিং কারবারে সুদের আদান-প্রদান নিষিদ্ধ ছিল। খ্রিস্ট ধর্মে সুদ নিষিদ্ধ ছিল। পরবর্তীতে ইহুদীরা সুদের প্রচলন শুরু করে।[১] দূর অতীতে প্রাতিষ্ঠানিক কোনো ব্যাংক ও ব্যাংকনোট ছিল না। মানুষ স্বর্ণকে লেনদেনের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করত। সে সময় সাধারণ মানুষ স্বর্ণ সঞ্চয় করলে নিরাপত্তার জন্য তা স্থানীয় ধনী স্বর্ণকারদের কাছ থেকে কিছু পারিশ্রমিক নিত। স্বর্ণ আমানতের বিপরীতে স্বর্ণকারগণ আমানতকারীদের এক ধরনের রশিদ লিখে দিত এবং কেউ তার স্বর্ণ ফেরত নিতে আসলে, রশিদ দেখে তাকে তার স্বর্ণ ফেরত দিত। স্বর্ণকারদের দেওয়া এ রশিদ কালক্রমে লেনদেনের বাহন বা দলীল হিসেবে ব্যবহৃত হতে শুরু করে। স্বর্ণকারদের রশিদ স্বর্ণের বিকল্প হিসেবে সবার কাছে গ্রহণযোগ্য হওয়ার কারণে আমানতকারীগণ স্বর্ণ উত্তোলনের জন্য খুব একটা আসত না বরং ঐ রশিদ ব্যবহার করেই লেনদেন করত। স্বর্ণকারগণ যখন দেখল যে, আমানতকারীদের শতকরা ১৫ ভাগ লোক মাত্র স্বর্ণ উত্তোলন করে নিয়ে যায়, বাকি ৮৫ ভাগ স্বর্ণ তাদের সিন্দুকেই জমা থাকে, তখন তারা ঐ ৮৫ ভাগ স্বর্ণ সুদের বিনিময়ে ঋণ দিতে শুরু করল। এরপর তারা আমানতকারীদের নিকট নিরাপত্তার জন্য পারিশ্রমিক দাবি না করে উল্টো আমানতকারীদেরকে সামান্য সুদ দিতে সম্মত হলো। এভাবে স্বর্ণকারগণ কম সুদে আমানত গ্রহণ করে বেশি সুদে এবং গৃহীত আমানতের বহুগুণ ঋণ দিয়ে তাদের সুদি ব্যবসা সম্প্রসারিত করতে থাকে।[২] কয়েকজন স্বর্ণকার বা মহাজন একত্রিত হয়ে তাদের ব্যবসাকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিয়ে বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে দেয়। এসব প্রতিষ্ঠানই পরবর্তীতে রাষ্ট্রীয়

---

১ মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, *ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা* (ঢাকা: সেন্ট্রাল শরী'আহ বোর্ড ফর ইসলামিক ব্যাংকস অব বাংলাদেশ, ২০০৭ খ্রি.), পৃ. ২৫।

২ এ এ এম হাবীবুর রহমান, *ইসলামী ব্যাংকিং* (ঢাকা: হেলেনা পারবীন, ৪র্থ সংস্করণ, ২০১০ খ্রি.), পৃ. ৩৯।

Dhaka University Institutional Repository

পৃষ্ঠপোষকতায় আধুনিক ব্যাংকরূপে আত্মপ্রকাশ করে। ব্যবসা-বাণিজ্যের সর্বাধিক বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত উদ্ভাবন হিসেবে বর্তমান সময়ের ন্যায় অতীতেও মোটামুটিভাবে ব্যাংক ব্যবস্থার অবস্থান মানব সভ্যতায় বিরাজ করছিল। প্রাচীনকালে কখন কোথায় কিভাবে ব্যাংক ব্যবস্থার উদ্ভব হয়েছিল তা নির্দিষ্ট করে বলা না গেলেও এটুকু বলা যায় যে, প্রাচীন সভ্যতার লীলাভূমি গ্রীক, মেসোপটেমিয়া ও রোমে এর যাত্রা শুরু হয়ে পারস্য, মিশর, চীন এবং ভারতবর্ষে বিস্তার লাভ করে।[৩] প্রাচীনকালে ভারত উপমহাদেশের সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ যুগ ছিল সিন্ধু সভ্যতা বা হরপ্পা সভ্যতা। এ সভ্যতা ৩০০০ থেকে ১৮০০ খ্রিস্টপূর্ব পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল এবং কৃষিভিত্তিক ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে ২৬০০ খ্রিস্টপূর্বে এ সভ্যতার সর্বোচ্চ উৎকর্ষ সাধিত হয়েছিল। সম্ভবত সে সময়েই ব্যবসা-বাণিজ্যের লেনদেন ও ব্যাংকিং কার্যক্রম তথা লোন দেওয়া পদ্ধতি মেসোপটেমিয়ার মতো চালু ছিল। এভাবে খ্রিস্টপূর্ব যুগে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে ব্যাংকিং কার্যক্রম শুরু হয়েছিল। কালের পরিক্রমায় সে ব্যাংক ব্যবস্থা বর্তমান যুগে বিশ্ব অর্থনীতির চালিকাশক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে।[৪]

ইসলাম পরবর্তীযুগে ইসলামী অর্থ ব্যবস্থা

ইসলামী ব্যাংক ও ব্যাংকিং পরিভাষাটি আধুনিককালে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে উদ্ভাবিত হলেও ইসলামী পদ্ধতি ও নীতিমালার ভিত্তিতে ব্যবসা-বাণিজ্য, ক্রয়-বিক্রয় ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ইসলামের শুরু থেকেই বায়তুল মালের আদলে পরিচালিত হয়ে আসছে। আল-কুরআন ও আল-হাদীস ইসলামের মৌলিক অর্থনৈতিক রূপরেখা ও নীতিমালার বিবরণ দিয়েছে। ইসলামী অর্থনীতি সম্পর্কীয় আল-কুর'আনে ৮৬টি আয়াত এবং অসংখ্য হাদীস রয়েছে। আল-কুর'আনের রূপরেখা ও এর ব্যাখ্যা শরী'আহ মোতাবেক রাসূলুল্লাহ্ (স.) এর যুগ হতেই ইসলামী অর্থনীতি বায়তুল মালের আদলে পরিপূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত ছিল। মদীনায় ইসলামী রাষ্ট্র ও বায়তুলমাল প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে ইসলামে রাষ্ট্রীয়ভাবে সম্পদ সংরক্ষণ ব্যবস্থার সূচনা হয়। আধুনিক ব্যাংক ও ব্যাংকিং কার্যক্রমের অনেক কিছুই সে বায়তুলমালের অনুসরণে সম্পাদিত হয়ে থাকে। খিলাফত আমলে এবং উমাইয়াহ্ ও আব্বাসীয় যুগে ইসলামী বিধি-বিধান ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ভিত গড়ে উঠেছিল। রাসূলুল্লাহ্ (স.)

---

৩ অধ্যাপক মুহাম্মদ শরীফ হুসাইন, *ইসলামী ব্যাংকিং একটি উন্নততর ব্যাংক ব্যবস্থা* (ঢাকা: ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি: ১৯৯৬ খ্রি.), পৃ. ২৬।

৪ Ahmad Al-Harbi, æDevelopment of the Islamic Banking System", *Journal of Islamic Banking and Finance*, American Research Institute for Policy Development, June 2015, Vol. 3, No. 1, pp. 12-25

Dhaka University Institutional Repository

বায়তুলমাল প্রতিষ্ঠা করে ইসলামী রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক সকল কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতেন। বায়তুলমাল ছিল সম্পূর্ণ সুদমুক্ত ইসলামী উম্মাহর কোষাগার এবং ইসলামী অর্থনীতির সকল নাগরিকের সম্মিলিত মালিকানা সম্পদ। আর বায়তুলমাল বা উম্মাহর কোষাগার ব্যবস্থা ইসলামী অর্থ ব্যবস্থার অন্যতম অপরিহার্য ব্যবস্থা। মূলত রাসূলুল্লাহ্ (স.) এর যুগেই তাঁর নির্দেশনায় বিশিষ্ট সাহাবী যুবায়র ইবন আল-আ'ওয়াম (রা.) সুদ মুক্ত ইসলামী অর্থনীতি পরিচালনার দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত আর্থিক কার্যক্রম ২২ লক্ষ দিরহাম মূলধন দিয়ে শুরু হয় এবং তাঁর ইনতিকালের সময় এর তহবিলের পরিমাণ দাঁড়ায় ৩৬ লক্ষ দিরহাম।[৫] রাসূলুল্লাহ (স.) এর ইন্তিকালের পর খলীফাগণ এবং পরবর্তী মুসলিম শাসকগণও দীর্ঘকাল যাবত এ ধারা অব্যাহত রাখেন। কিন্তু কালের বিবর্তনের সাথে সাথে বিবিধ কারণে মুসলমানগণ তাদের হাতে আর রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ধরে রাখতে পারেনি। ক্রমান্বয়ে তারা পাশ্চাত্যের সংস্পর্শে এসে সুদি (রিবা), অস্বচ্ছ-প্রতারণা (গারার) ও জুয়া (মায়সির) সম্পর্কীয় অর্থ ব্যবস্থার সাথে জড়িয়ে পড়ে। রাষ্ট্রীয় অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য ধীরে ধীরে সুদ, গারার ও মায়সির ভিত্তিক ব্যাংকিং ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়।[৬]

ব্যাংকের উৎপত্তি ও বিকাশ

অধিকাংশ অর্থনীতিবিদ মনে করেন যে, 'Bank' শব্দটি খ্রিস্টীয় ১২শ শতকে ইতালিয়ান 'Banco' শব্দ থেকে উদ্ভাবিত হয়েছে, যার অর্থ- বেঞ্চ বা লম্বা টুল। লম্বা টুল বা বেঞ্চে বসে ব্যাংকিং সংক্রান্ত কার্যাবলি সম্পাদন করত বলে 'Banco' শব্দ থেকেই Bank শব্দের উৎপত্তি হয়। অনেক অর্থনীতিবিদ মনে করেন 'Bank'শব্দটি জার্মান 'BANC' শব্দ থেকে আগত, যার অর্থ 'A Join Stock firm'. কিছু গবেষকের দাবি Bank শব্দটি গ্রিক BANQUE থেকে এসেছে, যার অর্থ 'A Bench'. কোনো কোনো অর্থনীতিবিদ দাবি করেন জার্মানি 'Banke' বা ইতালিয়ান 'Monte' শব্দ থেকে 'Bank' শব্দের উৎপত্তি হয়েছে। এসব তথ্যের আলোকে বলা যায় যে, Banc, Banque, Banco, Banke বা Monte শব্দ থেকেই পর্যায়ক্রমে Bank শব্দের উৎপত্তি হয়।[৭]

---

৫ *প্রাগুক্ত*।

৬ মো: ফজলুর রহমান, *সুদ ও ইসলামী ব্যাংকিং* (ঢাকা: আহসান পাবলিকেশন, ২০০৬ খ্রি.), পৃ. ১৮০-১৮১; সানলাইফ শরী'আহ কাউন্সিল সম্পা., *ইসলামী বীমার প্রায়োগিক নীতিমালা* (ঢাকা, ২০১০ খ্রি.), পৃ. ১৫।

৭ ইকবাল কবীর মোহন, *ইসলামী অর্থনীতি ও ব্যাংকিং* (ঢাকা: প্রিন্সিপাল পাবলিশার্স, ২০০৮ খ্রি.), পৃ. ৯৫।

Dhaka University Institutional Repository

ব্যাংকের সংজ্ঞা

ব্যাংক বলতে এমন একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে বুঝায় যা সরকারের অনুমোদনক্রমে গ্রাহকদের নিকট থেকে আমানত গ্রহণ করে গৃহীত আমানত অধিক লাভে বিনিয়োগ প্রদান করে এবং আমানতের বিপরীতে ইস্যুকৃত চেক রশিদ বা অন্য কোনো অঙ্গীকারনামা যথা নিয়মে পরিশোধ করে। মূল্যবান সম্পদ বা দলিলাদির নিরাপদ সংরক্ষণ, অর্থ স্থানান্তরসহ সার্বিক আর্থিক লেনদেনের আইনানুগ প্রতিষ্ঠানই হলো ব্যাংক। সাধারণ অর্থে ব্যাংক বলতে বোঝায় ঐ সব ব্যক্তি, স্থান, ফার্ম, কোম্পানি কিংবা কর্পোরেশনকে, যারা অর্থ (Money) ও ঋণের (Credit) ব্যবসা করে থাকে।

Imperial Dictionery- তে ব্যাংকের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, "ব্যাংক এমন একটি প্রতিষ্ঠান, যা অর্থ লগ্নি করে ব্যবসা করে, নিজস্ব জিম্মায় টাকা জমা রাখে ও অর্থ স্থানান্তর করে এবং ঋণ মঞ্জুর করে, বিল বাট্টা করে, এক স্থান থেকে অন্য স্থানে মুদ্রা স্থানান্তর করে।"[৮]

Horace White তাঁর Money and Banking গ্রন্থে লিখেছেন[৯]- Bank a manufacturer of credit and a machine facilitating Exchange" অর্থাৎ ব্যাংক হল মূলধন সংগ্রহকারী ও বিনিময় সুবিধার মাধ্যম।"

বাংলাদেশের ১৯৯১ সালের ব্যাংক কোম্পানি আইনের ৫ম (৩) ধারা অনুসারে "ব্যাংক ব্যবসা হলো, জনগণের নিকট থেকে আমানত সংগ্রহ করা, ঋণ ও বিনিয়োগ করা এবং চাহিবামাত্র আমানতকারীকে চেক, ড্রাফট বা অন্য কোনোভাবে র্অ পরিশোধ করা।[১০]

আধুনিক যুগে ব্যাংক বলতে এমন এক আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে বুঝায়- যেখানে জনগণ টাকা আমানত রাখে আর এ টাকা মুনাফার বিনিময়ে প্রদান করে বিপরীতে বিনিয়োগ গ্রাহক ইস্যুকৃত চেক কিংবা অন্য কোন শপথনামা যথানিয়মে পরিশোধ করে। এছাড়া মূল্যবান সম্পদের নিরাপত্তা, সংরক্ষণ, দলিলপত্র ও গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্র নিরাপত্তা বিধান, সার্বিক অর্থনৈতিক লেনদেনসহ নিরাপদ অর্থ স্থানান্তরের আইনানুগ প্রতিষ্ঠানই হল ব্যাংক।

---

৮ *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৩-৯৪।

৯ মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, *ইসলামের অর্থনীতি* (ঢাকা: খায়রুন প্রকাশনী, ১৯৯৮খ্রি.), পৃ. ২৬২।

১০ ড. মো. আশরাফ আলী খান ও ড. মো. আলাউদ্দিন, *আধুনিক ব্যাংকিং ও বীমা*, (ঢাকা: আজিজিয়া বুক ডিপো, ২০০৫খ্রি.), পৃ. ২০।

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামী ব্যাংকের পরিচয়

মানুষ ইতোপূর্বে ব্যাংক বলতে শুধু বিশ্বজুড়ে প্রচলিত সুদভিত্তিক পুঁজিবাদী ব্যাংক ব্যবস্থাকেই বুঝাতো। মানুষের কল্যাণে ইসলামী আকীদাহ ও বিশ্বাস অনুযায়ী আর্থ-সামাজিক সুবিচার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে শরী'আহ পরিচালিত ব্যাংকই হচ্ছে ইসলামী ব্যাংক। অর্থাৎ সম্পদ আহরণ, উন্নয়ন ও বণ্টনের সাথে সম্পৃক্ত আর্থিক লেনদেনের সকল ক্ষেত্রে শরী'আহ নীতিমালার আলোকে পরিচালিত ব্যাংককে ইসলামী ব্যাংক বলা হয়।[১১]

ইসলামী ব্যাংকের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে:[১২] æIslamic Banking is a financial institution which operates on the objective of implementing economic principles and Islamic finance in the banking area." অর্থাৎ "ইসলামী ব্যাংক এমন একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান যা ব্যাংকিং কার্যক্রমে শরী'আহ নীতির আলোকে অর্থনৈতিক নীতিমালা প্রয়োগ করে।"

ইসলামী ব্যাংকের সংজ্ঞায় আল্লামা সাইয়্যেদ আল হাওয়ারী বলেন-

إن البنك الإسلامي هو البنك الذي يبني على العقيدة الإسلامية

"ইসলামী আক্বীদার উপর প্রতিষ্ঠিত ব্যাকংই হল ইসলামী ব্যাংক।"[১৩]

ওআইসি কর্তৃক ১৯৭৮ সালের এপ্রিল মাসে সেনেগালের রাজধানী ডাকারে অনুষ্ঠিত মুসলিম দেশসমূহের পররাষ্ট্র মন্ত্রীদের সম্মেলনে ইসলামী ব্যাংকের নিম্নলিখিত সংজ্ঞাটি গৃহীত ও অনুমোদিত হয়:[১৪]

æIslami Bank is a financial Institution whose status, rules and procedures expressly state it's commitment to the principles of Islamic shari'ah and to the banning of the receipt and payment of riba (interest) on any of it's operations." অর্থাৎ "ইসলামী ব্যাংক হচ্ছে এমন

---

১১ অধ্যাপক মুহাম্মদ শরীফ হুসাইন, *ইসলামী ব্যাংকিং একটি উন্নততর ব্যাংক ব্যবস্থা*, পৃ.২৬; এ এ এম হাবীবুর রহমান, *ইসলামী ব্যাংকিং*, পৃ. ৫৪-৫৫।

১২ Kamal A, Lokesh G, Bala S, Islamic Banking: A Practical Perspectives (Malaysia: Selangor Pearson, 2008), p. 22.

১৩ ড. সাইয়্যেদ আল হাওয়ারী, *ইসলামী বাংকের অর্থ কী?* (কায়রো: ১৯৮২খ্রি.), পৃ. ৯-১০।

১৪ মাওলানা মো: ফজলুর রহমান, *সুদ ও ইসলামী ব্যাংকিং*, পৃ. ১৮০-১৮১।

Dhaka University Institutional Repository

একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান যা তার উদ্দেশ্য, আইন-কানুন ও কর্মপদ্ধতিসহ সকল স্তরে ইসলামী শরী'আহর নীতিমালা মেনে চলতে এবং তার কার্যক্রমে সুদের লেনদেন সম্পূর্ণ বর্জন করতে বদ্ধ পরিকর।"

মালেশিয়ায় ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হলে মালেশিয়া ইসলামী ব্যাংকিং আইন ১৯৮৩-তে ইসলামী ব্যাংক-এর সংজ্ঞায় বলা হয়েছে:[১৫]

æIslamic Bank is a Company which carries on Islamic banking business....Islamic Banking business means banking business whose aim and operations do not involve any element which is not approved by the religion Islam." অর্থাৎ "ইসলামী ব্যাংক হচ্ছে এমন একটি কোম্পানি যা ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবসায় নিয়োজিত ...ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবসা হচ্ছে এমন ধরনের ব্যবসা যার লক্ষ্য এবং কার্যক্রমের কোথাও এমন কোনো উপাদান নেই যা ইসলাম অনুমোদন করে না।"

International Association of Islamic Banks -এর সংজ্ঞা মতেঃ æThe Islamic Bank basically implements a new banking concept, in that it adheres strictly to the ruling of the Islamic Shariah in the fields of finance and other dealings. Moreover, the bank which is functioning in this way must reflect Islamic principles in real life. The bank should work towards the establishment of an Islamic Society; hence, one of its primary goals is the deepening of the religious spirit among the people." [১৬]

অর্থাৎ 'ইসলামী ব্যাংক মূলত একটি নতুন ব্যাংকিং ধারণাকে বাস্তবে রূপ দেয়, যাতে তা ফাইন্যান্স এবং অন্যান্য কার্যক্রমের ক্ষেত্রে ইসলামী শরীয়ার বিধিবিধান কঠোরভাবে মেনে চলে। অধিকন্তু, ইসলামী ব্যাংক এভাবে কার্যক্রম পরিচালনা করতে গিয়ে বাস্তব জীবনে ইসলামী বিধিবিধানকে অবশ্যই প্রতিবিম্বিত করবে। ব্যাংককে একটি ইসলামী সমাজ

---

[১৫] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮৪।

[১৬] Dr. Moustafa Mohammad Hosny: The Role of the Religious Board, Encyclopadia of Islamic Banking and Insurance, IIBL, London, U.K., 1995.

Dhaka University Institutional Repository

বিনির্মাণ করার লক্ষ্যে কাজ করা উচিত এবং সে জন্য এর অন্যতম প্রাথমিক লক্ষ্য হলো জনগণের মধ্যে ধর্মীয় চেতনা গভীরভাবে প্রোথিত করা।'

শরী'আহ পরিচালিত ইসলামী ব্যাংকে সুদ, জুয়া ও প্রতারণামুক্ত আর্থিক লেনদেন অবশ্যই হয়ে থাকে। একটি ইসলামী ব্যাংককে সুদী লেনদেন পরিহার করার সাথে সাথে এর যাবতীয় কার্যক্রম, প্রকল্প গ্রহণ ও লেনদেনের ক্ষেত্রে শরী'আহ বা ইসলামী আইনের নীতিমালাকে অবশ্যই অনুসরণ করতে হয় এবং তা অনুসরণ করতে বাধ্য থাকে। বিগত কয়েক দশক যাবৎ মুসলমানগণ তাদের জীবনকে আল-কুরআন ও আল-হাদীসের আলোকে নতুন করে সম্পূর্ণ আর্থিক ব্যবস্থা বিনির্মাণের প্রচেষ্টা চালিয়ে আসছে।

আধুনিক যুগে ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থার সূচনা ও বিকাশ

ইসলামী ব্যাংক পরিভাষাটি সাম্প্রতিক কালের উদ্ভাবন। বিংশ শতকের শুরুতেও ইসলামী ব্যাংক শব্দের সাথে বিশ্ববাসী পরিচিত ছিল না। মানুষ শত শত বছর সুদী ব্যাংকিং ব্যবস্থার সাথে জড়িত থাকার ফলে বর্তমানে ব্যাংক বলতে অনেকে সুদী ব্যাংককেই বুঝে। আধুনিক বিশ্বে ব্যবসা-বাণিজ্য, রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা এবং জনগণের অর্থের নিরাপত্তা বিধানে ব্যাংকের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম হয়ে পড়ে। কিন্তু সুদ নির্ভর ব্যাংক ব্যবস্থার ব্যর্থতা ও শোষণ প্রকট আকার ধারণ করে। এ ব্যবস্থা অর্থনৈতিক মন্দা ও সম্পদ বণ্টনে বিরাট বৈষম্য সৃষ্টি করে এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নকে ব্যাপকভাবে বাধাগ্রস্থ করে। সমাজে কিছু সংখ্যক লোক বিত্তশালী ও অগণিত বিত্তহীনের উপস্থিতি আর্থ-সামাজিক ভারসাম্য নষ্ট করে। এমনি এক প্রেক্ষাপটে বিংশ শতাব্দীর ত্রিশের দশকে ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থার সম্ভাব্যতার উপর দেশ-বিদেশে বিভিন্ন গবেষণাধর্মী ইসলামী বই ও পত্র-পত্রিকায় লেখা-লেখি শুরু হয়।

চল্লিশের দশকে ঔপনিবেশিক শাসনের অবসান ঘটিয়ে স্বাধীনতা লাভের পর বিভিন্ন মুসলিম দেশের শাসন কাঠামোয় ইসলামী অর্থ ব্যবস্থা ও ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য বিভিন্ন মহল থেকে দাবী উঠে। পঞ্চাশের দশকে মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে চিন্তা ও গবেষণা কার্যক্রম জোরদার হতে থাকে। চল্লিশের দশকের শেষের দিকে বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ আনোয়ার ইকবাল কোরেশী ইসলামী ব্যাংকিং এর কাঠামোগত ধারণা পেশ করেন। ১৯৫২ সালে শেখ মাহমুদ আহমদ তাঁর 'Economic

Dhaka University Institutional Repository

of Islam' নামক প্রবন্ধে জয়েন্ট স্টক কোম্পানীর ভিত্তিতে ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার বিষয় উত্থাপন করেন। ১৯৫৫ সালে মোহাম্মদ উজায়ের তাঁর 'An Outline Interestless Banking' শীর্ষক প্রবন্ধে ইসলামী ব্যাংকের কর্মপদ্ধতিতে মুদারাবা মূলনীতি সংযুক্ত করার কথা বলেন। এভাবে ধীরে ধীরে ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা প্রচলনের দাবী আরও জোরালো হয়।

ষাটের দশকের শুরুতে ১৯৬১ সালে মিশরে ইসলামী গবেষণার সর্বোচ্চ কেন্দ্ররূপে 'Collage of Islamic Reaserch' প্রতিষ্ঠা করা হয়।[১৭] ১৯৬৪ সালের ৭মার্চ এ কলেজের প্রথম আন্তর্জাতিক সম্মেলনে ৪০টিরও বেশি মুসলিম দেশের শতাধিক নেতৃস্থানীয় ইসলামী বিশেষজ্ঞ যোগদান করেন। তাঁরা প্রচলিত সুদ ভিত্তিক ব্যাংক ব্যবস্থার বিকল্পরূপে ইসলামী ব্যাংকিং পদ্ধতি চালু করার উপায় নিয়ে আলোচনা করেন।[১৮] ১৯৬২ সালে মালয়েশিয়ায় কিস্তিতে হজ্জের অর্থ জমা-গ্রহণের উদ্দেশ্যে 'Pilgrim`s Savings Corporation' নামে সুদমুক্ত একটি সংস্থা প্রতিষ্ঠা করা হয়। এরপর ১৯৬৩ সালে ড. আহমাদ আল নাজ্জারের উদ্যোগে মিশরের কায়রো থেকে ১০০ কিলোমিটার দূরে 'মিটগামার' নামক এক শহরে 'মিটগামার ব্যাংক' নামে আধুনিক বিশ্বের প্রথম সুদমুক্ত ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা হয়।[১৯] এ ব্যাংককে অনুসরণ করে ১৯৬৩-৬৭ সালের মধ্যে মিসরের ৯টি প্রদেশে মোট ৯টি ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠা লাভ করে। কিন্তু মিসরের তৎকালীন সমাজতান্ত্রিক সরকার ১৯৬৭ সালে রাজনৈতিক কারণে সকল ইসলামী ব্যাংকের কার্যক্রম বন্ধ করে দেয়।

পরবর্তীতে মিসর সরকার জনগণের দাবী ও আকাঙ্খার প্রেক্ষিতে এবং রাজনৈতিক সমর্থন লাভের জন্যে ১৯৭২ সালে নাসের সোস্যাল ব্যাংক নামে অপর একটি ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করতে বাধ্য হয়। অপরদিকে সরকারি উদ্যোগে ১৯৬৯ সালে মালয়েশিয়ায় তাবুং হাজী নামে প্রথম একটি ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা হয়। ১৯৭৪ সালে জেদ্দায় অনুষ্ঠিত OIC পররাষ্ট্র মন্ত্রী সম্মেলনে একটি আন্তর্জাতিক ইসলামী অর্থ সংস্থা গড়ে তোলার বিষয়ে প্রথম বারের মত আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংকের অন্যতম

---

১৭ মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, *ইসলামী ব্যাংকিং: ঐতিহাসিক পটভূমি*, জনসংযোগ বিভাগ, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, ৮ম সংখ্যা, জুলাই ১৯৮৯।

১৮ *প্রাগুক্ত*।

১৯ *প্রাগুক্ত*।

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিষ্ঠাতা সদস্য হিসেবে ১৯৭৪ সালে জেদ্দায় অনুষ্ঠিত সম্মেলনে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক চার্টারে স্বাক্ষর দান করেন। এই চার্টার অনুযায়ী বাংলাদেশসহ সকল সদস্য রাষ্ট্র তাদের নিজ নিজ দেশে ইসলামী শরী'আহ্‌র ভিত্তিতে অর্থনীতি ও ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করতে সম্মত হয়। এরই ফলশ্রুতিতে ১৯৮৩ সালে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড ব্যাংকিং লাইসেন্স লাভ করে এবং দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার প্রথম সুদমুক্ত ইসলামী শরী'আহ্‌ভিত্তিক ব্যাংক হিসেবে বাংলাদেশে কাজ শুরু করে।[২০]

১৯৭৭ সালে সুদানে ফয়সাল ইসলামী ব্যাংক এবং কুয়েতে 'কুয়েত ফাইন্যান্স হাউজ' প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৭৮ সালে জর্ডানে প্রতিষ্ঠিত হয় জর্দান ইসলামিক ব্যাংক ফর ফাইন্যান্স এন্ড ইনভেস্টমেন্ট। ফলে কুয়েত, সেনেগাল, বাহরাইন, মিশর, সুদান, যুক্তরাজ্য, বাহামাস, কাতার, সুইজারল্যান্ড, আম্মান, জর্ডান ও বাংলাদেশসহ অনেক দেশে ক্রমাগতভাবে ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠা লাভ করে। বর্তমান বিশ্বের অমুসলিম দেশ যথা- যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, সুইজারল্যান্ড, ডেনমার্ক ও জার্মানীতেও ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বিশ শতকের পরবর্তী দশকগুলোতে ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রম সংহত হয়েছে এবং তা আধুনিক বিশ্বের কল্যাণমুখী ব্যাংক ব্যবস্থা হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। বর্তমান বিশ্বের প্রায় অর্ধশত দেশে তিন শতাধিক ইসলামী ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান রয়েছে, যাদের শাখা সংখ্যা দশ হাজারেরও বেশি। এসব প্রতিষ্ঠান ইসলামী শরী'আহর নীতিমালা অনুযায়ী কাজ করে যাচ্ছে এবং শরী'আহর নীতিমালাকে পূর্ণাঙ্গভাবে অনুসরণ করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে।

ইসলামী ব্যাংকিং বিকাশের ক্রমধারা

নিম্নে বিশ্বব্যাপী ইসলামী ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠা ও বিকাশের ক্রমধারা নিম্নে সংক্ষেপে আলোকপাত করা হলো:

- ১৯৬০ সালে মিশরে প্রতিষ্ঠিত বিশ্বের প্রথম ইসলামী ব্যাংক "সেভিংস ব্যাংক অব মিশর"। এ ব্যাংকের প্রতিষ্ঠাতা ও চিন্তানায়ক ছিলেন ড. আহমদ আল নাজ্জার।
- ইসলামী নীতিমালার আলোকে ১৯৬২ সালে মায়য়েশিয়ায় Pilgrims Savings Corporation প্রতিষ্ঠিত হয়।

---

২০ ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ৪১তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী স্মরণিকা, পৃ.১৭।

Dhaka University Institutional Repository

- ১৯৬৯ সালে মালয়েশিয়ায় 'তাবুং হাজী' নামে একটি বিশেষায়িত ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়।[২১]
- ১৯৭০ সালে ওআইসি দেশসমূহের পররাষ্ট্রমন্ত্রীগণ মুসলিম দেশসমূহে ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।
- ১৯৭১ সালে মিসরের কায়রোতে 'নাসের স্যোসাল ব্যাংক' প্রতিষ্ঠিত হয়।
- ১৯৭৩ সালে ওআইসি দেশসমূহের অর্থমন্ত্রীগণ একটি আন্তর্জাতিক ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।
- ১৯৭৪ সালে ওআইসি দেশসমূহের অর্থমন্ত্রীগণ আইডিবি চার্টারে স্বাক্ষর করেন।
- ১৯৭৫ সালে জেদ্দায় ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক (আইডিবি) প্রতিষ্ঠিত হয়।
- ১৯৭৫ সালে সংযুক্ত আরব আমিরাতে 'দুবাই ইসলামী ব্যাংক' প্রতিষ্ঠিত হয়।
- ১৯৭৭ সালে সুদানে 'ফয়সাল ইসলামিক ব্যাংক' প্রতিষ্ঠিত হয়।
- ১৯৭৭ সালে কয়েতে 'কুয়েত ফাইন্যান্স হাউস' প্রতিষ্ঠিত হয়।
- ১৯৭৭ সালে সৌদি আরবে International Association of Islamic Banks' (IAIB) গঠিত হয়।
- ১৯৭৮ সালে জর্দানে 'জর্দান ইসলামিক ব্যাংক ফর ফাইন্যান্স এন্ড ইনভেস্টমেন্ট' প্রতিষ্ঠিত হয়।
- ১৯৭৮ সালে পাকিস্তান তার সমগ্র ব্যাংক ব্যাবস্থাকে ইসলামীকরণের ঘোষণা দেয়।[২২]
- ইরান সরকার ১৯৭৯ সাল থেকে তার সামগ্রিক ব্যাংকব্যবস্থা ইসলামী পদ্ধতিতে রূপান্তরের লক্ষ্যে ধারাবাহিক পদক্ষেপ গ্রহণ করে। এ ব্যাপারে তারা তিনটি ধাপে অগ্রসর হয়।

  (ক) প্রথম ধাপ-১৯৭৯-১৯৮২ঃ গোটা ব্যাংকিং ব্যবস্থা জাতীয়করণ, কাঠামোগত পুনর্বিন্যাস ও পুনর্গঠন।

---

২১ অধ্যাপক মুহাম্মদ শরীফ হুসাইন, ইসলামী ব্যাংকিং একটি উন্নততর ব্যাংক ব্যবস্থা (ঢাকা: ইসলামী ব্যাংক লি., ১৯৬৯খ্রি.), পৃ. ১৬।

২২ . মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, *ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৬-৬৭।

Dhaka University Institutional Repository

(খ) দ্বিতীয় ধাপ- ১৯৭৯-১৯৮৬ ঃ এ পর্বে ইসলামী ব্যাংকিং-এর জন্য প্রয়োজনীয় আইন কাঠামো তৈরি করা হয় এবং এ নতুন সিস্টেমকে ধারণ করার জন্য প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক পদক্ষেপ নেয়া হয়।

(গ) তৃতীয় ধাপ- ১৯৮৬ সাল থেকে ইসলামী সরকারের অবিচ্ছেদ্য দায়িত্ব হিসেবে ইসলামী অর্থনীতির লক্ষ্য অর্জনে ব্যাংকসমূহের ভূমিকা নিশ্চিত করার পদক্ষেপ হিসেবে এ খাতে কাঠামোগত পুনর্বিন্যাস করা হয়।

- ১৯৮৩ সালে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার প্রথম ইসলামী ব্যাংক হিসেবে বাংলাদেশে 'ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড' প্রতিষ্ঠিত হয়।
- ১৯৮৩ সালে তুরস্ক ও মালয়েশিয়ায় ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠা লাভ করে।
- ১৯৮৩ সালে ইসলামী ব্যাংক ইন্টারন্যাশনাল, ডেনমার্ক, কোপেনহেগেন প্রতিষ্ঠা লাভ করে।
- ১৯৮৪ সালে ফয়সালা ইসলামী ব্যাংক নাইজার, মিয়ামী প্রতিষ্ঠা লাভ করে।
- ১৯৮৪ সালে বাহরাইনে আল-বারাকা ইসলামিক ব্যাংক প্রতিষ্ঠা লাভ করে।
- ১৯৯৩ সালে মালয়েশিয়া-এর গোটা আর্থিক ব্যবস্থা ইসলামী করণের ঘোষণা করে।

এভাবে নব্বই-এর দশক শুরু হবার পূর্বেই বিশ্বের মুসলিম ও অমুসলিম বিভিন্ন দেশে একশতেরও বেশি ইসলামী ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান কায়েম করা হয়। ইতিমধ্যে ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা আন্তর্জাতিক রূপ লাভ করেছে। ব্যাংকের ইসলামী মডেল সার্বজনীনতা তথা বিশ্বজনীনতা লাভে সমর্থ হয়েছে।

ইসলামী ব্যাংক পরিচালনায় আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান

শরী'আহ্ অনুযায়ী ব্যাংকিং পরিচালনায় সহায়তার লক্ষ্যে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। ১৯৯১ সালের ২৭ মার্চ বাহরাইনে 'The Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions' (AAOIFI) বা 'আওইফি' একটি স্বাধীন আন্তর্জাতিক অলাভজনক প্রতিষ্ঠান হিসেবে নিবন্ধিত হয়। এর আগে ১৯৯০ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারি আলজিয়ার্সে স্বাক্ষরিত চুক্তি মোতাবেক ইসলামী ব্যাংক

Dhaka University Institutional Repository

ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য অ্যাকাউন্টিং, আডিটিং, গভর্সে, ইথিকস্ এবং শরী'আহ্ বিষয়ক স্ট্যান্ডার্ড প্রণয়নের লক্ষ্যে 'আওইফি' প্রতিষ্ঠিত হয়।[২৩]

শরী'আহ্ মূলনীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ন বিদ্যমান আন্তর্জাতিক স্ট্যান্ডার্ড চালু এবং নতুন নতুন স্ট্যান্ডর্ড প্রণয়নের মাধ্যমে একটি দূরদর্শী ও স্বচ্ছ ইসলামী আর্থিক সেবাশিল্পের বিকাশ ঘটানোর লক্ষ্যে মালয়েশিয়ার কুয়ালামপুরে প্রতিষ্ঠিত হয় আন্তর্জাতিক মানের প্রতিষ্ঠান 'The Islamic Financial Services Board' বা IFSB। আইডিবি, আইএমএফ এবং 'আওইফি'র সহযোগিতায় বিভিন্ন দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গভর্নর ও মনিটারি অর্থরিটির শীর্ষ নির্বাহীবৃন্দের উদ্যোগে ২০০২ সালের ৩ নভেম্বর কুয়ালালামপুরে আনুষ্ঠানিকভাবে IFSB যাত্রা শুরু করে।[২৪] এ প্রতিষ্ঠান ইসলামিক ফাইন্যান্স ও ব্যাংকিং এর জন্য দক্ষ জনশক্তি তৈরীর পরিকল্পনা নিয়ে কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। এর বর্তমান সেক্রেটারী জেনারেল হচ্ছেন প্রফেসর রিফাত আহমদ আবদুল করিম। এর বর্তমান সদস্য সংখ্যা ১৮৫।[২৫]

বিশ্বব্যাপী জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলের জন্য ইসলামী অর্থনীতি ও ব্যাংকিং এর ক্ষেত্রে ধর্মীয় ও নৈতিক দিকনির্দেশনা প্রদানে সক্ষম 'নলেজ লিডার' তৈরি করার লক্ষ্যে মালয়েশিয়ার কেন্দ্রীয় ব্যাংক 'ব্যাংক নেগারা মালয়েশিয়া'র পৃষ্ঠপোষকতায় ২০০৬ সালে মালয়েশিয়ার রাজধানী কুয়ালালমপুরে প্রতিষ্ঠিত হয় ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর এডুকেশন এন ইসলামিক ফাইন্যান্স বা 'ইনসেইফ' (INCEIF)। ইনসেইফ শিক্ষার্থীদের ইসলামী অর্থনীতি বিষয়ে প্রাথমিক জ্ঞানদানের পাশাপাশি মাস্টার্স এবং পিএইচ.ডি. ডিগ্রি প্রদানেরও ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে।[২৬] ইনসেইফ দি গ্লোবাল ইউনিভার্সিটি ইন ইসলামিক ফাইন্যান্স নামে মালয়েশিয়ার ১৯তম বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত হয়েছে। মালয়েশিয়ার উচ্চ শিক্ষা মন্ত্রণালয় ইনসেইফকে বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্যাদা প্রদান করায় সেখাননে ডিপ্লোমা প্রোগ্রামের পাশাপাশি অর্নাস, মাষ্টার্স ও ডক্টরাল প্রোগ্রাম চালু হয়েছে।[২৭] ব্যাংক নেগারা

---

২৩ মুহাম্মদ মুনীরুল হক, AAOIFI পরিচিতি, ইসলামিক ফাইনান্স, সেন্ট্রাল শরী'আহ্ বোর্ড ফব ইসলামিক ব্যাংকস অব বাংলাদেশ- এর বুলেটিন, দ্বিতীয় সংখ্যা, মে ২০০৫, পৃ. ৬।

২৪ http//:www.ifsb.org

২৫ Ten new members for the IFSB (Report), Islamic Business and Finance, issue 42, May 2009, p.10.

২৬ http//:www.inceif.org

২৭ সম্পাদকীয়, ইসলামিক ফাইন্যান্স, সেন্ট্রাল শরীয়াহ্ বোর্ড ফর ইসলামিক ব্যাংকস অব বাংলাদেশ এর বুলেটিন, ষষ্ট সংখ্যা, মে ২০১০, পৃ. ৫।

Dhaka University Institutional Repository

মালয়েশিয়া ২০০৮ সালের মার্চ মাসে ইন্টারন্যাশনাল শরী'আহ্ রিসার্চ একাডেমী ফর ইসলামিক ফাইন্যান্স (ISRA) প্রতিষ্ঠা করেছে। শরী'আহ্ এবং ইসলামিক ফাইন্যান্স বিষয়ে ফলিত গবেষণা কার্যক্রমকে আরো গতিশীল করার লক্ষ্যে ISRA প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এ প্রতিষ্ঠানটি ইনসেইফের অংশ হিসেবে কাজ করছে। ব্যাংক নেগারা মালয়েশিয়া (BNM) দুবাই ইসলামিক ফাইন্যান্সিয়াল সেন্টারের মত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় প্রতিষ্ঠা করে মালয়েশিয়া ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ফাইন্যান্সিয়াল সেন্টারের মত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় প্রতিষ্ঠা করে মালয়েশিয়া ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ফাইন্যান্সিয়াল সেন্টার (MIFC)।[২৮] দি ইসলামিক ব্যাংকিং এন্ড ফাইনান্সিং ইনস্টিটিউ, মালয়েশিয়া (IBFIM), ইসলামী ব্যাংকিং ও ফাইন্যান্সের উপর গবেষণা কর্ম পরিচালনায় মালয়েশিয়ার কেন্দ্রীয় ব্যাংক নেগারা মালয়েশিয়া গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। মালয়েশিয়ায় বিভিন্ন ইসলামিক ফাইন্যান্সিয়াল ইন্সট্রুন্টে এর সফলতা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ফাইন্যান্সিয়াল সেক্টর মাস্টার প্লানের কারণেই সম্ভব হয়েছে। মালয়েশিয়া দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার Islamic financial hub ও হওয়ার পেছনে তিনটি উপাদান কাজ করেছে, তা হলো: Institutional capacity building, Financial infrastructure development এবং Regulatory framework development.।[২৯] এছাড়াও অন্যান্য দেশেও একই ধরনের প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যেমন-দি ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর লিডারশিপ ইন ফাইন্যান্স (ICLIF), দি ইসলামিক ইকনমিকস রিসার্চ সেন্টার (IERC)- কিং আবদুল আজিজ ইউনিভার্সিটি, সৌদি আরব ইত্যাদি। বাহ্রাইন ইনস্টিটিউট অব ব্যাংকিং এন্ড ফাইন্যান্স (BBIBF) গবেষণা কেন্দ্র ২০০৬ সালে বাইরাইন মনিটরি অথরিটি (BMA) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়ে বিভিন্ন মানদণ্ড নির্ধারণ করেছে এবং শিক্ষামূলক কোর্স চালু করেছে। এর মধ্যে রয়েছে সার্টিফাইয়েড শরী'আহ্ স্কলার (সিএসএস), সার্টিফাইয়েড শরী'আহ্ অডিটর (সিএসএ) এবং সার্টিফাইয়েড ইসলামিক এ্যাকউন্ট্যান্ট (সিআইএ) কোর্স।[৩০] দেশে দেশে ইসলামী ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠার

---

২৮ http//:www.mifc,com...

২৯ বাংলাদেশ ব্যাংক পরিক্রমা, ৩৭ খণ্ড, সংখ্যা ৭, জানুয়ারী ২০১০, পৃ. ১৪।

৩০ ইসলামিক ফাইন্যান্স, সেন্ট্রাল শরীয়াহ্ বোর্ড ফর ইসলামিক ব্যাংকস অব বাংলাদেশ এর বুলেটিন, অগাষ্ট ২০০৬, পৃ. ১০।

Dhaka University Institutional Repository

আান্দোলনকে বেগবান করার জন্য বাইরাইনে প্রতিষ্ঠিত হয় জেনারেল কাউন্সিল ফর ইসলামিক ব্যাংকস এন্ড ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউট (GCIBFI)। এর চেয়ারম্যান হচ্ছে শায়খ সালেহ কামেল।[৩১] এছাড়াও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক রেটিং এজেন্সী (IIRA), দি ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ফাইন্যান্সিয়াল মার্কেটস (IIFM) IIFM এর চীফ একজিকিউটিভ অফিসার হচ্ছেন ইজলাম আহমদ আলভী। দি ইসলামিক লিক্যুইডিটি ম্যানেজমেন্ট সেন্টার (ILMC) ইত্যাদি।

চার্ট-৩

এক নজরে বিশ্বের দেশে দেশে ইসলামী ব্যাংকিং আইন ও গাইড লাইন[৩২]

পৃথিবীর বহু দেশে ইসলামী ব্যাংক কোম্পানী আইন হয়েছে। বিশ্বের মুসলিম দেশের পাশাপাশি ইসলামী ব্যাংকিংয়ের প্রাণকেন্দ্র হওয়ার প্রতিযোগিতায় যুক্ত হয়েছে সিঙ্গাপুর, হংকং, জাপান, বৃটেন, অষ্ট্রেলিয়া ও ফ্রান্সসহ উন্নত বিশ্বের মুসলিম সংখ্যালঘু বেশ কিছু দেশ।

দেশের নাম	আইন, গাইড লাইন	মন্তব্য
মালয়েশিয়া	ইসলামী ব্যাংকিং এক্ট ১৯৮৩	এ আইন মালয়েশিয়ার ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করে।
সংযুক্ত আরব আমিরাত	ফেডারেল ল নং ৬-১৯৮৫ রিগার্ডিং ইসলামিক ব্যাংকস, ফাইনান্সিয়াল ইনস্টিটিউশনস এন্ড ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানীজ	এ আইন সংযুক্ত আরব আমীরাতের ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করে।
সৌদিআরব	২০০৩ সালে সৌদি আরাবিয়া মনিটারি এজেন্সী প্রকাশ করে 'A case study on the Globalization and the Role of Institution Building in the Financial	এই কেইস স্টাডিতে সৌদি আরবের ব্যাংকিং ব্যবস্থা সংহত করণের লক্ষ্যে গৃহীত প্রধান প্রধান সিদ্ধান্তগুলোর উপর বিস্তারিত বর্ণনা প্রদান করা হয়েছে। এতে ইসলামী ব্যাংকিংএর জন্য সুপারভাইজারি ফ্রেমওয়ার্ক সুদৃঢ় করা, সেবা ও প্রোডাক্টে নতুনত্ব

৩১ ওয়েবসাইট http//:www.gcibfi.org

৩২ মুহাম্মদ মুনীরুল হক, ইসলামী ব্যাংকিং আইন ও গাইডলাইন বিশ্বের দেশে দেশে, ইসলামিক ফাইনান্স, সেন্ট্রাল শরী'আহ্ বোর্ড ফর ইসলামিক ব্যাংকস অব বাংলাদেশ- এর বুলেটিন, মার্চ ২০০৭, পৃ. ৯-১১।

Dhaka University Institutional Repository

	Sector in Saudi Arabia'.	আনয়ন এবং আনুষঙ্গিক উন্নয়ন সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয় স্থান পেয়েছে।
ফিলিপাইন	চার্টার অব আল আমানাহ ইসলামিক ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক অব দি ফিলিপাইন- রিপাবলিক এ্যাক্ট নং-৬৮৪৮, সাল-১৯৯৬।	ইসলামী ব্যাংকিং পরিচালনার জন্য ফিলিপাইন সরকার এই আইন প্রণয়ন করে।
বাংলাদেশ	ব্যাংক কোম্পানী আইন সাল-১৯৯১ ইসলামি ব্যাংকিং গাইড লাইন, বাংলাদেশ ব্যাংক প্রণীত	⇒ ১৯৯১ সালের পর এই আইনে বিভিন্ন সময় সংশোধনী আনা হয়েছে। ⇒ এই আইনটি ১৯৯৫ সালে সংশোধন করে তাতে বাংলাদেশে কর্মরত ইসলামী ব্যাংকগুলোকে গণ্য বা মালামাল ক্রয়-বিক্রয়ের অনুমতি প্রদান করা হয় এবং মুদারারা-মুশারাকার সংজ্ঞা অন্তর্ভূক্ত করা হয়। দেশি-বিদেশি, পূর্ণাঙ্গ শাখাধারী মিলিয়ে মোট ২২টি ব্যাংককে ইসলামী ব্যাংকিং লাইনেন্স প্রদান করে ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থাকে এগিয়ে নেয়ার ক্ষেত্রে এ আইন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ⇒ ইসলামী ব্যাংক কোম্পানি আইনের খসড়া তৈরি করে ২০০৩ সালে আইবিসিএফ বাংলাদেশ

Dhaka University Institutional Repository

		ব্যাংকে জমা প্রদান করে। ⇒ বিআরপিডি সার্কুলার নং.১৫ তারিখ ৯ নভেম্বর ২০০৯। এটি হচ্ছে বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রম সুষ্ঠু ও যথাযথভাবে পরিচালনার জন্য গাইড লাইন।
লেবানন	ইসলামিক ব্যাংকিং ল-ইস্টাবলিশিং ইসলামিক ব্যাংকস ইন লেবানন-৫৭৫নং আইন	লেবানিজ পার্লামেন্ট এ আইনটি পাশ করে।
পাকিস্তান	পলিসিস ফর দি প্রমোশন অব ইসলামিক ব্যাংকিং ২০০৪	পাকিস্তান কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ইসলামী ব্যাংকিং ডিভিশন ইসলামী ব্যাংকিংয়ের উন্নতিকল্পে এই পলিসি/গাইড লাইন প্রণয়ন করে।
থাইল্যান্ড	ইসলামিক ব্যাংকিং অব থাইল্যান্ড এক্ট বি.ই. ২৫৪৫ সাল-২০০২	থাই সংসদ হাউজ অব রিপ্রেজেনেটেটিভ ২০০২ সালের অক্টোবর মাসে আইনটি অনুমোদন করে। এই আইনের আওতায় থাইল্যান্ডের প্রথম পূর্ণাঙ্গ ইসলামী ব্যাংক 'ইসলামী ব্যাংক অব থাইল্যান্ড' প্রতিষ্ঠিত হয়।
শ্রীলংকা	ব্যাংকিং আইন নং ৩০,১৯৮৮	২০০৫ সালে এ আইনকে ইসলামী ব্যাংকিং এর উপযোগী করে সংশোধন করা হয়েছে।
ইন্দোনেশিয়া	ব্যাংকিং এ্যাক্ট নং ৭/১৯৯২ দেশে	এই ব্লুপ্রিন্টে পরবর্তী ১০ বছরে

Dhaka University Institutional Repository

	ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার জন্যই এই আইন প্রণীত হয়। দি ব্লু প্রিন্ট অব ইসলামিক ব্যাংকিং ডেভলপমেন্ট ইন ইন্দোনেশিয়া সাল-২০০২	দেশ ইসলামী অর্থ ব্যবস্থা ও ব্যাংকিং এর ক্ষেত্রে যে কৌশলগত উদ্দেশ্য অর্জন করার তার বর্ণনা রয়েছে।
ব্রুনাই	ইসলামী ব্যাংকিং আইন সাল-১৯৯১	এ আইনের উদ্দেশ্য হচ্ছে গ্রাহকদের শরী'আহ্ নীতিমালার ভিত্তিতে এক্সিলেন্ট ও কোয়ালিটি সম্পন্ন ইসলামী ব্যাংকিং সেবা প্রদান করা।
বাহরাইন	ইসলামিক ব্যাংকিং এন্ড ফাইন্যান্স ইন দি কিংডম অব বাহরাইন সাল-২০০২ দুই ভলিয়্যুমের বিস্তারিত 'রুলবুক'।	বাহরাইনের কেন্দ্রীয় ব্যাংক 'বাহরাইন মনিটরী এজেন্সী' এ গাইডলাইন প্রণয়ন করে। এ গাইড লাইনে পৃথক দৃষ্টিকোণ থেকে ইসলামী অর্থ ব্যবস্থা ও ব্যাংকিং এর সকল দিককে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। বাহরাইন ইসলামী ব্যাংকিংয়ের জন্য দুই ভলিয়্যুমের বিস্তারিত 'রুলবুক' প্রণয়ন করেছে। সময়োপযোগী করার জন্য এই রুলবুকে প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংশোধনী আনা হচ্ছে।
ইরান	দি ল অন ইউজারী (ইন্টারেস্ট) ফ্রী ব্যাংকিং সাল- ১৯৮৩	আইনটি তাৎক্ষণিকভাবে কার্যকর করা হয়। এই আইনটি ইরানের ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থাকে ইসলামী আইন অনুযায়ী বাস্তবায়নে সহায়ক ভূমিকা

Dhaka University Institutional Repository

		রাখছে।
জর্দান	ব্যাংকিং ল ২০০০ সালের ২৮নং আইন সাল- ২০০০	এ আইনের ৫০ থেকে ৫৯নং পর্যন্ত ধারাগুলোতে ইসলামী ব্যাংকিং এর নিয়ন্ত্রণ কাঠামো অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।
কাজাখাস্তান	ইসলামিক ব্যাংকিং আইন ২০০৯	দেশে ইসলামী প্রবর্তন ও কার্যক্রম পরিচালনা, সিকিউরিটিজ ও বিনিয়োগ তহবিল পরিচালনা ও তত্ত্বাবধানের জন্য এ আইন ফেব্রুয়ারী ২০০৯-এ প্রণীত হয়েছে।

ইসলামী ব্যাংক সম্পর্কে আন্তর্জাতিক সংস্থার মূল্যায়ন

সাইপ্রাসভিত্তিক একটি আন্তর্জাতিক মূল্যায়ন সংস্থা 'ক্যাপিটাল ইন্টেলিজেন্স' এক গবেষণা জরিপে এভাবে উপসংহার টানা হয়েছে যে, সাম্প্রতিক বিশ্বে ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা ক্রমশ অধিকতর ক্রেডিবিলিটি অর্জন করে চলছে। বহু দেশের উন্নয়ন কার্যক্রমে এ ব্যবস্থা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম হচ্ছে এবং আন্তর্জাতিক বাজারেও ব্যাপকভাবে গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করেছে।[৩৩]

লন্ডনের 'ফিনান্সিয়াল টাইমস'- এর সিন্ডিকেশন সার্ভিসের প্রতিবেদক মার্ক হাসবেন্ড এক মূল্যায়নে দেখিয়েছেন, বিশ্বের ইসলামী ব্যাংকসমূহের বিনিয়োগ মূলধনের শতকরা ৫৬ ভাগ যোগান দিয়েছে মধ্যপ্রাচ্যের দেশসমূহ। তার মধ্যে উপসাগরীয় দেশসমূহের অংশীদারিত্ব ১৮%। এরপরই দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর অংশীদারিত্ব ১৪%, ইউরোপ ৭%, আফ্রিকা ৩% এবং দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার ২%।[৩৪]

ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবসায়ের ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তার কারণে বহু সুদভিত্তিক আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানও ইতোমধ্যে ইসলামী পদ্ধতির প্রতি ঝুঁকেছে। বিশ্বের কর্তৃত্বশীল সিটি গ্রুপের 'গ্লোবাল ইসলামিক ফিন্যান্স গ্রুপ', দি ইউএস গ্রুপ-এর 'ইসলামিক ফান্ড',

---

৩৩ মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭০।

৩৪ পূর্বোক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

এইচএসবিসি-এর 'গ্লোবাল ইসলামিক ফিন্যান্স ডিপার্টমেন্ট তাদের গ্রাহকদের সামনে শরী'আহ্ অনুমোদিত নানা পদ্ধতি ও সেবা হাজির করে চলেছে।[৩৫]

ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থার সম্ভাবনা ভবিষ্যতে আরো উজ্জ্বল কারণ বর্তমানে আন্তর্জাতিক অর্থ ব্যবস্থায় যে অস্থিতিশীলতা বিরাজমান তাতে উপলব্ধিই আসবে যে, এই পদ্ধতিতে কৃত্রিম পরিবর্তন এনে এই অস্থিতিশীলতা দূর করা সম্ভব নয়। বরং ইসলামী অর্থ ব্যবস্থার মত বৃহত্তর বাজার শৃঙ্খলার পদ্ধতি এতে প্রবেশ করিয়ে দিতে পারলেই তা সম্ভব হবে। এই পদ্ধতি প্রবর্তনের সম্ভাবনা উজ্জ্বল।[৩৬] বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দা সত্ত্বেও পাশ্চাত্যে কোনো ইসলামী ব্যাংক বন্ধ না হওয়ায় এটাই প্রমাণিত হয় যে, ইসলামী ব্যাংকিং ও ফাইন্যান্স আন্তঃ ও বহিঃ অভিঘাত আত্মকরণে দৃঢ়ভাবে সক্ষম।[৩৭]

প্রাচীনকালে ব্যাংক বা ব্যাংকনোট কোনোটাই ছিল না। বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে মানুষ স্বর্ণকে ব্যবহার করত। প্রাচীন রোমে যে মহাজনী ব্যবসার যাত্রা শুরু হয়েছিল কাল পরিক্রমায় তা আধুনিক ব্যাংক ব্যবস্থায় রূপ লাভ করে। গ্রীক সমাজে সুদী কারবার নিষিদ্ধ ছিল অনুরূপভাবে খ্রিস্টানদের ওল্ড টেস্টামেন্ট ধর্মগ্রন্থেও সুদ নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু ইহুদী জাতি এই নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে সুদী ব্যবসা চালু করে। পরবর্তীতে খ্রিস্টান এবং মুসলিমরাও তাদের অনুসরণ করে সুদি কারবার ও সুদভিত্তিক অর্থব্যবস্থায় জড়িয়ে পড়ে। এরপর মানুষ ব্যাংক বলতে শুধু বিশ্বজুড়ে প্রচলিত সুদভিত্তিক পুঁজিবাদী ব্যাংক ব্যবস্থাকেই বুঝাতো। 'ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা' পরিভাষাটি সাম্প্রতিককালে উদ্ভাবিত। বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকেও ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থার সাথে বিশ্বের জনগণ পরিচিত ছিল না। তবে 'আল-কুরআন ও হাদীসের আলোকে ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা' তথা ইসলামী শরী'আহ বা নীতিমালার ভিত্তিতে ব্যবসা-বাণিজ্য, ক্রয়-বিক্রয়, লেনদেন ইত্যাদি ইসলামের শুরু থেকেই মুসলিম জাহানে পরিচালিত হয়ে আসছিল। কিন্তু অষ্টাদশ শতকের পর মুসলিমরাও ইয়াহুদী এবং খ্রিন্টান সভ্যতার প্রভাবে সুদভিত্তিক অর্থব্যবস্থায় জড়িয়ে পড়ে। সুদভিত্তিক অর্থব্যবস্থা মুসলমানদের ঈমান-আকীদা, আমল-আখলাক, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ও স্বভাব-চরিত্রের পরিপন্থি। ইসলামী জীবনব্যবস্থা, পারস্পরিক সম্পর্ক, আচার-আচরণ ও লেনদেন তথা

---

৩৫ পূর্বোক্ত।

৩৬ ড. এম. ওমর চাপরা, ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা পুনরুজ্জীবন এবং ভবিষ্যত সম্ভাবনা, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড-এর ২১ বছর পূর্তি সংখ্যা, দৈনিক সংগ্রাম, ২৩ জুলাই ২০০৪, পৃ. ২৮।

৩৭ বাংলাদেশ ব্যাংক পরিক্রমা, ৩৭ খন্ড, সংখ্যা ৭, জানুয়ারী ২০১০, পৃ. ১৪।

Dhaka University Institutional Repository

আমানত গ্রহণ ও বিনিয়েগের অন্যতম শর্ত হলো শরী'আহ আইন দ্বারা পরিচালিত সমাজ ও অর্থব্যবস্থা। তাই সুদভিত্তিকক অর্থব্যবস্থা ত্যাগ করে কুরআন সুন্নাহ ভিত্তিক ইসলামী অর্থব্যবস্থা কায়েমের লক্ষে মুসলিম গবেষক, চিন্তাবিদ ও আলিমদের দীর্ঘ আন্দোলন-সংগ্রাম ও চেষ্টা সাধনার ফলে বিশ শতকের শেষের দিকে ইসলামী ব্যাংকের যাত্র শুরু হয়। বর্তমান বিশ্বে প্রায় অর্ধশত দেশে তিনশাতাধিক ইসলামী ব্যাংকের দশ হাজারেরও বেশি শাখা চালু রয়েছে। ইসলামী ব্যাংক তার উদ্দেশ্য, আইন-কানুন ও কর্মপদ্ধতিসহ সকল স্তরে ইসলামী শরী'আহর নীতিমালা মেনে চলে এবং তার কার্যক্রমে সুদের লেনদেন সম্পূণরূর্পে বর্জন করে। ইসলামি ব্যাংক ব্যবস্থায় আল অদী'আহ ও আল মুদারাবা পদ্ধতিতে জনগণের নিকট থেকে আমানত গ্রহণ করে। ব্যাংক আমানতদার হিসেবে আমানতের নিরাপত্তা বিধান করে এবং মুনাফা অর্জনের লক্ষে ব্যাংক ও আমানতকারী অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে ব্যবসা করে।

বাংলাদেশ ইসলামী ব্যাংকিং-এর বাস্তবায়ন

বর্তমান বাংলাদেশ হচ্ছে পৃথিবীর মানচিত্রে এমন এক স্বাধীন রাষ্ট্র, যা ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ নব্বই বছর ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের কলোনীরূপে শাসিত হয়েছে এবং তারও আগে পুরো একশ, বছর এ ভূখন্ড 'ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী' নামক একটি বিলাতি ব্যবসায়ী কোম্পানী ও তাদের কলকাতাকেন্দ্রিক দালাল সহযোগী শ্রেণীর মিলিত শোষণ ও লুণ্ঠনের ক্ষেত্র ছিল।সুদের বিরুদ্ধে তারা যুগ-যুগ ধরে সংগ্রাম করেছেন। এ দেশের ধর্মপ্রাণ মুসলমানগণ কখনোই সূদভিত্তিক ব্যবস্থাকে মনেপ্রাণে গ্রহণ করেনি। সুদখোর মহাজনদের নিষ্ঠুর নির্যাতন এ অঞ্চলের সুদমুক্ত ব্যাংক প্রতিষ্ঠা তাই এদেশের মানুষের বহু পুরনো প্রত্যাশা। সে আকাঙ্ক্ষা পূরণের লক্ষ্যে বিভিন্ন যুগে এদেশের জনগণ বিভিন্ন কর্মসূচি ও প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছিল। কিন্তু তৎকালীন আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক পটভূমিতে সেসব উদ্যোগ স্থায়ী ভিত্তি অর্জন করতে পারেনি।

১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের অধীনতা ছিন্ন করে স্বাধীনতা লাভের পর থেকেই এ ভূখন্ডটিতে অধিকাংশ জনগণের আদর্শিক মূল্যবোধের ভিত্তিতে তাদের আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিষ্ঠার আন্দোলন ক্রমশ সংহত ও জোরদার হয়ে উঠে। মূলত তখন থেকেই বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার আন্দোলন শুরু হয়।[৩৮] ১৯৪৮ সালের ১ জুলাই স্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তানের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের ব্যাংকের প্রথম গভর্নর জনাব জাহিদ হোসেন দেশের ব্যাংকিং ব্যবস্থাকে শরীয়াহর নীতিমালার ভিত্তিতে পুনর্গঠনের আহ্বান জানান। এ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে পাস্তিানের তৎকালীন গভর্নর জেনারেল মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ সুদমুক্ত ব্যাংকিং ব্যবস্থা প্রবর্তনের পক্ষে মত দেন।[৩৯] বিংশ শতকে এসে সুদমুক্ত অর্থনীতি ও ব্যাংক-ব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রচেষ্টা দৃঢ় হয়। উলামায়ে কিরাম, অর্থনীতিবিদ, ইসলামী সংগঠন সংস্থাসমূহ ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা গড়ে তোলার ব্যাপারে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন।

মুসলিম বিশ্বে ইসলামী ব্যাংকিং আন্দোলন শক্তিশালী হয় বাংলাদেশের স্বাধীনতা উত্তরকালে। ১৯৭৪ সালের আগস্ট মাসে বাংলাদেশের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট শেখ মুজিবুর রহমান ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক (আইডিবি)র চার্টারে স্বাক্ষর করে এবং নিজ দেশে ইসলামী শরীয়ার ভিত্তিতে অর্থনীতি ও ব্যাংকি কার্যক্রম পর্যায়ক্রমে পুনর্গঠনের প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করে। ১৯৭৬ সালে ঢাকায় 'ইসলামিক ইকোনোমিকস রিসার্চ ব্যুরো' প্রতিষ্ঠিত হয়। এ সংগঠন বাংলাদেশে ইসলামী অর্থনৈতিক চিন্তার বিকাশ ও ইসলামী ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে পথিকৃতের ভূমিকা পালন করে। ১৯৭৮ সালের এপ্রিল মাসে সেনেগালের রাজধানী ডাকারে অনুষ্ঠিত ইসলামিক পররাষ্ট্রমন্ত্রী সম্মেলনে ইসলামী ব্যাংকের সংজ্ঞা অনুমোদন করা হয়। বাংলাদেশ এ সম্মেলনে সক্রিয়ভাবে অংশ নিয়ে এ সুপারিশ অনুমোদন ক১৯৭৯ সালের নভেম্বরে সংযুক্ত আরব আমিরাতে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত জনাব মোহাম্মদ মহসিন দুবাই ইসলামী ব্যাংকের অনুরূপ বাংলাদেশে একটি ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার জন্য পররাষ্ট্র সচিবের কাছে লেখা এক চিঠিতে সুপারিশ করেন।[৪০] এর পরপরই ডিসেম্বর মাসে অর্থ মন্ত্রণালয়ের ব্যাংকিং উইং বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে বাংলাদেশ ব্যাংকের অভিমত জানতে

---

৩৮ Al-Haj Mohammad Haider Ali Miah, A hand book of Islamic Banking and foreign Exchange operation (Dhaka: Shahera Shovo Villa-2000), p. 3.

৩৯ মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, ইসলামী ব্যাংকিং: ঐতিহাসিক পটভূমি, ইসলামী ব্যাংকিং, ৮ম সংখ্যা, জুলাই ১৯৮৯, জনসংযোগ বিভাগ, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড।

৪০ প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

চায়। বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রতিনিধি হিসেবে তৎকালীন গবেষণা পরিচালক জনাব এ এস এম ফখরুল আহসান ১৯৮০ সালে ইসলামী ব্যাংকসমূহের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনার জন্য দুবাই ইসলামী ব্যাংক, মিসরের ফয়সল ইসলামী ব্যাংক, নাসের সোশ্যাল ব্যাংক এবং ইন্টরন্যাশনাল এসোসিয়েশন অব ইসলামিক ব্যাংকস-এর কায়রো অফিস পরিদর্শন করেন। ১৯৮১ সালে তিনি বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার সুপারিশ করে একটি প্রতিবেদন পেশ করেন।[৪১]

- দীর্ঘ প্রচেষ্টার ফসলরূপে ১৯৮৩ সালের ৩০ মার্চ দক্ষিন-পূর্ব এশিয়ার প্রথম সুদমুক্ত ব্যাংক 'ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড' প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এক্ষেত্রে ১৯ জন বাংলাদেশী ব্যক্তিত্ব, ৪টি বাংলাদেশী প্রতিষ্ঠান এবং আইডিবিসহ মধ্যপ্রাচ্য ও ইউরোপের ১১টি ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও সরকারী সংস্থা এবং সৌদি আরবের দু'জন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠায় উদ্যোক্তারূপে এগিয়ে আসেন। ১৯৮৩ সালের ১২ই আগস্ট ব্যাংকটি আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম শুরু করে। এ ব্যাংকের সফলতার পথ ধরে বাংলাদেশে আরো অনেক পূর্ণাঙ্গ ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠা লাভ করে।[৪২]
- ১৯৮৭ সালে 'আল বারাকা ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড' প্রতিষ্ঠা লাভ করে। পরবর্তীতে 'ওরিয়েন্টাল ব্যাংক' এবং বর্তমানে 'আইসিবি ইসলামিক ব্যাংক লিমিটেড' নামে ব্যাংকটি পরিচালিত হচ্ছে।
- ১৯৯৫ সালে বাংলাদেশে 'আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড' এবং 'সোস্যাল ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক লিমিটেড' প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে স্যোসাল ইনভেসমেন্ট স্যোসাল ইসলামী ব্যাংক নামে ব্যাংকটি চালু রয়েছে।
- ১৯৯৭ সালে বাংলাদেশে 'ফয়সাল ইসলামিক ব্যাংক' প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তীতে এর নাম হয় 'শামিল ব্যাংক অব বাহরেইন' (ইসলামী ব্যাংকার্স)। পরবর্তীতে ব্যাংকটি পাকিস্তান ভিত্তিক ব্যাংক আল ফালাহ ক্রয় করে নেয়। ব্যাংক যদিও আল ফালাহ ব্যাংকটির কার্যক্রম পুরোপুরি ইসলামী নয়।

---

৪১ প্রাগুক্ত।

৪২ প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

- ২০০১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় 'শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড'।
- ২০০৪ সালের ১ জুলাই থেকে সুদভিত্তিক 'এক্সিম ব্যাংক' তার কার্যক্রম ইসলামী পদ্ধতিতে রূপান্তরিত করে।
- ২০০৯ সালের ১ জানুয়ারি ফার্স্ট সিকিউরিটি ব্যাংক সুদভিত্তিক ব্যাংকিং পরিহার করে ইসলামী ব্যাংকে রূপান্তরিত হয়ে 'ফাস্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড' নাম ধারণ করে।
- উল্লিখিত ৭টি পূর্ণাঙ্গ ইসলামী ব্যাংক ছাড়াও ৯টি সুদভিত্তিক ব্যাংকের মোট ২০টি পৃথক ইসলামী ব্যাংকিং শাখা বর্তমানে কাজ করছে।[৪৩]

এক নজরে ইসলামী ব্যাংকিং শাখাধারী কনভেনশনাল ব্যাংকের শাখা সংক্রান্ত তথ্য

ব্যাংকের নাম	মোট শাখার সংখ্যা (ডিসেম্বর২০০৯)	ইসলামী ব্যাংকিং শাখার সংখ্যা	ইসলামী ব্যাংকিং শুরু
প্রাইম ব্যাংক লিমিটেড	৮৪	০৫	১৯৯৫
ঢাকা ব্যাংক লিমিটেড	৫০	০২	২০০৩
সাউথইস্ট ব্যাংক লিমিটেড	৫৬	০৫	২০০৩
দি প্রিমিয়ার ব্যাংক লিমিটেড	৩৮	০২	২০০৩
যমুনা ব্যাংক লিমিটেড	৫৪	০২	২০০৩
দি সিটি ব্যাংক লিমিটেড	৯৭	০১	২০০৩
এবি ব্যাংক লিমিটেড	৭৭	০১	২০০৪
এইচএসবিসি	১০	০১	২০০৪
স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক	২৭	০১	২০০৪
মোট শাখার সংখ্যা	**২৫০২**	**২০**	

□ ২০০৮ সালে বাংলাদেশ ব্যাংক ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনার জন্য পৃথক ইসলামী ব্যাংকিং শাখার পরিবর্তে কনভেনশনাল শাখার মধ্যেই 'ইসলামিক ব্যাংকিং উইন্ডো' খোলার লাইসেন্স প্রদান করে।[৪৪]

এক নজরে ইসলামী ব্যাংকিং উইন্ডোধারী কনভেনশনাল ব্যাংকের তথ্য-

---

৪৩ ব্যাংক সমূহের বার্ষিক রিপোর্ট এবং সেন্ট্রাল শরীয়াহ বোর্ড ইসলামিক ব্যাংকস অব বাংলাদেশ- এর ইসলামিক ফাইন্যান্স বুলেটিন এর তথ্য অনুসারে গৃহীত।

৪৪ . মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা, প্রাগুক্ত,পৃ. ৭৯।

Dhaka University Institutional Repository

ব্যাংকের নাম	মোট শাখার সংখ্যা (ডিসেম্বর২০০৯)	ইসলামী ব্যাংকিং উইন্ডো সংখ্যা	ইসলামী ব্যাংকিং শুরু
সোনালী ব্যাংক লিমিটেড	১১৮৪	০৫	২৯ জুন ২০১০
অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড	৮৬৭	০৫	২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১০
পূবালী ব্যাংক লিমিটেড	৩৮৬	০২	২৩ ফেব্রুয়ারি ২০১০
স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক লিমিটেড	৪১	০২	১৫ ডিসেম্বর ২০০৯
ব্যাংক এশিয়া লিমিটেড	৪১	০৪	২৪ ডিসেম্বর ২০০৮
দি ট্রাস্ট ব্যাংক লিমিটেড	৪২	০৫	০২ জুলাই ২০০৮
মোট সংখ্যাঃ	**২৫৬১**	**২৩**	

সফলভাবে ইসলামী ব্যাংকিং বাস্তবায়নের পদক্ষেপ হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনায় ইসলামী ব্যাংকগুলো সম্মিলিতভাবে ২০০১ সালের ১৬ আগস্ট প্রতিষ্ঠা করে 'সেন্ট্রাল শরীয়াহ্ বোর্ড ফর ইসলামিক ব্যাংকস্ অব বাংলাদেশ'।

বাংলাদেশ ব্যাংকের ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ গত ০৯ নভেম্বর ২০০৯ ঈসায়ী তারিখে শরী'আহ্ভিত্তিক ইসলামী ব্যাংকগুলোর জন্য 'গাইডলাইন্স ফর ইসলামিক ব্যাংকিং' শীর্ষক বিআরপিডি সার্কুলার নং ১৫/২০০৯ জারি করে। বাংলাদেশে ১৯৮৩ সালে ইসলামী ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠিত হলেও কেন্দ্রীয় ব্যাংকের পক্ষ হতে ইসলামী ব্যাংকগুলোর জন্য প্রদত্ত এটাই প্রথম গাইড লাইন।[৪৫]

বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং এর বর্তমান অবস্থা

পৃথিবী ব্যাপী ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থা সম্প্রসারণের পাশাপাশি বাংলাদেশেও এর অগ্রযাত্রা অব্যাহত রয়েছে। দেশি-বিদেশি অনেক ইসলামী ব্যক্তিত্ব, অর্থনীতিবিদ ও ব্যাংকারের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় ১৯৮৩ সালের ৩০ মার্চ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার প্রথম সুদমুক্ত ব্যাংক রূপে 'ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড' প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এ ব্যাংকের সফল অগ্রগতিতে উৎসাহিত হয়ে বর্তমানে দেশে আরো ৮টি পূর্ণাঙ্গ ইসলামী ব্যাংক এবং ১৭টি দেশি-বিদেশি প্রচলিত (Conventional) ব্যাংকের ১১২৬টি ইসলামী ব্যাংকিং শাখা ও উইন্ডো লাভ-লোকসানের অংশিদারিত্বের ভিত্তিতে ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করছে। প্রায় ১৪.৫২ শতাংশ প্রবিদ্ধির হার নিয়ে সেপ্টেম্বর ৩০, ২০১৭ তারিখ পর্যন্ত ইসলামী ব্যাংকিং ইন্ডাস্ট্রির মোট আমানত ২,০৪,০০৭.০৬ কোটি টাকা; যার মধ্যে ৮টি পূর্ণাঙ্গ ইসলামী ব্যাংকের আমানত প্রায় ৯৫.৯০ শতাংশ। ইসলামী ব্যাংকিং খাতের সার্বিক বিনিয়োগের বার্ষিক প্রবৃদ্ধির হার ২১.৬৫ শতাংশ এবং মোট টাকার পরিমাণ ১,৩,২৪৪.২৭ কোটি টাকা; যা ব্যাংকিং খাতের মোট বিনিয়োগের

[৪৫] . প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

২৪.২২ শতাংশ। ইসলামী ব্যাংকিং খাতের মোট বিনিয়োগের ৯৫.০৫ শতাংশই ৮টি পূর্ণাঙ্গ ইসলামী ব্যাংকের।[৪৬] শরী'য়াহ পরিপালন ও সঠিক দিকনির্দেশনা প্রদানের লক্ষ্যে প্রত্যেকটি ইসলামী ব্যাংকে 'শরী'য়াহ বোর্ড', 'ইসলামী ব্যাংক কন্সাল্টেনটিভ ফোরাম' ও 'সেন্ট্রাল শরী'য়াহ বোর্ড ফর ইসলামিক ব্যাংক', 'ইসলামী ব্যাংক রিসার্স এ্যান্ড ট্রেনিং ইন্সটিটিউট' প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিন্যান্স ও ব্যাংকিং বিভাগসহ বাংলাদেশের বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রতিষ্ঠান ইসলামী ব্যাংকিং সংক্রান্ত বিভিন্ন কোর্স প্রবর্তন করেছে। এসব প্রতিষ্ঠানে ব্যাংকিং ও ইসলামী অর্থনীতি বিষয়ে গবেষণা অব্যাহত রয়েছে।

মুসলিমদের মাঝে খোদাভীতি ও সুদের ভয়াবহ পরিণতি থেকে বেঁচে থাকার মাধ্যমে ইহকালীন প্রয়োজনীয় কর্মকাণ্ডের সুচারু ব্যবস্থাপণার পাশাপাশি পরকালীন মুক্তি লাভের উদ্দেশ্যে ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। তাছাড়া ইসলামী ব্যাংকিং খাতের উন্নয়ন ও অগ্রগতি, ব্যবসায়িক সাফল্য এবং প্রযুক্তি প্রয়োগে সময়োপযোগী প্রোডাক্টের ব্যবহার ও সহজলভ্যতার জন্য মুসলিমরা ছাড়া অন্যান্য ধর্মালম্বী মানুষের কাছেও প্রতিনিয়ত আকর্ষণীয় ব্যাংকিং কার্যক্রম হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা।

---

৪৬ *Developments of Islamic Banking in Bangladesh,* July-September, 2017, Prepared by Islamic Banking Cell, Research Department, Bangladesh Bank (Central Bank of Bangladesh).

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়
ইসলামী ব্যাংকিং-এর প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ

ইসলামী ব্যাংক এক ভিন্ন প্রকৃতির ব্যাংক। সমকালীন বিশ্বে ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থা এক সম্পূর্ণ নতুন ধারা, এক নতুন চিন্তাধারা ও এক নতুন দিগন্তের উন্মোচন ঘটিয়েছে। এর ইনসাফপূর্ণ কার্যক্রম ও সাফল্য আধুনিক অর্থনীতিবিদ ও ব্যাংকারদের মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। আদর্শ (Ideology), বৈশিষ্ট্য এবং লক্ষ-উদ্দেশ্যের দিক দিয়ে ইসলামী ব্যাংক সাধারণ বাণিজ্যিক ব্যাংকের চেয়ে ভিন্ন। ইসলামী ব্যাংক ইসলামী অর্থব্যবস্থার অবিচ্ছেদ্য অংশ। ইসলামী শরী'আহ্'র নীতিমালার উপর ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত, আল-কুরআন ও আস-সুন্নাহর আইনের মাধ্যমে এর যাবতীয় কার্যক্রম ও লেন-দেন নিয়ন্ত্রিত এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (স.)-এর অনুমোদিত কল্যাণধর্মী অর্থব্যবস্থা কায়েমে তা বদ্ধপরিকর। ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা বিশ্ববাসীর সামনে এক নতুন সম্ভাবনার দ্বার খুলে দিয়েছে।

ইসলামী ব্যাংকের বৈশিষ্ট্য (Features/Characteristics of an Islamic Bank)

ইসলামী ব্যাংক কতকগুলো অনন্য বৈশিষ্ট্যের কারণে গতানুগতিক ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে বৈসাদৃশ্যপূর্ণ। ইসলামী ব্যাংক তার লক্ষ্য অর্জনে স্বতন্ত্রনীতি ও কর্মধারা অনুসরণ করে। সেসব নীতি ও কর্মপদ্ধতির মধ্যে এ ব্যাংক ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যগুলো স্পষ্ট। ইসলামী ব্যাংকের বৈশিষ্ট্যসমূহ নিম্নরূপ:

১. ইসলামী ব্যাংক একটি আদর্শভিত্তিক প্রতিষ্ঠান: ইসলামী অর্থব্যবস্থার একটি অবিচ্ছেদ্য প্রতিষ্ঠান হচ্ছে ইসলামী ব্যাংক। ইসলামী ব্যাংক ইসলামী অর্থব্যবস্থা তথা ইসলামী আদর্শেরই (Islamic Ideology) ফলশ্রুতি। ইসলামী জীবনব্যবস্থা তথা ইসলামী অর্থনীতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জন ইসলামী ব্যাংকের কাজ বলে এটি নিঃসন্দেহে একটি আদর্শভিত্তিক প্রতিষ্ঠান।

২. ইসলামী ব্যাংক একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান: ইসলামী ব্যাংক অর্থের লেন-দেন সম্পন্ন করে, অর্থ জমা নেয় এবং আগ্রহী গ্রাহকদের কাছে অর্থ বিনিয়োগও করে, অর্থকে পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করে এ অর্থে এটি একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান।

৩. ইসলামী ব্যাংক একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান: ইসলামী ব্যাংক কার্যত একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান। এ ব্যাংক উৎপাদনমুখী শিল্প ও অন্যান্য ব্যবসায়-বাণিজ্যে বিনিয়োগ করে এবং লাভ-লোকসানে অংশগ্রহণ করে। লাভ লোকসান দু'দিকের সাথে এর সম্পর্ক।

Dhaka University Institutional Repository

৪. ইসলামী ব্যাংক একটি সামাজিক আন্দোলনঃ ইসলামী ব্যাংক শুধু একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান বা একটি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানই নয়, ইসলামী অর্থনীতি প্রতিষ্ঠার সহায়ক একটি সামাজিক আন্দোলন। সামাজিক উন্নতিতেও এর অবদান অনবদ্য। সামাজিক উন্নয়ন ছাড়া অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব নয়।

৫. ইসলামী ব্যাংক সুদের পূর্ণ বিলুপ্তি ঘটায়ঃ ইসলামী ব্যাংকের একটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই ব্যাংক সুদের ভিত্তিতে কোনো প্রকার লেন-দেন বা ব্যবসা-বাণিজ্য করবে না। ইসলামী ব্যাংক তার সকল কার্যক্রমেই রিবা এড়িয়ে চলবে, চাই তা তহবিল সংগ্রহের ক্ষেত্রেই হোক অথবা বা বিনিয়োগ বরাদ্দের ক্ষেত্রেই হোক। ইসলামী ব্যাংক তার লেনদেনে সুদ গ্রহণ বা প্রদান করে না। রিবা বা সুদ সম্পূর্নরূপে পরিহার করে চলাই ইসলামী ব্যাংকের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য।

৬. ইসলামী ব্যাংক বিনিয়োগের মাধ্যমে উন্নয়ন তৎপরতায় অংশ নেয়ঃ ইসলামী ব্যাংকের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে অর্থনৈতিক অগ্রগতির লক্ষ্যে বিভিন্ন বিনিয়োগ কার্যক্রম ও উদ্যোগে অংশগ্রহণ করা। ইসলামী জীবন বিধানের আলোকে বৈধ প্রমাণিত হলে এবং সমাজের মানুষের জন্য কল্যাণকর বিবেচিত হলে ইসলামী ব্যাংক যে কোনো প্রকল্পে/ব্যবসায়ে অর্থ বিনিয়োগ করে থাকে।

৭. ইসলামী ব্যাংক শরী'আহ্'র বিধান মোতাবেক পরিচালিতঃ ইসলামী ব্যাংক বলতে শরী'আহ্ ভিত্তিক পরিচালিত ব্যাংককে বুঝায়। শরী'আহ্'র সাথে সংগতিপূর্ণ হওয়া ইসলামী ব্যাংকের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। ইসলামী ব্যাংক ইসলামী শরী'আহ্'র নীতিমালা অনুযায়ী কার্যক্রম পরিচালনা করে। এ ব্যাংকের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও কার্যপ্রণালী সম্পূর্ণরূপে ইসলামী শরী'আহ্'র অনুসারী। আমানতগ্রহণ, বিনিয়োগ প্রদান, পরামর্শ পেশ, কর্মকর্তা-কর্মচারী প্রশাসন ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রেই এ ব্যাংককে শরী'আহ্'র বিধি-নিষিধের প্রতি খেয়াল রাখতে হয়।

৮. সুদের বিকল্প ব্যবস্থার প্রবর্তনঃ সুদের সর্বগ্রাসী অভিশাপ থেকে আর্থ–সামাজিক ব্যবস্থাকে মুক্ত করা এবং একটি বিকল্প ব্যবস্থার প্রবর্তণ করা ইসলামী ব্যাংকের অন্যতম প্রধান নীতি ও গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। সুদের বিরুদ্ধে ইসলামী ব্যাংক এক আপোষহীন যুদ্ধে লিপ্ত।

৯. টাকার কারবার নয়, পণ্যের ব্যবসায় নিয়োজিতঃ ইসলামী ব্যাংক টাকার ব্যবসায় করে না, পণ্যের কারবারে নিয়োজিত থাকে। ইসলামী ব্যাংক বিভিন্ন বেচাকেনার পদ্ধতি যেমনঃ বায়' মুরাবাহা, বায়' মু'আজ্জাল, বায়' সালাম, বায়' ইসতিসনা', বায়' মুজায়িদা, বায়' ইসতিজরার,

Dhaka University Institutional Repository

ইজারা বিল বায়' প্রভৃতি পদ্ধতিতে বিনিয়োগ করে। এসব বিনিয়োগ পদ্ধতিতে ব্যাংক কাউকে টাকা প্রদান করে না; বরং পণ্য সরবরাহ করে।

১০. মুদ্রাস্ফীতির কারণ দূর করা: ইসলামী ব্যাংকের পণ্যভিত্তিক বিনিয়োগ মুদ্রাস্ফীতির কারণ দূর করে। ইসলামী ব্যাংকের বিনিয়োগ ব্যবস্থা উৎপাদনমূলক এবং শ্রমের সাথে সম্পর্কযুক্ত। এ ব্যাংক ব্যবস্থা মুদ্রাস্ফীতি হ্রাসে সহায়ক।

১১. মন্দা দূর করা: ইসলামী ব্যাংকিং মন্দা দূর করতে সক্ষম। ইসলামী ব্যাংকিং এর এমন শক্তি আছে যার ফলে মন্দা দেখা দেয় না। মন্দা দূর করা ইসলামী ব্যাংকিং এর বৈশিষ্ট্য।

১২. দাতা-গ্রহীতা নয়, অংশীদারিত্বের সম্পর্ক: ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থায় সঞ্চয়কারীদের লাভ-লোকসান ব্যাংকের লাভ-লোকসানের সাথে সম্পর্কযুক্ত। আবার ব্যাংকের অংশীদারিত্বভিত্তিক বিনিয়োগের লাভ লোকসান বিনিয়োগ গ্রহীতাদের ব্যবসায়িক ফলাফলের উপর নির্ভরশীল।

১৩. সাম্প্রদায়িক নয়, সার্বজনীন ব্যাংক: প্রকৃতিগতভাবে ইসলামী ব্যাংক হচ্ছে একটি সার্বজনীন ব্যাংক। ইসলামী ব্যাংক কোনো বিশেষ ধর্মীয় সম্প্রদায় বা গোষ্ঠীর ব্যাংক নয়। এটি বিশেষ কোনো অর্থনৈতিক শ্রেণিরও ব্যাংক নয়। ইসলামী ব্যাংকিং গোটা মানবজাতির জন্য। এটি ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সকলের ব্যাংক।

১৪. আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন: ইসলামী ব্যাংক তার নানাবিধ কার্যক্রমের মাধ্যমে উন্নয়নের দৃষ্টিকোণ হতে অর্থনৈতিক উন্নয়নকে সহায়তা করে এবং একই সাথে সমাজে সুবিচার ও কল্যাণের নিশ্চয়তা বিধান করে। আর এ জন্য ইসলামী ব্যাংক- (১) সঞ্চয় সমাবেশ; (২) প্রাপ্ত সম্পদের কার্যকর ব্যবহার; (৩) কৃষিখাতকে যথাযোগ্য গুরুত্ব প্রদান; (৪) প্রশিক্ষণ ও পুনঃ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মানব সম্পদের উন্নয়ন; (৫) যাকাত ও সাদাকাহ সহ মানব বহির্ভূত সম্পদের সমাবেশ; (৬) আয় ও সম্পদের ভারসাম্যপূর্ণ বণ্টন ও সুবিচার প্রতিষ্ঠা; (৭) দক্ষতা ও ধৈর্যের সাথে স্বাভাবিক ব্যাংকিং কার্যক্রম সম্পাদন; (৮) বাণিজ্যিক উন্নয়নমুখী ও কল্যাণমুখী ভূমিকার মধ্যে কার্যকর সমন্বয় সাধন ইত্যাদি প্রয়োজনীয় দিকে গুরুত্বরোপ করে থাকে।

১৫. ইসলামী ব্যাংক মানুষের কল্যাণ-অকল্যাণের সাথে সম্পৃক্ত: মানুষের কল্যাণ-অকল্যাণের প্রতি প্রচলিত গতানুগতিক সুদভিত্তিক ব্যাংকগুলো দৃষ্টি দেয় না। প্রদেয় ঋণ সুদাসলে ফেরত আসবে কি না তা তারা বিবেচনা করে না। মানুষের কল্যাণ-অকল্যাণের ব্যাপারে তারা নিরপেক্ষ। ইসলামী ব্যাংক এ দিকে খেয়াল রাখে।

Dhaka University Institutional Repository

১৬. জনকল্যাণমূলক কার্যক্রম: ইসলামী ব্যাংক শুধুমাত্র আর্থিক লেনদেন বা জাতীয় ব্যাংকিং কার্যক্রমের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না; বরং দেশের ব্যাপক গণমানুষের সার্বিক উন্নতির জন্য একটি অনন্য প্রতিষ্ঠান হিসেবে নিজেকে নিয়োজিত রাখে। আর্ত মানবতার সেবা এবং বঞ্চিত ও অভাবগ্রস্ত মানুষের কল্যাণের জন্য বিভিন্নমুখী কার্যক্রম ইসলামী ব্যাংক গ্রহণ করে।

১৭. যাকাত (الزكاة) ফান্ড গঠন: ইসলামী ব্যাংকের নিজস্ব যাকাত তহবিল আছে। উক্ত তহবিলে ব্যাংকের সম্পদ ও আয়ের যাকাত, ব্যাংকের গ্রাহক ও জনগণের স্বেচ্ছাপ্রদত্ত যাকাত জমা হয়।

২.৩ ইসলামী ব্যাংকের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যাবলী (Aims and Objectives of Islami Bank)

ইসলামী জীবনব্যবস্থা তথা ইসলামী শরী'আহ্'র সামগ্রিক লক্ষ্যার্জনে সহায়তা করাই ইসলামী অর্থনীতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। আর ইসলামী অর্থনীতির উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যার্জনই হচ্ছে ইসলামী ব্যাংকিং-এর মৌলিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

ইসলামী ব্যাংকিং-এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরূপ:

১। সুদের পাপ থেকে মানুষকে মুক্ত করা: ইসলামী ব্যাংকের এক মহান উদ্দেশ্য হচ্ছে সুদের গুনাহ, পাপ ও শোষণ থেকে মানবতা মুক্ত করা। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে প্রতিটি মানুষই সুদকে ঘৃণা করবে। সুদ প্রদান ও গ্রহণ উভয়ই জঘন্য গোনাহের কাজ।

২। উপার্জন হারাম পন্থাসমূহের অবসানের মাধ্যমে অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে খোদায়ী নির্দেশের বাস্তবয়ান: ইসলামী ব্যাংক অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে ইহতিকার (احتكار)[১] বা মজুদদারি (hoarding), জালিয়াতি দুর্নীতি, ঘুষ, জুয়া (ميسر=Gambling), ঘারার (غرر=Gharar-Uncertainty/ Ambiguity), ফটকারাজি (Speculation), বাজি, লটারি, মুনাফাখোরি সকল হারাম পথ, পন্থা ও পদ্ধতি থেকে মানবতাকে মুক্ত করে। এ ক্ষেত্রে খোদায়ী নির্দেশের বাস্তবায়নই হচ্ছে ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার মুখ্য উদ্দেশ্য।

---

১ মজুতদারি ও সম্পদ জমা করে রাখা ইসলামে নিষিদ্ধ। মজুতদারির আরবি প্রতিশব্দ 'ইহতিকার' এবং ইংরেজি প্রতিশব্দ 'Hoarding'। নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস, পশু-পাখির খাদ্য হোক বা মানুষের ব্যবহার্য দ্রব্যই হোক, ক্রয় করে মূল বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে বাজারজাত না করে আটকিয়ে রাখাকে 'ইহতিকার' বলে। বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন, ১ম খণ্ড, ১ম ভাগ (ঢাকা: ইসলামী ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ), পৃ. ৪৫৩।

Dhaka University Institutional Repository

৩। বঞ্চিত প্রবৃদ্ধি ও পূর্ণকর্মসংস্থানের মাধ্যমে ব্যাপক অর্থনৈতিক কল্যাণ সাধনঃ মানুষের সামগ্রিক কল্যাণ সাধন এবং তাদের যাবতীয় দুঃখ-কষ্টের অবসান করা ইসলামী শরী'আহ্'র অন্যতম মৌলিক উদ্দেশ্য।

৪। শোষণের অবসান ও আর্থ-সামাজিক সুবিচার প্রতিষ্ঠা এবং আয় ও সম্পদের সুষম বণ্টনঃ শোষণের অবসান ও আর্থ-সামাজিক সুবিচার কায়েম করা ইসলামী ব্যাংকের অন্যতম উদ্দেশ্য। মহান আল্লাহ বলেন: [২]

يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لاَ تَأْكُلُوٓاْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِٱلْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ.

"হে বিশ্বাসীগণ একে অপরের সম্পদ অন্যায়ভাবে বা অবৈধ পন্থায় ভক্ষণ করো না। তবে পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে ব্যবসায়িক লেনদেন করতে পারে।"

অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন: [৩]

وَلاَ تَأْكُلُوٓاْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِٱلْبَاطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَا إِلَى ٱلْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقاً مِّنْ أَمْوَالِ ٱلنَّاسِ بِٱلإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

"তোমরা নিজেদের মধ্যে একে অন্যের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না। এবং মানুষের ধনসম্পত্তির কিছু অংশ জেনে বুঝে অন্যায়ভাবে গ্রাস করার উদ্দেশ্যে বিচারকে উৎকোচ দিও না।"

অর্থনৈতিক শোষণ ও বৈষম্য দূর করে একটি কল্যাণমুখী ব্যাংক ব্যবস্থা প্রবর্তন করাই ইসলামী ব্যাংকের উদ্দেশ্য। অধিকাংশ উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশ যে সর্বাধুনিক আর্থ-সামাজিক লক্ষ্যের পক্ষে কথা বলছে, ইসলামী ব্যাংকিং সে সব লক্ষ্যের জন্য অধিকতর উত্তমভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

৫। অর্থের মূল্যমান স্থিতিশীলকরণঃ অর্থের মূল্যমানের স্থিতিশীলতা বজায় রাখার ব্যাপারে ইসলামী অর্থব্যবস্থা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। মুদ্রামানের অস্থিতিশীলতা মুদ্রাস্ফীতি ঘটায় এবং দীর্ঘমেয়াদি মন্দা ও বেকারত্ব সৃষ্টি করে।

---

২ আল-কুরআন, ৪: ২৯।

৩ আল-কুরআন, ২: ১৮৮।

Dhaka University Institutional Repository

৬। অংশীদারিত্বের ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠাঃ ঋণদাতা ও ঋণগ্রহীতা সম্পর্কের পরিবর্তে অংশীদারিত্বের ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠা করা ইসলামী ব্যাংকিং এর অন্যতম লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। লাভ-লোকসানের অংশীদারিত্বে পুঁজি গঠন ও বিনিয়োগ করা।

৭। শ্রম ও উৎপাদনের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠাঃ মুনাফা উর্জন এবং মূলধন বৃদ্ধির উৎস হিসেবে শ্রম ও উৎপাদনের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা ইসলামী ব্যাংকিং এর অন্যতম উদ্দেশ্য।

৮। ব্যাংকিং কার্যক্রমে সুদের পরিবর্তে শ্রমকে আয়ের উৎস হিসেবে মর্যাদা প্রদানঃ সুদ নয় শ্রমই আয়ের উৎস ইসলামের এই মৌলিক বিশ্বাস থেকেই সুদকে বর্জন করে লাভ-লোকসান ভিত্তিক ব্যাংক ব্যবস্থা প্রবর্তন করাই এর মূল লক্ষ্য।

৯। অংশীদারি ভিত্তিতে বিনিয়োগ ব্যবস্থা প্রবর্তনঃ ইসলামী ব্যাংকের মৌলিক বিনিয়োগ পদ্ধতি গুলো অংশীদারী ভিত্তিক। এসব পদ্ধতিতে ব্যাংক উদ্যোক্তার লাভ লোকসান উভয় অবস্থায় শরীক থাকে। অন্য কথায় ইসলামী ব্যাংক অংশীদারি ভিত্তিতে বিনিয়োগ করে থাকে অর্থাৎ ব্যবসায় লাভ হলে যেমন তার অংশ পায় তেমনি লোকসান হলেও তার অংশ বহন করে।

১০। মানুষে মানুষে সু-সম্পর্ক সৃষ্টিঃ ইসলামী জীবন বিধানের দাবি অনুযায়ী সমাজের সকল শ্রেণির মানুষের মধ্যে অর্থনীতি ক্ষেত্রে পারস্পরিক সুসম্পর্কে সৃষ্টি ইসলামী ব্যাংকের অন্যতম উদ্দেশ্য।

১১। কাজের নতুন ক্ষেত্র সৃষ্টিঃ কাজের নতুন নতুন ক্ষেত্র সৃষ্টি, যোগ্যতা ও সম্ভাবনার যথার্থ ব্যবহার ইসলামী ব্যাংকের অন্যতম উদ্দেশ্য। বেকার সমস্যা সমাধান করে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এমন পর্যায়ে নিতে হবে যাতে সম্পদের পূর্ণ ব্যবহার ঘটে।

১২। সকল সম্ভাবনাকে কাজে লাগানোঃ দেশের সম্ভাবনাময় নতুন নতুন ক্ষেত্রে (Unutilized Sectors) অর্থায়নের মাধ্যমে আল্লাহ প্রদত্ত সম্পদরাশির যথার্থ ব্যবহার নিশ্চিত করা।

১৩। ভারসাম্যপূর্ণ উন্নয়নঃ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে কৃষি, শিল্প, বাণিজ্যের অসম অগ্রগতি ও মানুষের শ্রেণিগত অসাম্য হ্রাসকরণের লক্ষ্যে ও যথার্থ ও সুষ্ঠু ব্যষ্টিক ভিত্তিতে বিনিয়োগ পরিকল্পনা ও সীমা নির্ধারণ করা।

Dhaka University Institutional Repository

১৪। যাকাত তহবিল গঠনঃ প্রকৃত অলাভসম্পন্ন গ্রাহকদের আর্থিক সহায়তা দানের জন্য ইসলামী ব্যাংকের যাকাত বা সাদাকা তহবিল রয়েছে। যাকাতের সুষ্ঠু ব্যবহারের মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণ এবং আর্থ-সামাজিক সমস্যাবলীর সমাধানে ইসলামী ব্যাংক নিরন্তর কর্মতৎপর থাকে।

১৫। মানব সম্পদ উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করাঃ ইসলামী ব্যাংকের লক্ষ্য, নীতি ও কার্যক্রম সামগ্রিকভাবে উৎপাদনের সাথে যুক্ত। উৎপাদনমূলক কার্যক্রম কর্মসংস্থানের পথ প্রশস্ত করে।

১৬। অসহায় জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে সহায়তাঃ গরিব, অসহায় ও নিম্ন আয়ের লোকদের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়তা করা ইসলামী ব্যাংকিং-এর অন্যতম লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

১৭। সাধারণভাবে করণীয় ব্যাংকের যাবতীয় কাজ সুষ্ঠুভাবে আঞ্জাম দেয়াঃ সঞ্চয়ের সফল সমাবেশ এবং বাঞ্ছিত উৎপাদন খাতে এর দক্ষতাপূর্ণ ব্যবহারের মাধ্যমে উন্নয়নশীল অর্থনীতির আর্থিক প্রয়োজন পূরণ করার সাথে সাথে ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা আরও কতিপয় কাজ আঞ্জাম দেবে। ইসলামী ব্যাংককে প্রাথমিক (Primary) ও মাধ্যমিক (Secondary) মুক্তবাজার গড়ে তুলতে হবে।

১৮। বিত্তহীন, সম্বলহীন ও স্বল্প আয়সম্পন্ন মানুষের আর্থিক উন্নয়নে সহায়তা দানঃ সমাজের সাথে সুদৃঢ় সংযোগ করা এবং সমাজ কল্যাণের উদ্দেশ্যে সমাজের বিত্তহীন, সম্বলহীন, অভাবী ও স্বলআয় সম্পন্ন লোকদের আর্থিক উন্নতির প্রতি মনোযোগী হওয়া ইসলামী ব্যাংকের একটি অনস্বীকার্য ইসলামী কর্তব্য।

১৯। ইসলামী অর্থনীতি প্রতিষ্ঠার চূড়ান্ত লক্ষ্য অর্জনের অবদান রাখাঃ সর্বজনীন কল্যাণমূলক ব্যাংকিং ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ইসলামী অর্থনীতির লক্ষ্য অর্জনের উপযোগী করে জনশক্তিকে গড়ে তোলা। মোটকথা ইসলামী অর্থনীতির লক্ষ্য অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করা।

Dhaka University Institutional Repository

২০। মুসলিম বিশ্বে অর্থনৈতিক সহযোগিতার ক্ষেত্র প্রসারিত কারণঃ ইসলামী ব্যাংকের অন্যতম উদ্দেশ্য হচ্ছে মুসলিম বিশ্বে অর্থনৈতিক সহযোগিতার ক্ষেত্র প্রসারিত করে মুসলিম উম্মাহার উন্নতি ও সংহতি জোরদারে অবদান রাখা।

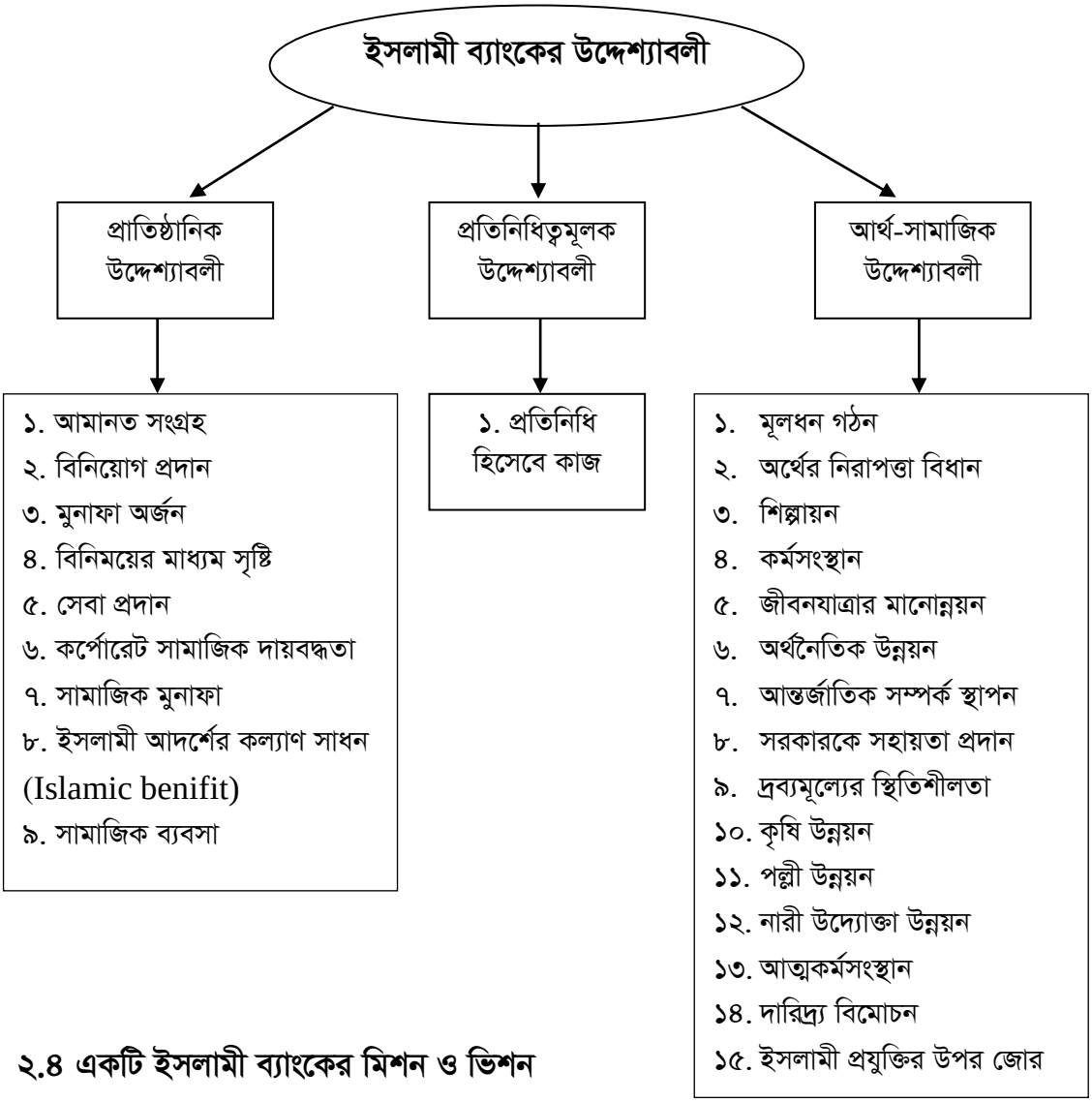

২.৪ একটি ইসলামী ব্যাংকের মিশন ও ভিশন

(ক) মিশন (Mission) : একটি ইসলামী ব্যাংকের মিশন নিম্নরূপ হতে পারেঃ

১। কল্যাণমুখী ব্যাংকিং ব্যবস্থা প্রবর্তনের মাধ্যমে ইসলামী ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠা করা।

২। সকল ধরনের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্রে সাম্য, ইনসাফ ও ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা।

৩। বিভিন্নমুখী বিনিয়োগ কার্যক্রম বিশেষ করে দেশের অগ্রাধিকার খাত ও স্বল্পোন্নত এলাকায় বিনিয়োগের মাধ্যমে ভারসাম্যপূর্ণ উন্নয়ন সাধন করা।

Dhaka University Institutional Repository

৪। স্বল্পআয় সম্পন্ন জনগোষ্ঠীর বিশেষ করে পল্লী এলাকার জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও আর্থিক সেবাদানে উৎসাহ প্রদান করা।

৫। দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে বিদ্যমান সম্ভাবনাময় প্রতিভার অধিকারী উদ্যোক্তাদের গড়ে তোলার সুযোগ সৃষ্টি করা এবং উৎপাদন, কর্মসংস্থান এবং মৌলিক প্রয়োজন পূরণের ক্ষেত্রে এসব উদ্যোক্তা যেন বিপুল অবদান রাখতে পারে তার ব্যবস্থা করা।

(খ) ভিশন (Vision): একটি ইসলামী ব্যাংকের এটি ভিশন হতে পারে যে, সুনাম ও কর্মদক্ষতার মাধ্যমে শীর্ষস্থানীয় ইসলামী ব্যাংকের সকল বিবেচনা সামনে রেখে সর্বোৎকৃষ্ট আর্থিক কর্মতৎপরতা সাধনে অব্যাহত প্রচেষ্টা চালানো। আরো সুনির্দিষ্টভাবে বললে এর ভিশনসমূহ নিম্নরূপ হতে পারে:

১। আর্থিক ব্যবস্থার স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করার প্রেক্ষাপটে জবাবদিহিতা, স্বচ্ছতা ও ন্যায়পরায়ণতা ভিত্তিতে আধুনিক ব্যাংকিং কৌশল প্রতিষ্ঠা ও পরিচর্চা করা, ইসলামী নীতিমালা অনুসারে আর্থিক ব্যবস্থায় সুষ্ঠুতা ও উন্নয়ন নিশ্চিত করা এবং গভীরভাবে গণমানুষের কল্যাণে কর্মরত আত্মনিবেদিত ও পেশাজীবীসহ শক্তিশালী ও দক্ষ প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা।

২। প্রত্যক্ষ বিনিয়োগের আকারে সঞ্চয়কে উৎসাহিত করার চেষ্টা করা।

৩। বিনিয়োগের উপর গুরুত্বারোপ বিশেষ করে অধিকতর কর্মসংস্থানে পরিচালিত প্রকল্পসমূহে বিনিয়োগকে উৎসাহিত করার চেষ্টা চালানো।

২.৫ ইসলামী ব্যাংকিং বনাম সুদমুক্ত ব্যাংকিং ও মুসলিম কমার্শিয়াল ব্যাংকিং

ইসলামী ব্যাংকিংকে বলা যেতে পারে এমন এক ব্যাংকিং যা ইসলামী মূল্যবোধের সাথে মিল রয়েছে এবং ইসলামী শরী'আহ্'র নীতিমালা দ্বারা গঠিত। ইসলামী ব্যাংক বলতে শরী'আহ্ ভিত্তিক পরিচালিত ব্যাংককেই বুঝায়। একটি ব্যাংকের নামের সাথে 'ইসলামী' শব্দ যোগ করলেই সে ব্যাংককে ইসলামী ব্যাংক বলা যায় না। ইসলামী শরী'আহ্ মোতাবেক ব্যাংকিং ব্যবসা পরিচালনা করলে সে আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে ইসলামী ব্যাংক বলা যায়। ইসলামী ব্যাংকিং এর উদ্দেশ্য হচ্ছে ব্যাংকিং ক্ষেত্রে ইসলামের অর্থনৈতিক ও আর্থিক নীতিমালার বাস্তবায়ন করা।

Dhaka University Institutional Repository

সুদমুক্ত ব্যাংকিং একটি সংকীর্ণ ধারণা যা কতিপয় ব্যাংকিং উপকরণ ও পদ্ধতি দ্বারা পরিচালিত এবং সুদকে এড়িয়ে চলে। ইসলামী ব্যাংক তার সকল কার্যক্রমেই রিবা এড়িয়ে চলবে, চাই তা তহবিল সংগ্রহের ক্ষেত্রেই হোক অথবা তা বিনিয়োগ বরাদ্দের ক্ষেত্রেই হোক। তবে শুধু রিবা এড়িয়ে চললে এবং ব্যবসায় লিপ্ত হলেই তাকে ইসলামী ব্যাংক বলা যায় না। একে বড় জোর সুদমুক্ত ব্যাংকিং, মুসলিম কমার্শিয়াল ব্যাংকিং বা ইসলামী ব্যবসায় ব্যাংক বা ইসলামী বাণিজ্যিক ব্যাংক বলা যায়।[৪] ইসলামী ব্যাংকিং শুধুমাত্র সুদকে এড়িয়ে চলে না বরং ইসলামী শরী'আহ্ ও অর্থনীতির লক্ষ্য অর্জনের জন্য কাজ করে এবং অনৈতিক কর্মকাণ্ড থেকে বিরত থাকে। এটি এমন এক ব্যাংকিং পদ্ধতি যা লেনদেনের ক্ষেত্রে ইসলামী নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। ইসলামী ব্যাংক সুদ গ্রহণ কিংবা প্রদান করে না। সুদের উচ্ছেদ এবং প্রকৃত ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রচলন ইসলামী ব্যাংকের অন্যতম মূলনীতি। ইসলামী ব্যাংক শরী'আহ্র দৃষ্টিতে বৈধ লেনদেনই শুধু অংশ নেয়। শরী'আহ্'র দৃষ্টিতে নিষিদ্ধ কোনো খাতে লেনদেন থেকে এ ব্যাংক বিরত থাকে। মুনাফা নয়, সামাজিক লাভের বা সামাজিক ব্যবসার (Social Business) দিকটি এবং পরিবেশের প্রশ্নটিকে বিনিয়োগ কার্যক্রমে অগ্রাধিকার দেয়। আর্থিকভাবে লাভজনক কোনো ব্যবসায় পরিবেশ ও সামাজিক বিবেচনায় অকল্যাণকর হলে গ্রীন ব্যাংকিং[৫] উদ্যোগ এর প্রেরণায় উজ্জীবিত ইসলামী ব্যাংক তাতে অংশ নেয় না। ধারণাগত পর্যায়ে ইসলামী ব্যাংকিং এর সিদ্ধান্ত হচ্ছে সত্যিকার বস্তুগত সুবিধা, দৃশ্যমান সামাজিক অগ্রগতি ও নৈতিক পরিপূর্ণতা নিশ্চিত করা। এ তিনটি উপাদান একই সূত্রে বিভিন্ন মাত্রিকতায় বিনিয়োগ থেকে নির্মাণ কাজ, ব্যবসা থেকে যোগাযোগ, পশুপালন থেকে মৎস্য চাষ, কারিগরি থেকে খনিজ সম্পদ ইত্যাদিতে বিদ্যমান। তাই ইসলামী ব্যাংকিংয়ের কার্যক্রম একটি পূর্ণ সামাজিক মূল্যবোধ ও সামাজিক অবকাঠামোর মাধ্যমে পর্যবেক্ষণ করতে হবে।

ইসলামী ব্যাংকিং তথা ইসলামী শরী'আহ্ভিত্তিক ব্যাংক ও সুদবিহীন ব্যাংকের মধ্যে আসল পার্থক্য বিশ্বাস ও কর্মপদ্ধতিতে। শরী'আহ্ নির্ধারিত হারাম-হালাল প্রসঙ্গ এখানে গুরুত্বপূর্ণ। নৈতিক বাধ্যবাধকতা বা নৈতিক শৃঙ্খলা ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রমের ভিত্তি। ইসলামী ব্যাংক

---

৪ ড. এম. এ. হামিদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৮।

৫ গ্রীন ব্যাংকিং উদ্যোগ বর্তমান সময়ের বহুল আলোচিত বিষয়। গ্রীন ব্যাংকিং হচ্ছে এথিক্যাল ব্যাংকিং, পরিবেশ বান্ধব ব্যাংকিং, চেতনায়ন ব্যাংকিং, টেকসই-সাশ্রয়ী ব্যাংকিং, অপচয়-অপব্যয় মুক্ত ব্যাংকিং, পরিবেশ বান্ধব ব্যাংকিং।

Dhaka University Institutional Repository

আল্লাহর বিধান ও শরী'আহ্'কে মানবজাতির কল্যাণের উৎস রূপে বিশ্বাস করে এবং সে অনুযায়ী যাবতীয় কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। সুদবিহীন ব্যাংকে এ ধরনের প্রতিশ্রুতি পাওয়া যায় না।

২.৬ প্রচলিত ব্যাংক ব্যবস্থার সাথে ইসলামী ব্যাংকের ধারণা ও কার্যক্রমের মৌলিক পার্থক্য

বর্তমান বিশ্বে ইসলামী ব্যাংকের আবির্ভাব, বিকাশ ও জনপ্রিয়তা এ সত্য প্রতিষ্ঠিত করেছে যে, আধুনিক জগতে ইসলামী অর্থনীতির উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত সুদমুক্ত ইসলামী ব্যাংক কেবলমাত্র কোনো তাত্ত্বিক ধারণা নয়, এর বাস্তব রূপায়ন সম্ভব। ইসলামী ব্যাংকিং আন্দোলন সারা বিশ্বে জনপ্রিয়তা অর্জন করতে সক্ষম হচ্ছে। স্বল্প সময়ের ব্যবধানে বিশ্বব্যাপী চারশতাধিক ইসলামী ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের উদ্ভব, এদের নেটওয়ার্কের দ্রুত বিকাশ এবং কার্যক্রমের অগ্রগতি ও সাফল্য ইসলামী অর্থনীতির কার্যকারিতা, গ্রহণযোগ্যতা ও সার্বজনীনতা প্রমাণ করে।

২। ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা ও প্রচলিত আধুনিক ব্যাংক ব্যবস্থার মধ্যে পার্থক্য: উভয় ব্যাংক ব্যবস্থার তুলনামূলক আলোচনা নিম্নরূপ:

পার্থক্যের ভিত্তি	ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা	প্রচলিত ব্যাংক ব্যবস্থা
১। সংজ্ঞা	ইসলামী ব্যাংক এমন একটি অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান যা তার বৈশিষ্ট্য, আইনকানুন এবং কর্মপদ্ধতির মধ্য দিয়ে ইসলামী শরী'আহ্'র নীতিমালার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে এবং তার কোনো প্রকার কার্যক্রমেই সুদের লেন-দেন করে না। সামগ্রিকভাবে ইসলামী ব্যাংক ইসলামী শরী'আহ্ কর্তৃক অনুমোদিত নয় এমন কোনো	প্রচলিত আধুনিক ব্যাংক হচ্ছে এমন একটি মধ্যস্থতাকারী আর্থিক প্রতিষ্ঠান, যা আমানত হিসেবে অর্থ গচ্ছিত রাখে, ঋণের হাতিয়ার সৃষ্টি করে, সুদে তহবিল খাটায়, প্রয়োজনের সময় আমানতকারীগণকে টাকা উত্তোলনে সুবিধা দান করে। মূলত সুদের ভিত্তিতে আমানত সংগ্রহ এবং ঋণ বিতরণ করাই প্রচলিত ব্যাংক ব্যবস্থার প্রধান কাজ।

Dhaka University Institutional Repository

	ব্যবসার সাথে সংশ্লিষ্ট হয় না।	
২। উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য	ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থার মূল লক্ষ্য হচ্ছে আল্লাহ নির্দেশিত পথে সমাজ ও রাষ্ট্র হতে অর্থনৈতিক জুলুম ও শোষণ নির্মূল করে ব্যাপক জনগণের উন্নয়ন ও কল্যাণ সাধনে সহায়তা করা। ইসলামী ব্যাংক মুনাফা অর্জন করে, তবে মুনাফা অর্জন কোনো ক্রমেই ইসলামী ব্যাংকের প্রথম ও প্রধান উদ্দেশ্য হতে পারে না। ইসলামী ব্যাংকের প্রধান উদ্দেশ্য সুদমুক্ত অর্থনৈতিক লেন-দেন সম্পাদনের মাধ্যমে পুঁজি সরবরাহকারী ও পুঁজি ব্যবহারকারীর ন্যায্য স্বার্থরক্ষার পাশাপাশি ব্যাপক জনগণের কল্যাণ ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি নিশ্চিত করা।	আমানত সংগ্রহ এবং তা ঋণদান করে সর্বাধিক সুদ/সর্বোচ্চ মুনাফা (Maximization of profit) অর্জন করাই প্রচলিত ব্যাংক ব্যবস্থার প্রথম ও প্রধান উদ্দেশ্য।
৩। সুদ	ইসলামী ব্যাংক সুদকে বর্জন করে। ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থায় লাভ আসে বিনিয়োগ আয় থেকে। কোনো লেনদেনেরই সুদের সাথে সম্পর্ক নেই। এ ব্যাংক সকল কার্যক্রমে সুদকে পরিহার করে চলে। সমাজ বিধ্বংসী যুলুমকারী এবং শোষণের সফল মাধ্যম এই সুদের হাত থেকে ইসলামী উম্মাহকে রক্ষা করার জন্যই তৎপর রয়েছে ইসলামী ব্যাংক। সুদী শোষণের নিগড় থেকে মানুষকে মুক্তি দানের লক্ষ্যেই ইসলামী ব্যাংকের জন্ম। সুতরাং ইসলামী ব্যাংকিং এর কর্মকাণ্ডের	প্রচলিত ব্যাংকের মূল ভিত্তিই হলো সুদ। প্রচলিত ব্যাংকগুলো তাদের আমানত সংগ্রহ ও ঋণ প্রদন উভয় ক্ষেত্রেই সুদকে টোপ বা হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে থাকে। প্রচলিত ব্যাংকিং এর রূহ হচ্ছে সুদ। এসব ব্যাংকের লাভ আসে সুদ থেকে। সকল লেনদেনই সুদের উপর নির্ভরশীল। অন্যকথায় প্রচলিত ব্যাংকের মূল প্রাপ্যই হলো সুদ। সুদ মানব সভ্যতার সবচেয়ে নিষ্ঠুর শত্রু।

Dhaka University Institutional Repository

	কোনো পর্যায়ে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোনো প্রকার সুদের অস্তিত্ব থাকার প্রশ্নই ওঠে না।	
৪। মুনাফা	ইসলামী ব্যাংকের আয়ের উৎস হলো মুনাফা। তবে ইসলামী ব্যাংকে মুনাফা অর্জনই মূল লক্ষ্য নয়, বরং মানবতার জন্য অকল্যাণকর এবং নৈতিকতা বিরোধী কোনো খাতে ব্যাংক বিনিয়োগ করে না। ইসলামী ব্যাংক শরী'আহ্ অনুমোদিত ম্যাকানিজমে বিনিয়োগ করে। ব্যবসায়িক পণ্য বিক্রয় করে তার উপর মুনাফা গ্রহণ করে। ন্যায়ানুগ মুনাফা এ ব্যাংকের আর্থিক লেন-দেনের ভিত্তি। কোনো কোনো ম্যাকনিজমে মুনাফা হয় লোকসানও হতে পারে।	প্রচলিত ব্যাংকিং-এ সুদ অর্জন/মুনাফা অর্জনই মুখ্য উদ্দেশ্য। লক্ষ্য থাকে কোনো ঝুঁকি ছাড়াই বেশি Income করা। সর্বাধিক মুনাফা লাভের (Maximization of protit) জন্য প্রচলিত ব্যাংক সমাজের জন্য ক্ষতিকর এবং নৈতিকতা ধ্বংসকারী খাতেও ঋণ প্রদান করে।
৫। ঋণ/বিনিয়োগ প্রসঙ্গ	ইসলামী ব্যাংকে বিনিয়োগ (Investment) শব্দটি ব্যবহৃত ও অনুশীলিত হয়। বিনিয়োগের আরবী পরিভাষা হচ্ছে ইসতিসমার (استثمار = Istismar) ইসলামী ব্যাংক সীমিত পরিসরে অবশ্যই ঋণ নিয়ে কাজ করে থাকে; তবে এ ব্যাংকের ঋণ সম্পূর্ণরূপে সুদমুক্ত।	প্রচলিত ব্যাংকে ঋণ (Loan) শব্দটি ব্যাপকভাবে প্রচলিত ও অনুশীলিত হয়। প্রচলিত ব্যাংককে ঋণের কারবারী হিসেবেই সংজ্ঞায়িত করা হয়।
৬। বন্ড ইস্যু	ইসলামী ব্যাংক মুদারাবা পদ্ধতিতে বন্ড ইস্যু করে থাকে। সুদ ভিত্তিতে কোনো বন্ড ইস্যু করার প্রশ্নই আসে না।	প্রচলিত ব্যাংক নির্ধারিত সুদে বাজারে বন্ড ইস্যু করে থাকে।

Dhaka University Institutional Repository

৭। তহবিলের উৎস	ইসলামী ব্যাংকে টাকা জমা রাখলে নির্দিষ্ট হারে মুনাফা দেয়ার কোনো পদ্ধতি আদৌ নেই। ইসলামী ব্যাংকে আমানতকারীদের মুনাফা ব্যাংকের অর্জিত মুনাফা ও ক্ষতির সাথে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত এবং মুনাফার হার সেভাবে উঠানামা করে। ইসলামী ব্যাংকে: ১। আল-ওয়াদিয়া ২। আল-মুদারাবা ৩। আল-আমানা ৪। আল-কৃরদ এ সকল মূলনীতির ভিত্তিতে আমানত গ্রহণ ও ভেলুয়েরলস জমা নেয়া হয়। > আল-ওয়াদিয়া মূলনীতির ভিত্তিতে চলতি হিসাবে আমানত নেয়া হয়। > আল-মুদারাবা নীতির ভিত্তিতে সকল মেয়াদি আমানত (Time Deposit) নেয়া হয়। এ ক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংকের ১০টি প্রোডাক্ট রয়েছে: ১। মুদারাবা সঞ্চয়ী হিসাব। ২। মুদারাবা মেয়াদি হিসাব। ৩। মুদারাবা হজ্জ সঞ্চয়ী হিসাব। ৪। মুদারাবা সেভিংস বন্ড। ৫। মুদারাবা বিশেষ সঞ্চয়ী (পেনশন) হিসাব। ৬। মুদারাবা মাসিক মুনাফাভিত্তিক সঞ্চয়ী হিসাব। ৭। মুদারাবা মোহর সঞ্চয় হিসাব। ৮। মুদারাবা ওয়াকফ ক্যাশ	প্রচলিত সুদভিত্তিক ব্যাংকের তহবিলের উৎস প্রধানত: দু'ধরনে। এক ইক্যুইটি তহবিল। যে উপায়ে প্রচলিত ব্যাংক ইক্যুইটি তহবিল সংগ্রহ করে থাকে সেগুলো হলো: ১. শেয়ার বিক্রয়: প্রচলিত ব্যাংক শেয়ার বিক্রয় করে মুলধন সংগ্রহের মাধ্যমে এই জাতীয় তহবিল সংগ্রহ করে। ২. ডিবেঞ্চার বিক্রয়। দুই ঋণ তহবিল। যেসব উপায়ে প্রচলিত ব্যাংক ঋণ তহবিল সংগ্রহ করে- সেগুলো হলো ১. সংগৃহীত আমানত ২. কলমানি ঋণ ৩. কেন্দ্রীয় ব্যাংক ঋণ গ্রহণ। প্রচলিত ব্যাংকে টাকা জমা রাখলে নির্ধারিত হারে সুদ দেয়া হয়। অন্যকথায় প্রচলিত সুদ ভিত্তিক ব্যাংক মেয়াদি আমানত গ্রহণের ক্ষেত্রে কুরআনে নিষিদ্ধ সুদ প্রদান করে থাকে। সকল ডিপোজিটর/জমাদানকারী একটি পূর্ব নির্ধারিত হারে সুদ পাওয়ার আশ্বাস পায়। অন্যকথায় প্রচলিত ব্যাংক জনগণের চাহিদা অনুযায়ী বিভিন্ন ধরনের হিসাব খুলে থাকে। যেমন: ১। চলতি হিসাব- এ ধরনের হিসাবে কোনো সুদ দেয়া হয় না; ২। সঞ্চয়ী হিসাব; ৩। স্থায়ী হিসাব বা মেয়াদী

Dhaka University Institutional Repository

	ডিপোজিট হিসাব। ৯। মুদারাবা স্বল্পমেয়াদি হিসাব। ১০। মুদারাবা বৈদেশিক মুদ্রা জমা (সঞ্চয়) হিসাব। আল-আমানা মূলনীতির ভিত্তিতে লকার হিসাব পরিচালিত হয়। আল-করদ মূলনীতির ভিত্তিতে মানব কল্যাণমূলক আমানত হিসাব পরিচালিত হয়। ইসলামী ব্যাংকের বিভিন্ন রকম মুদারাবা একাউন্টে বিভিন্ন হারে লাভ দেয়া হয়। মুনাফা দেয়া হয় চুক্তিতে উল্লিখিত আনুপাতিক হারে (যেমনঃ ৬৫ঃ ৩৫)। হিসাব চূড়ান্ত হওয়ার পর এ অনুপাত অনুযায়ী গ্রাহক ও ব্যাংকের মধ্যে লাভ বণ্টনের পর গ্রাহক কত লাভ পেল তা হিসাব করে দেখা হয়। পূর্ব থেকে লাভের হার নির্ধারিত হয় না।	হিসাব। এ ছাড়াও ডিপিএস জাতীয় বিভিন্ন স্কীমের মাধ্যমেও তারা তহবিল সংগ্রহ করে থাকে। সঞ্চয়ী ও স্থায়ী হিসাবের আমানতের উপর নির্দিষ্ট হারে সুদ প্রদান করা হয়। সঞ্চয়ী আমানতের সুদের হারের চেয়ে স্থায়ী হিসাবের আমানতের সুদের হার বেশি। বিভিন্ন স্কীমের আমানতের বিপরীতেও নির্দিষ্ট হারে সুদ প্রদান করা হয়। সুদভিত্তিক বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ প্রয়োজনের মুহূর্তে কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহন করে থাকে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক নির্দিষ্ট হারে সুদের বিপরীতে গতানুগতিক বাণিজ্যিক ব্যাংককে ঋণ দিয়ে থাকে। প্রচলিত সুদী ব্যাংক ব্যবস্থায় ব্যাংকসমূহ কৃত্রিম আমানত সৃষ্টি করে থাকে। একে ঋণসৃষ্টি বলেও অভিহিত করা হয়ে থাকে। সুদভিত্তিক ব্যাংক যখন কোনো মক্কেলকে ঋণদান করে তখন তাকে ঋণের অর্থ হাতে না দিয়ে দু'তরফা দাখিলার নিয়মানুসারে ব্যাংকে রক্ষিত মক্কেলের হিসেবে মঞ্জুরকৃত ঋণের অর্থ জমা করে। এই প্রক্রিয়ায় ব্যাংকে মাধ্যমিক আমানত (Secondary deposit) সৃষ্টি হয়, ফলে ব্যাংকের মোট আমানতের পরিমাণ বেড়ে যায়। আবার প্রচলিত ব্যাংকের ঋণদান ক্ষমতা যেহেতু আমানতের পরিমাণের উপর নির্ভরশীল তাই ঋণসৃষ্টির প্রক্রিয়ায় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত কল্পিত (ficticious)

Dhaka University Institutional Repository

		আমানতের ভিত্তিতে তাদের ঋণদান ক্ষমতাও বেড়ে যায়।
৮। সাংগঠনিক কাঠামো	ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থায় পরিচালক মন্ডলীর পাশাপাশি একটি শরী'আহ্ কাউন্সিলও কার্যকর থাকে। শরী'আহ্ কাউন্সির কার্যত পরিচালক মন্ডলীর তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে কাজ করে। বিশেষ করে কোনো ইসলামী ব্যাংক তার নানাবিধ কর্মকান্ড পরিচালনার বিভিন্ন পর্যায়ে শরী'আহ্ নীতিমালা যথেষ্ট পরিমাণে অনুসরণ করছে কিনা তা খতিয়ে দেখার দায়িত্ব শরী'আহ্ কাউন্সিলের। এর পাশাপাশি ইসলামী ব্যাংকের দৈনন্দিন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য পরিচালক মণ্ডলীর মধ্য থেকে একটি নির্বাহী পরিষদ গঠন করা হয়ে থাকে।	প্রচলিত ব্যাংকের 'পরিচালক মন্ডলী' ব্যাংকের সকল নীতি নির্ধারক বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকে।
৯। বিনিয়োগ	ইসলামী ব্যাংক সাধারণত ঋণে কোনো অর্থ লগ্নি করে না। ইসলামী ব্যাংক কখনো কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে ঋণ দিলে তা করজে হাসান বা সুদমুক্ত ঋণ হিসেবেই দিয়ে থাকে। পণ্যের বেচাকেনাই ইসলামী ব্যাংকের অর্থায়নের মূল ভিত্তি। ইসলামী ব্যাংক বিনিয়োগের হালাল পদ্ধতি অনুসরণ করে। ইসলামী শরী'আহ্তে যেসব ব্যবসায় পদ্ধতি বৈধ, ইসলামী ব্যাংক কেবল সেসব ব্যবসায় পদ্ধতিই অনুসরণ করে থাকে। ইসলামী ব্যাংক মুদারাবা ও মুশারাকা পদ্ধতিতে যা বিনিয়োগ করে সেখানে আনুপাতিক হারে লাভ-লোকসানের অংশ বহন করে থাকে। ইসলামী ব্যাংকিং এ	প্রচলিত ব্যাংকিং ব্যবস্থায় সকল প্রকার ঋণ/বিনিয়োগ সুদ ভিত্তিক। সাধারণত ঋণগ্রহীতার আবেদনের প্রেক্ষিতে ব্যাংক ঋণ মনজুর করে থাকে। ঋণদাতা ঋণের অর্থ ব্যবহার করে কোনো লাভ অর্জন করুক চাই না করুক ব্যাংক তার প্রদত্ত ঋণের অংকের উপর নির্দিষ্ট সময়ান্তে নির্দিষ্ট হারে সুদ আদায় করবেই। প্রচলিত ব্যাংকিং এ ঋণের উপর চক্রবৃদ্ধি হারে সুদারোপ করা হয়। সুদ পূর্ব নির্ধারিত ও নিশ্চিত। সুদি ব্যবস্থায় খাতক সুদ প্রদান করতে বাধ্য থাকে এবং ঋণদাতার লোকসানের কোনো ঝুঁকি নেই।

Dhaka University Institutional Repository

	বিনিয়োগ গ্রহীতার উপর চক্রবৃদ্ধি কোনো অর্থারোপ করা হয় না।	
১০। লাভ-ক্ষতি নির্ধারণ	ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থায় বিনিয়োগের লাভ-লোকসান পরে নির্ধারিত (Post determined) হয়। ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থায় তিনটি পক্ষ তথা আমানতকারী, ব্যাংকার ও বিনিয়োগ গ্রহীতা ব্যবসায়ের প্রকৃত অংশীদারে পরিণত হয়। তারা নিট মুনাফা ও দায়-দায়িত্বেরও অংশীদার হয়।	প্রচলিত ব্যাংক ব্যবস্থায় ঋণগ্রহীতার লাভ-ক্ষতি যাই হোক না কেন, সুদের হার পূর্বেই নির্ধারিত (Predetermined) থাকে।
১১। উৎস	ইসলামী ব্যাংকিং ইসলামী অর্থনীতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। ইসলামী ব্যাংকের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, নীতিমালা ও কর্মপদ্ধতি ইসলামী শরী'আহ্'র ভিত্তিতে উদ্ভাবিত ও পরিচালিত।	প্রচলিত সুদভিত্তিক ব্যাংক পুঁজিবাদী অর্থনীতির বাই প্রডাক্ট। মানব রচিত প্রচলিত ধারা অনুযায়ী প্রচলিত ব্যাংক পরিচালিত।
১২। অর্থ সম্পর্কিত ধারণা	ইসলামী ব্যাংকে অর্থ বেচা-কেনার পণ্য হিসেবে বিবেচিত নয়; ইসলামী ব্যাংক অর্থের সাহায্যে ব্যবসায় করে।	প্রচলিত ব্যাংকে অর্থ পণ্য হিসেবে বিবেচিত। এসব ব্যাংক অর্থের ব্যবসায় জড়িত। সুদী ব্যাংকের মূল কাজই টাকার কেনা-বেচা করা। প্রচলিত সুদী ব্যাংক জনগণের কাছ থেকে জমা গ্রহণের নামে তাদের কাছ থেকে পূর্ব নির্ধারিত সুদের ভিত্তিতে কম দামে টাকা কিনে পুনরায় পূর্বনির্ধারিত সুদের ভিত্তিতে সে টাকা তথাকথিত ঋণ গ্রহীতাদের কাছে বেশি দামে বিক্রি করে।

Dhaka University Institutional Repository

১৩। বিনিয়োগ ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার	আয় ও সম্পদের বৈষম্য কমানো এবং সকল স্তরের মানুষের জরুরিয়াত বা মৌলিক প্রয়োজন পূরণের লক্ষ্যে ইসলামী ব্যাংক অগ্রাধিকার খাতে বিনিয়োগ করে। আল্লাহ নির্দেশিত পথে সমাজ থেকে শোষণের অবসান ঘটিয়ে সাধারণ মানুষের উন্নয়ন ও কল্যাণ সাধনে সহায়তা করে।	সুদভিত্তিক ব্যাংক বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বিত্তবানদের স্বার্থে সকল পরিকল্পনা প্রণয়ন করে। অর্থায়নের জন্য প্রকল্প নির্বাচনে কোনো নৈতিক ও সামাজিক কল্যাণের মানদণ্ড কাজ করে না। ফলে সুদভিত্তিক ব্যাংকের কার্যক্রম আয় ও সম্পদের বৈষম্য বাড়িয়ে তোলে।
১৪। গ্রাহক-ব্যাংকার সম্পর্ক	গ্রাহক ও ব্যাংকের মধ্যে সম্পর্ক হচ্ছে অংশীদার, বিনিয়োগকারী বা ব্যবসায়ীর সম্পর্ক। গ্রাহকের লাভ-লোকসানের দায়-দায়িত্ব ব্যাংকও বহন করে। ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থায় গ্রাহক ও ব্যাংকার উভয়পক্ষই ভবিষ্যতের লাভ বা লোকসানের অংশ পাবে বা নেবে। এ জন্য সকল পক্ষকেই তাদের অভিজ্ঞতা, প্রজ্ঞা ও উদ্ভাবনী শক্তিকে সম্মিলিতভাবে কাজে লাগাতে হয়। সতর্ক হতে হয়, যাতে বিনিয়োগ গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যবসায়ে ভালো করতে পারে। বিনিয়োগ গ্রহীতা যাতে সফল হতে পারে এবং তার মধ্যে ব্যবসায়ী উদ্যম বৃদ্ধি পায়, সে সম্পর্কেও ইসলামী ব্যাংককে সচেতন থাকতে হয়। ব্যাংক ও আমানতকারীগণ যেন বিনিয়োগ আয় ভাগ করে নিয়ে	গ্রাহক ও ব্যাংকের মধ্যে সম্পর্ক হচ্ছে ঋণদাতা ও ঋণগ্রহীতার সম্পর্ক। অন্যকথায় ব্যাংকের সাথে গ্রাহকের সম্পর্ক মহাজন খাতকের বা দাতা ও গ্রহিতার, গ্রাহকের লাভ-লোকসানের বা দাতা ও গ্রহিতার, গ্রাহকের লাভ-লোকসানের দায়–দায়িত্ব ব্যাংক বহন করে না। ব্যাংক গ্রাহকের নিকট থেকে নির্ধারিত সুদ পুরোপুরি আদায় করে নেয়। প্রচলিত ব্যাংক ব্যবস্থায় ঋণগ্রহীতা, ব্যাংকার ও অর্থ আমানতকারীর মধ্যকার সম্পর্ক কমবেশি নৈর্ব্যক্তিক। প্রচলিত ব্যাংক ব্যবস্থায় পরস্পর পরস্পরের কাজে সংশ্লিষ্ট হয় না এবং একে অন্যের কাজে দায়িত্ব গ্রহণ করে না। দায়িত্ব গ্রহণে ও অনুপস্থিতির কারণ সুদ প্রত্যেক

Dhaka University Institutional Repository

	লাভবান হতে পারেন। এখানে পারস্পারিক সম্পর্ক অংশীদারিত্বের।	পক্ষই পূর্বনির্ধারিত একটি হার অনুযায়ী সুদ পেয়ে থাকে বা দিয়ে থাকে।
১৫। বিনিয়োগ মোটিভ	ইসলামী ব্যাংক সমাজের বৃহত্তর উন্নয়ন ও কল্যাণসাধনের লক্ষ্যকে সামনে রেখে বিনিয়োগ গ্রহীতাদের অর্থ যোগান দেয়। সুতরাং ইসলামী ব্যাংকের পুঁজি সমাবেশ এবং বিনিয়োগ ব্যবস্থাপনার প্রথম ও প্রধান উদ্দেশ্যই হবে সমাজের উন্নয়ন ও কল্যাণ সাধন করা। মুনাফা সেখানে এসব কাজের স্বাভাবিক ফলশ্রুতিতেই অর্জিত হবে। এমনকি কোনো কোনো কাজে তাৎক্ষণিক কোনো মুনাফা অর্জিত নাও হতে পারে। মুনাফা অর্জণ করা ইসলামী ব্যাংকের মুখ্য উদ্দেশ্য নয়।	প্রচলিত ব্যাংক নিম্নসুদের হারে মূলধন সংগ্রহ করে এবং মুনাফার উদ্দেশ্যে বিনিয়োগে আগ্রহী উদ্যোক্তোদেরকে উচ্চতর সুদের হারে মূলধন যোগান দেয়। সুতরাং প্রচলিত ব্যাংকের যাবতীয় ঋণ কেবলমাত্র বৈষয়িক কারণে মুনাফার উদ্দেশ্যেই পরিচালিত ও ব্যবহৃত হয়। ঋণগ্রহীতা যদি মূলধন সুদসহ পরিশোধ করতে পারেন, তবেই সুদী ব্যাংক সন্তুষ্ট।
১৬। কল লোন	ইসলামী ব্যাংক সুদের ভিত্তিতে কোনো কল লোন দেয় বা নেয় না টাইম মালটিপল লোন (Time Multiple Loan)-এর মাধ্যমে ইসলামী ব্যাংক অন্যান্য ব্যাংকে টাকা জমা রেখে থাকে এবং দরকারমত এর মাধ্যমেই অন্য ব্যাংকের টাকা ব্যবহার করে থাকে।	প্রচলিত আধুনিক ব্যাংক ব্যবস্থায় সুদের ভিত্তিকে কল লোনের ব্যবস্থা আছে।
১৭। ব্যাংক গ্যারান্টি	ইসলামী ব্যাংক এককালীন কমিশনের ভিত্তিতে ব্যাংক গ্যারান্টি ইস্যু করে থাকে।	প্রচলিত ব্যাংক কমিশন হারের ভিত্তিতে ব্যাংক গ্যারান্টি ইস্যু করে।
১৮। বৈদেশিক লেনদেন	(ক) ইসলামী ব্যাংক বৈদেশিক মুদ্রার তাৎক্ষণিক (Spot) ক্রয়-বিক্রয় করে থাকে। কিন্তু কোনোরূপ ফরওয়ার্ড বুকিং (Forward Booking) করে না।	(ক) প্রচলিত ব্যাংক ব্যবস্থায় তাৎক্ষণিক (Spot) এবং ফরওয়ার্ড বুকিং এ উভয় ব্যবস্থায় বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয়-বিক্রয় করা হয়ে থাকে।

Dhaka University Institutional Repository

	(খ) চলতি হিসেবে Reciprocal basis এ বিদেশের বিভিন্ন ব্যাংকে বৈদেশিক মুদ্রার হিসাব রাখা হয়।	(খ) সুদের ভিত্তিতে বিদেশের ব্যাংকে বৈদেশিক মুদ্রার হিসাব রাখা হয়।
১৯। যাকাত	ব্যাংকের নিজস্ব তহবিলের উপর ২.৫% হারে যাকাত হিসেব করে শরী'আহ্ নির্ধারিত খাতে ব্যয় করা হয়। ইসলামী ব্যাংক বিত্তবান গ্রাহকদেরকেও যাকাত, ওশর, সদকা প্রদানে উৎসাহিত করে। এ ধরনের গ্রান্ট/ট্রান্সফার ম্যাকানিজম থেকে সংগৃহীত অর্থ পরিকল্পিতভাবে দুঃস্থ ও আর্তমানবতার সেবায় বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক কার্যক্রমে কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতা (CSR) পরিপালনে ব্যয় করে। যাকাত আদায়ের মাধ্যমে ইসলামী ব্যাংক সমাজে অর্থনৈতিক সাম্য আনার চেষ্টা চালায়।	প্রচলিত ব্যাংক ব্যবস্থায় যাকাত দেয়া হয় না। এসব ব্যাংকে এ ক্ষেত্রে ইহুদি শাইলকের সাথে তুলনা করা যায়। অন্যকথায় যাকাতের মত আর্থিক সহায়তার কোনো ব্যবস্থা নেই।
২০। শরী'আহ্ বোর্ড/কাউন্সিল	ইসলামী ব্যাংক তার যাবতীয় লেন-দেন ইসলামী শরী'আহ্ পরিচালনা করতে পারছে কি না তা পর্যালোচনা এবং শরী'আহ্ অনুসরণ, তত্ত্বাবধানের জন্য এ ব্যাংকে শরী'আহ্ বোর্ড রয়েছে। শরী'আহ্'র ব্যাপারে শরী'আহ্ বোর্ড/কাউন্সিলের মতামতই চূড়ান্ত। ইসলামী ব্যাংকের শরী'আহ্ সম্মত পরিচালনা নিশ্চিত করার জন্য শরী'আহ্ বোর্ড কর্তৃক Sarveillance-এর ব্যবস্থা আছে।	প্রচলিত সুদি ব্যাংক ব্যবস্থায় শরী'আহ্ বোর্ড জাতীয় কোনো তত্ত্বাবধায়ক বোর্ডের অস্তিত্ব নেই। অন্যকথায় কোনো ধরনের শরী'আহ্ সুপারভাইজারি বোর্ড থাকার প্রয়োজন পড়ে না।
২১। কর্মসংস্থানের সুযোগ	ইসলামি ব্যাংক ব্যবস্থায় পূর্ব নির্ধারিত সুদেও অস্তিত্ব নেই সুতরাং এ ব্যবস্থায় সম্পদের সর্বাধিক ব্যবহার এবং বেকার সমস্যার সমাধান হবে বলে আশা করা যায়।	সুদি ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রচলিত ব্যাংকগুলো বেকার সমস্যাকে আরও প্রকট করে তোলে। কারণ কোনো বিনিয়োগ থেকে প্রাপ্ত আয় প্রচলিত সুদে হার অপেক্ষা কম হলে উক্ত বিনিয়োগে পুঁজিপতি বা

Dhaka University Institutional Repository

		ব্যবসায়ীদের আগ্রহ থাকে না। ফলে সম্পদ অব্যবহৃত থাকে এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ কমে যায়।
২২। মুদ্রাস্ফীতি	ইসলামী অর্থনীতি ও ব্যাংক ব্যবস্থায় সহজেই মুদ্রাস্ফীতি রোধ করা যায়। যেহেতু ব্যাংকের মাধ্যমে অর্থায়ন কোনো উৎপাদন বা বেচা-কেনা বা ইজারার মাধ্যমে বাজারে দ্রব্যাদি আসতে সহায়তা করে সেহেতু এ ব্যবস্থায় মুদ্রাস্ফীতির কোনো সম্ভাবনা থাকে না। ইসলাম সুদ ও মুদ্রাস্ফীতি উভয়েরই বিলুপ্তি কামনা করে। ইসলামী ব্যাংখ অর্থের লগ্নি করে না বরং পণ্যের কেনা-বেচাই ইসলামী ব্যাংকের মূল ভিত্তি। এ ইসলামী বিনিয়োগ মুদ্রাস্ফীতি সৃষ্টিত করেই না বরং উল্টা মুদ্রাস্ফীতি দূর করতে ইতিবাচক ভূমিকা রাখে।[৬]	প্রচলিত ব্যাংক ব্যবস্থার কারণেই মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়। উৎপাদনের জন্যে ঋণকৃত মূলধনের সুদ দ্রব্য সামগ্রী ও সেবার খরচ তথা মূল্য বৃদ্ধি করে। অনুরূপভাবে সঞ্চয়কারী তার আমানতের উপর যে সুদ পায় তাও মুদ্রার সরবরাহ (ব্যক্তির দৃষ্টিকোণ হতে) বৃদ্ধি করে। এভাবে প্রচলিত ব্যাংকের বিলিকৃত ঋণে ও আমানতের জন্যে পৃথক পৃথক দু'টি সুদের হার দু'ধারী তলোয়ারের মতই কাজ করে। একটি দ্রব্য সামগ্রী ও সেবার খরচ তথা মূল্য বৃদ্ধি করে, অন্যটি বৃদ্ধি করে মুদ্রার সরবরাহ। এখানে উল্লেখ্য যে, সকল পুঁজিবাদী অর্থনীতিবিদই অকপটে স্বীকার করেন সুদের এই দুটি হার মুদ্রাস্ফীতির অন্যতম প্রধান কারণ।[৭]
২৩। ব্যাংকের সফলতা	ইসলামী ব্যাংক লাভ-লোকসানের অংশারিত্বের ভিত্তিতে আমানত সংগ্রহ করে। এ ব্যবস্থায় বিনিয়োগ	সুদি ব্যাংকের ইতিহাসে দেখা যায় যে, ব্যাংকগুলো বিভিন্ন কারণে

৬ ড. মো. আমির হোসেন সরকার ও অন্যান্য, ইসলামী অর্থ ব্যবস্থা (ঢাকা:বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত, নভেম্বর ২০০৪), পৃ. ২০৪।

৭ এম. আজিজুল হক. ইসলামী ব্যাংক: কতিপয় ভ্রান্তিমোচন, শাহ্ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান অনূদিত (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, সেপ্টেম্বর ১৯৮৬), পৃ. ২২।

Dhaka University Institutional Repository

	আয় কম হলে আমানতকারীদেরকে সেটাই বণ্টন করে দেয়া যায়। এমনকি লোকসান হলেও সেটার ভাগও তারা নিয়ে থাকে। তাই আমানতকারীদের লভ্যাংশ বাজার আনুপাতিক (Market responsiveness) হওয়ার কারণে ইসলামী ব্যাংকে লালবাতি জ্বলার সম্ভাবনা একেবারেই কম। ইসলামী ব্যাংকের ধাক্কা সামলানোর ক্ষমতা (Shock absorbing capacity) অনেক অনেক বেশি।	ভালো করতে পারছে না। বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও জাপানে প্রায়শ:ই ব্যাংকে লালবাতি জ্বলছে বলে জানা যায়। এর অন্যতম কারণ হলো আমানতকারীদেরকে পূর্ব নির্ধারিত সুদ দেয়া। ব্যাংক ব্যবসায় ভালো না হলেও পূর্ব নির্ধারিত সুদ আমানতকারীদের দিতে হয় বিধায় ব্যাংকের লোকসান হতে পারে।
২৪। গ্রীন ব্যাংকিং	ইসলামী ব্যাংক যাত্রা শুরুর দিন থেকেই গ্রীন ব্যাংকিং উদ্যোগ/ কর্মকাণ্ডের সাথে সম্পৃক্ত। এথিক্যাল ব্যাংকিং, সাশ্রয়ী ব্যাংকিং, টেকসই, চেতনায়ন ব্যাংকিং ইসলামী ব্যাংকের সাথে মজ্জাগতভাবে মিশে আছে।	সুদী ব্যাংকে এ ধরনের উদ্যোগ এখনও কার্যকরভাবে গৃহীত হয়নি।

ইসলামী ব্যাংকের অবস্থা প্রচলিত ব্যাংকের সম্পূর্ণ বিপরীত। কেননা এ ব্যাংক প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যই হচ্ছে আল্লাহর নির্দেশিত পথে সমাজ হতে শোষণ ও আধিপত্যবাদ নির্মূল করা। ইসলামের অর্থ-সামাজিক মূলনীতির আলোকে একটি ন্যায়ভিত্তিক সমাজ গড়ে তোলার তাগিদ থেকে ইসলামী ব্যাংকিং চেতনার উন্মেষ ঘটেছে। প্রচলিত ধারার ব্যাংক ব্যবস্থার সাথে এ ব্যাংকের পার্থক্য নীতিগত। এ ব্যাংকের কর্মধারাও সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। ইসলামী শরী'আহ্'র উপর প্রতিষ্ঠিত ইসলামী ব্যাংকের সকল লেন-দেন সুদ মুক্ত। ন্যায়ানুগ মুনাফা ইসলামী ব্যাংকের আর্থিক লেন-দেনের ভিত্তি। আর্থ-সামাজিক সুবিচার কায়েম ইসলামী ব্যাংকের উদ্দেশ্য।

২.৯ ইসলামী ব্যাংকিং এর অগ্রগতি: আন্তর্জাতিক প্রেক্ষিত

বর্তমান বিশ্বে ইসলামী ব্যাংক

Dhaka University Institutional Repository

সুদের ভয়াবহ পরিণতি থেকে মানবতাকে উদ্ধার করা এবং অর্থনীতি ও ব্যাংকিং ক্ষেত্রে ইনসাফভিত্তিক লেনদেন প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যেই বর্তমান ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা কায়েম করা হয়েছে। ইসলাম শ্বাশ্বত, পূর্ণাঙ্গ (Complete) ও সনাতন জীবন ব্যবস্থা হলেও ইসলামী নীতিমালার ভিত্তিতে ব্যাংক নতুন। ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থার চালিকা শক্তি হল ইসলামী শরী'আহ্। শুনতে অবাক লাগলেও আজ পৃথিবীর ১২০টি দেশে প্রায় ৪০০টির অধিক ইসলামী ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান তাদের ২০ হাজার শাখার মাধ্যমে অত্যন্ত সফলতার সাথে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করে এটা প্রমাণ করেছে যে, ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা শুধু সম্ভব (feasible) নয় দেশের-সমাজের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে (Socio-Economic Development) তা অত্যন্ত উপযোগী ও কার্যকর। সংখ্যার দিক থেকে এর ৪৭% ভাগ প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায়; ২৭% রয়েছে জিসিসি[৮] ১৯৮১ সালে জিসিসি গঠিত হয়। এর গঠনতন্ত্র অনুযায়ী সদস্য- রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে নিবিড় অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সহযোগিতা অর্জনই জিসিসির প্রধান লক্ষ্য ও মধ্যপ্রাচ্যে; ২০% ভাগ আফ্রিকায় এবং ৬% ভাগ রয়েছে পশ্চিমা জগতে। আন্তর্জাতিক ব্যবসা-বাণিজ্যের অঙ্গনে ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থা দ্রুত বিকশিত হচ্ছে। এ ব্যাংকিং ব্যবস্থা যে শুধু মুসলমানদের মধ্যেই জনপ্রিয়তা পেয়েছে তাই নয় বরং অমুসলমানদের মধ্যে ইসলামী ব্যাংকিং দিন দিন জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। এই ব্যাংকিং সুদবিহীন পাচ্ছে। এটি আজ প্রমাণিত সত্য যে, ইসলামী ব্যাংকিং এর মডেল সার্বজনীনতা তথা বিশ্বজনীনতা লাভে সমর্থ হয়েছে। একুশ শতকের পৃথিবী ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থাকে সাগ্রহে বরণ করে নিয়েছে।[৯] ইসলামী ব্যাংক ও আর্থিক ব্যবস্থা ইতোমধ্যেই যে সাফল্য অর্জন করেছে তা উল্লেখযোগ্য। ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থার অগ্রযাত্রা ও সাফল্য ইসলামের জীবন দর্শন থেকেই উৎসারিত। এ অর্থনীতির কোনো বিকল্প নেই-এ কার্যক্রমের মধ্যেই তার তৎপরতা সীমাবদ্ধ রাখেনি, মানব মুক্তি ও মানব কল্যাণের জন্যও এ ব্যাংক ব্যবস্থা দায়বদ্ধতা অনুভব করে। এ জন্যই ইসলামী ব্যাংকিং একটি সম্প্রসারণশীল ব্যবস্থা। আধুনিক জ্ঞানের জগতে এ ব্যবস্থা এক নতুন দিগন্তের উন্মোচন ঘটিয়েছে। ইসলামী ব্যাংক বিগত দিনের স্বপ্ন, বর্তমানের এক বাস্তব সত্য এবং আগামী দিনের আশা ভরসার স্থল। মোটকথা ইসলামী ব্যাংকিং সম্ভাবনার এক নতুন দিগন্ত। বিভিন্ন দেশে ক্রমান্বয়ে ইসলামী

---

৮ জিসিসি হচ্ছে 'গালফ কোঅপারেশন কাউন্সিল'- উপসাগরীয় সহাযোগিতা পরিষদ। এর সদস্য দেশ গুলো হচ্ছে- বাহরাইন, কুয়েত, কাতার, ওমান, সংযুক্ত আরব আমিরাত ও সৌদিআরব।

৯ মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০০।

Dhaka University Institutional Repository

ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হওয়া অব্যাহত আছে। যার গুণগত ও সংখ্যাগত মান উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে।

২.১০ ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থার অন্তর্নিহিত শক্তি

তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক উভয় দিক থেকেই প্রচলিত গতানুগতিক (Traditional) সুদী ব্যাংক ব্যবস্থার তুলনায় ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা উন্নততর, কল্যাণমুখী ও শ্রেষ্ঠতর বলে বিশ্বব্যাপী প্রমাণিত হয়েছে। লক্ষ্য-উদ্দেশ্য অর্জনে সফলতা, কার্য-প্রণালী ও ফলাফলের দিক থেকে ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থার অন্তর্নিহিত শক্তি ও শ্রেষ্ঠত্ব সহজেই উপলব্ধি করা যায়। স্বতন্ত্র লক্ষ্য ও অনন্য কর্মকৌশলের মধ্য দিয়ে ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থার অন্তর্নিহিত শক্তির প্রকাশ ঘটে এবং শ্রেষ্ঠত্বের (Superiority) পরিচয় ফুটে উঠে। বেশ-কয়েকটি আঙ্গিকে ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থার অন্তর্নিহিত শক্তি তুলে ধরা যায় যা নিম্নরূপ:

ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা দেশের অর্থনীতিতে সদা সক্রিয় ভূমিকা পালন করে

আমানত গ্রহণ এবং আমানতী অর্থ খাটানো- এ দু'টিই হচ্ছে ব্যাংকের প্রধান কাজ। ইসলামী ব্যাংক অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে আমানত গ্রহণ করে এবং অংশীদারীর শর্তে বিনিয়োগকারীদের মূলধন যোগান দেয়। অর্থনৈতিক অবস্থার গতি-প্রকৃতি তথা অর্থনৈতিক অবস্থার ওঠা-নামার (Fluctuation) সাথে বিনিয়োগকারীগণ বেশি লাভ অর্জন করলে ব্যাংকের লাভ বেড়ে যায় এবং আমানতকারীগণও অধিক হারে লাভ পায়; কিন্তু বিনিয়োগকারীদের লোকসান হলে ব্যাংক সে লোকসানের আনুপাতিক অংশ বহন করে এবং আমানতকারী ও শেয়ারহোল্ডারদের মধ্যে তা বণ্টন করে দেয়। এ ব্যবস্থায় বিনিয়োগকারী, ব্যাংক ও আমানতকারী সকলের আয়ই পরিবর্তনশীল ও নমনীয়। সুতরাং এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়, ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা অর্থনৈতিক ব্যবস্থার অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে কাজ করে আমানতকারী ও বিনিয়োগকারীর অংশীদার হিসেবে অর্থনৈতিক কাজ-কারবারে সক্রিয় (Active) ও নমনীয় (Flexible) ভূমিকা পালন করে।[১০] ইসলামী ব্যাংক মুদারাবা পদ্ধতিতে আমানত গ্রহণ করার ফলে এবং

[১০] ড. ইরাজ টোটেনসিয়ান, কম্পারেটিভ এনালাইসিস অব ইনভেস্টমেন্ট ইন ক্যাপিটালিস্টিক এন্ড ইসলামিক ব্যাংকিং সিস্টেমস আন্ডার সারটইনটি এ্যান্ড বিস্ক কন্ডিশনস, পেপার কাবমিটেড এ্যাট ফিকথ ইন্টারন্যাশনাল কোর্স ইন

Dhaka University Institutional Repository

পরবর্তীতে মুদারাবা, মুশারাকা, আর্নিং শেয়ারিং পদ্ধতিতে বিনিয়োগ করার ফলে উভয়ের মধ্যে সখ্যতা গড়ে ওঠে। তাছাড়া বেচা-কেনা পদ্ধতি যেমন বায়'মুরাবাহা, বায়'মু'আজ্জাল ইত্যাদি পদ্ধতির মাধ্যমে বিনিয়োগ প্রদানের ফলে ব্যাংকের তদারকী পূর্ণ মাত্রায় বিদ্যমান থাকার কারণেও ব্যাংক ও গ্রাহকের মধ্যে একটা হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে ওঠে।

ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থায় ঋণের বাজার (Loan Market) বিলুপ্ত হয়

ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থায় সুদকে সম্পূর্ণ রহিত করা হয় এবং সুদের ভিত্তিতে ঋণ বেচা-কেনার পরিবর্তে মুনাফার ভিত্তিতে পণ্য-সামগ্রী ক্রয়-বিক্রয় এবং মুনাফার অংশের (Share in Profit) ভিত্তিতে কায়-কারবারে আর্থিক মূলধন (Money Capital) †যাগান দেওয়া হয়। এই ব্যবস্থায় অর্থ বা ঋণের বাজার বিলুপ্ত হয়[১১] এবং গোটা বাজার মূলধন বাজারে (Capital Market) পরিণত হয়। এতে ইসলামী ব্যাংক জনগণের কাছ থেকে মুনাফার অংশ দেওয়ার শর্তে মুারাবাহ আমানত গ্রহণ করে এবং মুনাফায় অংশ নেওয়ার শর্তে মুদারাবাহ বা মুশারাকাহ ভিত্তিতে বিনিয়োগকারীদের পূঁজি যোগান দেয়।

বস্তুত আমানতকারী ব্যাংকের কাছ থেকে এবং ব্যাংক বিনিয়োগকারীর নিকট থেকে যে হারে মুনাফা গ্রহণ করে, তা আমানতকারী ও ব্যাংকের জমা ও আসলের উপর নির্ধারিত হার নয়; বরং অর্জিত মুনাফার অনুপাত মাত্র। একটি হচ্ছে আমানতকারী ও ব্যাংকের মধ্যে নির্ধারিত অনুপাত; আর একটি হচ্ছে ব্যাংক ও বিনিয়োগকারীর মধ্যে নির্ধারিত অনুপাত। সুবিধার জন্য এই উভয় অনুপাতকেই লাভের শতকরা অংশ অর্থাৎ ব্যাংকের লাভের (মূলধনের নয়) শতকরা 'এত ভাগ ব্যাংক পাবে' হিসেবে প্রকাশ করা হয়।[১২] আমানত গ্রহণ এবং বিনিয়োগ বরাদ্দের সময়ে প্রকৃত মুনাফা কত তা আমানতকারী, ব্যাংক এবং বিনিয়োগকারী কারোরই জানা থাকে না। তাই সম্ভাব্য মুনাফার (Expected Rate of Return) ভিত্তিতেই উদ্যোক্তা ও ব্যাংক এবং ব্যাংক ও আমানতকারীর মুনাফার অনুপাত স্থির করা হয়। অবশ্য বিনিয়োগ-যোগ্য তহবিলের চাহিদা এবং যোগানের মাধ্যমে এ উভয় হার নিরূপিত হয়।[১৩]

ইসলামিক ব্যাংকিং, সেন্ট্রাল ব্যাংক অব ইসলামিক রিপাবলিক অব ইরান, ট্রেনিং এন্ড ম্যান পাওয়ার স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট, অক্টোবর ১৯৯৪, পৃ.৩।

১১ পূর্বোক্ত, পৃ. ৩

১২ ড.এম. নাজাতুল্লাহ সিদ্দিকী, ইকোনমিক্স অব প্রফিট শেয়ারিং ফিসক্যাল পলিসি এন্ড রিসোর্স এলোকেশন ইন ইসলাম, সম্পাদনা: ড. জিয়াউদ্দীন আহমদ, ড. মনোয়ার ইকবাল ও ড. ফাহিম খান, ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর রিসার্চ ইন ইসলামিক ইকনমিকস, কিং আবদুল আজিজ ইউনিভার্সিটি, জেদ্দা এবং ইনস্টিটিউট অব পলিসি স্টাডিজ, ইসলামাবাদ, ১৯৮৩, পৃ. ১৬৭।

১৩ পূর্বোক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামী ব্যাংকিং এ মূলধনের ব্যয় শূন্য হয়

ইসলামী ব্যবস্থায় ব্যাংক বিনিয়োগকারীর নিকট থেকে যে আয় গ্রহণ করে তা বিনিয়োগকারীর উৎপাদন ব্যয়ের মধ্যে শামিল হয় না; বরং অন্যান্য উৎপাদন ব্যয় পরিশোধ করার পর যে উদ্বৃত্ত আয় থাকে, উৎপাদনকারী তারই নির্ধারিত অংশ ব্যাংককে দেয়। উৎপাদনকারীর উদ্বৃত্ত বেশী হলে ব্যাংকের অংশের আয় বেশি হয়, কম হলে ব্যাংকও কম আয় পায়। আর যদি উদ্বৃত্ত নেতিবাচক হয়, তাহলে ব্যাংকের আয়ও নেতিবাচক হয়। সুতরাং ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থায় পূঁজির ব্যয় শূন্য হয়।[১৪]

ইসলামী ব্যাংক কর্তৃক জনগণের কাছ থেকে গৃহীত আমানতের ক্ষেত্রেও একই কথা বলা হয়। ব্যাংক অন্যান্য খরচ বাদে উদ্বৃত্ত আয়ের অংশ জমাকারীদের প্রদান করে। সুতরাং ব্যাংকের গৃহীত আমানতের ব্যয়ও 'শূন্য' হয়।

ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থায় সঞ্চয় ও পূঁজি-গঠনের গতি বৃদ্ধি পায়

ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থায় সুদের অনুপস্থিতি এবং অংশীদারী ভিত্তিক অর্থায়নের ফরেন বিনিয়োগ ও উৎপাদন বৃদ্ধি পায়; আমানতকারী, ব্যাংক ও বিনিয়োগকারীদের আয় বৃদ্ধি পায়; বেকার সমস্যা-হ্রাস পায়; জনগণের আয় ও ক্রয়-ক্ষমতা বেড়ে যায়। ফলে সুদী ব্যবস্থার তুলনায় ইসলামী ব্যবস্থায় সঞ্চয় ও পুঁজি গঠনের গতি বেশি হয়। ইসলামী মূল্যবোধের বাস্তবায়ন এ গতিকে আরো শক্তিশালী ও বেগবান করে তোলে।[১৫]

ইসলাম বৈধ পথে আয়-উপার্জনকে যেমন উৎসারিত করছে, ব্যয়ের ক্ষেত্রে তেমনি মধ্যম পন্থা বা মিতব্যয়িতার পথ অনুসরণের নির্দেশ দিয়েছে।[১৬] এছাড়া বিলাসিতামূলক ব্যয়, ইসরাফ (اسراف) বা অপচয় এবং তাবজীর (تبذير) বা অপব্যয় কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করেছে। ইসলামের এই নির্দেশ পালন করা হলে সঞ্চয় ও পুঁজি গঠনের গতি অধিকতর দ্রুত হবে, এতে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই।

ইসলামী ব্যাংকিং এ বিনিয়োগ বরাদ্দ দক্ষতাপূর্ণ হয়

ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থায় ঋণ বরাদ্দের অদক্ষ ও বৈষম্যমূলক মানদণ্ড সুদকে পরিহার করে বিনিয়োগ বরাদ্দের মানদণ্ড হিসেবে মুনাফার অংশ বা অনুপাতকে (Share in Profit) গ্রহণ করা হয়েছে।

---

১৪ ড. টোটেনসিয়ান, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪।

১৫ ড. এম. উমর চাপরা, পূর্বোক্ত, পৃ. ১১১।

১৬ আল কুরআন, ৭: ৩১।

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থায় বিনিয়োগ থেকে প্রাপ্ত মুনাফার অংশই হচ্ছে ব্যাংকের আয়ের প্রধান উৎস; অন্যদিকে বিনিয়োগের লোকসানই হচ্ছে ব্যাংকের লোকসানের প্রধান কারণ। তাই সুদী ব্যাংক ব্যবস্থায় সুদ পাওয়ার নিশ্চয়তা যেমন প্রধান গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, ইসলামী ব্যবস্থায় তেমনি মুনাফার অংশ-প্রাপ্তি নিশ্চিত করাই হচ্ছে ব্যাংকের প্রধান দায়িত্ব। সুতরাং ইসলামী ব্যাংকের বিনিয়োগের ক্ষেত্রে প্রকল্প বা কারবারের উৎপাদনশীলতা এবং লাভজনীনতই আসল বিবেচ্য। কারবারে লাভ হলে পুঁজি ফেরত আপনা থেকেই নিশ্চিত হয়। অংশীদার হিসেবে কারবারের ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনায় ব্যাংকের অংশগ্রহণ এবং প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও তদারকীও এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অন্যথায় অংশীদারী কারবারে যদি সত্যিই লোকসান হয়, তাহলে লাভতো দূরের কথা, সাকুল্য মূলধন ফেরত নেওয়ারও প্রশ্ন ওঠে না। এ ব্যবস্থায় জামানত তেমন কাজে লাগে না। তবে বিনিয়োগকারীর বা অপর অংশীদারের গাফেলতি, ত্রুটি বা চুক্তির শর্ত ভঙ্গের দরুন কারবারে লোকসান হলে ব্যাংকের পুঁজি ফেরত নিশ্চিত করার লক্ষ্যে জামানত গ্রহণ করা যেতে পারে।

ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থায় ঝুঁকি-বহুল বিনিয়োগ বৃদ্ধি পায়

ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থায় ঝুঁকি বহুল বিনিয়োগ ক্ষেত্রে উদ্যোক্তাদের একা সুদের বোঝা বহন করতে হয় না; বরং লোকসান হলে ব্যাংকও উদ্যোক্তার সাথে লোকসানের আনুপাতিক অংশ বহন করে। আর বিনিয়োগ যদি মুদারাবাহ ভিত্তিতে হয়, তাহলে আর্থিক লোকসানের সাকুল্য বোঝা একা বহন করে না, বরং অসংখ্য আমানতকারীর মধ্যে লোকসান বণ্টন করে দেয়। ফলে এব্যবস্থায় লোকসান যত বড়ই হোক, বহুসংখ্যক লোক মিলে বহন করার কারণে প্রত্যেকের জন্য সে বোঝা হয় খুবই হালকা এবং সহনীয়। সুতরাং ইসলামী ব্যবস্থায় বিনিয়োগকারী ও ব্যাংকের জন্য ঝুঁকি-বহুল বিনিয়োগ করায় সাহস বেশী থাকে এবং সুদী ব্যবস্থার তুলনায় এরূপ বিনিয়োগ বেশি হয়।

ইসলাম ব্যাংক ব্যবস্থায় বিনিয়োগ, উৎপাদন ও মুনাফা বেশি হয়

বিনিয়োগ, ব্যবসা-বাণিজ্য ও আর্থিক কর্মকাণ্ডে ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠা এবং একটি ন্যায়ভিত্তিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা কায়েমের লক্ষ্যে ইসলামী ব্যাংক কাজ করে। ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থায় সুদী ব্যাংক ব্যবস্থার তুলনায় বিনিয়োগ, উৎপাদন ও মুনাফা বেশি হয়। ইতিপূর্বে সুদের প্রভাব আলোচনায় দেখানো হয়েছে, সুদের হার বিনিয়োগ, উৎপাদন ও মুনাফার উপর বাধা হয়ে দাঁড়ায় এবং পুঁজির প্রান্তিক দক্ষতা যেখানে সুদের হারের সমান হয়, বিনিয়োগ, উৎপাদন ও

Dhaka University Institutional Repository

মুনাফা সেখানেই থেমে যায়। অতঃপর উদ্যোক্তা পূঁজি বিনিয়োগ করে না; কারণ আরো পূঁজি বিনিয়োগ করা হলে ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন-বিধির নিয়ম অনুযায়ী পূঁজির প্রান্তিক উৎপাদন সুদের হারের চেয়ে কমে যায় এবং পূঁজির বর্ধিত একক থেকে প্রাপ্ত আয়ের দ্বারা সেই এককের সুদ পরিশোধ করা সম্ভব হয় না, পূর্বে অর্জিত মুনাফা থেকে সুদ দিতে হয়। এতে উদ্যোক্তার মোট মুনাফা কমে যায়। সুতরাং উক্ত সুদের হারে ঋণের আর চাহিদা থাকে না। অপরদিকে পূঁজির প্রান্তিক দক্ষতা ও সুদের হার সমান হওয়ার পর ব্যাংক যদি আরো ঋণ দিতে চায়, তাহলে ঋণের নতুন চাহিদা সৃষ্টি করার জন্য সুদের হার-হ্রাস করতে হয়; আর সে অবস্থায় ব্যাংকের মোট আয় কমে আসে। সুতরাং পূঁজিবাদী ব্যাংক ব্যবস্থায় পূঁজির প্রান্তিক দক্ষতা যেখানে সুদের হারের সমান হয়; বিনিয়োগ, উৎপাদন ও মুনাফা সেখানেই সীমাবদ্ধ থাকে এবং এই স্তরকেই সর্বোচ্চ বিনিয়োগ, উৎপাদন ও মুনাফা সেখানেই সীমাবদ্ধ থাকে এবং এই স্তরকেই সর্বোচ্চ বিনিয়োগ, সর্বোচ্চ উৎপাদন ও সর্বাধিক মুনাফার স্তর বলা হয়। অবশ্য নির্ধারিত সুদের হারে এর চেয়ে অধিক বিনিয়োগ, উৎপাদন ও মুনাফা সম্ভব নয়। কিন্তু ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থায় সুদের হার হয় শূন্য। এই ব্যবস্থায় যতক্ষণ পর্যন্ত পূঁজির প্রান্তিক আয় ইতিবাচক থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত বিনিয়োগকারীর মোট মুনাফা বাড়তে থাকে এবং পূঁজির প্রান্তিক দক্ষতা শূন্য হলে মুনাফা সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছে। এই সর্বোচ্চ মুনাফা পূর্ব-নির্ধারিত অনুপাত অনুসারে ব্যাংক ও বিনিয়োগকারীর মধ্যে বণ্টন করা হয়। ফলে উভয়ের মুনাফা হয় সর্বাধিক। ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থায় পূঁজির প্রান্তিক দক্ষতা শূন্যে পৌঁছার পূর্বে বিনিয়োগ বন্ধ করা হরে বিনিয়োগকারীর মোট মুনাফা সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছে না এবং ব্যাংকের প্রাপ্ত অংশও সর্বাধিক হয় না। অপরদিকে এই ব্যবস্থায় পূঁজির প্রান্তিক দক্ষতা শূন্যে পৌঁছার পর বিনিয়োগ আরো বাড়ানো হলে বিনিয়োগকারীর মোট মুনাফা কমে যায় এবং ব্যাংকের অংশও কমে আসে। সুতরাং একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়, সুদমুক্ত ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থায় বিনিয়োগ সর্বাধিক হয়, উৎপাদন হয় সর্বোচ্চ এবং মুনাফা হয় সর্বাধিক।

ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থায় বিনিয়োজিত মূলধন আদায় সহজতর হয়

ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থায় সুদ থাকে না। এই ব্যবস্থায় বিনিয়োগকারীর লাভ হয় প্রকৃতপক্ষে পূঁজিবাদী ব্যবস্থায় সুদ ও মুনাফার সমান।[১৭] এছাড়া ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থায় বিনিয়োগ বরাদ্দের প্রধান মানদণ্ড হচ্ছে কারাবারের উৎপাদনশীলতা ও লাভজনীনতা। সুতরাং যতক্ষণ

[১৭] ড. এম. উমর চাপরা, পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৪।

Dhaka University Institutional Repository

কারবারের উৎপাদনশীলতা ও লাভ বহাল থাকে, ততক্ষণ লাভের নির্ধারিত অংশসহ আসলের কিস্তি পরিশোধ করা বিনিয়োগকারীর পক্ষে অতি সহজ হয়। অতঃপর অর্থনৈতিক অবস্থার ওঠানামার কারণে যদি কারবারে লোকসান হয়, তাহলেও কোনো অসুবিধা হয় না; কারবার মুদারাবাহ ভিত্তিক হলে আর্থিক লোকসানের সাকুল্য বোঝা ব্যাংক বহন করে এবং বিনিয়োগকরীর অবস্থা পূর্বের তুলনায় কেবল এতটুকু খারাপ হয় যে কারবারে নিয়োজতি তার শ্রম ও সময় বৃথা যায়; এর অতিরিক্ত আর কিছুই তাকে হারাতে হয় না। কারবার যদি মুশারাকাহ (مشاركة) ভিত্তিক হয়, তাহলে উদ্যোক্তাকে কেবল তা নিজ পূঁজির আনুপাতিক হারে লোকসান বহন করতে হয় এবং এর দায়িত্বও তার পূঁজির পরিমাণ পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকে; এর অধিক বোঝা তার উপর তার কখনো চাপে না।

ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থায় বিনিয়োগকারীকে তার কারবারের আভ্যন্তরীণ আয়-প্রবাহের (Cash flow) সাথে সংগতি রেখে ব্যাংকের লাভ-লোকসান ও আসল পরিশোধ করতে হয় বলে তার পক্ষে এ দায়িত্ব পালন সহজতর হয় এবং সংকট সৃষ্টির কোনো আশংকা থাকে না।

ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থার বিনিয়োগ কার্যক্রম ও কল্যাণমূলক কর্মকান্ডের ফলে বেকার সমস্যা হ্রাস পায়

ইসলামী ব্যবস্থায় সুদের হার শূন্য হয় এবং বিনিয়োগ বৃদ্ধি পেয়ে পূঁজির প্রান্তিক দক্ষতা শূন্য হওয়া পর্যন্ত বিনিয়োগ হয়। ফলে এই ব্যবস্থায় বিনিয়োগ পূর্ণ হয় এবং কর্মংস্থানও পূর্ণতা লাভ করে। শ্রমের চাহিদা এবং মজুরীও বৃদ্ধি পায়। ইসলামী ব্যাংক প্রকৃতপক্ষে একটি বিনিয়োগধর্মী ব্যাংক। ইসলামী বিনিয়োগ পদ্ধতিতে গ্রাহকের নিকট বিনিয়োগ করা ছাড়া অন্য কোথাও বিনিয়োগের সুয়োগ নেই। সুতরাং ইসলামী ব্যাংককে সর্বক্ষেত্রে ভালো বিনিয়োগ গ্রহীথা খুঁজতে হয় এবং সাথে সাথে বিনিয়োগের খাতও খুঁজে বের করতে হয়। এর ফলে নতুন উদ্যোক্তা সৃষ্টি হওয়ার সুযোগ থাকে। মোটকথা ইসলামী ব্যাংকে কার্যক্রম সামগ্রিকভাবে উৎপাদনের সালে যুক্ত। উৎপাদনমূলক কার্যক্রম পথ প্রশস্ত করে। ইসলামী ব্যাংক শুধু বিত্তশালী বিভিন্ন প্রকল্প ও উদ্যোগ গ্রহণ করে। এটি ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থার আর্থ সামাজিক লক্ষ্য অর্জনের একটি অপরিহার্য কর্মকৌশল। বেকারত্ব দূরীকরণে ও আর্থিক কর্মসংস্থানে ইসলামী ব্যাংকের ভূমিকা ইতিবাচক, প্রত্যক্ষ ও সক্রিয়।[১৮]

ইসলামী ব্যবস্থায় আয় ও সম্পদ বণ্টন ইনসাফপূর্ণ হয়

[১৮] মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৪।

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থায় প্রকল্প বা কারবারের উৎপাদনশীলতা ও লাভজনীনতার ভিত্তিতে অর্থায়ন করা হয়। সুতরাং এ ব্যবস্থায় কারবার ছোট-বড় হওয়ার বিত্তিতে কোনো পার্থক্য করা হয় না; বরং ছোট, মাঝারি ও বৃহৎ সকল কারবারকে একই সমতলে এনে দাঁড় করানো হয় এবং যে কারবারে লাভের হার যত বেশি হয়, সে কারবার তত বেশি পূঁজি সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়। বড় কারবার যদি সত্যিই অধিক উৎপাদনশীল ও লাভজনক হয়, তাহলে তার পূঁজি যোগানকারী প্রতিষ্ঠানকে কম নয়, বরং বেশী হারে মুনাফা দিতে হয়। অপরদিকে ছোট ও মাঝারি কারবারে যদি সত্যিই উৎপাদনশীল হয়, তাহলে বিনিয়োগ বহন করার মত যথেষ্ট বরাদ্দ সম্পদ না থাকলেও বিনিয়োগ সুবিধা পেতে তাদের অসুবিধা হয় না। সুতরাং ইসলামী ব্যবস্থায় সম্পদ বরাদ্দ ও বণ্টনের পূর্ণ ইনসাফ কায়েম হয়। এছাড়া আয়-বণ্টনের ক্ষেত্রেও ইসলামী ব্যবস্থায় পূর্ণ সুবিচার প্রতিষ্ঠিত হয়। শুধু উৎপাদন বৃদ্ধি নয়, সুষম বণ্টন নিশ্চিত করা ইসলামী ব্যাংকের আদর্শ। শুধু আয়ের সৃষ্টি নয়, আয়ের পুঞ্জীভবন (Accumulation) নয়, সে আয়ের সুষম বণ্টনের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখা ইসলামী ব্যাংকের অন্যতম নীতি।

ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা সকল বঞ্চনা ও জুলুমের অবসান ঘটিয়ে আমানতকারী, ব্যাংক ও বিনিয়োগকারীদের মধ্যে পূর্ণ সুবিচার ও ইনসাফ কায়েম করে। ইসলামী ব্যাংক বঞ্চনা ও জুলুমের প্রধান হাতিয়ার সুদকে বর্জন করে লাভ লোকসানের অংশীদারিত্বকে আমানতকারী, ব্যাংক ও বিনিয়োগকারীর মধ্যে সম্পর্কের ভিত্তি বানিয়ে নিয়েছে। এই ব্যবস্থায় ব্যাংক বিনিয়োগকারীর সাথে তার কারবারের লাভ-লোকসানে ভাগী হয়। কারবারে লাভ বেশি হলে উভয়ের লাভের অংক বড় হয়, লাভ কম হলে উভয়ে কম আয় পায়, আর লোকসান হলে উভয়ে পূঁজির অনুপাত অনুসারে তা বহন করে। অনুরূপভাবে আমানতকারীগণও ব্যাংকের আয়ের সাথে সংগতিশীল অংশ পায় এবং ব্যাংকের লোকসান হলে সকলে মিলে জমার অনুপাত অনুসারে তা ভাগ করে নেয়। সুতরাং ইসলামী ব্যবস্থায় আমানতকারী, ব্যাংক ও বিনিয়োগকারীর সকলেই অংশীদার এবং মুনাফা হলে সকলেই লাভবান হয়, ক্ষতি হলে সকলে মিলে তা বহন করে। এ ব্যবস্থা পূর্ণ সুবিচার ও ন্যায় ইনসাফের উপর প্রতিষ্ঠিত।

ইসলামী ব্যাংকিং এর প্রভাবে দেশে মুদ্রাস্ফীতি (Inflation) কমে আসে

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থায় হয় পণ্য-সামগ্রী ক্রয়-বিক্রয় করা হয় অথবা উৎপাদনশীল খাতে মূলধন যোগান দেওয়া হয়। এ ব্যবস্থায় অনুৎপাদশীল খাতে ঋণ দেওয়ার কোনো সুযোগ নেই। ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থায় উৎপাদন এবং পণ্য-সামগ্রীর সাথে অসামঞ্জস্যশীল অর্থ সরবরাহ করা সম্ভব নয়। সুতরাং ইসলামী ব্যবস্থায় মুদ্রাস্ফীতি (Inflation) সৃষ্টি হবার আশংকা তেমন থাকে না।

ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থার প্রভাবে দেশে অর্থনৈতিক অস্থিরতা হ্রাস পায়

ইসলামী ব্যাংকিং অর্থনীতির বাস্তব খাত (Real Sector) বা বাস্তব পণ্য-সামগ্রী নিয়ে কারবার করে থাকে, ফলে এ ব্যবস্থা অর্থের প্রবাহ এবং পণ্য সামগ্রী ও সেবা সরবরাহের মধ্যে সংগতি রক্ষার মাধ্যমে অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় অসাধারণ (Tremendous) স্থিতিশীলতা বহাল রাখতে সক্ষম হয়। এছাড়া ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা এর নিজস্ব প্রবর্তিত লাভ-লোকসানের অংশিদারিত্বের ভিত্তিতে তাদের কার্যাবলী পরিচালনা করে, এভাবে ইসলামী ব্যাংক সমাজকে ঋণের থেকে মুক্ত রাখে অর্থাৎ অর্থনীতি যদি মন্দা বা মুদ্রা সংকোচনের মধ্যে নিপতিত হয় তাহলে সে অবস্থায় লাভ-লোকসান অংশীদারী ব্যবস্থা রাষ্ট্র এবং অর্থনীতির চালকদেরকে পুঞ্জিভূত সুদের অশুভ পরিণাম থেকে নিরাপদ রাখে এবং ঋণখেলাপী ও দেউলিয়াত্বের পর্যায়ে নামিয়ে আনে।[১৯]

ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থায় অংশীদারী ভিত্তিতে বিনিয়োগ করা হয় এবং কারাবারে নীট ফলাফলই অংশীদারদের মধ্যে বণ্টন করা হয়। এ ব্যবস্থায় প্রচলিত নিয়ম-প্রথা, সুবিচার এবং অর্থনৈতিক অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রেখে বিনিয়োগকারী ও ব্যাংকের মধ্যে মুনাফা বণ্টনের হার নির্ধারণ করা হয় এবং এ হার সুদের হারের ন্যায় ঘন ঘন ওঠানামা করে না। এছাড়া সুদী ব্যবস্থায় কারবারে লাভ কিংবা লোকসান হোক, সর্বাবস্থাতেই নির্ধারিত সুদ পরিশোধ করতে হয়। কিন্তু ইসলামী ব্যবস্থায় লভ্যাংশ কেবল লাভ হলেই দিতে হয়। সুতরাং সুদের তুলনায় অংশীদারী বিনিয়োগের বোঝা হালকা হয় এবং কারবারের ঝুঁকি হ্রাস পায়। এ অবস্থা কারবার পতনের সংখ্যা হ্রাস করে এবং অর্থনীতিতে অস্থিরতা কমিয়ে আনে।

---

১৯ বিচারপতি মাওলানা মুহাম্মদ তকি ওসমানী, সুদ নিষিদ্ধ পাকিস্তান সুপ্রীম কোর্টের ঐতিহাসিক রায়, অধ্যাপক মুহাম্মদ শরীফ হুসাইন অনূদিত, ইসলামিক ইকোনমিক্স রিসার্চ বুরো প্রকাশিত, নভেম্বর ২০০৮, পৃ. ১০০।

Dhaka University Institutional Repository

বস্তুত লাভ-লোকসানে অংশীদারী ভিত্তিতে পরিচালিত ব্যাংক ব্যবস্থায় সুদের ফলে সৃষ্ট অস্থিরতা হ্রাস পায়, উৎপাদনশীল দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগ পূঁজি প্রবাহিত হয় এবং বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত গ্রহণে শৃংখলা স্থাপিত হয়।[২০]

ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থার প্রভাবে দেশে প্রবৃদ্ধির গতি ত্বরান্বিত হয়

সুদ বিলোপ করে লাভ-ক্ষতিতে অংশীদারী ভিত্তিতে অর্থায়ন ব্যবস্থা চালু করা হলে বিনিয়োগ ও উৎপাদন সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছে যায়, উদ্যোক্তা ও অর্থায়নকারীর মধ্যে সুবিচার প্রতিষ্ঠিত হয় এবং বিনিয়োগের ঝুঁকি বণ্টিত হয়। অর্থনীতিতে অস্থিরতা হ্রাস পায়, অনিশ্চয়তা দূর হয়। বিনিয়োগের উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি হয় এবং বিনিয়োগ ও উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির গতি ত্বরান্বিত হয়।

যে কোনো আঘাত (Shock) মুকাবিলা সহজ হয়

ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থায় আমানতকারীগণ (depositors) ব্যাংকের অংশীদার হিসেবে লাভের নির্ধারিত অংশ গ্রহণ এবং পূঁজির আনুপাতিক হারে লোকসান বহনের চুক্তিতে ব্যাংককে মূলধন যোগান দেয়। সুতরাং ব্যাংকের উপর সংকট সৃষ্টিকারী কোনো আঘাত (Shock) এলে ব্যাংক এর সাকুল্য লোকসান মুদারাবাহ (مضاربة) জামাকারীদের মধ্যে তাদের প্রত্যেকের জমায় অনুপাতে ভাগ করে দেয় এবং জমার (শেয়ার) মূল্য হ্রাস করে পাওনা ও দেনার মধ্যে সমন্বয় সাধন করে। সুতরাং ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থায় ব্যাংকের দেনা ও পাওনার প্রকৃত মূল্যের মধ্যে সর্বদাই ভারসাম্য বহাল থাকে।[২১] বিষয়টি আরো সহজ করা জন্য নিম্নরূপে ব্যাখ্যা করা যায়। ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থায় বিনিয়োগ গ্রহণকারী কোনো গ্রাহক যদি কারবারে লোকসান দেয়, এমনকি লোকসানের দরুন যদি তার সাকুল্য মূলধনও খোয়া যায়, তাহলেও উদ্যোক্তা ব্যাংক এবং আমানতকারীদের তেমন কোনো অসুবিধা হয় না।

প্রথমে উদ্যোক্তার দিক থেকে বিষয়টি দেখা যেতে পারে। উদ্যোক্তা যদি মুদারাবাহ চুক্তির ভিত্তিতে বিনিয়োগ সুবিধা হয়, আর যদি তার কোনো ত্রুটি, গাফেলতি ও চুক্তিভঙ্গের কারণে লোকসান না হয়, তাহলে উক্ত লোকসানের সম্পূর্ণ বোঝা ব্যাংকের উপর বর্তায়। উদ্যোক্তা কেবল তার ব্যয়িত শ্রম ও সময় হারায় এবং এর বেশি লোকসানের কোনো আর্থিক বোঝা

---

২০ ড. এম. উমর চাপরা, পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৪।

২১ ড. ইরাজ টোটেনসিয়ান, পূর্বোক্ত, পৃ. ২।

Dhaka University Institutional Repository

তাকে বহন করতে হয় না। সুতরাং ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থায় মুদারাবাহ বিনিয়োগকারী লোকসানের বোঝা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত থাকে, অর্থাৎ সুদী ব্যাংকের ন্যায় লোকসানের মাধ্যমে খোয়া যাওয়া ব্যাংকের পুঁজি তাকে ফেরত দিতে হয় না।

২.১১ ইসলামী ব্যাংক সমূহের সাফল্য

১. বিশ্বব্যাপী ইসলামী ব্যাংকগুলো মুসলমানদের হালাল লেন-দেনের পথকে সুগম করেছে। সুদী ব্যাংকসমূহের সঙ্গে লেন-দেন করা থেকে মুসলমানদেরকে রক্ষা করেছে।

২. সুদমুক্ত ব্যাংক প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ইসলামী ব্যাংকিং মুসলমানদের মনে আশা-আকাঙ্খা ও আস্থার বীজ বপন করেছ। আর সামষ্টিক ইচ্ছা যখন ইসলামী শরী'আতের বাস্তবায়নের দিকে অগ্রসর হয় তখন তা একটি সহজ ব্যাপার, কঠিন কিছু নয়।

৩. সুদভিত্তিক ব্যাংকসমূহ যখন সম্পদশালী ছাড়া অন্যদের সাথে খুব কমই লেন-দেন করে তখন ইসলামী ব্যাংকসমূহ মুসলিম জনগোষ্ঠীর এক বিরাট সংখ্যক লোককে সঞ্চয় ও বিনিয়োগে উৎসাহিত করেছে।

৪. ইসলামী ব্যাংকসমূহ যাকাত ফান্ড, কল্যাণ ফান্ড ও করদে হাসান এর মাধ্যমে দরিদ্র লোকজন এবং দাতব্য ও ইসলামী সংস্থাসমূহকে সাহায্য করার সুযোগ তৈরী করেছে।

৫. ইসলামী ব্যাংকসমূহ শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নে অংশগ্রহণ করেছে, যেমন মিশরের ফলসাল ইসলামী ব্যাংক ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রসারের লক্ষ্যে একটি সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেছে।

৬. এগুলো পাশ্চাত্যের বীমা কোম্পানীসমূহের বিপরীতে ইসলামী বীমা (তাকাফুল) কোম্পানী প্রতিষ্ঠা করেছে, যেমনটি ঘটেছে সুদান, দুবাই ও অন্যান্য দেশে।

৭. এগুলো এমন কিছু কোম্পানী প্রতিষ্ঠা করেছে যেগুলি জাতীয় ও ইসলামী অর্থনীতির কল্যাণে বিরাট ভূমিকা পালন করতে পারে।

৮. ইসলামী ব্যাংকসমূহ 'ফিকহুল মু'আমালাত' কে (লেন-দেন সম্পর্কিত ফিকহ) পুনর্জীবিত করেছে যা বাস্তব জীবনে বাস্তবায়নের অভাবে ফিকহী পুস্তকসমূহের পাতায় পরিত্যক্ত বা স্থবির অবস্থায় ছিল। ফলে ব্যাপক জনগণ আবার মুদারাবা, মুশারাকা, বায়' মুরাবাহা, বায়'

Dhaka University Institutional Repository

সালাম, বায়‘ ইসতিসনা‘, করদ, মুদ্রা বিনিময়, গ্যারান্টি ইত্যাদি বিষয়সমূহ অধ্যয়ন করতে শুরু করেছে।[২২]

আমানতের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত কয়েকটি বিষয়ের প্রতি খেয়াল রাখতে হবেঃ

১। আমানতের টাকা যখনই ফেরত চাবে তখনই ফেরত দেয়া।

২। গচ্ছিত অর্থ-সম্পদ দ্বারা কোনোভাবে উপকৃত হওয়া যাবে না।

৩। অর্থ আমানত রাখার পর আমানতকারী ও আমানত সংরক্ষণকারী উভয়ের মাঝে কোনো কারণে কথার বৈপরীত্য দেখা দিলে আমানতকারী ব্যক্তির কথাই শপথবাক্যসহ কর্তব্য হবে। তবে আমানত সংরক্ষণকারী যদি কোনো প্রমাণ পেশ করতে পারে তাহলে প্রমাণের ভিত্তিতে ফায়সালা করতে হবে।

৪। আমানতের অর্থ/বস্তু যদি নষ্ট হয় এবং এ ক্ষেত্রে আমানত সংরক্ষণকারীর কোনো দুর্বলতা না থাকে তাহলে তাকে জরিমানা দিতে হবে না; কিন্তু যদি প্রমাণিত হয় যে, আমানত সংরক্ষণকারীর কারণেই উক্ত আমানত নষ্ট হয়েছে তাহলে তাকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

আল আমানাহ্’ (الامانة) ও আল ওয়াদী‘আহ্’র (الوديعة) পার্থক্য

ইসলামী শরী‘আহ্’র নীতি অনুযায়ী কারো কাছে কোনো কিছু গচ্ছিত রাখার ঐতিহ্যবাহী পদ্ধতি ‘আমানত’ বা ‘আল আমানাহ্ (الامانة)’। আল ওয়াদিয়া হলো অর্থের নিরাপত্তা বিধানে চুক্তি। আল ওয়াদিয়া ও আল আমানাহ্’র মধ্যে পার্থক্য খুবই সরল ও স্পষ্ট। আল আমানাহ্ পদ্ধতিতে আমানত গ্রহণকারী তার কাছে গচ্ছিত আমানতকারীর অর্থ বা বস্তু ব্যবহার করতে পারেন না। ঐ সম্পদে কোনোরূপ পরিবর্তন বা যোগ-বিয়োগ করতে পারেন না। কিন্তু আল ওয়াদিয়া চুক্তি অনুযায়ী জমা গ্রহণকারী (مؤدع إليه = মুয়াদ্দা ইলাইহি) জমাকারীর (مؤدع = মুয়াদ্দি) অনুমতি নিয়ে জমা অর্থ বা বস্তু (মুয়াদ্দা) ব্যবহার করতে পারেন।

ব্যাংকিং সেবায় ইসলামী ব্যাংকের চলতি ‘আল ওয়াদিয়া’ পদ্ধতিতে পরিচালিত হয়। অন্যদিকে ইসলামী ব্যাংকের লকার সার্ভিস পরিচালিত হয় ‘আল আমানাহ’ নীতির ভিত্তিতে। ইসলামী ব্যাংক আল ওয়াদিয়া চলতি হিসাবের টাকা ওয়াদিয়া চুক্তির শর্ত অনুযায়ী ব্যবহার করে এবং চাওয়া মাত্র ফেরত দেয়। কিন্তু লকারে গচ্ছিত সম্পদ যে অবস্থায় রাখা হয় সে অবস্থায় হেফাজত করে।

---

২২ ড. ইউসূফ আল-কারাদাভী, ইসলামী ব্যাংকিং-এ মুবারাহা (ঢাকা: সেন্ট্রাল শরী‘আহ্ বোর্ড ফর ইসলামিক ব্যাংকস অব বাংলাদেশ, ফেব্রুয়ারী ২০০৯), পৃ. ১২৫-১২৬।

Dhaka University Institutional Repository

আল ওয়াদী'আহ্ চলতি হিসাব ও সুদী ব্যাংকের চলতি হিসাবের পার্থক্যঃ

পার্থক্যের ভিত্তি	ইসলামী ব্যাংকের আল ওয়াদী'আহ্ চলতি হিসাব	সুদী ব্যাংকের চলতি হিসাব
১. নীতি ও নিয়ত	ইসলামী ব্যাংকের চলতি হিসাব শরী'আহ্'র আল ওয়াদী'আহ্ নীতির পরিচালিত হয়।	প্রচলিত সুদভিত্তিক ব্যাংকের চলতি হিসাবে পরিচালনায় শরী'আহ্র কোনো নীতি বা পদ্ধতি বা বিধান অনুসরণের তাকীদ বা প্রয়োজন অনুভব করা হয় না।
২. জমাকৃত অর্থ ব্যবহারের অনুমতি	আল ওয়াদী'আহ্ চলতি হিসাবে জমাকারীর কাছ থেকে তার অর্থ ব্যবহারের পূর্ব অনুমতি নেয়া হয়।	প্রচলিত সুদভিত্তিক ব্যাংকের চলতি হিসাবে জমাকারীর কাছ থেকে অর্থ ব্যবহারের শর'ঈ বাধ্যবাধকতা অনুভব করা হয় না।
৩. অর্থ ব্যবহারে শরী'আহ্ মেনে চলা	আল ওয়াদীআহ্ চলতি হিসাবে জমা অর্থ শরী'আহ্ পরিপন্থী কোনো পদ্ধতিতে বা কোনো হারাম খাতে ব্যবহার করা হয় না। ইসলামী ব্যাংক এ ব্যাপারে জমাকারীকে নিশ্চিত করে।	প্রচলিত সুদভিত্তিক ব্যাংক চলতি হিসাবে জমা অর্থ সুদের ভিত্তিতে হালাল-হারাম নির্বিশেষে যে কোনো খাতে ব্যবহার করে।

মুদারাবা তহবিলের কতিপয় দিক (Shariah issue relating to Mudaraba Fund)

১। মুদারাবা তহবিলের গ্যারান্টি প্রদান করা যাবে না।

২। মুদারাবা তহবিল ব্যবহারের ক্ষেত্রে ব্যাংকের পূর্ণ স্বাধীনতা থাকতে হবে।

৩। মুদারাবা অর্থ শরী'আহ্ সম্মত খাতে বিনিয়োগ করতে হবে।

৪। গ্রাহকদের হিসাব খোলানোর সময় মুদারাবা হিসাবের যাবতীয় শর্তাবলী/চুক্তিপত্র বিস্তারিত পড়াতে হবে/জানাতে হবে; এরপর সাক্ষর নিতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

৫। ইসলামী ব্যাংকিং এ মেয়াদি আমানতকারী হচ্ছেন মালিপক্ষ আর ব্যাংকার হচ্ছে ফান্ড ব্যবস্থাপনাকারী/সেবক। মলিক হিসেবে মুদারাবা ডিপোজিটরকে যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করতে হবে।

৬। সাহিবুল মালকে মুদারাবা হিসাব সংক্রান্ত যে কোনো তথ্য জানাতে হবে, যদি তিনি জানতে চান।

৭। লোকসান হলে মুদারাবা আমানতকারীকে তা বহন করতে হবে।

৮। ব্যাংকের বার্ষিক হিসাব চূড়ান্ত করার পর মুদারাবা ডিপোজিটর মুনাফা পাওনা থাকলে যথা নিয়মে তা প্রদান করতে হবে।

৯। মুদারাবা ডিপোজিটারদের জমা/মূলধনের বিপরীত নিদিষ্ট হারে মুনাফা প্রদানের চুক্তি করা যাবে না।

ইসলামী শরী'আতে বর্ণিত মুদারাবাহ কারবারের ধরন অনুসারে ইসলামী ব্যাংক বিভিন্ন প্রকার মুদারাবা হিসাবে আমানত গ্রহণ করে। এগুলো হচ্ছে:

১। সাধারণ মুদারাবা জমা হিসাব।

২। বিশেষ মুদারাবা জমা হিসাব।

৩। মেয়াদি মুদারাবা জমা হিসাব।

৪। বিশেষ মেয়াদি মুদারাবা জমা হিসাব।

১। সাধারণ মুদারাবা জমা হিসাবঃ সাধারণ মুদারাবা জমা হিসাবের ক্ষেত্রে জমাকৃত অর্থ ব্যবহারের জন্য কারবারের ধরন, প্রকল্প, মেয়াদ ইত্যাদি বিষয়ে কোনো বাধা-নিষেধ থাকে না। ব্যাংক যে কোনো কারবারে এবং যে কোনো মেয়াদের জন্য এ অর্থ ব্যবহার করতে পারে। এ ক্ষেত্রে আমানতকারীকে চেক বই দেয়া হয়। আমানতকারী সপ্তাহে একবার এবং একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ তুলে নিতে পারে্ এ পরিমাণের চেয়ে অধিক অর্থ তুলে নিতে হলে পূর্বাহ্নে নোটিশ দিতে হয়। ব্যাংক সাধারণত কোনো নির্দিষ্ট সময়ে যেমন: ১ মাস, ৩ মাস, ৬ মাস ও ১ বছরে এরূপ আমানতকারীদের হিসাবে বর্নিত গড় অর্থের অনুপাতে মুনাফার অংশ বণ্টন করে।

২। বিশেষ মুদারাবা জমা হিসাবঃ বিশেষ মুদারাবাহ জমা হিসাবের ক্ষেত্রে কোনো বিশেষ করাবার বা প্রকল্পে বিনিয়োগ করার জন্য অর্থ জমা রাখা হয়। ব্যাংক সে বিশেষ কারবার বা প্রকল্প অর্থ বিনিয়োগ করে এবং এ থেকে এ লাভ পায় তারই নির্ধারিত অংশ এরূপ জমাকারীদের মধ্যে বণ্টন করে থাকে।

Dhaka University Institutional Repository

৩। মেয়াদি মুদারাবা জমা হিসাবঃ মেয়াদি মুদারাবাহ জমার হিসাব খোলার সময়ে জমার মেয়াদ নির্ধারণ করে দেয়া হয়। ব্যাংক সেই নির্ধারিত মেয়াদের জন্য এ অর্থ বিনিয়োগ করতে পারে। জমাকারী মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার পূর্বে এ অর্থ তুলে নিতে পারে না।

৪। বিশেষ মেয়াদি মুদারাবা জমা হিসাবঃ বিশেষ কারবার বা প্রকল্পে নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য বিনিয়োগ করার উদ্দেশ্যে এ আমানত রাখা হয়। ব্যাংক নির্ধারিত কারবারে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য এ অর্থ খাটাতে পারে এবং এ থেকে প্রাপ্ত মুনাফা এরূপ জমাকারীদের মধ্যে বণ্টন করে। সেই কারবারে এবং নির্ধারিত সময়ে লোকসান হলে তা জমাকারীদের বহন করতে হয়। মেয়াদ শেষ না হলে জমাকারী তার অর্থ তুলে নিতে পারে না।

আল মুদারাব্া হিসাব ও সুদী ব্যাংকের সঞ্চয়ী হিসাবের পার্থক্য

ইসলামী ব্যাংকের মুদারাবাহ্ হিসাব ও সুদী ব্যাংকের সঞ্চয়ী হিসাব/মেয়াদী হিসাব থেকে সম্পূর্ণ আলাদা

পার্থক্যের ভিত্তি	ইসলামী ব্যাংকের মুদারাবাহ্ হিসাব	সুদী ব্যাংকের সঞ্চয়ী হিসাব/মেয়াদী হিসাব
১। নীতি ও নিয়ত	ইসলামী ব্যাংকের সঞ্চয়ী ও মেয়াদী জমা হিসাব শরী'আহ্'র আল মুদারাবাহ্ নীতির ভিত্তিতে পরিচালিত হয়।	প্রচলিত গতানুগতিক সুদী ব্যাংকের ট্াইম ডিপোজিট পরিচালনায় শরী'আহ্'র কোনো নীতি বা পদ্ধতি বা বিধান অনুসরণের প্রয়োজন অনুভব করা হয় না।
২। যে শর্তে জমা নেয়া হয়	আল মুদারাবাহ্ হচ্ছে এক ধরনের কারবার-চুক্তি যেখানে এক পক্ষ অর্থের যোগান দেয় এবং আরেক পক্ষ শ্রম ও সময় বিনিয়োগ করে কারবার পরিচালনা করে। কারবারে লাভ হলে পূর্ব-নির্ধারিত অনুপাত অনুসারে উভয়ে তা ভাগ করে	সুদী ব্যাংকগুলো তাদের সঞ্চয়ী/মেয়াদী হিসাবে গ্রাহকদের নিকট থেকে নির্ধারিত হারে সুদ দেয়ার শর্তে জমা নেয়া হয়। এ জমাতে জমাকারীর কাছ থেকে গৃহীত ঋণ হিসেবে গণ্য করা হয় এবং ব্যাংক এর

Dhaka University Institutional Repository

	নেয়; কিন্তু লোকসান হলে পূঁজির মালিককে লোকসান বহন করতে হয়।	উপর দৈনিক প্রডাক্ট হিসাব করে পূর্ব নির্ধারিত হারে সুদ দেয়।
৩। গ্রাহক-ব্যাংকার সম্পর্ক	মুদারাবাহ্ ব্যবস্থায় ব্যাংক ও আমানতকারীর সম্পর্ক হয় অংশীদারিত্বের, দাতা-গ্রহীতার নয়। এটি গ্রাহক সম্পৃক্ততার আদর্শ হিসেবে পরিচিত।	সুদী ব্যবস্থায় টাইম ডিপোজিটের ক্ষেত্রে ব্যাংক ও আমানতকারীর সম্পর্ক হয় ঋণ গ্রহীতার ও ঋণ দাতার।
৪। লাভ-ক্ষতি নির্ধারন	সঞ্চয়ী ও মেয়াদী আমানতকারীগণের লাভ পরে নির্ধারিত (Post determined)। মুদারাবাহ্ আমানতের উপর ইসলামী ব্যাংকে যে মুনাফা দেয় তা হচ্ছে লাভ-ক্ষতির অংশ এবং তা অনির্ধারিত, অনিশ্চিত ও ঝুঁকিবহুল।	সঞ্চয়ী ও মেয়াদী আমানতকারীর সুদের হার পূর্বেই নির্ধারিত (Predetermined) থাকে।
৫। ওয়েটেজ পদ্ধতি অনুসরণ	মুদারাবাহ্ আমানতে মুনাফা বণ্টন করার সময় ব্যাংক ওয়েটে (Weightage) পদ্ধতি প্রয়োগ করে।	প্রচলিত সুদী ব্যাংকে কোনো ওয়েটেজ পদ্ধতি অনুসৃত হয় না।
৬। গ্রাহকদের চিন্তার পরিশুদ্ধি	ইসলামী ব্যাংক তার বিনিয়োগ প্রদান ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য মূলত গ্রাহকদের কাছ থেকে আমানত গ্রহণ করে না। বরং আমানতকারীর চিন্তার বিশুদ্ধকরণ এবং তার নিজের পরিবারের সুষ্ঠু অর্থ পরিকল্পনা	সুদী ব্যাংকে গ্রাহকদেও চিন্তার পরিশুদ্ধিও ব্যবস্থা নেই আদর্শিক (Ideological) ভিন্নতার কারণে।

Dhaka University Institutional Repository

	প্রণয়নে অভ্যস্ত করে তোলে। এ প্রক্রিয়ায় মূলত ইসলাম স্বীকৃত অর্থ ব্যয় সংক্রান্ত আচরণবিধির অনুগত একটি প্রজন্ম সৃষ্টি করার মাধ্যমে ব্যক্তির প্রত্যক্ষ উন্নয়ন তথা সমাজের বৃহৎ জনগোষ্ঠীর পরোক্ষ উন্নয়ন সাধিত হয়।[২৩]	
৭। ধর্মীয় আমানত আকর্ষণ	যারা সুদী ব্যাংকিং এ অর্থ জমা রাখতে আগ্রহী নন এবং দ্বীনদার-ঈমানদার সাহেব আল মালদের অলস টাকা মুদারাবাহ্ সিস্টেমে আকর্ষণ করা হয়।	সুদী ব্যাংকের মেয়াদী আমানতের প্রতি দ্বীনদার গ্রাহকদের আগ্রহ থাকে না।

আমানত সংগ্রহে ইসলামী ব্যাংকের সাফল্যঃ

ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা ইসলামী অর্থনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার। সেদিক থেকে এ ব্যাংকের আর্থ-সামাজিক লক্ষ্য স্বতন্ত্র। ফলে ইসলামী ব্যাংকের কর্মকৌশল এবং তার জমা সংগ্রহ ও বিনিয়োগসহ সকল কার্যক্রমের উপকারভোগী জনগোষ্ঠী প্রচলিত অন্যান্য ব্যাংক থেকে বহুলাংশে ভিন্নতর এবং সার্বিকভাবে ব্যাপকতর।

ব্যষ্টিক অর্থনীতির স্থিতিশীলতা অর্জনের উদ্দেশ্যে ইসলাম জাতীয় সঞ্চয়কে বিশেষ গুরুত্ব দেয় এবং জনগণকে সঞ্চয়ের অভ্যাস গড়ে তুলতে উৎসাহ যোগায়। ইসলামী ব্যাংক এ লক্ষ্য বাস্তবায়নে শুধু বড় সঞ্চয়ের প্রতি আগ্রহী না হয়ে ছোট ছোট জমাকারীদের সম্পদকে জাতীয় আর্থিক প্রবাহে নিয়োজিত করতে চেষ্টায় রত। এক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংকগুলোর ভূমিকা আলোচনা করা যায়। মাত্র ১০০ টাকা প্রাথমিক জমা দিয়ে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড-এ আইনানুগভাবে যে কেউ হিসাব খুলতে পারেন। এভাবে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয় সংগ্রহে ইসলামী ব্যাংক গণ-ব্যাংক (mass bank) রূপে ভূমিকা পালন করছে। 'সঞ্চয়-বিনিয়োগ-আয়' অর্থনীতির এই চক্র অনুসরণ করে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি. নিম্নবিত্ত মানুষের সামর্থ বৃদ্ধির জন্য কাজ করছে। এ লক্ষ্যে ইসলামী ব্যাংক পল্লী এলাকার নানা জায়গায় তার শাখা ছড়িয়ে দিয়েছে। দেশের বেসরকারী ব্যাংকসমূহের মধ্যে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি.-

[২৩] আল মাওসুয়াহ আল আমালিয়া লিল বুনুকীল ইসলামীয়া, আল ইত্তেহাদ আদ্দুয়াইলি লিল বুনুকিল ইসলামীয়াহ্, ফারউল কাহেরা, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৫; ড. সাইয়েদ আল হাওয়ারী, পূর্বোক্ত, পৃ. ১১।

Dhaka University Institutional Repository

এর গ্রামভিত্তিক শাখার সংখ্যা তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি। অন্যান্য ইসলামী ব্যাংকও দেশের বিভিন্ন স্থানে শাখা সম্প্রসারণের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

ইসলামী ব্যাংক মনে করে, সঞ্চয়ের মাধ্যমে একজন গ্রাহক ব্যক্তিগতভাবে লাভবান হতে পারেন এবং সেই সাথে তিনি সামাজিক দায়িত্বও পালন করতে পারেন। ইসলামী শরী'আতে'র মুদারাবাহ্ বা অংশীদারী সম্পর্কের ভিত্তিতে জনগণের কাছ থেকে জমা গ্রহণ এবং তা শরী'আহ্ সম্মত পদ্ধতিতে বিনিয়োগের মাধ্যমে ইসলামী ব্যাংক তাদেরকে হালাল মুনাফা অর্জনে সহযোগিতা করছে। সুদের কারণে যারা আগে ব্যাংকে অর্থ জমা করতেন না ইসলামী ব্যাংক সেই বিপুলসংখ্যক মানুষের অলস অর্থ জাতীয় মূলধারায় সঞ্চালিত করার সুযোগ করে দিয়েছে।[২৪]

বাংলাদেশে বর্তমানে ৬২টি তফসিলি ব্যাংকে ৬ হাজারেরও অধিক শাখায় কাজ করছে। তার মধ্যে ইসলামী ব্যাংকসমূহের মোট শাখার সংখ্যা প্রায় চারশ'। ইসলামী ব্যাংকিং শাখাগুলো গ্রাহক আকর্ষণের দিক দিয়ে বিপুল সাফল্যের পরিচয় দিয়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি. ২০১৮ সাল নাগাদ তার প্রায় ৩০০টি শাখার মাধ্যমে প্রায় ১ কোটি আমানত গ্রাহককে আকৃষ্ট করতে সমর্থ হয়েছে। এ ব্যাংকের রয়েছে প্রায় ৬৫ হাজার শেয়ার হোল্ডার। দেশের প্রায় তিন কোটি মানুষ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড-এর সুবিধাভোগী। এর মধ্যে হিন্দু, বৌদ্ধ-খৃষ্টানসহ সকল ধর্ম-বর্ণ-শ্রেণি-পেশাজীবি মানুষ রয়েছে। এটি বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং-এর বিশেষ জনপ্রিয়তার একটি প্রমাণ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

আদর্শিক বিবেচনা ছাড়াও উন্নততর গ্রাহক সেবা ইসলামী ব্যাংকের জমা প্রবৃদ্ধিকে প্রভাবিত করছে। এ ব্যাপারে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড-এর জমা সংগ্রহের ওপর জরিপ চালিয়ে বিআইবিএম-এর প্রফেসর ড. মিহির কুমার রায় উপসংহারে মন্তব্য করেছেন:

The customers who are trying to avoid interest strongly support this system of banking. Not only religious injunction but also better banking services of IBBL have been influencing the customers' preference to a great exten. Accordingly, IBBl is able to mobilize a great bulk of deposits.[২৫]

---

২৪ মোহাম্মেদ আবদুল মান্নান, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫৫।

২৫ পূর্বোক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়
আল-কুরআন ও আল-হাদীসে নিষিদ্ধ সুদ (ربا) ও প্রচলিত ব্যাংকব্যবস্থায় সুদ

'রিবা' শব্দের শাব্দিক বিশ্লেষণ

'রিবা' (ربا) শব্দটি আরবী। যা ر ب و শব্দমূল থেকে উৎপন্ন। বুৎপত্তিগত দিক থেকে ربو অর্থ উঁচু হওয়া, বুলন্দ হওয়া, ফুলে উঠা, বেড়ে যাওয়া। 'রিবা' (ربا) কে উর্দু ও ফারসীতে বলা হয় 'সুদ'। বাংলা ভাষায় উক্ত 'সুদ'[১] শব্দটিই 'রিবা'র প্রতিশব্দ হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। নির্ভরযোগ্য অভিধানসহ আল-কুরআনের তাফসীরকার, হাদীস বিশারদ, ফকীহ, ইসলামী পণ্ডিত ও অর্থনীতিবিদ সকলেই একমত যে, রিবা শব্দের অর্থ বেশি হওয়া, বৃদ্ধি পাওয়া, মূল থেকে বেড়ে যাওয়া, বিকাশ ঘটা ইত্যাদি।[২] আরবী অভিধান *'লিসান আল-আরব'* (لسان العرب) গ্রন্থে 'রিবা' অর্থে বলা হয়েছে, والأصل فيه الزيادة، من لابا المال إذا زاد وارتفع "এ ক্ষেত্রে মূলকথা হচ্ছে অতিরিক্ত বা বৃদ্ধি পাওয়া। শব্দটি এসেছে আরবদের কথা *** (সম্পদ স্ফীত হয়েছে) থেকে। যখন কোনো সম্পদ বৃদ্ধি পায় বা স্ফীত হয়, তখন এ কথাটি বলা হয়।"[৩]

আল-যাবিদি তাঁর *'তাজ আল-'আরুস'* (تاج العروس) এবং ইমাম রাগিব আল-ইস্পাহানি তাঁর *'আল-মুফরাদাত ফী গরীব আল-কুরআন'* (المفردات فى غريب القرآن)-এ রিবার এই একই অর্থ লিখেছেন। Lane's Lexicon-এ রিবার অর্থ করা হয়েছে, æto increase (বৃদ্ধি পাওয়া); forbidden (নিষিদ্ধ); to take more than what is given (কোনো কিছু দেয়ার থেকে বেশি নেয়া); the practising or taking of usury or the like (সুদের অনুশীলন করা বা সুদ গ্রহণ করা বা এমন কিছু); an addition over and above the principal sum (মূলের অতিরিক্ত কোনো কিছু যোগ করা)"[৪]

---

১ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত কুরআনের অনুবাদগ্রন্থ 'আল কুরআনুল কারীম'- এ 'রিবা'-এর অনুবাদ করা হয়েছে 'সুদ'।

২ অধ্যাপক মুহাম্মদ শরীফ হুসাইন, *সুদ সমাজ অর্থনীতি*, (ঢাকা: ইসলামিক ইকোনমিক্স রিসার্চ ব্যুরো, ২০১২), পৃ. ১৩৯।

৩ মুহাম্মদ ইবন মুকাররাম ইবন আলি ইবন আহমাদ ইবন মানযুর আল-আনসারি, *লিসান আল-আরব*, অনলাইন সংস্করণ (http://lisaan.net).

৪ Siddiqui, Dr. Shahid Hasan, *Riba, Usury and Interest- Historical & Quranic Concept*, Journal of Islamic Banking & Finance, Vol. 10, No. 04, October-December 1993, p. 44.

Dhaka University Institutional Repository

উপরোক্ত আলোচনা থেকে বুঝা যায়, আসল অর্থের ওপর বাড়তি অর্থ বা মূল বস্তুর ওপর ঐ একই বস্তুর যা কিছু বাড়তি দেয়া বা নেয়া হয় তাকেই 'রিবা' বলা হয়।

বিভিন্ন ভাষায় ও সমাজে সুদ (রিবা-ربا) এর ব্যবহার

বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থে 'সুদ' এর জন্য ব্যবহৃত প্রতিশব্দ থেকেও রিবা'র ঐ একই অর্থ (মূলের ওপর বৃদ্ধি) পাওয়া যায়। আত-তাবারি ইহুদীদের জন্য নিষিদ্ধ রিবার ব্যাখ্যা দিয়ে বলেছেন, "তারা (ইহুদীরা) যে রিবা গ্রহণ করতো তা ঋণের আসল পরিমাণের ওপর অতিরিক্ত হিসেবে ধার্য করা হতো।"[৫] বাদাবী এ প্রসঙ্গে বণী ইসরাঈলের মধ্যে প্রচলিত রিবা (তওরাতে নিষিদ্ধ রিবা) এবং জাহেলী যুগে প্রচলিত (আল-কুরআনে নিষিদ্ধ) রিবার তুলনা করে দেখিয়েছেন, উভয় রিবা ছিল এক ও অভিন্ন।

বাইবেলের যাত্রাপুস্তক (Exodus)[৬] ও গণনাপুস্তক (Deuteronomy)[৭] এ বাইবেলীয় হিব্রু ভাষায় সুদকে বলা হয়েছে 'নেশেখ'; আর লেভিটিকাসে (Leviticus)[৮] 'টারবিট' বা 'মারবিট' শব্দের সাথেই 'নেশেখ' শব্দ বসানো হয়েছে।[৯] "নেশেখ অর্থ হচ্ছে gain; যার অর্থ, পণ্য-সামগ্রী বা যে কোনো সম্পদ-সম্পত্তি ঋণ দিয়ে তার ওপর অর্জন করা হয়।"[১০] এনসাইক্লোপেডিয়া জুডাইকায় (Encyclopedia Judaica)[১১] নেশেখের অর্থ করা হয়েছে 'bite' (কামড় দেয়া); যা সুদ খাওয়া অর্থে ব্যবহার করা হতো।[১২]

রিবার ইংরেজি প্রতিশব্দ হচ্ছে Interest & Usury। মধ্যযুগীয় ল্যাটিন Interesse থেকে Interest শব্দটি নির্গত হয়েছে। আর ল্যাটিন শব্দ Usura থেকে এসেছে Usury।[১৩]

---

৫ ইবন জারীর আত-তাবারী, *জামি আল-বয়ান*, খণ্ড-৬, পৃ. ১৭; উদ্ধৃত, বাদাবী, যাকি আল দ্বীন: *Theory of Prohibited Riba;* ইমরান আহসান খান নিয়াজী, info@nyazee.com, ডিসেম্বর ৪, ২০০০, পৃ. ৭৮।

৬ Exodus: The Second book of the Old Testament.

৭ Deuteronomy is the fifth book of Torah (a section of the Hebrew Bible) % Christian Old Teastament.

৮ Leviticus is the third book of Greek Old Teastament.

৯ Mehboob ul Hassan, *An Explanation of Rationale behind the Prohibition of Riba in the Doctrines of three major Religions: With special reference to islam,* Nagoya City University, 1. Yamanohata Campus, Mizuho-Ku Nagoya City, Japan, mhassanip@yahoo.co.jp, p. 75.

১০ শহীদ হাসান সিদ্দিকী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৪।

১১ Enyclopedia Judaica is a 26-volume English encyclopedia of the jewish people & of Judaism.

১২ Cohn. H. Harvey, Usury: *Encyclopedia Judaica,* Jerusalem: Keter Publishing House, p. 17.

১৩ Qureshi. A. Iqal, *Islam and the Theory of Interest,* Lahore: Ashraf Publication, 1991, p. 5.

Dhaka University Institutional Repository

Interesse অর্থ আসলের ওপর বৃদ্ধি। Usura হচ্ছে প্রদত্ত ঋণ থেকে অর্জিত উপভোগ। ক্যানন ল' (Conon Law)[১৪] তে Usura অর্থ হচ্ছে, অর্থ ধার দিয়ে তার বিনিময়ে আসল পাওনার ওপর অতিরিক্ত গ্রহণ করা।

Encyclopaedia of Religions and Ethics-এ Usury ও Interest শব্দ দু'টি এক ও অভিন্ন অর্থে ব্যবহার দেখানো হয়েছে।[১৫]

সুতরাং বুৎপত্তিগত বিশ্লেষণ থেকে দেখা যায়, রিবা, নেশেখ, টারবিট, মারবিট, Interest, Usury ও সুদ-সবক'টি শব্দ সমার্থবোধক। তদ্রুপ কুরআন-হাদীসে নিষিদ্ধ 'রিবা' শব্দটিও অতিরিক্ত গ্রহণ অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে।

রিবা'র পারিভাষিক সংজ্ঞা

'রিবা' একটি শর'য়ী পরিভাষা। যেমন- সলাত, যাকাত, হজ্ব এগুলো প্রত্যেকটি শর'য়ী পরিভাষা। শুধু আভিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে এসবের ব্যাখ্যা করা যায় না। এসবের ব্যাখ্যা নিতে হয় শরী'য়াহ থেকেই। ইসলামী শরীয়াতের পরিভাষায়, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পরিশোধযোগ্য নির্দিষ্ট পরিমাণ মূলধনের বিপরীতে চুক্তি মোতাবেক অতিরিক্ত গ্রহণকে সুদ (রিবা) বলে।[১৬] রাসূল (সা.) বলেছেন:

الربا هو فى الشرع الزيادة على أصل المهال من غير عقدقبايح

"ক্রয় বিক্রয় শর্তের বাইরে মূলধনের অতিরিক্ত অংশকে সুদ বলে।"

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً ، فَهُوَ رِبًا.[১৭]

"যে ঋণ কোনো মুনাফা টানে তা-ই রিবা (সুদ)।"

এ প্রসঙ্গে রিবা-এর কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পারিভাষিক সংজ্ঞা নিম্নরূপ:

১. *কিতাবুল ফিকহ্ 'আলাল মাযাহিব আল আরবা'আ* (كتاب الفقه على المذاهب الأربعة)' গ্রন্থে বলা হয়েছে,

هو زيادة أحد البدلين المتجانسين من غير أن يقابل هذه الزيادة عوض[১৮]

---

১৪ Canon Law is the body of laws & regulations made by ecelesiastical authority (Church Leadership) for the Government of a Christian Organization or Church and its members.

১৫ উদ্ধৃত, শহীদ হাসান সিদ্দিকী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৪।

১৬ মাওলানা মো. ফজলুর রহমান আশরাফী, *ইসলামে ব্যবসা বাণিজ্য ও ব্যাংকিং-এর রূপরেখা*, (ঢাকা: এস, খান প্রিন্টার্স, ১৯৯৭), পৃ. ১৪৫।

১৭ আব্দুল্লাহ ইবন মুহাম্মাদ ইবন আবি শায়বাহ ইব্রহীম, *মুসান্নাফ ইবন আবি শায়বাগহ*, হাদীস নং- ২০৬৯১।

Dhaka University Institutional Repository

একই জাতীয় পণ্য সামগ্রীর পারস্পরিক লেনদেনের সময় কোনো বিনিময় ব্যতীত অতিরিক্ত গ্রহণ করাকে 'রিবা' (সুদ) বলা হয়।

২. ভাষাবিদ আবু ইসহাক আল-যাজ্জাজ (রহ.) এর মতে,

كل قرض يوخذ اكثر منه فهو ربا[১৯]

প্রক্যেক ঋণে আসলের অতিরিক্ত যা কিছু নেয়া হয় তা রিবা।

৩. '*আহকামুল কুরআন* (أحكام القرآن)' গ্রন্থে আল্লামা ইবনুল 'আরাবী (রহ.) বলেন,

وَالرِّبَا فِي اللُّغَةِ هُوَ الزِّيَادَةُ ، وَالْمُرَادُ بِهِ فِي الْآيَةِ كُلُّ زِيَادَةٍ لَمْ يُقَابِلْهَا عِوَضٌ[২০]

রিবার আভিধানিক অর্থ বৃদ্ধি। পবিত্র আয়াতে ঐ বৃদ্ধিকে বুঝানো হয়েছে যার বিপরীতে কোনো বিনিময় নেই।

৪. '*মু'জামু লুগাতিল ফুকাহা*' (معجم لغة الفقهاء) গ্রন্থে লেখা হয়েছে,

كل زيادة مشروطة في العقد خالية عن عوض مشروع[২১]

শরী'য়াহ সম্মত বিনিময় ব্যতীত চুক্তির শর্তানুযায়ী অতিরিক্ত গ্রহণই 'রিবা' বা সুদ।

৫. ইমাম আবু বকর আল-জাসসাস (রহ.) '*আহকামুল কুরআন*' (أحكام القرآن) গ্রন্থে বলেন,

وهو القرض المشروط فيه الأجل وزيادة مال على المستقرض[২২]

যে ঋণ আদায়ে মেয়াদ শর্তরূপে থাকে এবং গ্রহীতার ওপর আসলের অধিক সম্পদ দেয়ার শর্ত আরোপিত থাকে, তা-ই 'রিবা'।

উপরোক্ত সংজ্ঞাগুলো বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, রিবা উদ্ভূত হওয়ার ক্ষেত্র হচ্ছে ক্রয়-বিক্রয় এবং লেনদেন। দু'টি একই জাতের বা ভিন্ন জাতের অর্থ, পণ্য বা সেবা বাকীতে ক্রয়-বিক্রয় করা হলে বিলম্বিত বিনিময় মূল্য (Counter Value) হয় ঋণ বা দেনা-পাওনা। এই ঋণ বা দেনা-পাওনার ওপর সময়ের ব্যবধানে ধার্যকৃত অতিরিক্ত অংশকে বলা হয় রিবা। অপরদিকে নগদ ক্রয়-বিক্রয়ে নির্ধারিত বিনিময় মূল্য (Counter Value) এর ওপর বিনিময়হীন বাড়তিকেও রিবা বলা হয়। মূলত রিবা হচ্ছে বাকী ও নগদ- উভয় ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে এক পক্ষের বিনিময় মূল্যের (Counter Value) ওপর অপর পক্ষের বিনিময়হীন বৃদ্ধি। বাকীর

---

১৮ মাওলানা মো. ফজলুর রহমান আশরাফী, *সুদ ও ইসলামী ব্যাংকি কি কেন কিভাবে*, (ঢাকা: মাহিন পাবলিকেশন্স, ২০০২), পৃ. ৪৮।

১৯ প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮।

২০ প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮; *আহকামুল কুরআন*, ২য় খণ্ড, পৃ. ১০১।

২১ প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯।

২২ প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯; জাসসাস: *আহকামুল কুরআন*, (লাহোর: ১৯৮০), খণ্ড-১, পৃ. ৪৬৯।

Dhaka University Institutional Repository

ক্ষেত্রে রিবা ধার্য হয় সময়ের কারণে, সময়ের ক্ষতিপূরণ হিসেবে; আর নগদের ক্ষেত্রে রিবা ধার্য হয় সময় ছাড়া অন্যবিধ[২৩] কারণে।

আল-কুরআন ও সুন্নাহ্য় 'রিবা' শব্দের ব্যবহার

আল-কুরআনের আয়াতসমষ্টি এবং রাসূল (সা.) এর সুন্নাহ্ বিশ্লেষণ করলে মোটামুটি পাঁচ[২৪] ধরনের অর্থে 'রিবা'-এর ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়।

১. রিবা আন-নাসিয়্যাহ (ربا النسيئة): কর্জের উপর শর্ত করে অতিরিক্ত গ্রহণ। সূরা আল-বাকারার ২৭৫-২৭৮ নং আয়াতে এ অর্থে রিবা শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে;

২. রিবা আল-ফাদল (ربا الفضل): সমজাতীয় ও সমপরিমাণ দু'টি বস্তুর লেনদেনে কমবেশি করা। এটি হাদীস দ্বারা নিষেধ করা হয়েছে;

৩. কেউ কাউকে এ নিয়্যাতে হাদিয়া প্রদান করা, গ্রহীতা তাকে এর চেয়েও উত্তম হাদিয়া প্রদান করবে। সূরা আর-রুমের ৩৯ নং আয়াতে এ অর্থে 'রিবা' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে;

৪. শরী'য়াহ পরিপন্থি প্রত্যেক আর্থিক লেনদেন রিবা। অনেক মুফাসসিরের মতে সুরা্ আন-নিসার ১৫৯ নং আয়াতে এ অর্থে রিবা শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে;

৫. শরী'য়াহ পরিপন্থী প্রত্যেক কাজ- যা কোনো না কোনোভাবে কিছু অতিরিক্ত বা বাড়াবাড়ি (something-extended or extremed)। যেমন- কাউকে অসম্মান করা। একটি হাদীসে এসেছ,

إِنَّ أَرْبَى الرِّبَا اسْتِطَالَةُ الْمَرْءِ فِي عَرْضِ أَخِيهِ[২৫]

"বড় রিবা হল, অপর ভাইয়ের ইজ্জত-আব্রুর ওপর বাড়াবাড়ি করা।"

এসব আলোচনা থেকে রিবার ব্যাপকতা বোঝা যায়। তবে প্রথম দু'টিই 'রিবা'র মৌলিক পরিচয়। সার্বিকভাবে পবিত্র কুরআন ও হাদীস থেকে সুদ বা 'রিবা'র পূর্ণাঙ্গ অর্থ অনুধাবন করা যায়। তবে পবিত্র কুরআনে নির্দিষ্ট এক ধরনের সুদের (ربا القرض) কথাই বলা হয়েছে; আর রাসূল (সা.) এর হাদীস দ্বারা অন্যান্য সুদ নিষিদ্ধ হয়েছে।

আল-কুরআনের বর্ণনা থেকে সুদের পরিচয়

জাহেলী সমাজে মূলত তিন ধরনের রিবা'র প্রচলন ছিল। এগুলোকে 'রিবা আল-জাহিলিয়্যা' (ربا الجاهلية) বলা হয়। তা হল:

---

২৩ সমজাতীয় বস্তুর ক্ষেত্রে কম-বেশি লেনদেন করা, সমজাতের নিকৃষ্ট বস্তুর বিনিময়ে উত্তম বস্তুর বিনিময় ইত্যাদি।

২৪ ড. মাওলানা ইমরান আশরাফ ওসমানী, *ব্যাংকিং ও আধুনিক ব্যবসা-বাণিজ্যে ইসলামী রূপরেখা*, (ঢাকা: জাবাল-এ-নুর প্রকাশনী, ২০০৭), পৃ. ২২।

২৫ আলাউদ্দীন আলী মুত্তাকী, *কানযুল উম্মাল*, (দুকান: দায়িরাতুল মাআরিফ, ১৩১২ হিজরি), খণ্ড-২, পৃ. ২০১৪, হাদীস-১৩২।

Dhaka University Institutional Repository

১. 'রিবা আল-ক্বরদ' (ربا القرض) তথা নির্দিষ্ট মেয়াদ শেষে অতিরিক্ত প্রদানের শর্তে কর্জ বা ধার দেয়া। বর্তমানে কনভেনশনাল ব্যাংকব্যবস্থায় মূল এ প্রকার সুদেরই চর্চা হয়ে তাকে এবং সুদ বলতে একেই বুঝানো হয়;

২. একজন অপরজনকে নির্ধারিত মেয়াদে এ শর্তে ঋণ প্রদান করা, দাতা এর বিনিময়ে প্রতি মাসে নির্ধারিত পরিমাণ টাকা গ্রহীতা থেকে গ্রহণ করবে; আর মেয়াদ যখন পূর্ণ হবে তখন মূল প্রদেয় টাকাও উসূল করবে। গ্রহীতা নির্দিষ্ট মেয়াদ শেষে ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হলে মেয়াদ বাড়ানো হবে; তবে মূল টাকার পরিমাণও বৃদ্ধি পাবে- এটিই চক্রবৃদ্ধিহারের সুদ (বর্তমান সমাজে যা ব্যাপকভাবে চালু আছে)।

৩. রিবা আদ-দুয়ূন (ربا الديون): বাকিতে বিক্রির ক্ষেত্রে নির্ধারিত সময়ে মূল্য পরিশোধে ব্যর্থ হলে অতিরিক্ত প্রদানের শর্তে মেয়াদ বাড়িয়ে দেয়া।[২৬]

পণ্য বেচাকেনা ও সুদের মধ্যে পার্থক্য

আরবের কাফির-মুশরিকেরা বলত 'বেচাকেনা তো সুদের মতো'। এখনো অনেকে ভালোভাবে না জানার কারণে একই কথা বলে থাকেন। অথচ পণ্য বেচাকেনা ও সুদ এক জিনিস নয়। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেন,

قَالُوٓاْ إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا[২৭]

"তারা বলে, বেচাকেনা তো সুদের মতোই, অথচ আল্লাহ বেচাকেনাকে হালাল করেছেন আর সুদকে করেছেন হারাম।"

পণ্য বেচাকেনা ও সুদের মধ্যে কতগুলো সুস্পষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান:

১. পণ্য বেচাকেনা হালাল আর সুদ হারাম;

২. পণ্য বেচাকেনায় লাভের সাথে সাথে লোকসানও আছে। সুদের মধ্যে কোনো লোকসানের ঝুঁকি নেই;

৩. বেচাকেনায় পণ্য ও অর্থ বিনিময় করে বিক্রেতা মুনাফা পায় মাত্র একবার। কিন্তু সুদী কারবারে সময় বাড়িয়ে দিয়ে একাধিকবার সুদ আরোপ করা বা সুদ বাড়িয়ে নেয়া যায়;

---

২৬ ইমাম সূয়ূতী (রহ.), *'লুবাবুন নুকূল'*, পৃ. ২০। উদ্ধৃত, মুফতী মুহাম্মদ তাকী উসমানী (অনুবাদ- মুফতী ইমদাদুল ইসলাম ও মাওলানা আবদুল্লাহ আল-ফারূক), *ইসলামের দৃষ্টিতে সুদ ও তার প্রতিকার*, (ঢাকা: মাকতাবাতুল আযহার, ২০১৫), পৃ. ৬৪।

২৭ সূরা আল-বাকারা, আয়াতাংশ নং-২৭৫।

Dhaka University Institutional Repository

৪. বেচাকেনার ক্ষেত্রে বিক্রেতা ও ক্রেতার শ্রম, চিন্তা, বুদ্ধি ও সময় ইত্যাদি ব্যয় করতে হয়। কিন্তু সুদের ক্ষেত্রে সময় পার হয় মাত্র, অন্য কোনো পরিশ্রম নেই;

৫. বেচাকেনার সম্পর্ক পণ্য ও মুনাফার সাথে আর সুদের সম্পর্ক ঋণ ও সময়ের সাথে।

এককথায়, বেচাকেনার ক্ষেত্রে কখনো মুনাফা হয়, কখনো লোকসান হয়; আবার কখনো মুনাফা বা লোকসান কোনোটাই হয় না। কিন্তু সুদের ক্ষেত্রে ঋণদাতা সব সময় অতিরিক্ত পেয়ে থাকে; কখনো লোকসান বহন করে না।

আল-কুরআনে 'রিবা' (ربا) অবতীর্ণ আয়াতসমূহের ধারাবাহিকতা

চারটি স্তরে (ধারাবাহিকতায়) পবিত্র কুরআনে 'রিবা' বা সুদকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। আল-কুরআনে সুদের নিষিদ্ধতা এবং এর প্রাসঙ্গিক আলোচনায় মোট ১২টি আয়াত উল্লেখ আছে; যা নিম্নরূপ:[২৮]

১. সূরা আর-রুম ১ জায়গায়, আয়াত নং: ৩৯।

২. সূরা আন-নিসা ২ জায়গায়, আয়াত নং ১৬০-১৬১।

৩. সূরা আল-ইমরান ২ জায়গায়, আয়াত নং: ১৩০-১৩১।

৪. সূরা আল-বাক্বারা ৭ জায়গায়, আয়াত নং: ২৭৫-২৮১।

রিবা হারাম হবার সময়কাল ও আয়াতগুলো অবতরণের ধারাবাহিকতা নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

সুদের নিন্দা ও যাকাতে উৎসাহ প্রদান

সুরা আর-রূম এর ৩৯ নং আয়াতটি নবুয়তের ৫ম বছর ৬১৫ খ্রিস্টাব্দে মক্কা মুকাররামায় নাযিল হয়। এতে সুদের নিন্দা করে যাকাত প্রদানে উৎসাহ দেয়া হয়েছে।

وَمَآ اٰتَيْتُمْ مِّن رِّباً لِّيَرْبُوَ فِى أَمْوَالِ النَّاسِ فَلاَ يَرْبُو عِندَ اللَّهِ وَمَآ اٰتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ[২৯]

মানুষের সম্পদ বৃদ্ধি পাবে- এই আশায় তোমরা যে সুদ দিয়ে থাক; আল্লাহর কাছে তা বৃদ্ধি পায় না। আর আল্লাহর সন্তুষ্টির আশায় তোমরা যে যাকাত দাও (সেটাই বরং বৃদ্ধি পায়); আর তারাই (যাকাত দানকারীরাই) নিজেদের সম্পদ বহুগুণে বৃদ্ধি করে নেয়।

এখানে উল্লিখিত ربا (রিবা বা সুদ) সম্পর্কে দু'টি মত রয়েছে:

---

২৮ মাওলানা মো. ফজলুর রহমান আশরাফী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩।

২৯ আল-কুরআন (৩০:৩৯)।

Dhaka University Institutional Repository

এক. ইবনে জাওযী (রহ.) এর মতে, আয়াতে রিবা অর্থ সুদ[৩০]- এ ব্যাখ্যাটি হাসান বসরী (রহ.) থেকে বর্ণিত হয়েছে। দুই. প্রচলিত সুদ উদ্দেশ্য নয়। বরং এখানে রিবা দ্বারা উদ্দেশ্য এমন উপহার, যা অধিকতর মূল্যবান উপহার প্রাপ্তির আশায় প্রদান করা হয়ে থাকে। যেমন- বিবাহ-শাদীতে নিমন্ত্রিতদের পক্ষ হতে যে উপহার দেয়া হয়, অধিকাংশ ক্ষেত্রে তার উদ্দেশ্য থাকে পরবর্তীতে উপহার হিসেবে ফেরত পাওয়া।[৩১]

যাহোক, আয়াতে প্রচলিত সুদ উদ্দেশ্য নেয়া হলেও এটি স্পষ্ট যে, এতে রিবা নিষিদ্ধের কোনো শব্দ নেই। তবে এতটুকু বুঝা যায়, রিবায় কোনো সওয়াব নেই; 'রিবা'য় সম্পদ বৃদ্ধি পায় না; 'রিবা'র চেয়ে যাকাত উত্তম; যাকাতে সম্পদ বহুগুণে বৃদ্ধি পায়, সাথে আল্লাহর সন্তুষ্টিও অর্জিত হয়। তবে ভবিষ্যতে যে কোনো সময় এটা হারাম হয়ে যেতে পারে; এ আয়াত তার একটি সূক্ষ্ম ইঙ্গিত বহন করে।

রিবা'র পরিণতি ও শাস্তি ঘোষণা

সূরা আন্-নিসা'র ১৬০ ও ১৬১ নং আয়াত দু'টি ৬২৫-২৭ খ্রিস্টাব্দ বা ৩য় থেকে ৪র্থ হিজরির মধ্যে নাযিল হয়েছে। কারণ এ আয়াতে ইহুদী সমাজে প্রচলিত সুদের আলোচনা করা হয়েছে। আর ৪র্থ হিজরির পর অধিকাংশ ইহুদী মদীনা ত্যাগ করে। তাই ধরে নেয়া যায় উক্ত আয়াত এর আগে নাযিল হয়েছে।

فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيراً - وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُواْ عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَاباً أَلِيما[৩২]

বৈধ করা হয়েছিল এমন কতিপয় ভালো জিনিস আমি ইহুদীদের জন্য অবৈধ করে দিয়েছি তাদের জুলুমের কারণে, আল্লাহর পথে অনেককে বাধা দেয়ার কারণে। এবং নিষেধ করা সত্ত্বেও সুদগ্রহণের কারণে, অন্যায়ভাবে মানুষের সম্পদ ভক্ষণ (হরণ) করার কারণে। আর তাদের মধ্যে যারা কাফের- তাদের জন্য আমি এক যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত রেখেছি।

উল্লিখিত আয়াতে ইহুদীদের খারাপ কর্মকাণ্ডের একটি তালিকা পেশ করা হয়েছে, যার মধ্যে 'রিবা'ও ছিল। যেগুলো তাদেরকে নিষেধ করা হয়েছিল; কিন্তু তারা তা মানত না। এখান থেকেও চিরতরে বা সর্বকালের জন্য সুদের নিষেধাজ্ঞা বুঝা যায় না। তবে এতটুকু বুঝা যায়, রিবা ইহুদীদের জন্য নিষিদ্ধ ছিল এবং বর্তমানেও তা গুনাহের কাজ। অন্যথায় ইহুদীদের জন্য

---

৩০ ইবন আল-জাওযি: *যাদ-উল-মাসির*, (বৈরুত: আল-মাকতাব-আল-ইসলাম, ১৯৬৪), খ. ৬, পৃ. ৩০৪।

৩১ হযরত ইবন আব্বাস, সাঈদ বিন জুবাইর, মুজাহিদ, তাউস, কাতাদাহ, দাহ্হাক, ইবরাহীম নাখাঈ (রহ.) প্রমুখ সালাফের মত এটিই। ইবন জাবির: *তাফসীরে জামি আল বয়ান*, (বৈরুত: দার-উল-ফিকর), খণ্ড-২১, পৃ. ৪৬-৪৮।

৩২ আল-কুরআন (৪:১৬০-১৬১)।

Dhaka University Institutional Repository

রিবা'র ব্যাপারে এত কঠোরতা প্রদর্শন করা হতো না। অন্তত: এটি যে আল্লাহর নিকট পছন্দনীয় নয়-তা অনায়েসেই বুঝা যায়।

চক্রবৃদ্ধিহারে 'রিবা' গ্রহণের ব্যাপারে সরাসরি নিষেধাজ্ঞা

সূরা আল-'ইমরান-এর ১৩০ ও ১৩১ নং আয়াত দু'টি ৬৩১ খ্রিস্টাব্দে বা ৯ম হিজরিতে নাযিল হয়েছে। এ আয়াতে চক্রবৃদ্ধিহারে রিবা গ্রহণ সম্বন্ধে সুস্পষ্ট বিধান বর্ণিত হয়েছে এবং এটিই সুস্পষ্টভাবে রিবা নিষিদ্ধ হবার প্রথম আয়াত।

يَآ أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ الرِّبَا أَضْعَافاً مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُواْ اللّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ- وَاتَّقُواْ النَّارَ الَّتِيَ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ৩৩

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা দ্বিগুণ-বহুগুণ করে সুদ খেয়ো না। আর আল্লাহকে ভয় কর, যাতে তোমরা সফল হতে পারো। আর সেই আগুনকে ভয় কর, যা কাফেরদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে।"

উহুদ যুদ্ধের প্রাক্কালে মক্কার মুশরিকরা তাদের সৈন্যদেরকে সুদী লেনদেনের মাধ্যমে পুঁজি সংগ্রহের ব্যবস্থা করে দেয় এবং এতে তারা খুব সহজেই অনেক অস্ত্র-শস্ত্র সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়। সুদে ঋণ নিয়ে তারা যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করত। তাই কোনো কোনো মুসলিমের মনে এ চিন্তা এসেছিল, যুদ্ধের প্রস্তুতির জন্য তারাও তো এ পন্থা অবলম্বন করতে পারে। এ আয়াতে তাদেরকে সাবধান করে দেয়া হয়েছে যে, সুদে ঋণ নেয়া সম্পূর্ণ হারাম। মুসলিমরা যেন এ পন্থা অবলম্বন না করে।[৩৪]

সম্পূর্ণরূপে রিবা'র নিষেধাজ্ঞা

সুরা আল-বাকারার ২৭৫-২৮১ নং আয়াত ক'টি ৬৩২-৬৩৩ খ্রিস্টাব্দ বা নবম-দশম হিজরিতে নাজিল হবার ব্যাপারে মতামত পাওয়া যায়। তবে ৬৩২ খ্রিস্টাব্দ বা নবম হিজরিতে বনু ছাকিফ গোত্র ইসলাম গ্রহণ করে। তাই নবম হিজরিতেই এ আয়াতগুলো নাযিল হওয়ার ব্যাপারে জোড়ালো মত পাওয়া যায়।

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِى يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوٓاْ إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَن جَآءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَـٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ - يَمْحَقُ اللّهُ الْرِّبَا

---

৩৩ আল-কুরআন (৩:১২৩০-১৩১)।

৩৪ মুহাম্মাদ বিন উমার ফাখর আল-দিন আর-রাযি, *আল-তফসীর আল-কবীর*, (ইরান: ৩য় সংস্করণ), খণ্ড-৯, পৃ. ২।

Dhaka University Institutional Repository

وَيُرْبِى الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ - إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُواْ الصَّلاَةَ وَآتَوُاْ الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ[৩৫]

"যারা সুদ খায় তারা (কেয়ামতের দিন) শয়তানে-ধরা মানুষের মতই দাঁড়াবে। এটা এজন্য যে, তারা বলে, "নিশ্চই ক্রয়-বিক্রয় সুদের মত।" অথচ আল্লাহ ক্রয়-বিক্রয় হালাল করেছেন আর সুদ হারাম করেছেন। অতএব প্রভুর কাছ থেকে উপদেশ আসার পর কেউ যদি (সুদ খাওয়া থেকে) বিরত হয় তাহলে আগে যা (নেওয়া) হয়েছে তা তারই থাকবে এবং তার বিষয়টি (ফয়সালার ভার) আল্লাহর কাছে (ন্যস্ত থাকবে)। আর যারা (পশ্চাতে) ফিরে যাবে (অর্থাৎ পুনরায় সুদ খাবে) তারা জাহান্নামের অধিবাসী হবে, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। আল্লাহ সুদকে নিশ্চিহ্ন করেন আর দানকে বর্ধিত করেন। আল্লাহ কোনো অবিশ্বাসী ও পাপীকে পছন্দ করেন না। যারা ঈমান এনেছ, সৎকাজ করেছে, সালাত প্রতিষ্ঠা করেছে ও যাকাত দিয়েছে- তারা তাদের প্রভুর কাছে (এজন্য) পুরস্কার পাবে। তাদের কোনো ভয় নেই এবং তারা চিন্তিতও হবে না।"

আলোচ্য আয়াতে রিবা'কে নিষিদ্ধ করে মুনাফাভিত্তিক ব্যবসাকে হালাল করা হয়েছে; একইসাথে আল্লাহর বিধান পালনকারীদের জন্য সুসংবাদ দেয়া হয়েছে এবং অমান্যকারীদের জন্য কঠোর হুশিয়ারী উচ্চারিত হয়েছে।

নবম বা দশম হিজরি সনে বিদায় হজ্জের পূর্বে অবতীর্ণ হয় সুদের নিষেধাজ্ঞা সম্বলিত চূড়ান্ত চারটি আয়াত:

يٰأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِىَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ - فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ - وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ - وَاتَّقُواْ يَوْماً تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ[৩৬]

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং (তোমাদের কাছে) যে সুদ বকেয়া আছে তা ছেড়ে দাও, যদি তোমরা (প্রকৃত) ঈমানদার হয়ে থাক। যদি তা না কর তাহলে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে একটি যুদ্ধের ঘোষণা শুনে রাখ। আর তোমরা যদি তাওবা কর, তাহলে তোমাদের মূলধন তোমাদেরই থাকবে। তোমরা জুলুম করবে না এবং তোমাদেরকেও জুলুম করা হবে না। তবে যদি সে (খাতক) অভাবগ্রস্ত হয়, তাহলে স্বচ্ছলতা (আসা) পর্যন্ত

---

[৩৫] আল-কুরআন, ২:২৭৫-২৭৭।

[৩৬] আল-কুরআন (২: ২৭৮-২৮১)।

Dhaka University Institutional Repository

অবকাশ পাবে। আর মাফ করে দেয়া তোমাদে জন্য উত্তম, যদি তোমরা জানতে। আর তোমরা সেই দিনকে ভয় করো। যেদিন তোমাদেকে আল্লাহর কাছে ফিরিয়ে আনা হবে। অত:পর প্রত্যেক ব্যক্তিকে সে যা উপার্জন করেছে তা পুরোপুরি দিয়ে দেয়া হবে এবং তাদের প্রতি কোনো অবিচার করা হবে না।"

অবতীর্ণের প্রেক্ষাপট

বনু ছাকিফ গোত্র বিভিন্ন গোত্রের সাথে ব্যবসায়ীক স্বার্থে সুদী কর্জের আদান-প্রদান করত। বনু মুগীরার সাথে বনু ছাকিফ গোত্রের সুদী লেনদেন সেই জাহেলী যামানা থেকেই চলে আসছিল। বনু মুগীরা ইসলাম গ্রহণ করে। নবম হিজরিতে বনু ছাকীফও ইসলাম গ্রহণ করে। ইসলাম গ্রহণের পর তারা সুদী লেনদেন থেকে তাওবা করে নেয়। নতুন করে কোনো চুক্তি করে না। তবে বনু ছাকিফের পূর্বের একটি চুক্তি মোতাবেক মোটা অংকের সুদ বনু মুগীরার নিকট পাওনা ছিল এবং ইসলাম গ্রহণের পরও তারা তা দাবী করল। জবাবে বনু মুগীরা ইসলাম গ্রহণের পর আর সুদ দেবে না বলে জানায়। এ মামলা মক্কার গভর্নর আত্তাব ইবনে উসাইদ (রা.) এর নিকট পৌঁছে; যাকে রাসূল (সা.) মক্কা বিজয়ের পর মক্কার আমীর নিযুক্ত করেছিলেন। তিনি এ মামলা নিষ্পত্তির জন্য রাসূল (সা.) এর নিকট পেশ করার পর উপরোক্ত আয়াতসমূহ নাযিল হয়।[৩৭] কাজেই প্রেক্ষাপটের সাথে যথাসামঞ্জস্য করেই এবার মহান ও বিজ্ঞ বিধাতা চূড়ান্তরূপে সুদকে হারাম করে দিলেন।

পবিত্র সুন্নাহ্‌র বর্ণনায় সুদের পরিচয়

রাসূল (সা.) এর হাদীসে 'রিবা'র দুই ধরনের আলোচনা পাওয়া যায়:

এক. সুদের পরিণতি সম্পর্কিত,

দুই. সুদ বা রিবা ভিত্তিক লেনদেন সম্পর্কিত আলোচনা।

নিম্নে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

এক. সুদের পরিণতি সম্পর্কিত হাদীস

عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ.[৩৮]

---

৩৭ ইবন জারির, প্রাগুক্ত, খণ্ড-৩, পৃ. ১০৭; ওয়াহিদি, *আল-ওয়াসিত*, খ-১, পৃ. ৩৯৭, ইবন আতিয়্যা, পৃ. ৪৮৯, এবং ওয়াহিদি, *আসবাবুন নুযুল*, (রিয়াদ: ১৯৮৪), পৃ. ৮৭।

৩৮ *সহীহ মুসলিম*, (মিশর: দারুল হাদীস, আলা কাহেরা, ১৯৯৭), হাদীস নং-১৫৯৮।

Dhaka University Institutional Repository

হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "রাসূলুল্লাহ (সা.) সুদ গ্রহণকারী, সুদ প্রদানকারী ও এর হিসাব (চুক্তিপত্র) লেখক এবং সুদের লেনদেনের সাক্ষীদের প্রতি অভিসম্পাত করেছেন। তিনি আরো এরশাদ করেন, এরা সবাই সমান (অপরাধী)।"

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ : أَتَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي عَلَى قَوْمٍ بُطُونُهُمْ كَالْبُيُوتِ ، فِيهَا الْحَيَّاتُ تُرَى مِنْ خَارِجِ بُطُونِهِمْ ، فَقُلْتُ : مَنْ هَؤُلاَءِ يَا جِبْرَائِيلُ ؟ قَالَ : هَؤُلاَءِ أَكَلَةُ الرِّبَا.[৩৯]

আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, "রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, মি'রাজের রাতে আমি এমন কিছু লোকের দেখা পেলাম যাদের পেট ঘরের মত এবং পেটগুলো সাপে ভর্তি যা বাইরে থেকে দেখা যাচ্ছিল। আমি জিব্রাইল (আ.)-কে জিজ্ঞেস করলাম, এরা কারা? উত্তরে তিনি বললেন, এরা হচ্ছে সেই সব লোক, যারা সুদ ভক্ষণ করত।"

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لاَ يَبْقَى أَحَدٌ إِلاَّ أَكَلَ الرِّبَا فَإِنْ لَمْ يَأْكُلْهُ أَصَابَهُ مِنْ بُخَارِهِ ». قَالَ ابْنُ عِيسَى « أَصَابَهُ مِنْ غُبَارِهِ .[৪০]

আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "মানুষের জন্য অনশ্যই এমন একটি সময় আসবে যখন প্রত্যেকেই সুদ গ্রহণ করবে। আর কেউ যদি সুদ গ্রহণ না-ও করে তাহলে সুদের ধূলা হলেও তার কাছে পৌঁছবে।"

عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : أربعة حق على الله أن لا يدخلهم الجنة و لا يذيقهم نعيمها : مدمن الخمر و آكل الربا و آكل مال اليتيم بغير حق و العاق لوالديه.[৪১]

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, "আল্লাহ্ তা'আলা চার ব্যক্তিকে জান্নাতে প্রবেশ না করানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এবং তাদেরকে জান্নাতের কোনো নিয়ামত ভোগ করার সুযোগও দেবেন না। ১. মদ্য পানে অভ্যস্ত ব্যক্তি, ২. সুদখোর, ৩. অন্যায়ভাবে ইয়াতীমদের মাল ভক্ষণকারী এবং ৪. পিতা-মাতার অবাধ্য সন্তান।"

এ রকম আরো বহু সহীহ হাদীস আছে, যা দ্বারা 'রিবা' গ্রহণের রকমফের, 'রিবা'র নিষেধাজ্ঞা এবং 'রিবা'র সাথে সংশ্লিষ্টদের ভয়াবহ পরিণতি বর্ণনার মাধ্যমে এর থেকে বিরত থাকার জন্য

---

৩৯ *সুনানে ইবন মাজাহ*, (বৈরুত: দারুল ফিকির), হাদীস নং- ২২৭৩।

৪০ *সুনানে আবু দাউদ*, (মিশর: দারুল হাদীস, আল কাহেরা, ১৯৯৯), হাদীস নং- ৩৩৩১।

৪১ আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন আব্দুল্লাহ আল-হাকিম আল-নিশাপুরি, *মুসতাদরাকে হাকিম*, (বৈরুত: দারুল কাতুব আল ইলমিয়্যাহ, ১৯৯০), হাদীস নং-২২৬০।

Dhaka University Institutional Repository

সতর্ক করা হয়েছে। মুসলিম উম্মার জন্য আবশ্যকীয় কর্তব্য 'রিবা' থেকে বেঁচে থাকা এবং সাবধানতা অবলম্বন করা।

দুই. সুদ বা রিবা'র ধরণ সম্পর্কিত হাদীস

হাদীসে সাধারণভাবে রিবা বা সুদ'-এর দু'টি ধরন উল্লেখ করা হয়েছে:

১. 'রিবা আন-নাসিয়্যাহ' (ربا النسيئة) এবং ২. 'রিবা আল-ফাদ্‌ল' (ربا الفضل)

রিবা আন-নাসিয়্যাহ

জাহিলী যুগে আরবে 'রিবা' বলতে যা বোঝানো হতো এবং পবিত্র কুরআনে যে 'রিবা'কে নিষিদ্ধ করা হয়েছে তা-ই 'রিবা আন-নাসিয়্যাহ' (ربا النسيئة)। নগদ অর্থে অথবা দ্রব্য-সামগ্রীর আকারে- ঋণ যেভাবেই হোক না কেন, তার ওপর সময়ের ভিত্তিতে পূর্বনির্ধারিত হারে অতিরিক্ত কিছু আদায় করা হলে সেই অতিরিক্ত অংশকে বলা হয় 'রিবা আন-নাসিয়্যাহ'। 'রিবা আন-নাসিয়্যাহ' সম্পর্কে রাসূল (সা.) বলেন:

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ لاَ رِبًا فِيمَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ .[৪২]

উসামা বিন যায়েদ (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন: "হাতে হাতে লেনদেনে কোনো সুদ হয় না।"

عَنْ أَنَسَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ : إِذَا أَقْرَضَ أَحَدُكُمْ قَرْضًا ، فَأَهْدَى لَهُ ، أَوْ حَمَلَهُ عَلَى الدَّابَّةِ ، فَلاَ يَرْكَبْهَا وَلاَ يَقْبَلْهُ ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ جَرَى بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ قَبْلَ ذَلِكَ.[৪৩]

হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, তোমাদের কেউ যদি কোনো ব্যক্তিকে ঋণ দেয়, অত:পর ঋণ গ্রহীতা যদি দাতাকে কোনো হাদিয়া বা উপহার দেয় তবে তা গ্রহণ করবে না। যদি গ্রহীতা তার যানবাহনের উপর ঋণ দাতাকে বসাতে চায় তবে উহার উপর বসবে না। অবশ্য যদি ঋণ নেয়ার পূর্ব হতে তাদের মধ্যে এরূপ রেওয়াজ থাকে তবে তা স্বতন্ত্র।

عَنْ أَنَسَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ: إذا أقرض الرجل الرجل فلا يأخذ هدية [৪৪]

---

৪২ *সহীহ মুসলিম*, (মিশর: দারুল হাদীস, আলা কাহেরা, ১৯৯৭), হাদীস নং- ১৫৯৬।

৪৩ *সুনান আল-বায়হাকী*, (ভারত: মাজলিসু দায়েরা আল মা'আরিফ আন নিযামিয়্যাহ, হায়দারাবাদ, ১৩৪৪ হিজরি), হাদীস নং- ১১২৫৩।

৪৪ *মিশকাত আল-মাসাবিহ*, (বৈরুত: আল মাকতাবুল ইসলামী, ১৯৮৫), হাদীস নং- ২৮৩২।

Dhaka University Institutional Repository

আনাস ইবনে মালেক (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "যদি কোন ব্যক্তি কাউকে ঋণ দেয় সে ঋণ গ্রহীতার নিকট থেকে কোনো প্রকার উপহার বা হাদিয়া গ্রহণ করবে না।

কেবল ঋণের ক্ষেত্রেই 'রিবা আন-নাসিয়্যাহ'র উদ্ভব ঘটে। ঋণ প্রদানের পর ঋণ গ্রহীতার পক্ষ থেকে যে কোনো কিছু গ্রহণ করাই 'রিবা আন-নাসিয়্যাহ'। অতএব ঋণ সম্পর্কিত সর্বপ্রকার লেনদেনে 'রিবা' থেকে সাবধানতা অবলম্বন জরুরি।

'রিবা আন-নাসিয়্যাহ' (ربا النسيئة)-কে 'রিবা আল-জাহিলিয়্যাহ' (ربا الجاهلية), 'রিবা আদ-দুয়ূন (ربت الديون), 'রিবা আল-কুরআন' (ربا القرض),[৪৫] 'রিবা আল-কৃরদ' (ربا الجلي),[৪৬] ইত্যাদিও বলা হয়ে থাকে।

রিবা আল-ফাদ্‌ল

'রিবা আল-ফাদল' (رباالفضل) অর্থ উপরি বা অতিরিক্ত সুদ। এর নিষিদ্ধতা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। একই জাতীয় পণ্য বা মুদ্রা হাতে হাতে (নগদ) বিনিময়ের ক্ষেত্রে যদি অতিরিক্ত অংশের লেনদেন হয়, তবে তাকে 'রিবা আল-ফাদ্‌ল' (رباالفضل) বলা হয়। 'রিবা আল-ফাদ্‌ল' (رباالفضل) সম্পর্কে রাসূল (সা.) বলেন:

عن أبي سعيد الخدري :أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال لا تبيعوا الذهب بالذهب الا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالورق الامثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا منها شيئا غائبا بناجز.[৪৭]

আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) বর্ণনা করেন, "রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন, সোনার বিনিময়ে সোনা বিক্রি করো না, সমান সমান ব্যতীত এবং কেউ কাউকে বেশি দেবে না। রূপার বদলে রূপা বিক্রি করো না, তবে সমান সমান ব্যতিত এবং কেউ কাউকে বেশি দেবে না। আর উপস্থিতের বিনিময়ে অনুপস্থিতকে বিক্রি করো না।"

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ تِبْرُهَا وَعَيْنُهَا وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ تِبْرُهَا وَعَيْنُهَا وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ مُدْىً بِمُدْيٍ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ مُدْىً بِمُدْيٍ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ مُدْىً بِمُدْيٍ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مُدْىً بِمُدْيٍ فَمَنْ زَادَ أَوِ ازْدَادَ فَقَدْ أَرْبَى وَلاَ بَأْسَ

[৪৫] মাহমুদ ইবন ইব্রাহীম আল-খাতীব, *মিন মাবাদী আল-ইক্বতেসাদিল ইসলামী*, (রিয়াদ: মাকতাবাতুত তাওবাহ, ১৯৯৭), পৃ. ৯৬।

[৪৬] ইবন কাইয়্যিম আল-জাওযীয়াহ, *ইলামুল মুকীয়ীন*, (বৈরুত: দারুল ফিকরুল আরাবী, ১৩৯৭ হি.), খণ্ড-২, পৃ. ১৩৫।

[৪৭] *সহীহ বুখারী*, (মিশর: মাকতাবাতুস সফা, ২০০৩), হাদীস নং-২১৭৭।

Dhaka University Institutional Repository

بِبَيْعِ الذَّهَبِ بِالْفِضَّةِ - وَالْفِضَّةُ أَكْثَرُهُمَا - يَدًا بِيَدٍ وَأَمَّا نَسِيئَةً فَلاَ وَلاَ بَأْسَ بِبَيْعِ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ وَالشَّعِيرُ أَكْثَرُهُمَا يَدًا بِيَدٍ وَأَمَّا نَسِيئَةً فَلاَ.[৪৮]

উবাদা ইবনে সামেত (রা.) বর্ণনা করেন, "রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন, সোনার সাথে সোনার, রূপার সাথে রূপার, গমের সাথে গমের, যবের সাথে যবের, খেজুরের সাথে খেজুরের এবং লবণের সাথে লবণের সমান সমান ও হাতে হাতে বিনিময় হওয়া উচিত। তবে যদি বিভিন্ন জাতের বস্তুর পরস্পরের সাথে বিনিময়ের ব্যাপার হয়, তাহলে যেভাবে ইচ্ছা বিক্রি করো। কিন্তু এ ক্ষেত্রে শর্ত হচ্ছে, লেনদেন হাতে হাতে হতে হবে। আর তিনি আমাদেরকে গমের সাথে যবের এবং যবের সাথে গমের হাতে হাতে যেভাবে চাই সেভাবে বিনিময় করার হুকুম দিয়েছেন। তবে বিলম্বে বা বাকিতে হলে চলবে না।"

عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلاً بِمِثْلٍ يَدًا بِيَدٍ فَمَنْ زَادَ أَوِ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرْبَى الآخِذُ وَالْمُعْطِى فِيهِ سَوَاءٌ. [৪৯]

আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) বর্ণনা করেন, "রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন, সোনার সাথে সোনার, রূপার সাথে রূপার, গমের সাথে গমের, যবের সাথে যবের, খেজুরের সাথে খেজুরের এবং লবণের সাথে লবণের সমান সমান ও হাতে হাতে বিনিময় হওয়া উচিত। যে ব্যক্তি বেশি দিয়েছে বা নিয়েছে সে সুদী কারবার করেছে। এক্ষেত্রে সুদগ্রহীতা ও সুদদাতা উভয়েই সমান।"

عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم اسْتَعْمَلَ رَجُلاً عَلَى خَيْبَرَ فَجَاءَهُ بِتَمْرٍ جَنِيبٍ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَكُلُّ تَمْرِ خَيْبَرَ هَكَذَا قَالَ : لاَ وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا لَنَأْخُذُ الصَّاعَ مِنْ هَذَا بِالصَّاعَيْنِ وَالصَّاعَيْنِ بِالثَّلاَثَةِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : لاَ تَفْعَلْ بِعِ الْجَمْعَ بِالدَّرَاهِمِ ثُمَّ ابْتَعْ بِالدَّرَاهِمِ جَنِيبًا.[৫০]

আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) ও আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, "রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এক ব্যক্তিকে খায়বারের তহশীলদার নিয়োগ করেছিলেন। সে সেখান থেকে (খাজনা বাবদ) উত্তম জাতের খেজুর নিয়ে এলো। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) জিজ্ঞাসা করলেন, খায়বারের সব খেজুরই কি এমন উত্তম? সে জবাব দিল, না, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা যে মিশ্রিত খেজুর উসুল করতাম তা এ ভালো খেজুরের সাথে কখনো দুই সা'-এর বদলে এক সা' আবার কখনো তিন সা'-এর বদলে দুই সা' হিসেবে বিনিময় করতাম। এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বললেন, এমনটি করো না।

---

৪৮ *সুনানে আবু দাউদ*, (মিশর: দারুল হাদীস, আল কাহেরা, ১৯৯৯), হাদীস নং-৩৩৪৯।

৪৯ *সহীহ মুসলিম*, (মিশর: দারুল হাদীস, আলা কাহেরা, ১৯৯৭), হাদীস নং-১৫৮৪।

৫০ *সহীহ বুখারী*, (মিশর: মাকতাবাতুস সফা, আল কাহেরা, ২০০৩), হাদীস নং- ২২০২।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথমে মিশ্রিত খেজুরগুলো দিরহামের বিনিময়ে বিক্রি করো, অত:পর দিরহামের বিনিময়ে ভালো জাতের খেজুর কিনে নাও। ওজনের হিসাবে বিনিময় করার ক্ষেত্রেও তিনি একই কথা বললেন।"

عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ اشْتَرَيْتُ يَوْمَ خَيْبَرَ قِلاَدَةً بِاثْنَىْ عَشَرَ دِينَارًا فِيهَا ذَهَبٌ وَخَرَزٌ فَفَصَّلْتُهَا فَوَجَدْتُ فِيهَا أَكْثَرَ مِنِ اثْنَىْ عَشَرَ دِينَارًا فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ لاَ تُبَاعُ حَتَّى تُفَصَّلَ.[৫১]

ফুদালাহ ইবরে উবাউদ (রা.) বর্ণনা করেন, "খায়বারের যুদ্ধের সময় আমি একটি জরোয়া হার ১২ দিনারে কিনেছিলাম। তারপর হারটি ভেঙ্গে তার মধ্য থেকে মূল্যবান পাথর ও সোনাগুলো আলাদা করলাম। তা থেকে ১২ দিনারেরও অধিক সোনা বের করলাম। আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে এ কথাটি বললাম। তিনি বললেন, ভবিষ্যতে আর সোনার তৈরি জরোয়া গহনা সোনার বিনিময়ে বিক্রি করা যাবে না, যতক্ষণ না তা থেকে মূল্যবান পাথর ও সোনাকে আলাদা আলাদা করে দেয়া হয়।"

সাধারণত: পণ্য লেনদেনের ক্ষেত্রেই 'রিবা আল-ফাদল' (ربا الفضل)-এর উদ্ভব ঘটে। 'রিবা আল-ফাদ্‌ল' (ربا الفضل) কে 'রিবা আল-বুয়ূ (ربا البيوع), 'রিবা আল-খাফি' (ربا الخفى)[৫২] ইত্যাদিও বলা হয়।

আল-কুরআন ও আস্-সুন্নাহয় বর্ণিত সুদ (রিবা ***) এর বিশ্লেষণ থেকে মূলত নিষিদ্ধ ঘোষিত সকল প্রকার সুদের পরিচয় পাওয়া যায়; এবং সেখানে সুদের অর্থ, পরিচয় ও নিষিদ্ধতার ক্ষেত্রে কোনো প্রকার সংশয় নেই। কিন্তু পরবর্তীতে কুরআন-হাদীসে বর্ণিত সুদ এবং বিশ্বব্যাপী সুদী ব্যাংকে প্রচলিত সুদের মধ্যে উদ্দেশ্যমূলক কতগুলো সংশয় দাঁড় করানো হয়।

রিবা নাসিয়া (ربا الناسية) ও রিবা ফদলের (ربا الفضل) মধ্যে পার্থক্য
(Differences between Riba Nasiyah and Riba Fadl)

রিবা নাসিয়া ও রিবা ফদলের মধ্যে পার্থক্যসমূহ নিম্নরূপ:

পার্থক্যের বিষয়	রিবা নাসিয়া (Riba Nasiyah)	রিবা ফদল (Riba Fadl)

[৫১] *সহীহ মুসলিম*, (মিশর: দারুল হাদীস, আলা কাহেরা, মিশর, ১৯৯৭), হাদীস নং- ১৫৯১।

[৫২] ইবন কাইয়্যিম আল-জাওযীয়াহ, *ইলামুল মুকীয়ীন*, (বৈরুত: দারুল ফিকরুল আরাবী. ১৩৯৭ হি.), খণ্ড-২, পৃ. ১৩৫।

Dhaka University Institutional Repository

১। উৎস	কুরআন শরীফে উল্লেখিত রিবাই হচ্ছে রিবা নাসিয়া।	রিবা ফদল হাদিস শরীফে উল্লেখিত হয়েছে।
২। উৎপত্তির ক্ষেত্র	কেবল ঋণের ক্ষেত্রেই রিবা নাসিয়ার উদ্ভব ঘটে (Arises out of debt)। সে ঋণ নগদ অর্থে হোক বা পণ্য আকারে হোক।	হাতে হাতে বিনিময়ের ক্ষেত্রে রিবা ফদল উদ্‌গত হয় (Arises out of transaction)।
৩। লেনদেনের ধরন	নগদ অর্থ ও পণ্যসামগ্রী (Cash and kinds)।	শুধু পণ্যসামগ্রী (Goods)।
৪। বেড়ে যাওয়ার ধরন	বেড়ে যাওয়া বা বৃদ্ধির ধরন সরল সুদ এবং চক্রবৃদ্ধি সুদ উভয় ধরনেরই হতে পারে।	চক্রবৃদ্ধির কোনো সুযোগ নেই (No scope of compounding)।
৫। বিবেচনা	ঋণ সময়ের প্রেক্ষিতে যে অর্থ বা পণ্য জন্ম দেয় তাই হচ্ছে 'রিবা নাসিয়া'।	একই জাতীয় পণ্যের কম পরিমাণের সাথে বেশি পরিমাণ হাতে হাতে বিনিময় করা হরে পণ্যের অতিরিক্ত পরিমাণকে বলা হয় রিবা ফদল।
৬। নিষিদ্ধ হওয়া	কুরআন কর্তৃক নিষিদ্ধ।	হাদিস কর্তৃক নিষিদ্ধ।
৭। নিষিদ্ধ হওয়ার ক্ষেত্রে যুক্তি	এ ধরনের সুদের বহুবিধ অপকারিতা, শোষণ, নিষ্ঠুরতা ও অনিষ্টকারিতার জন্য তা নিষিদ্ধ।	অধিকতর সতর্কতা অবলম্বনের জন্য নিষিদ্ধ হয়েছে।
৮। সংজ্ঞা	নাসিয়া শব্দের অর্থ হচ্ছে অবকাশ। ঋণ পরিশোধ করার জন্য যে সময় বা অবকাশ দেয়া হয় তাকে বলা হয় 'নাসিয়া'; আর এ অবকাশের জন্য যে বাড়তি ধার্য করা হয় তাই হচ্ছে রিবা নাসিয়া।	ফদল শব্দের অর্থ হচ্ছে অতিরিক্ত। একই জাতীয় জিনিসের অসম বিনিময়ের মধ্যে আল ফদল নিহিত। একই জাতীয় দ্রব্য বা মুদ্রার লেনদেনকালে এক পক্ষ কর্তৃক অপর পক্ষের কাছ থেকে অতিরিক্ত কিছু গ্রহণ করাকে রিবা ফদল বলে।

Dhaka University Institutional Repository

৯। স্পটে লেনদেন	স্পটে লেন-দেনের প্রয়োজন নেই (Not required)।	স্পটে লেন-দেন প্রয়োজনীয় (Required)।
১০। প্রভাব	আধুনিক অর্থনীতিতে রিবা আল নাসিয়ার প্রচণ্ড দাপট। মানুষের সকল অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডকে ঘিরে বিষধর সাপের মত পেচিয়ে রয়েছে এই রিবা নাসিয়া। রিবা নাসিয়ার আশেপাশে আটকা পড়ে আছে সমাজের সর্বস্তরের মানুষ।	আধুনিক মনিটরি ইকোনমিতে রিবা আল ফদলের তেমন প্রচলন নেই।

কুরআনে বর্ণিত 'রিবা' এবং প্রচলিত সুদ সম্পর্কে সংশয় ও তার নিরসন

সুদ সম্পর্কে বিভিন্ন সংশয়ের উদ্ভাবন যারা করেছেন তাদের মধ্যে ভারত উপমহাদেশের স্যার সৈয়দ আহমাদ খাঁন[৫৩] এবং তাঁর মতাবলম্বী কিছু লোক অন্যতম। এছাড়াও উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হলেন: নাযীর আহমাদ, সৈয়দ তোফায়েল আহমদ মাঙ্গুলুরী, ইকবাল সুহাইল, পাকিস্তানী বংশদ্ভূত শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ফজলুর রহমান[৫৪], মিশরের গ্রান্ড মুফতি শেখ মুহাম্মাদ আবদুহু[৫৫], আজহারের শায়খ মুফতি শেখ আত তানতাবী[৫৬], তাওফীক আফিন্দী, শেখ ইসমাইল খলীল, শেখ মুহাম্মদ আল-গাজ্জালী[৫৭], ড. ইব্রাহিম ইবন আব্দুল্লাহ আল-

---

৫৩ তিনি রিবা'র সম্পর্কে বলেন, 'Riba referred to interest charges when lending money to the poor, but not to the rich, nor to borrowers "in trade or in industry", since this finance supported "trade, national welfare and prosperity". While many jurists declared all interest to be ribe, (according to sir syed) this was based "on their own authority and deduction" rather than the Quran'; *Tafsir al Quran,* v. 1. p. 3016, translated and quoted in Baljon 1964: 44-45.

৫৪ তিনি তাঁর গবেষণা প্রবন্ধে উল্লেখ করেন, Banking interest in not prohibited; Fazlur Rahman, *'Riba and Interest',* Islamic Studies: Journal of the Contral Institute of Islamic Research, Karachi, Vol. 3, No. 1. 1964.

৫৫ তিনি এক ফতোয়ার মাধ্যমে বলেন, "Postal Savings Interest is Permitted." (দৈনিক আল-আহরাম, মিশর, ১৬.০৫.১৯৭৫)। মুহাম্মাদ উমারা যিনি "আল-আমালুল কামিলাহ লিল ইমাম মুহাম্মদ আব্দুহু" (ইমাম মুহাম্মদ আব্দুহুর কর্মসমগ্র) শিরোনামে ৬ খণ্ডের সিরিজ সংকলন করেন, যেখানে তিনি সঞ্চয়ী ফান্ড থেকে প্রাপ্ত সুদের অর্থের বিধান সমইর্কত তিনটি ফতোয়া প্রকাশ করেন। (প্রফেসর ডক্টর মুহাম্মদ সোলায়মান এবং মুহাম্মদ রুহুল আমিন, *ইসলামী বিধানে রিবা*, ইসলামী আইন ও বিচার, অক্টোবর-ডিসেম্বর: ২০১০, বর্ষ ৬, সংখ্যা ২৪, পৃ. ২৯)।

৫৬ তিনি ফতোয়া জারি করেন যে, ব্যাংক ইন্টারেস্ট সুদ নয়; যা মিশরের আল-হারাম পত্রিকায় ৮ সেপ্টেম্বর, ১৯৮৯-এ প্রকাশিত হয়; Zamir Iqbal & Abbas Mirakhor, *An Introduction to Islamic Finance- Theory & Practice,* (John Willey & Sons Asia Pte. Ltd, 2011), p. 73.

৫৭ মৃত্যুর কিছু পূর্বে নিউইয়র্ক ভ্রমণ শেষে ফিরে এসে তিনি বলেন, Bank interest is not Riba (Imran N. Hosein, *The Prohibition of Riba in The Quran & Sunnah,* Ummavision Sdn. bhd., Kualalumpur, Malaysia, 1997, p. 126, Also; Shaikh Mohammad Ghazanfer & Abdul

Dhaka University Institutional Repository

নাসির[৫৮], বিচারপতি কাদীর উদ্দিন আহমদ[৫৯], সাইয়্যেদ রশীদ রেজা[৬০], শায়খ আব্দুল ওয়াহাব খাল্লাফ[৬১], ড. মারুফ আদ্-দাঅলিবী[৬২], শায়খ আব্দুল জলীল ঈসা, প্রফেসর শায়খ মাহমুদ সালতুত, শায়খ আব্দুল আযীয জাউস[৬৩] প্রমুখ। উল্লিখিত সংশয়বাদীদের কতিপয় সংশয় এ প্রসঙ্গে আলোচনা করা যায়।

এক. কুরআনে বর্ণিত রিবা এবং ইসলাম পূর্ব রিবা নিষিদ্ধ কিন্তু বর্তমান সুদ নিষিদ্ধ না

এ ক্ষেত্রে তাদের ব্যাখ্যা হচ্ছে: পবিত্র কুরআনে 'রিবা' নিষিদ্ধ করা হয়েছে; কিন্তু কুরআনে নিষিদ্ধ 'রিবা এবং বর্তমানে ব্যাংকে প্রচলিত সুদ এক নয়। 'রিবা' হলো চক্রবৃদ্ধি সুদ। চক্রবৃদ্ধি সুদকেই ইসলামে নিষিদ্ধ করা হয়েছে, যা সময়ের ব্যবধানে আসলের ওপর বহু গুণে বেড়ে যায়। কিন্তু বর্তমান বিশ্বে ব্যাংকিং ব্যবস্থায় যে সুদ ধার্য করা হয়, সে সুদের হার এত বেশি ও উচ্চ নয়। ব্যাংকিং সুদ হচ্ছে সরল সুদ। কাজেই ইসলামে ব্যাংকিং সুদ নিষিদ্ধ নয়। এছাড়াও আল-কুরআন ঐ ধরনের রিবা নিষিদ্ধ করেছে যা ইসলাম-পূর্ব যুগে ধার দেয়া-নেয়ার ক্ষেত্রে অনুসরণ করা হতো। ইসলাম-পূর্ব যুগ এবং আরব ভূখণ্ডে রিবা ধার্যের ক্ষেত্রে কিছু অদ্ভূত প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। ঋণগ্রহীতাকে একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নেয়া ঋণের অর্থের ওপর ঋণদাতাকে একটি নির্ধারিত অর্থ পরিশোধ করতে হতো। ঋণ বকেয়া পড়ে গেলে এই অতিরিক্ত অর্থ দ্বিগুণেরও বেশি বৃদ্ধি পেত। এই অতিরিক্ত অর্থ আদায় নিষিদ্ধ করে দিয়েছে আল-কুরআন। মেয়াদি ঋণের ক্ষেত্রে প্রথমবার বৃদ্ধি বৈধ। কিন্তু মেয়াদ শেষে বা ঋণ পরিপক্ক হওয়ার পর যদি পরিপক্কতার সময় স্থগিত করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয় এবং এর বিপরীতে অতিরিক্ত অর্থ ধার্য করা হয়, তবে তা হবে নিষিদ্ধ। মূলত এই মতবাদটি এসেছে, ইসলাম-পূর্ব

Azim Islahi, *Economics Thoughts of Al-Ghazali*, Scientific Publishing Centre, King Abdul Aziz University, Saudi Arabia, 2011, p. 43).

৫৮ তিনি তাঁর রিসার্চ পেপার *মুয়াকিফ আস-শারিয়াহ্ আল-ইসলামিয়্যাহ মিন আল-মাসারিফ"*-তে ইসলাম পূর্বের সুদ ব্যতিত সকল সুদকে অনুমোদিত হিসেবে ব্যাখ্যা করেন। মায়খ আব্দুল আজিজ বিন আব্দুল্লাহ বিন বাজ, (ইংরেজি অনুবাদ: জালাল আবুয়ালরুব) *Warning Against Riba (Usery) Transaction*, (মদিনা: মদিনা পাবলিশার্স এন্ড ডিস্ট্রিবিউটরস), পৃ. ১১।

৫৯ ১৯৯৪ সালের ১২ আগস্টের 'দৈনিক ডন' পত্রিকায় এ বিষয়ে তাঁর একটি লেখা প্রকাশিত হয়; মুহাম্মদ তাকী উসমানী, *সুদ নিষিদ্ধ: পাকিস্তান সুপ্রীম কোর্টের ঐতিহাসিক রায়*, (ঢাকা: নতুন সফর প্রকাশনী, ২০০৭), পৃ. ২৮।

৬০ সাইয়্যেদ রশিদ রেজা, *আর রিবা ওয়াল মুয়ামালাত ফীল ইসলাম*, (আল-কাহেরা: মাকতাবাতে কাহেরাহ, ১৩৭৯ হি.), পৃ. ৫১।

৬১ ড. হাসান আব্দুল্লাহ আমীন, *আল-অদায়িউল মাসরাফীয়্যাহ আন-নুকুদীয়্যাহ ওয়া ইসতেছমারুহা ফীল ইসলাম*, (রিয়াদ: দারুশ শুরুক্ব, ১৯৮৩), পৃ. ২৮৬।

৬২ মুহাম্মদ আহমাদ সাঈদী, *আল-আদিল্লাতুল অফীয়্যাহ ফী ইদাহিল মুয়ামালাতুর রুবুবিয়্যাহ*, (রিয়াদ: মাতবাআতে দারুল হিলাল, পৃ. ১১)।

৬৩ '*বহছুর ফির রিবা*', মিশর: আল-লওয়া, সংখ্যা-১৬, এপ্রিল-১৯০৮ প্রবন্ধে 'ইসলামে নিষিদ্ধ রিবা হল চক্রবৃদ্ধি সুদ' বিষয়ক মতামত ব্যক্ত করেন।

Dhaka University Institutional Repository

যুগে রিবার অনুশীলন কেমন ছিল- সে বিষয়ে ইবনে জারির আত-তাবারির তাফসিরে উল্লিখিত বর্ণনা থেকে।[৬৪]

এ পর্বে তাদের মূল বক্তব্য হচ্ছে, কুরআনে নিষিদ্ধ 'রিবা' আর ব্যাংকিং সুদ এক জিনিস নয়। কুরআনে বর্ণিত 'রিবা' হচ্ছে 'চক্রবৃদ্ধি সুদ' এবং ইসলাম পূর্ব 'রিবা'- যা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

সংশয় নিরসন

এ ধরনের ধারণা ভুলের উপর প্রতিষ্ঠিত। কারণ:

প্রথমত: পবিত্র কুরআনে সুদের উচ্চহার ও নিম্নহার বুঝানোর জন্য কোনো আলাদা শব্দ ব্যবহার করা হয়নি। কুরআনে সুদ বুঝাতে কেবল 'রিবা' (ربا) শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। আর সুদের উচ্চহার বুঝাতে 'রিবা'র সাথে আরেকটি বাক্যাংশ أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً (চক্রবৃদ্ধি) যুক্ত করা হয়েছে। পবিত্র কুরআনে সূরা আল-ইমরানের ১৩০ নং আয়াতে 'রিবা' শব্দটি আছে এবং أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً (চক্রবৃদ্ধি) শব্দ দুটিও আছে। অর্থাৎ একই আয়াতে 'রিবা' ও 'চক্রবৃদ্ধি' দুটিই আছে। সেখানে 'রিবা' দিয়ে সুদ আর أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً (চক্রবৃদ্ধি) দিয়ে চক্রবৃদ্ধি বুঝানো হয়েছে। কুরআনে নিষিদ্ধ সুদের একটি ধরন হচ্ছে চক্রবৃদ্ধি। সুরা আল-ইমরানের ১৩০ নং আয়াত নাজিলের সময় ছিল রিবা নিষিদ্ধের তৃতীয় পর্যায়। এই আয়াতে أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً (দ্বিগুণ এবং পুন: দ্বিগুণ, অর্থাৎ চক্রবৃদ্ধি) পরিভাষা উল্লেখ করা হয়েছে কেবল আরবদের সুদ ভিত্তিক চর্চা বুঝানোর জন্য। আরোপিত অর্থ দ্বিগুণ না হলে রিবা বৈধ হবে সে কথা এখানে বলা হয়নি। তাছাড়া সর্বশেষ নাজিল হওয়া আয়াতগুলোতে (সুরা আল-বাকারা, আয়াত নং ২৭৫-২৭৮) সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, মূলের ওপর যে কোনো বৃদ্ধিই রিবা হিসেবে পরিগণিত হবে এবং তা অবৈধ। পরে নাজিল হওয়া আয়াতের মাধ্যমে পূর্বের আয়াতগুলোর নির্দেশনা বাতিল হয়ে গেছে। পরবর্তী আয়াতের নির্দেশই সব ধরনের রিবা- অর্থাৎ সরল, যৌগিক, স্থির বা পরিবর্তনশীল রিবার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।[৬৫]

দ্বিতীয়ত:لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً[৬৬] 'তোমরা চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ খেয়ো না' কেবল এ আয়াতের ভিত্তিতেই চক্রবৃদ্ধি সুদ নিষিদ্ধ মনে করা আর চক্রবৃদ্ধি না হলে সুদকে বৈধ মনে করা

---

৬৪ মোহাম্মদ ইবন জারির আত-তাবারি, *জামি আল-বয়ান ফি তাফসির আল-কুরআন*, (বৈরুত: ৪র্থ সংস্করণ, ১৯৮০), খণ্ড-৬, পৃ. ২৭।

৬৫ আবদুল্লাহ সাঈদ, *Islamic Banking and the Interest: A Study of the Prohibition of Riba and its Contemporary Interpretation,* (লেইডেন: ১৯৯৬), পৃ. ৪৩।

৬৬ আল-কুরআন, (৩:১৩০)।

Dhaka University Institutional Repository

সম্পূর্ণ ভুল এবং উদ্দেশ্য প্রণোদিত। কারণ, উক্ত আয়াতে মুলত সুদের মৌলিক ধরন এবং এর একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বলা হয়েছে। জাহিলি যুগে যার ব্যাপক প্রচলন ছিল এবং বর্তমানে প্রচলিত ব্যাংকব্যবস্থায়ও প্রচলিত আছে। তাই চক্রবৃদ্ধিহার সুদ হারাম হওয়ার কোনো শর্ত নয়, বরং অতিরিক্ত অর্থের ধারণা প্রদানের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে মাত্র। বিষয়টি এমন যে, যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,وَلاَ تَشْتَرُوا بِأَيَتِى ثَمَنًا قَلِيْلاً[৬৭] 'আমার আয়াতসমূহ স্বল্পমূল্যে বিক্রি করো না'। এখানে স্বল্পমূল্য শর্ত হিসেবে যোগ করা হয়নি, বরং এই ধারণা প্রদানের জন্য উল্লেখ করা হয়েছে যে, আয়াতের বিনিময়ে যে পরিমাণ মূল্যই গ্রহণ করা হোক-না-কেন তা কম আর বেশি- উভয়ের হকুম একই। কাজেই উক্ত আয়াতের এরূপ অর্থ করা নিতান্তই ভুল যে, অধিক মূল্যে কুরআনের আয়াতসমূহ বিক্রি করা যেতে পারে।[৬৮]

তৃতীয়ত: অন্যান্য বিতর্ক ছাড়াও তাদের উপস্থাপিত আয়াতের পর নাজিল হওয়া আরেকটি আয়াত তুলে ধরা যায়। সেখানে বলা হয়েছে وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ [৬৯] "আর যদি তোমরা তাওবা করো (ফিরে আসো), তবে তোমাদের জন্য মূলধন বহাল থাকবে।" এই আয়াতে সুস্পষ্টভাবে বলে দেয়া হয়েছে যে, ঋণদাতার জন্য মূলের অতিরিক্ত কিছু অনুমোদিত নয়। মহানবী (সা.)-এর বিদায় হজের ভাষণেও এ বক্তব্য আরো জোড়ালোভাবে সমর্থন করা হয়েছে; "সব রিবা রহিত করা হলো, তবে তোমরা তোমাদের আসল ফেরত পাবে, জুলুম করো না এবং তুমিও জুলুমের শিকার হবে না"।[৭০] ভাষণের কিছু শব্দ "জুলুম করো না এবং তুমিও জুলুমের শিকার হবে না"- প্রথমে আল-কুরআনে এসেছে[৭১] এবং নবী (সা.) এর পুনরাবৃত্তি করে জানিয়ে দেন যে ঋণগহণকারী যেমন আসলের অতিরিক্ত প্রদানে বাধ্য হয়ে জুলুমের শিকার হবে না, তেমনি ঋণদাতা তার মূল ফেরত পাওয়ার ব্যাপারে ক্ষতির শিকার হবে না।[৭২] রাসূল (সা.) আরো বলেন, "আল্লাহ আদেশ করেছেন কোনো রিবা থাকবে না; জাহেলিয়াতের প্রতিটি রিবা আমার দুই পায়ের নিচে এবং আমি আমার চাচা আব্বাসের পাওনা সুদ বাতিল করে নবযাত্রার সূচনা করলাম।"[৭৩]

---

৬৭ আল-কুরআন, (২:৪১)।

৬৮ ইসলামী বিশ্বকোষ, (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ), ২২ খণ্ড, পৃ. ৪৩৫।

৬৯ আল-কুরআন (২:২৭৯)।

৭০ আবু মুহাম্মদ আবদুল মালিক ইবনে হিশাম, *আল-সিরাহ আল-নাবাবিয়াহ*, (বৈরুত: ১৯৯৬), খণ্ড-২, পৃ. ৬০৩।

৭১ আল-কুরআন, সূরা বাকারা" ২:২৭৯।

৭২ মুহাম্মদ ইবন জারির আত-তাবারি, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮।

৭৩ ইবন কাসির, 'ইসমাইল, তাফসিরুল কুরআন আল-আযিম, ১৯৮২, খণ্ড ১, পৃ. ৩২৭-৩৩১, মুসলিম ও আবু দাউদ শরীফের রেফারেন্সসহ; আল-তাবারি, ইবনে জারির, জামি আল-বয়ান, খণ্ড ৬, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭; আল-জাসাস, আহমাদ,

Dhaka University Institutional Repository

তাছাড়া ইবন জারির আত-তাবারির তাফসিরে উল্লেখিত বর্ণনায় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এমন কোনো বক্তব্য পাওয়া যায় না যে, শর্তহীন রিবা গ্রহণযোগ্য হবে।

সুতরাং কুরআন ও হাদিসের বর্ণনার আলোকে এটা প্রমাণিত, ব্যাংকিং সুদ ও কুরআনে নিষিদ্ধ 'রিবা' একই। 'রিবা' বলতে উচ্চহার, নিম্নহার, চক্রবৃদ্ধিসুদসহ সব ধরনের সুদকে বুঝায়। সুতরাং একথা বলা যায় যে, ইসলাম পূর্ব এবং ইসলাম পরবর্তী (বর্তমান বিশ্বে Conventional ব্যাংকে প্রচলিত) সকল 'রিবা'-ই নিষিদ্ধ। অতএব এখানে সুদ সরল না চক্রবৃদ্ধি- সে প্রশ্ন তোলার সুযোগ নেই।

দুই. রাসূল (সা.) এর যুগের সুদ বনাম বর্তমান সুদ এবং ভোক্তাঋণ বনাম বিনিয়োগঋণ এর মধ্যে পার্থক্য রয়েছে

এটি তাদের দ্বিতীয় সংশয়। এক্ষেত্রে তাদের বক্তব্য হচ্ছে, রাসূল (সা.) এর যুগের 'রিবা' আর প্রচলিত ব্যাংকিং সুদ এক নয়। নবী করীম (সা.) এর জামানায় মূলত ভোগব্যয়ের উদ্দেশ্যেই ঋণের লেনদেন হতো। উৎপাদনশীল ও বাণিজ্যিক ঋণের প্রচলন তখন ছিল না। অর্থাৎ কুরআনে কেবল সেই যুগে প্রচলিত ভোগব্যয়ের উদ্দেশ্যে নেয়া ঋণের ক্ষেত্রে সুদ গ্রহণকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

এক্ষেত্রে সংশয়বাদীরা 'ভোক্তাঋণ' (Consumer Loan) ও 'বিনিয়োগঋণ' (Project Loan)-কে আলাদা করে দেখতে চান, দেখাতে চান। তাদের মতে, ভোক্তা ঋণের ওপর রিবা অবৈধ, কিন্তু বিনিয়োগ বা উৎপাদন ঋণের ওপর তা বৈধ।[৭৪] তারা দাবি করেন, রিবার ওপর কুরআন যে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে তার ভিত্তি হলো, যে ধার গ্রহণ করছে তার ন্যূনতম জীবনমান বজায় রাখার উদ্দেশ্যে তা নেয়া হচ্ছে কি-না। অতএব আল-কুরআন সমাজের অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল জনগণকে শোষণ থেকে রক্ষার পাশাপাশি অতিরিক্ত ভোগ নিরুৎসাহিত করতে চায়। ব্যবসায়িক বিনিয়োগের জন্য ঋণের ক্ষেত্রে যুক্তি দেখানো হয়, রিবা নিষিদ্ধ করার মৌলিক কারণ হলো এটা ঋণদাতাকে কোনো শ্রম ছাড়াই অতিরিক্ত আয় লাভের সুযোগ করে

আহকাম আল-কুরআন, খণ্ড ১, পৃ. ৫৫৮। ইবন কাসির, 'ইসমাইল, তাফসিরুল কুরআন আল-আযিম, ১৯৮২, খণ্ড ১, পৃ. ৩২৭-৩৩১, মুসলিম ও আবু দাউদ শরীফের রেফারেন্সসহ; আল-তাবারি, ইবনে জারির, জামি আল-বয়ান, খণ্ড ৬, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭; আল-জাসাস, আহমাদ, আহকাম আল-কুরআন, খণ্ড ১, পৃ. ৫৫৮।

[৭৪] মুহাম্মদ আবু-জাহরা, *Buhuth Fi al-Riba,* (কুয়েত; দার আল-বুহুত আল-ইলমিয়াহ্, ১৯৭০), পৃ. ৫২।

Dhaka University Institutional Repository

দেয়।[৭৫] এই অভিমতের সমর্থনে বলা হয়, ইসলামের প্রথম যুগে ব্যবসা বা বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ঋণ গ্রহণের প্রচলন ছিল না। বরং পুঁজি বৃদ্ধির একমাত্র উপায়ই ছিল ভাগাভাগি এবং অংশীদারিত্ব। অধিকন্তু যুক্তি দেখানো হয়, সপ্তম শতকে আরবে ঋণ নেয়া হতো, মুলত ভোগ বা আপদকালীন উদ্দেশ্যে ব্যবহারের জন্য; উৎপাদনের উদ্দেশ্যে নয়। তাই ব্যবসায়িক ঋণে কিংবা উৎপাদন খাতে বর্তমানে ব্যাংকিং লেনদেন বা ঋণের ক্ষেত্রে গৃহীত ও প্রদত্ত সুদ ইসলামে নিষিদ্ধ করা হয়নি।

সংশয় নিরসন

এরূপ সংশয় সৃষ্টি করা যৌক্তিক নয়। প্রথমত: আরবদের তৎকালীন ব্যবসা-বাণিজ্যের ধরন[৭৬] থেকে এ কথা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত যে, সে সময় ভোগ্যঋণ ও বাণিজ্যিক ঋণ-এই দুই ধরনের ঋণেরই প্রচলন ছিল।[৭৭] এ বিষয়ে একটি হাদিস ইমাম বুখারী (রহ.) উল্লেখ করেছেন:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ ذَكَرَ رَجُلاً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ سَأَلَ بَعْضَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ يُسْلِفَهُ أَلْفَ دِينَارٍ فَقَالَ ائْتِنِي بِالشُّهَدَاءِ أُشْهِدُهُمْ فَقَالَ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا قَالَ فَأْتِنِي بِالْكَفِيلِ قَالَ كَفَى بِاللَّهِ كَفِيلاً قَالَ صَدَقْتَ فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَخَرَجَ فِي الْبَحْرِ فَقَضَى حَاجَتَهُ[৭৮]

আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী (সা.) থেকে বর্ণনা করেন, বনী ইসরাঈলের এক ব্যক্তি জনৈক বনী ইসরাঈলের নিকট এক হাজার দিনার ঋণ চাইলেন। তিনি বললেন: সাক্ষী হাজির কর। সে বলল: আল্লাহই সাক্ষী হিসেবে যথেষ্ট। তিনি বললেন: একজন কফীল (দায়িত্বশীল) নিয়ে এসো। সে বলল: আল্লাহই আমার কফীল। তিনি বললেন: সত্য বলেছ।

---

৭৫ এম. সিদ্দিক নুরজয়, *Islamic laws on Riba (Interest) and their Economic Implications,* ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল অব মিডল ইস্ট স্টাডিজ, খণ্ড ১৪, ১৯৮২, পৃ. ৪।

৭৬ সূরা কুরাইশ-এর বিষয়বস্তু প্রমাণ করে অনেক আগে থেকেই আরবরা আমদানী নির্ভর দেশ এবং ব্যবসার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন দেশে সফর করত।

৭৭ ড. জাওয়াদ আলী, *আল-মুফাসসাল ফী তারিখ আল আরাব ক্বাবাল-আল-ইসলাম,* খণ্ড-৭, পৃ. ২২৭-৪৪৪: এখানে তিনি ইসলাম পূর্বযুগে আরবদের বাণিজ্যিক জীবন সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন (মুহাম্মদ তাকী উসমানী, *সুদ নিষিদ্ধ: পাকিস্তান সুপ্রীম কোর্টের ঐতিহাসিক রায়*), (ঢাকা: নতুন সফর প্রকাশনী, ২০০৭), পৃ. ৪৩।

৭৮ *সহীহ বুখারি,* কিতাব-৩৯, হাদিস নং ২২৯১।

Dhaka University Institutional Repository

এরপর তিনি তাকে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ঐ এক হাজার দিনার প্রদান করলেন। অত:পর সে সমুদ্র পথে বের হলো এবং প্রয়োজন পূরণ করলো।

উক্ত হাদীসে দেখা যায়, এক ইসরাঈলি অন্য এক ব্যক্তির কাছ থেকে ১০০০ দিরহাম ঋণ নিয়ে সমুদ্র পথে বের হয়েছিলেন। অর্থাৎ ব্যবসার উদ্দেশ্যে সফরে বের হয়েছিলেন। অন্য এক বর্ণনায় বলা হয়েছে, এ ঋণ বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে গ্রহণ করা হয়েছিল।[৭৯] রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সময়ে যেমন প্রাতিষ্ঠানিক বাণিজ্যিক ঋণের প্রচলন ছিল[৮০], তেমনি ব্যক্তি পর্যায়েও বাণিজ্যিক ঋণের প্রচলন ছিল। এ বিষয়ে কুরআন-হাদিস ও ইতিহাসে অসংখ্য প্রমাণ রয়েছে। কুরআন নাজিলের সমসাময়িক কালে আরববাসীদের কাছে বাণিজ্যিক সুদের ধারণা সুস্পষ্ট ছিল। কাজেই ভোগ্যঋণ ও বাণিজ্যিকঋণ উভয়ই কুরআনের নিষেধাজ্ঞার আওতাভুক্ত ছিল। সুতরাং রাসূল (সা.) এর সময়কার সুদ আর বর্তমান সময়কার (বর্তমানে প্রচলিত) সুদ সবই নিষিদ্ধ।

দ্বিতীয়ত: রিবা সংক্রান্ত নির্দেশ নাজিল হওয়ার সময় সুদভিত্তিক কতিপয় লেনদেনের প্রচলন না থাকলেও সেগুলোও এই আইনের আওতায় আসবে। এখানে বলা যায়, যখন মাদকাজীয় পানীয়ের ব্যাপারে কুরআনের বিধান নাজিল হয়েছিল তখন আজকের মতো অনেক পানীয়ই ছিল না। এরপরও সবাই এসব পানীয় নিষিদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে একমত। এর সমর্থনে শেখ আবু জারাহ (মিশরের এক গবেষক) বলেন, "জাহেলিয়াতের যুগে কেবল ভোক্তাঋণের প্রচলন ছিল- এই বিতর্কের সমর্থনে নিরঙ্কুশ কোনো প্রমাণ নেই। বরং সে সময় উৎপাদনঋণ ব্যবহারের প্রমাণও পাওয়া যায়। আরবের পরিস্থিতি, মক্কার অবস্থান এবং কোরাইশদের বাণিজ্যিক ইতিহাস সবকিছুই দৃঢ়ভাবে এ কথা সমর্থন করে যে, তখন উৎপাদনের জন্যও ঋণ দেয়া-নেয়া হতো, শুধু ভোগের জন্য নয়।"[৮১] এছাড়া রিবার ওপর কুরআনের হুকুম নাযিল হওয়ার সময় নবী (সা.) নিজেও ভোগ্য ও উৎপাদন ঋণের মধ্যে কোনো পার্থক্য করেননি।[৮২]

তৃতীয়ত: বিদায় হজ্বে 'আইয়্যামে তাশরীক্ব' (জিলহাজ্বের ১০, ১১ ও ১৩ তারিখ) এর মাঝামাঝি কোনো একদিন রাসূলুল্লাহ (সা.) উপস্থিত লোকদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, 'হে

---

৭৯ *ফাতহুল বারি*, খণ্ড-৪, পৃষ্টা. ৪৭১ (*সহীহ বুখারী*, কিতাব-৩৮, অধ্যায়-১০, হাদিস নং-২০৬৩)।

৮০ অধ্যাপক এম.এম. পোস্টান (ক্যামব্রিজ: ১৯৪৪) তার '*ক্রেডিট ইন মেডিয়্যাভ্যাল ট্রেড*' শীর্ষক গবেষণা গ্রন্থে প্রামাণ্য তথ্যের ভিত্তিতে এ সত্য প্রতিষ্ঠিত করেছেন যে, মধ্যযুগে সব ধরনের বাণিজ্যিক লেনদেন হতো। সম্পাদনা: ই. এম. ক্যারাস উইলসন এডওয়ার্ড আরনল্ড, *এসেজ ইন ইকোনমিক হিস্টরি*, (লন্ডন: ১৯৬৬), খণ্ড-১, পৃ. ৬১-৮৭।

৮১ এম. আবু-জারাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩-৫৪।

৮২ এম. আযিযুল হক, আতাউল হক (সম্পাদিত), *Readings in Islamic Banking-এর নিবন্ধ*, Prohibition of Interest and some common Misgivings, (ঢাকা: ১৯৮৭), পৃ. ৪২-৪৩।

Dhaka University Institutional Repository

লোক সকল, জেনে রাখ, নিশ্চয়ই সব ধরনের সুদ প্রতিহত করা হল। সর্বপ্রথম 'আব্বাস বিন 'আব্দুল মুত্তালিবের সুদ রহিত করা হল।" হযরত 'আব্বাস (রা.) এর পাওনা সুদের পরিমাণ ছিল, দশ হাজার মিসকাল[৮৩] সোনা (প্রায় ৩,৭৫০ ভরি সোনা), যা বর্তমানে প্রায় পনের কোটি টাকা মূল্যের। এর পুরোটাই সুদ; মূল পুঁজি নয়। এ থেকে সহজেই অনুমেয়, এই বিপুল পরিমাণ (সুদ-আসল মিলে) অর্থ কোনোভাবেই শুধু ভোগ্য ঋণ ছিল না; বরং তা নিশ্চিত ব্যবসায়িক ঋণ।

সুতরাং এ সকল বিশ্লেষণ অনুসারে, রিবার ওপর নিষেধাজ্ঞা উভয় ঋণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য গণ্য করতে হবে। ঋণ উৎপাদনে ব্যবহার করা হচ্ছে নাকি ভোগের জন্য- তা নিয়ে বিতর্ক অপ্রাসঙ্গিক।

তিন. নির্ধারিত প্রকৃত সুদ (Real Interest) নিষিদ্ধ কিন্তু সমন্বয়ের জন্য ব্যবহৃত সুদ (Nominal Interest) নিষিদ্ধ নয়

রিবা নিয়ে আরেকটি বিতর্ক দেখা যায় মুদ্রাস্ফীতি[৮৪] (Inflationary) ও মুদ্রাসঙ্কোচন (Deflationary) পরিস্থিতিকে ঘিরে। যুক্তি হলো, নবী (সা.) যদিও মুদ্রাস্ফীতি সম্পর্কে সচেতন ছিলেন,[৮৫] কিন্তু ঋণ লেনদেনের ক্ষেত্রে মুদ্রাস্ফীতি বা মুদ্রাসঙ্কোচনের প্রভাব সংক্রান্ত কোনো হাদিস নেই। মুদ্রাস্ফীতি অর্থের ক্রয় ক্ষমতা কমিয়ে দেয়, অন্য দিকে মুদ্রাসঙ্কোচন তা বাড়ায়। তাই মুদ্রাস্ফীতির কারণে ঋণদাতা যে ক্ষতির শিকার হন তার ক্ষতিপূরণ হিসেবে

---

৮৩ আল্লামা মুফতী মুহাম্মদ তাকী উসমানী, *ইসলামী জীবনব্যবস্থা*, ৩য় খণ্ড, ইসলামের আদর্শ লেনদেন, (ঢাকা: বিশ্বকল্যাণ পাবলিকেশন্স, ২০১৪), পৃ. ১৪৮।

৮৪ মুদ্রাস্ফীতির বিষয়টি যদি আমরা দেখি: ইসলাম দ্ব্যর্থহীনভাবে সবধরনের মুল্য পরিমাপে ন্যায্যতার ওপর জোর দিয়েছে। মুদ্রাস্ফীতি অর্থের প্রকৃত মূল্য অব্যাহতভাবে ক্ষয় করে চলে। তাই ইসলাম ভারসাম্য ও সুস্থিতির বিষয়ে যে গুরুত্ব দিয়েছে এটা তার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। তবে এ ক্ষেত্রে বলা হয় যে বর্তমান বৈশ্বিক মুদ্রাস্ফীতির পরিবেশে সব আয় ও আর্থিক সম্পদের ইনডেক্সেশন বা অর্থমূল্য সংশোধনের মাধ্যমে ইসলামের আর্থসামাজিক ন্যায়বিচারের গুরুত্ব পরিতুষ্ট করা যাবে। ১৯৭৮ সালের অক্টোবরে জেদ্দায় কিং আবদলু আজিজ বিশ্ববিদ্যালয় আয়োজিত একটি সেমিনারে ড. সুলতান আবু আলী এই অভিমত ব্যক্ত করেন। এরপর তার এই অভিমত নিয়ে অর্থনীতিবিদ ও শরী'আহ্ বিশেষজ্ঞদের একটি কমিটিতে তুমুল আলোচনা হয়; মোহাম্মদ আরিফ (সম্পাদিত), Monetary and Fiscal Economics of Islam, (জিদ্দা: ১৯৮২), পৃ. ১৪৫-১৮৬; আরো: রফিক ওয়াই আল-মাসরি, *আল জামি ফি উসুল আল-রিবা*, (দামেস্ক: ১৯৯১), পৃ. ২৩৭-২৩৯।

৮৫ এস.এ. আলি, *Economic Foundations of Islam,* (লাহোর: ১৯৬৪), পৃ. ২২-২৩।

Dhaka University Institutional Repository

যৌক্তিক পরিমাণ সুদ বৈধ হতে পারে। অভিমতের সমর্থনে তারা ঋণ সুচক (Loan/Price indexation- ঋণ বা মূল্য সূচক)[৮৬] এর কথা বলেন। অর্থাৎ ঋণদাতাকে কোনো পূর্বনির্ধারিত সুবিধা না দিয়ে মুদ্রাস্ফীতির সমহারে 'সুদ' গ্রহণের অনুমতি দেয়া যেতে পারে।[৮৭] এর মাধ্যমে ঋণদাতা কেবল তার আর্থিক সম্পদের প্রকৃত মূল্য অক্ষুন্ন অবস্থায় পাবেন।[৮৮] ইসলাম ঋণ গ্রহণকারীর প্রতি ন্যায়পরায়ণতার আহ্বান জানালেও ঋণদাতার প্রতি অবিচারের অনুমতি দেয় না। মুদ্রাস্ফীতি নিঃসন্দেহে রিবাবিহীন ঋণদাতার প্রতি অবিচার করে। কারণ এতে তার হিতৈষী ঋণের প্রকৃত মূল্য ক্ষয় হয়ে যায়।[৮৯] কাজেই অর্থ সমন্বয়ের জন্য সুদ (Nominal Interest) দ্ব্যর্থহীনভাবে নিষিদ্ধ করা হলে তা অর্থ ঋণদানের ওপর একটি অন্তরায়মূলক প্রভাব ফেলবে। এর ফলে অর্থনীতিতে অনাকাঙ্ক্ষিত নেতিবাচক পরিস্থিতি তৈরি হবে। তাই, মূল্যবৃদ্ধি ও মল্যহ্রাসের প্রভাব প্রতিরোধ করতে যুতসই সুদ আরোপ এবং ছাড় দেয়ার প্রস্তাব করা হয়।

সংশয় নিরসন

বেশ কিছু যুক্তির মাধ্যমে এ অভিমত বাতিল করা যায়। পূর্ব নির্ধারিত (Real) হোক আর সমন্বয়ের জন্য ব্যবহৃত (nomianl) হোক উভয় লেনদেনের ক্ষেত্রে যেকোনো বদ্ধিই আল-কুরআনে ঘোষিত নিষেধাজ্ঞার পরিপন্থী। সুদ আরোপ করে মুদ্রাস্ফীতি প্রতিরোধের মানে হলো একটি বড় 'মন্দ কাজ' দিয়ে একটি ছোট 'মন্দ কাজ' মোকাবেলা করা। আর ইসলাম কখনো প্রচলিত একটি 'মন্দ কাজ' প্রতিরোধের জন্য নতুন আরেকটি 'মন্দ কাজ' চালু অনুমোদন করে না।[৯০] এ পর্যন্ত সব মুসলিম আইনবিদের সাধারণ অভিমত 'ঋণ ইনডেক্সেশন'-এর বিরুদ্ধে। তাই সমন্বয়ের জন্য সুদ (nominal Interest) বা পূর্ব নির্ধারিত (Real Interest)-এর প্রশ্ন তোলার সুযোগ নেই। যেকোনো বৃদ্ধি বা সুদ 'রিবা' বিধায় তা অবৈধ হিসেবে বিবেচিত।

---

৮৬ মূল্য সূচক (Price Indexation) হলো টাকার মূল্য মাপার পদ্ধতি। পদ্ধতিটা হলো- বাজারে যত জিনিস বিক্রি হয় তার একটা সূচি তৈরি করে মূল্য পার্থক্যের একটি গড় বের করা হয় এবং এই গড় অংকটাই মূল্য সূচক (Price Indexation)। যেমন- গত দশ বছরে যদি জিনিসপত্রের দাম গড়ে পাঁচ শতাংশ বৃদ্ধি পায় এবং মুল্যস্ফীতি পাঁচ শতাংশ বৃদ্ধি পায় অর্থাৎ টাকার মান পাঁচ শতাংশ কমে এবং জিনিসপত্রের দাম পাঁচ শতাংশ বৃদ্ধি পায় তাহলে এই পাঁচ শতাংশ সমন্বয় করাই মূল্য সূচক বা মূল্য সমন্বয়। কেউ একশত টাকা ধার নিয়ে থাকলে, মুল্য সূচকের কারণে একশত টাকার বিনিময়ে একশত পাঁচ টাকা প্রদান করতে হবে। এই একশত পাঁচ টাকাকে একশত টাকার সমান বিবেচনা করা হয়।

৮৭ পূর্ব থেকে সুনির্দিষ্ট সুদ হচ্ছে Real Interest আর মুদ্রাস্ফীতির সাথে পরবর্তীতে সমন্বিত সুদ হচ্ছে Nominal Interest।

৮৮ এম. আযিযুল হক, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫-৪৬।

৮৯ এম. উমর চাপড়া, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০।

৯০ এম. আযিযুল হক, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬।

Dhaka University Institutional Repository

অধিকন্তু ইসলাম আর্থসামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার যে সমন্বিত রূপরেখা তৈরি করেছে, তার প্রথম এবং সর্বোত্তম সমাধানে হচ্ছে, মূল্যের স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠা করা ও বজায় রাখা; ঋণ ও সম্পদের সূচক (Indexation) ধার্য করে সুদের নব্যরূপ প্রবর্তন নয়।

চার. ব্যক্তি থেকে গৃহীত সুদ নিষিদ্ধ কিন্তু প্রতিষ্ঠান থেকে লেনদেনকৃত সুদ নিষিদ্ধ না

আর একটি সংশয়বাদী বক্তব্য হলো, নবী (সা.) এর সময়ে আজকের মতো বিশালায়তন আর্থিক প্রতিষ্ঠান, যেমন- ব্যাংক ও অন্যান্য অবকাঠামোর অস্তিত্ব ছিল না। তাই ব্যাংকের সুদ ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সুদ (রিবা) নিষিদ্ধের আওতায় আসবে না। এই নিষেধাজ্ঞা কেবল ব্যক্তি থেকে ব্যক্তি ঋণের ওপর প্রযোজ্য হবে; কিন্তু ওইসব প্রতিষ্ঠান থেকে সুদের লেনদেন নিষেধাজ্ঞার আওতায় পড়বে না। কারণ কোনো ব্যক্তির পক্ষে ব্যাংকের মতো বিশাল আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে শোষণ করা সম্ভব নয়।[৯১]

সংশয় নিরসন

আমরা যদি একটি আধুনিক ব্যাংককে একজন ব্যক্তির সঙ্গে তুলনা করি, তবে দেখব এই প্রতিষ্ঠানটি অর্থ ঋণ নেয় অন্যকে ধার দেয়ার জন্য। অর্থাৎ ব্যাংকটি ঋণদাতা ও ঋণগ্রহীতা এক ব্যক্তির মতো আচরণ করছে এবং অর্থ ঋণ দেয়া-নেয়ার প্রক্রিয়ায় একটি সুদ নিচ্ছে এবং দিচ্ছে।

মূলত, আল-কুরআন রিবার ওপর যে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে তার প্রকৃতি সার্বজনীন। এ ব্যাপারে কুরআন-সুন্নাহ ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে কোনো পার্থক্য করেনি। তাই রিবা আদান-প্রদানের ওপর কুরআনের নিষেধাজ্ঞা ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠান-উভয় ক্ষেত্রে কোনো পার্থক্য করা ছাড়াই সমভাবে প্রযোজ্য হবে।

এ ছাড়া সুদ সম্পর্কিত সর্বশেষ আয়াত নাযিলের প্রেক্ষাপটে দেখা যায়, ইসলাম পূর্ব সময়ে বনু ছাকিফ গোত্র বনু মুগীরাসহ বিভিন্ন গোত্রের সাথে ব্যবসায়ীক স্বার্থে গোত্রভিত্তিক সুদী লেনদেন করত। আর তৎকালীন সময়ের এই গোত্রভিত্তিক কার্যক্রমকে বর্তমান সময়ের প্রাতিষ্ঠানিক অর্থ লেন-দেন কিংবা ব্যাংকিং কার্যক্রমের সাথে তুলনা করা যায়। সুতরাং সার্বিক বিশ্লেষণ করে বলা যায়, ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান- যা কিছুই হোক না কেন, সকল অবস্থায় সুদ নিষিদ্ধ। অধিকন্তু বিশ্বব্যাপী ইসলামী ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠানগুলোর উত্থান ঘটেছে রিবার বিপক্ষে ইসলামী মনিষীদের

---

৯১ আব্দুল জাব্বার খান, *Divine Banking System,* Journal of Islamic Banking and Finance, (উইন্টার: ১৯৮৪), পৃ. ৩০-৩২।

Dhaka University Institutional Repository

পুনর্জাগরণবাদী চিন্তাধারার ভিত্তিতে; তারা যেকোনো সুদকেই রিবা হিসেবে গণ্য করেন। পক্ষান্তরে সুদকে বিভিন্ন ঠুনকো সংশয় সৃষ্টির মাধ্যমে বৈধ করে পার্থিব অর্থলোভী ব্যক্তি বা ব্যক্তিবিশেষের সকল যুক্তিই চরম উদ্দেশ্য প্রণোদিত হিসেবে প্রমাণিত।

ব্যাংকিং সুদ হারাম হওয়া সম্পর্কে মুসলিম উম্মাহর ঐকমত্য

যুগে যুগে মুসলিম চিন্তাবিদগণ সুদ ও সুদভিত্তিক অর্থনৈতিক ও ব্যাংক ব্যবস্থা নিয়ে এবং এর যন্ত্রণাদায়ক পরিণতি নিয়ে কখনো নীরব থাকেননি। প্রথম থেকেই তাঁরা[৯২] সুদের বিরোধিতা করে আসছেন এবং ইসলামী শরী'য়ার ভিত্তিতে লেনদেন ও কারবার পরিচালনার ওপর গুরুত্ব দিয়ে আসছেন।[৯৩] 'রিবা' ইসলামী শরী'য়াতে সুস্পষ্টভাবে হারাম বা নিষিদ্ধ, আল-কুরআন ও আস্-সুন্নাহ্র দ্ব্যর্থহীন ঘোষণার পরে এ ব্যাপারে আর কোনো আলোচনার প্রয়োজন পড়ে না।[৯৪]

১৯৫৬ সালে মিসরের আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক রিসার্চ অ্যাকাডেমিতে শাইখ মাহমুদ সালতুত-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত প্রথম আন্তর্জাতিক ফিকহ্ সম্মেলনে শাইখ আবু জাহরাসহ ৩৫টি মুসলিম দেশের শীর্ষস্থানীয় আলেম, ইসলামী চিন্তাবিদ ও গবেষকগণ অংশ নিয়েছিলেন। সম্মেলনে সর্বসম্মতিক্রমে প্রচলিত ব্যাংকিং সুদকে হারাম বলে উল্লেখ করা হয়। পরবর্তীকালে মক্কায় রাবেতা আল্ আলম আল-ইসলামীর ফিক্হ অ্যাকাডেমির উদ্যোগে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সম্মেলনে আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত প্রথম সম্মেলনের সিদ্ধান্তের সাথে ঐকমত্য পোষণ করা হয়।

১৯৮৫ সালে সৌদি আরবের জেদ্দায় মাজমাউল ফিকহিল ইসলামী (Islamic Fiqh Academy)- এর উদ্যোগে তৃতীয় আন্তর্জাতিক ফিকহ্ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। পঁয়তাল্লিশটি মুসলিম দেশের শীর্ষস্থানীয় ওলামা প্রতিনিধি এ সম্মেলনে অংশ নেন। পঁয়তাল্লিশটি দেশের

---

৯২ তাঁদের কয়েকজন; ইমাম আবূ ইউসুফ (৭৮১-৮৮৭ খ্রি.), আল-শায়বানী (৭৫০-৮০৪ খ্রি.), আবূ উবায়দা (৭৬৬-৮৩৮ খ্রি.), ইয়াহইয়া ইবনে আদম (৭৫২-৮১৮ খ্রি.), আল-মুহাসিবী (৭৮১-৮৫৭ খ্রি.), কুদামা বিন জাফর (মৃত্যু ৯৪৮ খ্রি.), ইবন আল মুক্বাফ্ফা, আল যাহির, আল মাওয়ার্দী (৯৭৪-১০৫৮ খ্রি.), ইবনে হাযম (৯৯৪-১০৬৪ খ্রি.), আল-ফারাবী (৯৫০ খ্রি.), আল হারীর (১০৫৪-১১২২ খ্রি.), গায্যালী (১০৫৫-১১১১ খ্রি.), নাসিরুদ্দীন তুসী (১২০১-১২৭৪ খ্রি.), ইবনে তাইমিয়া (১২৬২-১৩২৮ খ্রি.), ইবনুল কাইয়্যিম (১২৯২-১৩৫০ খ্রি.), আল-শাতিবী (মৃত্যু ১৩৮৮ খ্রি.), আল-দিমাশকী, ইবনে খালদুন (১৩৩২-১৪০৬ খ্রি.), আহমাদ আলী আল-দালাযী (মৃত্যু ১৪২১ খ্রি.) থেকে শুরু করে অষ্টাদশ শতাব্দীর শাহ্ ওয়ারীউল্লাহ দেহলভী (১৭০৩-১৯৬৩ খ্রি.), পর্যন্ত অনেক ইসলামীক চিন্তাবিদ অর্থনৈতিক চিন্তার বিভিন্ন শাখায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন।

৯৩ অধ্যাপক মুহাম্মদ শরীফ হুসাইন, *ইসলামী ব্যাংকিং একটি উন্নততর ব্যাংক ব্যবস্থা*, (ঢাকা: ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৬), পৃ. ১৫।

৯৪ Dr. Abdul-Razzaq Abdul-Majeed Alaro, *Islamic Law of Banking: A discourse of Riba and its Modern Instruments,* Journal of Islamic Law and Judiciary, Vol. V, 2010, p. 9.

Dhaka University Institutional Repository

প্রায় দুইশ' ওলামা প্রতিনিধি 'ব্যাংকিং সুদ সম্পূর্ণ হারাম'- বিষয়ক ফাতওয়াটিতে স্বাক্ষর করেন।[৯৫]

সুদবিহীন ব্যাংকিংয়ের কার্যক্রম

সুদ নিষিদ্ধ করার সাথে সাথে ইসলাম আর্থিক লেনদেনের হালাল নীতি ও পদ্ধতির সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা দিয়েছে। ইসলামী ব্যাংকসমূহ ইসলামের এ নির্দেশনার আলোকে আর্থিক ক্ষেত্রে সুদ বর্জন করে শরী'য়াহ্ সম্মত বিভিন্ন হালাল ব্যবসা পদ্ধতি অনুসরণ করছে। ইসলামী ব্যাংকিংয়ের কোনো লেনদেনে সুদ গ্রহণ বা প্রদান করার সুযোগ নেই। বেচাকেনা পদ্ধতি (বা'ই), লাভ-লোকসানে অংশীদারি পদ্ধতি (মুশারাকাহ্) এবং সম্পদ ভাড়াদান পদ্ধতি (ইজারা)-সহ ইসলামী শরী'য়াহ্ অনুমোদিত বিভিন্ন পদ্ধতিতে ইসলামী ব্যাংক তার ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করে। সমন্বিত ও ন্যায়ভিত্তিক বিনিয়োগব্যবস্থার ফলে উৎপাদন, বণ্টন ও ভোগের ক্ষেত্রে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়। ফলে ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থার প্রচলন সুদের পাপ ও শোষণ থেকে মুক্ত করে মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তির দিগন্ত উন্মোচন করে।

রিবা হারাম হওয়ার কারণ (Reason of Prohibition of Riba)

১. রিবা সমাজকে কলুষিত করে- Riba Corrupts Society.

২. বিনিময় না দিয়ে অন্য মানুষের সম্পদ রিবার মাধ্যমে নিয়ে নেয়া হয়। Riba implies improper appropriation of other people's property.

৩. সুদ প্রবৃদ্ধির উপর সীমারেখা টেনে দেয়। Riba's ultimate effect is negative growth.

৪. সুদ মানুষের ব্যক্তিত্ব, মনুষত্ব বিনষ্ট করে, Riba demeans and diminishes human personality.

৫. রিবা বেইনসাফীর অন্য নাম Riba is unjust.[96]রিবা নিষিদ্ধ হওয়ার মৌলিক কারণ (علت = ইল্লত) হচ্ছে যুলুম বা অবিচার ও বেইনসাফী (Injustice)।

চার্ট-৬

সুদ ও মুনাফার মধ্যে পার্থক্য (Distinction between Riba and Profit)

পার্থক্যের বিষয়	রিবা/সুদ Riba	মুনাফা/লাভ Profit
১। আভিধানিক অর্থ	১। রিবা ربا বা সুদ এর	১। আরবি রিবাহ (رباح) এর

[৯৫] *ইসলামী খুতুবাত* (বিচারপতি মুফতি তকি উসমানী-এর বক্তৃতা সঙ্কলন, অনুবাদ: মাওলানা মুহাম্মদ উমাইর কোব্বাদি), (ঢাকা: দারুল উলুম লাইব্রেরি, দ্বিতীয় মুদ্রণ, অক্টোবর ২০১০), ৭ম খণ্ড, পৃ. ১০০-১০১।

[৯৬] মুহাম্মদ নাজাতুল্লাহ সিদ্দিকী, Riba, Bank Interest and the Rationale of its prohibition, visiting Sholars Research series No. 2, IDB & IRTI, Jeddah, 2004, P.41.

Dhaka University Institutional Repository

	শাব্দিক অর্থ আধিক্য, বৃদ্ধি, বিকাশ, অতিরিক্ত সংযোজন, সম্প্রসারণ, প্রবৃদ্ধি ইত্যাদি।	বাংলা মুনাফা বা লাভ। কারো কারো মতে রিবাহ অর্থ অর্জিত সম্পদ। ক্রয়-বিক্রয় ও ব্যবসায়-বাণিজ্য ব্যাপদেশে সযত্ন উদ্যোগ, আয়োজন, কর্মতৎপরতার মাধ্যমে যে ধনসম্পদ অর্জিত হয়ে থাকে, তাই রিবাহ তথা মুনাফা (Profit) হিসেবে পরিচিত।
২। সংজ্ঞা	২। সংজ্ঞা অনুসারে রিবা হলো ঋণের শর্ত অনুযায়ী ঋণগ্রহীতা কর্তৃক ঋণদাতাকে মূলধনের সাথে প্রদেয় বাড়তি অর্থ। সুদ হলো ঋণ দিয়ে সময়ের উপর ধার্যকৃত মূলধনের অতিরিক্ত অর্থ বা সম্পদ।	২। সংজ্ঞা অনুসারে মুনাফা হলো উৎপাদনের মূল্য ও উৎপাদন খরচের মধ্যে পার্থক্য। উৎপাদন কিংবা ক্রয়-বিক্রয়ের ফলে অথবা অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে মূলধন বিনিয়োগের ফলশ্রুতিতে মূলধনের অতিরিক্ত উপার্জিত অর্থ বা সম্পদকে মুনাফা বলা হয়। ক্রয়-বিক্রয় বা ব্যবসার ফলস্বরূপ অর্জিত অর্থ বা সম্পদই মুনাফা।
৩। ভিত্তি	৩। সুদের সম্পর্ক ঋণের সাথে। সুদের ভিত্তি হলো ঋণ। ঋণ থেকেই সুদের উৎপত্তি। সুদের ভিত্তি হলো ঋণ। ঋণ থেকেই সুদের উৎপত্তি।	৩। মুনাফা বা লাভের সম্পর্ক ক্রয়-বিক্রয়, ব্যবসায়-বাণিজ্য ও বিনিয়োগের সাথে। মুনাফার ভিত্তি হলো প্রত্যক্ষভাবে দ্রব্য উৎপাদন ও বিক্রয় কিংবা লাভ- লোকসান অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে অর্থ ও সম্পদ বিনিয়োগ করা।
৪। উৎপত্তি	৪। এক জাতীয় Fungible goods †লনদেনে সুদ হয়। সুদের বেলায় ক্রয়-বিক্রয়	৪। দু'টি বা দুপ্রকার পণ্যের লেন-দেন, ক্রয়-বিক্রয় এবং তা থেকে লাভ বা মুনাফা

Dhaka University Institutional Repository

	রূপান্তর সম্পূর্ণ অনুপস্থিত।	আসে। মুনাফা মূলত দ্রব্য-সামগ্রী ও সেবার ক্রয়-বিক্রয় তথা ব্যবসার স্বাভাবিক ফলস্বরূপ অর্জিত হয়।
৫। নির্ধারক উপাদান	৫। রিবার নির্ধারক উপাদান হলো তিনটি; সময়, সুদের হার ও মূলধনের পরিমাণ। নির্দিষ্ট সুদের হারে ঋণ দেয়া কোনো মূলধনের সুদ ঋণের সময় বৃদ্ধির সাথে সাথে আনুপাতিক হারে বৃদ্ধি পায়।	৫। মুনাফা হওয়া না হওয়া কিংবা কম বেশি হওয়া নির্ভর করে অনুকূল বাজার চাহিদার উপর।
৬। প্রক্রিয়া	৬। সুদ Fungible goods-এর দাম ঋণের বর্ধিত অংশ।	৬। মুনাফা পণ্য ও সেবা ক্রয়-বিক্রয় প্রক্রিয়ায় পুঁজির/মূলধনের বৃদ্ধিপ্রাপ্ত অংশ।
৭। আরোপন	৭। সুদ ঋণের উপর আরোপিত। সুদ প্রকৃত পক্ষে কোনো উৎপাদনশীল কাজের বিনিময় নয়; বরং এক ধরনের অনুপার্জিত আয় মাত্র।	৭। মুনাফা বিনিয়োগ/ ব্যবসায় রূপান্তরের স্বাভাবিক ফল যা বাজার থেকে উদ্ভূত।
৮। সুবিধা প্রাপক	৮। ঋণদাতাকে শ্রম দিতে হয় না, সে অর্থ ধার দেয় মাত্র। সুদ বিনা শ্রমে পাওয়া যায়।	৮। ব্যবসায়ী/উদ্যোক্তাকে সময়, শ্রম, মেধা, পুঁজি নিয়োজিত করতে হয়। মুনাফা অর্জনে পরিশ্রম করতে হয়।
৯। বিনিময়	৯। সুদের বিনিময় দেয়া হয় না। সুদের ক্ষেত্রে মূলধনের অতিরিক্ত যে অর্থ গ্রহণ করা হয় এর কোনো বিনিময় দেয়া হয় না। সুদ একটি অনুপার্জিত হস্তান্তরিত আয়।	৯। মুনাফা মূল্য সংযোজন থেকে আসে-এর মূল্য দেয়া হয়।

Dhaka University Institutional Repository

১০। মূল্য প্রদান	১০। সুদে ঋণগ্রহীতা বেশি মূল্য দেয়।	১০। ক্রয়-বিক্রয়ে উভয়ে সমান মূল্য দেয় ও নেয়।
১১। নির্ধারণ	১১। সুদ পূর্ব নির্ধারিত (prefixed), তবে অনির্ধারিতও হতে পারে।	১১। মুনাফা পরে নির্ধারিত হয় (Profit is post determined। অন্যকথায় মুনাফার হার পূর্ব নির্ধারিত নয়।
১২। নিশ্চয়তা	১২। সুদ নিশ্চিত- এতে ঋণদাতার আয় নিশ্চিত। কিন্তু ঋণগ্রহীতার লাভের কোনো নিশ্চয়তা নেই। অন্যকথায় সুদের কারবারে অনিশ্চিয়তার কোনো উপাদান থাকে না।	১২। মুনাফা অনিশ্চিত- বিক্রেতার লাভ হতেও পারে আবার লাভ নাও হতে পারে। সময় যেহেতু মুনাফা নির্ধারণের কোনো নিয়ামকে উপাদান নয় এবং মুনাফার হার যেহেতু পূর্ব নির্ধারিত হয় না সেহেতু একজন বিনিয়োগকারী নির্দিষ্ট পরিমাণ বিনিয়োগে আদৌ মুনাফা পাবে কিনা অথবা কি পরিমাণ পাবেন তার কোনো নিশ্চয়তা লাভ করা সম্ভব নয়।
১৩। ঋণাত্মক/ধণাত্মক	১৩। রিবা কখনই ঋণাত্মক হতে পারে না। বড় জোর খুবই কম বা শূন্য হতে পারে। Riba cannot be negative, it can at best be low or zero.	১৩। মুনাফা ধনাত্মক, শূন্য এমনকি ঋণাত্মকও হতে পারে। Profit can be positive, zero or even negative.[৯৭]
১৪। ঝুঁকি	১৪। সুদের ক্ষেত্রে ঋণদাতার কোনো ঝুঁকি বা অনিশ্চয়তা	১৪। মুনাফার ক্ষেত্রে মূলধন সরবরাহকারী ও উদ্যোক্তা

[৯৭] আবদুর রহমান আল জাবিরী, কিতাব আল ফিকহ আলা আল মাযাহিব আল আরবায়ী, আল মাকতাবাহ আস তেজারিয়্যায়, আল কুবরা, ২য় খণ্ড, কায়রো, মিশর, ১৯৩৮, পৃ. ২৪৫।

Dhaka University Institutional Repository

	নেই। সুদে লোকসানের ক্ষেত্রে হুমকি নেই।	উভয়ের জন্যই ঝুঁকি অনিশ্চয়তা বিদ্যমান। মুনাফার লোকসানের ঝুঁকি বহন করতে হয়। মুনাফায় লোকসানের হুমকি রয়েছে।
১৫। ফলাফলে গননা ধারা	১৫। একই মূলধনের উপর সুদ বারবার নির্ধারণ ও আদায় করা যায়। অন্যকথায় কোনো ঋণের উপর সুদ বারবার ধার্য করা যায়।	১৫। লাভ একবারই অর্থাৎ ব্যবসায় কোনো পণ্যের উপর লাভ একবারই করা যায়। কেননা ব্যবসায় বিক্রেতা ব্যবসায় পণ্য একবারই বিক্রি করতে পারে।
১৬। ইসলামী দৃষ্টিকোণ	১৭। ইসলামী শরী'আহ্‌র দৃষ্টিকোণ থেকে সর্ব প্রকারের সুদ হারাম (Haram)।	১৭। ইসলামী শরী'আহ্‌র দৃষ্টিকোণ থেকে মুনাফা হালাল (Halal)।
১৭। দাম স্তরের উপর প্রভাব	১৮। সুদ একটি স্থির ব্যয় হিসেবে বিবেচিত হয় বলে অনিবার্যভাবে দাম স্তরের বৃদ্ধি ঘটায় এবং ক্ষেত্র বিশেষে মূল্যস্ফীতির প্রসার ঘটে।	১৮। মুনাফা ব্যয় হিসাবে বিবেচিত হয় না বলে অনিবার্যভাবে দামের বৃদ্ধি ঘটায় না, ফলে মূল্যস্ফীতির প্রসারে সরাসরি কোনো প্রভাব রাখে না।
১৮। মূলধন সংরক্ষন	১৯। সুদ ভিত্তিক ব্যবস্থায় মূলধন সর্বদা সুরক্ষিত। অন্যকথায় ঋণগ্রহীতার ব্যবসায় উদ্যোগ ব্যর্থ হলেও ঋণদাতার মূলধনের উপর তার বিন্দুমাত্র আঁচড় লাগে না।	১৯। ব্যবসায় কিংবা লাভ-লোকসানে অংশীদারিত্বের বিনিয়োগের বেলায় লোকসান হলে বিনিয়োগকৃত মূলধন আনুপাতিক হারে হ্রাস পায়।
২৯। স্থবিরতা ও প্রগতি	২০। সুদ হচ্ছে স্থবিরতার বাহন। উদ্যোগের উপস্থিতি ও অনুপস্থিতিই হচ্ছে মুনাফা ও সুদের মধ্যে পার্থক্যের মূল কারণ।	২০। মুনাফা হচ্ছে প্রগতির পুরস্কার।[৯৮]

উদ্যোগের উপস্থিতি ও অনুপস্থিতিই মুনাফা ও সুদের মধ্যে পার্থক্যের মূল কারণ। সুদ ও মুনাফার মধ্যে পার্থক্যটুকু খুবই সুক্ষ্ম এবং এই পার্থক্য শুধু ফলশ্রুতির (impact) নয় বরং তা মূলনীতির (Principle) পার্থক্যও বটে।

[৯৮] ড. এম.এ. মান্নান, ইসলামী অর্থনীতি: তত্ত্ব ও প্রয়োগ, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৮।

Dhaka University Institutional Repository

চার্ট-৭
ব্যবসা ও সুদের মধ্যে পার্থক্য

নিম্নে ব্যবসা ও সুদের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য চার্টে উপস্থাপন করা হলো-

ব্যবসা	সুদ
১. ব্যবসা হালাল। হাদীসের মতে সৎ ব্যবসায়ী জান্নাতবাসী হবে।	১. সুদ হারাম। সুদ যারা খায়, তাদের কঠোর শাস্তির বিধান কুরআনে ঘোষণা করা হয়েছে।
২. ব্যবসায় লাভের সাথে সাথে লোকসানও আছে। অন্যকথায় ব্যবসায়ী তার নিয়োজিত মূলধনের উপর লাভ করতে পারে কিংবা লোকসানও দিতে পারে।	২. সুদের মধ্যে কোনো লোকসান নেই। সুদে অর্থ লগ্নি করলে তার অতিরিক্ত প্রাপ্য পূর্ব থেকেই নির্ধারিত থাকে এবং লোকসানের সম্ভাবনা আদৌ থাকে না।
৩. ব্যবসায়ের ক্রেতা ও বিক্রেতা দ্রব্য ও অর্থ বিনিময় করে মুনাফা মাত্র একবার পায়।	৩. সুদের ক্ষেত্রে সুদ বারবার ও একাধিকবার পেতে পারে।
৪. ব্যবসায়ীর শ্রম, চিন্তা, বুদ্ধি ও সময় ইত্যাদির ব্যয় করতে হয়	৪. সুদের ক্ষেত্রে সময় মাত্র পরিবর্তন হয়। অন্য কোনো পরিশ্রম নেই।
৫. ব্যবসার সম্পর্ক পণ্যের সাথে।	৫. সুদের সম্পর্ক, ঋণ ও সময়ের সাথে।
৬. ব্যবসায় কোনো শোষণ থাকে না।	৬. সুদের মধ্যে শোষণ অনিবার্য।
৭. ব্যবসার বুনিয়াদ হচ্ছে সহযোগিতামূলক।	৭. সুদের বুনিয়াদ হচ্ছে ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করণ মাত্র।
৮. ব্যবসা থেকে মুনাফা শূন্য ধনাত্মক ও ঋণাত্মক হয়।	৮. সুদ সর্বদাই ধনাত্মক হয়।
৯. ব্যবসায় ঝুঁকি বিদ্যমান এবং এ জন্যে তা অনুমোদিত।	৯. সুদে ঝুঁকি নেই এবং তা মুনাফার মত পরিবর্তনশীল নয়।
১০. ব্যবসায়ে মূলধন বিনিয়োগ করলে যে মুনাফা অর্জিত হয় তা উদ্যোগ, যোগ্যতা ও দক্ষতার প্রতিফলন।	১০. সুদের ক্ষেত্রে তা হয় না; কারণ ঋণদাতা কোনো উদ্যোগ ও যোগ্যতা ছাড়াই নির্দিষ্ট হারে সুদ আদায় করে।

সুদ ও ভাড়া

Dhaka University Institutional Repository

ভাড়াকে আরবীতে বলা হয় 'আজর' (اجر = Ajr) যার অর্থ হচ্ছে বিনিময় বা consideration. এটি আসলে সেবা বা service-এর দাম। মানুষ তার শ্রম বিক্রি করে যে বেতন বা পারিশ্রমিক পায় তাকে বলা হয় মজুরী বা আজুরাহ যা আসলে 'আজর' (اجر) থেকে উদ্ভূত। ব্যবহারের মূল্য নিয়ে অন্যকে কোনো মালে গায়রে ফানি বা Non-Fungible goods ব্যবহার করতে দিলে একে বলা হয় 'মাজুর' (ماجور)। বস্তুর মালিককে বলা হয় 'মুজির' (مجير) বা গ্রহীতা বা ব্যবহারকারীকে বলা হয় 'মুনতাজির' (منتجر) বা lessee।

উপরের আলোচনা থেকে এটা স্পষ্ট যে, ইজারা হচ্ছে 'বাইয়ুন' (بيع) বা ক্রয়-বিক্রয়ের একটি বিশেষ ধরণ। ইজারায় পণ্য নয়, বরং Non Fungible পণ্যের সেবা বিক্রয় করা হয়। এখানে বিক্রিত সেবাটির Counter Value হচ্ছে Rent।

ভাড়া বা Rent হচ্ছে Non-Fungible goods এরা সেবার দাম। ভাড়ার ক্ষেত্রে ক্রেতা-বিক্রেতা বা منتجر'মুনতাজির' উভয়ের মধ্যে সমমূল্যের বিনিময় হয় এবং তাদের পরস্পর ক্ষতিপূরণ হয়, কারও অর্থনৈতিক ভাবে পরিবর্তন হয় না।

অন্যকথায় মালে গায়রে ফানি ঋণ দিলে, গ্রহীতা তা ব্যবহার করলে পণ্যটি বর্তমান থাকে এবং তা ফেরত দেওয়া যায় কিন্তু তা থেকে উপকার, service বা সেবা পাওয়া যায়। এই সেবার বিনিময়ে দাম নেওয়া হলে সেটা নয়। বরং ক্রয়-বিক্রয়; সেবা নেয়া হয়, দাম দেওয়া হয়।

মোট কথা ভাড়া হচ্ছে Non-Fungible goods এর ব্যবহার বা সেবার দাম। এখানেও ক্রয়-বিক্রয় হচ্ছে প্রাপ্ত সেবার মূল্য হচ্ছে প্রদত্ত ভাড়া। ভাড়ার বিনিময় হচ্ছে সমমূল্যের সেবা বা সেবার বিনিময় হচ্ছে সমমূলে ভাড়া।

সুদ ও ভাড়ার পার্থক্যঃ রিবা বা সুদ ও ভাড়ার মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য রয়েছে। অর্থনীতিতে সুদ ও ভাড়া এ দুয়ের প্রত্যকেরই মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। সুদ ও ভাড়ার পার্থক্য সংক্ষেপে নিম্নরূপ:

চার্ট-৮

সুদ ও ভাড়ার পার্থক্য (Distinction between Riba and Rent)

রিবা(ربا) /সুদ	ভাড়া- اجر

Dhaka University Institutional Repository

১। রিবা বা সুদ এর শাব্দিক অর্থ বা আভিধানিক অর্থ আধিক্য, বৃদ্ধি, বিকাশ, অতিরিক্ত সংযোজন, সম্প্রসারণ, প্রবৃদ্ধি ইত্যাদি।	১। আরবী আজর (اجر) এর বাংলা ভাড়া। এর আভিধানিক অর্থ সেবার দাম, সেবার মূল্য।
২। সংজ্ঞা অনুসারে রিবা হলো ঋণের শর্ত অনুযায়ী ঋণগ্রহীতা কর্তৃক ঋণদাতাকে মূলধনের সাথে প্রদেয় বাড়তি অর্থ।	২। সংজ্ঞা অনুসারে ভাড়া হচ্ছে মালে গায়রে ফানির (Non-Fungible goods) সেবার দাম।
৩। একজাতীয় ফানজিবল পণ্যের লেন-দেনে সুদ হয়।	৩। দুই প্রকার পণ্যের বিনিময়ে ভাড়া হয়।
৪। সুদ ফানজিবল পণ্যের দাম- ঋণের সাথে সম্পৃক্ত- ঋণের বর্ধিত অংশ।	৪। ভাড়া বিনিয়োগ, উৎপাদন ও বিক্রয়ের ফল।
৫। সুদ ঋণের উপর আরোপিত।	৫। ভাড়া পণ্যের দাম নয়, পণ্যের সেবার দাম।
৬। সুদের বিনিময় দেওয়া হয় না।	৬। ভাড়ার বিনিময় হচ্ছে সমমূল্যের সেবা।
৭। সুদে ঋণগ্রহীতা বেশি মূল্য দেয়।	৭। উভয়ে সমান সমান মূল্য দেয় ও নেয়।
৮। ঋণদাতা আসল রূপান্তরের ঝুঁকি নেয় না।	৮। পুঁজি রূপান্তর করেই ভাড়ার পণ্য হয়- রূপান্তরের ঝুঁকি আছে।
৯। সুদ নির্ধারিত অনির্ধারিত দুই-ই হতে পারে।	৯। ভাড়া নির্ধারিত হয়।
১০। ইসলামী শরী'আহ্'র দৃষ্টিকোণ থেকে সুদ হারাম।	১০। ইসলামী শরী'আহ্'র দৃষ্টিকোণ থেকে ভাড়া হালাল।

চার্ট-৯
ঋণ ও বিনিয়োগের পার্থক্য

অনেকে ঋণ ও বিনিয়োগকে একই মনে করে থাকে দু'য়ের তফাতকে গুলিয়ে ফেলে। অথচ ঋণ ও বিনিয়োগ এক নয়। এই দু'য়ের পার্থক্য নিম্নরূপ:

ঋণ	বিনিয়োগ
১. ঋণের ইংরেজি প্রতিশব্দ Loan।	১. বিনিয়োগের ইংরেজি প্রতিশব্দ

Dhaka University Institutional Repository

	Investment।
২. Loan বা ঋণকে ইসলামী পরিভাষায় ক্বরদ (Qard) বলে। যে অর্থ বা পণ্য করদ দেয়া হবে সময়মত গ্রহীতা ঠিক তাই ফেরত দিবে। প্রচলিত গতানুগতিক ব্যাংকে যে ঋণ চালু আছে তার সাথে অতিরিক্ত হিসেবে যে সুদ নেয়া হয় তা ইসলামে হারাম।	২. বিনিয়োগকে ইসলামী পরিভাষায় ইসতিসমার Istismar বলে। বিনিয়োগ যিনি দেন এবং যিনি নেন উভয়কেই ঝুঁকি বহন করতে হয়। মেধা ও শ্রম ব্যবহার করতে হয়।
৩. ঋণের অর্থ বা দ্রব্য পরিবর্তিত না হয়েই ঋণদাতার কাছে ফেরত আসতে পারে।	৩. বিনিয়োগের অর্থ বা দ্রব্য, কিংবা অর্থের রূপান্তরিত হয়ে বিনিয়োগের কাছে ফেরত আসে।
৪. ঋণের বেলায় ঋণদাতা সুদের নিশ্চয়তা পান।	৪. বিনিয়োগ দাতা লাভের নিশ্চয়তা পান না। সেখানে লাভ বা লোকসান দুটোই হতে পারে।
৫. ঋণের বেলায় ঋণদাতার কোনো ঝুঁকি থাকে না।	৫. বিনিয়োগ দাতা লোকসানের ঝুঁকির মধ্যে থাকেন।
৬. ঋণ যে কোনো ক্ষেত্রে দেয়া হয়।	৬. বিনিয়োগ সাধারণত উৎপাদন ও ব্যবসায়িক খাতে দেয়া হয়।

ইসলামে বিনিয়োগ ঋণদানের একমাত্র বিকল্প। বিনিয়োগকে ইসলামী ব্যাংকের ধমনী হিসেবে গণ্য করা হয়। যেহেতু ইসলামী ব্যাংক কোনো প্রকার সুদের লেন-দেন করে না, সেহেতু তাদের সম্মুখে প্রত্যক্ষ বা অংশীদারিত্বমূলক বিনিয়োগ ছাড়া আর কোনো পথ খোলা থাকে না। মূলত বিনিয়োগ ব্যতিরেকে ইসলামী ব্যাংকের সাফল্য আশা করা যায় না। ইসলামী স্কলার, অর্থনীতিবিদ ও ব্যাংকারগণ ইতোমধ্যে বিভিন্ন ধরনের ইসলামী অর্থায়ন এবং বিনিয়োগ পদ্ধতি উদ্ভাবন ও উন্নয়ন করেছেন। এসব পদ্ধতি সুদের উত্তম বিকল্প হিসেবে কাজ করতে সক্ষম। বিশ্বের বিভিন্ন অংশে প্রায় চারশত আর্থিক প্রতিষ্ঠানে এসব ইসলামী পদ্ধতি অনুশীলন করা হচ্ছে।[৯৯]

চার্ট-১০
সুষ্ঠু বিনিয়োগ নীতির উপাদান

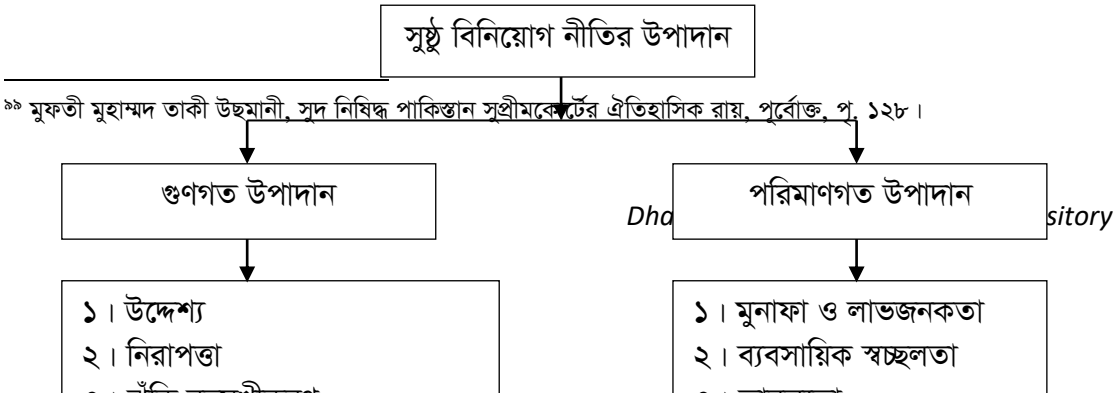

[৯৯] মুফতী মুহাম্মদ তাকী উছমানী, সুদ নিষিদ্ধ পাকিস্তান সুপ্রীমকোর্টের ঐতিহাসিক রায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৮।

Dha sitory

রিবাভিত্তিক ব্যাংক তাদের সব ধরনের অর্থলগ্নী রিবা বা সুদের ভিত্তিতে করে। কিন্তু ইসলামী ব্যাংক তার বিনিয়োগ কার্যক্রম লাভ-লোকসানের ভিত্তিতে, আয় শেয়ারিং পদ্ধতিতে এবং বায়' ম্যাকানিজমের ভিত্তিতে করে থাকে। রিবাভিত্তিক ব্যাংক অর্থলগ্নী কার্যক্রমে হালাল-হারামের ভেদাভেদ করে না। কিন্তু ইসলামী ব্যাংকের সকল বিনিয়োগ কার্যক্রম শরী'আহ্ সম্মত হতে হয়। ইসলামী ব্যাংক এমন কোনো ব্যবসায়-বাণিজ্যে অর্থ বিনিয়োগ করে না যা ইসলামী শরী'আহ্'য় অনুমাদন করে না - বা নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। যে ব্যবসায়-বাণিজ্য সুদের দ্বারা পরিচালিত হয় ইসলামী ব্যাংক তাতে কোনোরূপ অংশগ্রহণ করে না। ইসলামী ব্যাংক বিনিয়োগ লেনদেনের ক্ষেত্রে সামান্যতম সুদও বরদাস্ত করে না। ইসলামী ব্যাংক মূলত বিনিয়োগ নির্ভর। এ ক্ষেত্রে বিনিয়োগকে ইসলামী ব্যাংকের ধমনী হিসেবে বিবেচনা করা হয়। বিনিয়োগ ব্যতিরেকে ইসলামী ব্যাংকের সাফল্য আশা করা যায় না। প্রচলিত সুদ ভিত্তিক অর্থব্যবস্থার কাঠামোর মধ্যে কাজ করার ফলে ইসলামী ব্যাংক তার সমস্ত কার্যক্রম বিনিয়োগমুখী করে তোলে। বিনিয়োগ ব্যবস্থাপনার সঙ্গে কেবলমাত্র ইসলামী ব্যাংক অস্তিত্ব ও মুনাফা অর্জনের বিষয়টিই জড়িত নয়। বরং এর সঙ্গে অর্থের প্রবাহ গতিশীল করা এবং একটি

Dhaka University Institutional Repository

বিনিয়োগমুখী সমাজ ব্যবস্থা প্রবর্তনের মাধ্যমে ইসলামী অর্থনীতির সুফল মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়াও উদ্দেশ্য।[১০০]

বাজি, লটারি, স্পেকুলেশন, গেম্বলিং প্রভৃতি দূষণীয় কাজে জাতীয় অর্থের এক বিরাট অংশ অপচয় হয়ে থাকে এবং রিবাভিত্তিক ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো নিজেদের মুনাফার জন্য এ জাতীয় দূষণীয় ব্যবসায় অর্থলগ্নী করে বা এ ধরনের ব্যবসায় পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠানগুলোকে সাহায্য করে জাতীয় অর্থনীতিকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেয়। ইসলামী ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও জাতীয় কোনো কাজে কোনো ব্যক্তি, গ্রুপ বা প্রতিষ্ঠানকে কোনোরূপ সুযোগ সুবিধা প্রদান করে না।

সমাজ ও রাষ্ট্রের স্বার্থের পরিপন্থী কোনো ব্যবসায়-বাণিজ্যে ইসলামী ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান কোনো অর্থ বিনিয়োগ করে না। সম্পদ সার্কুলেশন সম্পর্কিত ইসলামী নীতি ইসলামী ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান পুরোপুরি মেনে চলে। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে স্টক সৃষ্টি, ফটকা সৃষ্টি, কালোবাজার বা চোরাচালান জাতীয় কোনোরূপ অবৈধ ব্যবসায়-বাণিজ্যে ইসলামী ব্যাংক কোনো অর্থ বিনিয়োগ করে না। ইসলামী ব্যাংক কোনো গ্রুপ বা কতিপয় ব্যক্তির জন্য কাজ করে না; বরং সমগ্র উম্মাহ (Ummah) –র জন্য কাজ করে। যদিও বিভিন্ন দেশে ইসলামী ব্যংকগুলো কতিপয় ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের দ্বারা গঠিত হয়েছে তবুও এসব ব্যাংক ব্যবসায়-বাণিজ্যে ও শিল্পে সুযোগ সুবিধা সমগ্র জাতির মধ্যে বন্টন করে থাকে। ব্যক্তি বিশেষ বা গ্রুপ বিশেষকে একচেটিয়া সুযোগ সুবিধা (Monopoly) প্রদান না করা ইসলামী ব্যাংকের বিনিয়োগ নীতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য। মুনাফাভিত্তিক বিনিয়োগের মাধ্যমে ইসলামী অর্থনীতি ও ব্যাংকিং এ অধিকতর উৎপাদন নিশ্চিত হবে এবং সুদমুক্ত অর্থনীতি কায়েমের মাধ্যমে অধিকতর সুষম বণ্টন নিশ্চিত হবে।

ইসলামী বিনিয়োগ ব্যবস্থায় শরী'আহ্ নীতির অনুসরণ

[১০০] ড. সাইয়েদ আল হাওয়ারী, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩।

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামী ব্যাংকের মৌলিক ভিত্তি হিসেবে বিনিয়োগকে সর্বপ্রধান বলে গণ্য করা হয়। আর্থিক ব্যবস্থা থেকে সুদকে উচ্ছেদ করে একে সুদ মুক্ত করে গড়ে তোলা (Design) সফলতার সাথেই সম্ভব এবং আধুনিক ব্যবসা-বাণিজ্য ও আর্থিক কাঠামোর মধ্যে সুদমুক্ত বিকল্প পদ্ধতিসমূহের সংযোজন ও বাস্তবায়ণ (Feastible) অধিকতর ফলপ্রসু ভূমিকা পালন করে তা ইতোমধ্যেই প্রমাণিত হয়েছে। ইসলামী বিনিয়োগ ব্যবস্থায় তথা সকল বিনিয়োগ কার্যক্রম এবং ম্যাকানিজমে ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ শরী'আহ্'র নীতিমালা অনুসরণ করে। যেমন-

১। বিনিয়োগ কার্যক্রমে ইসলামী ব্যাংক ও ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলি সুদ গ্রহণ করে না।

২। ইসলামী বিনিয়োগ ব্যবস্থায় শ্রমকে আয়ের উৎস হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

৩। ইসলামী বিনিয়োগ পদ্ধতিতে শরী'আহ্'র দৃষ্টিতে বৈধ লেনদেনেই শুধু অংশ গ্রহণ করা হয়।

৪। মুনাফা নয়, সামাজিক লাভের প্রশ্নটিকে বিনিয়োগ কার্যক্রমে অগ্রাধিকার দেয়া হয়। আর্থিকভাবে লাভজনক কোনো ব্যবসা সামাজিক বিবেচনায় অকল্যাণকর হলে ইসলামী ব্যাংক/ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠান তাতে অংশ নেয় না। অন্যকথায় বিনিয়োগ কার্যক্রমে ইসলামী নীতির অনুসরণ করার কারণে কেবলমাত্র মুনাফাকে অগ্রাধিকার দানের পরিবর্তে সমাজের সাধারন চাহিদার অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে বিনিয়োগ খাতের অগ্রাধিকার নিরূপণ করা হয়।

৫। ইসলামী অর্থনীতিতে সঞ্চয়কারী, ব্যাংকার ও বিনিয়োগ গ্রহীতা পারস্পরিক বন্ধনে আবদ্ধ। এখানে পারস্পরিক সম্পর্ক অংশীদারিত্বের, দাতা-গ্রহীতার নয়। বিনিয়োগ গ্রহণকারী নিজের অভিজ্ঞতা, প্রজ্ঞা, দক্ষতা ও উদ্ভাবনী শক্তিকে সমন্বিত করে কাজ করার চেষ্টা করেন।

৬। ইসলাম অর্থের মজুদ বৃদ্ধি নিরুৎসাহিত করেছে কিন্তু সঞ্চয় সৃষ্টি করে তা বিনিয়োগ ও উৎপাদন বৃদ্ধির কাজে নিয়োজিত করতে উৎসাহিত করেছে। জনগণের আমানত বিভিন্ন পদ্ধতিতে বিনিয়োগের মাধ্যমে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অনন্য অবদানের সুযোগ তৈরি হয়।

Dhaka University Institutional Repository

৭। ইসলামী বিনিয়োগ ব্যবস্থা সামগ্রিকভাবে উৎপাদনের সাথে যুক্ত। এ বিনিয়োগ পদ্ধতি সমূহ উৎপাদমূলক কার্যক্রম, মানব সম্পদ উন্নয়ন, কর্মসংস্থানের এবং আত্মকর্মসংস্থানের পথ প্রশস্ত করে।

৮। ইসলামী ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো শুধু সম্পদশালী উদ্যোক্তাদের মাঝে তার বিনিয়োগ সীমিত রাখে না। সমাজের স্বল্পবিত্ত, বিত্তহীন ও হতদরিদ্র লোকদের কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন প্রকল্প ও উদ্যোক্তাকে বিনিয়োগ প্রদান করে। এটি ইসলামের আর্থ-সামাজিক লক্ষ্য অর্জনের একটি অপরিহার্য কর্মকৌশল।

৯। কর্মসংস্থানে সুদের ভূমিকা নেতিবাচক। কর্মসংস্থানের সুযোগ সংকুচিত করতে সুদ শক্তিশালী উপাদানরূপে কাজ করে। সুদের ইতিবাচক হার পূর্ণ কর্মসংস্থানের স্তর (Full Employment stage) সময় ও বিনিয়োগের মধ্যে সমতা রাখতে ব্যর্থ হয়। সুদী অর্থনীতিতে পুঁজির প্রান্তিক দক্ষতা যেখানে প্রচলিত সুদেরর হারের সমান হয়- বিনিয়োগ সেখানেই থেমে যায়। ফলে দেশে বিনিয়োগ হলে যে পরিমাণ শ্রমিক কাজ পেত, তারা বেকার থেকে যায়। তাই সুদ বেকারত্ব সৃষ্টি করে শ্রমিকদের আয়হীন করে রাখে। ইসলামের বিনিয়োগ ব্যবস্থা এ দোষ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। দারিদ্র্য, বিমোচনে, বেকারত্ব দূরীকরণে ও আর্থিক কর্মসংস্থানে ইসলামী বিনিয়োগের ভূমিকা ইতিবাচক, প্রত্যক্ষ ও সক্রিয়।

১০। ইসলামী বিনিয়োগ ব্যবস্থায় উদ্যোক্তা/বিনিয়োগকারী সম্পদ ব্যবহার করে ইহকালীন ও পরকালীন 'হাসানাহ' বা সুন্দর এবং 'ফালাহ' বা কল্যাণকে আহরণ করার জন্য। 'আদল' বা ন্যায়বিচার এবং 'ইহসান' বা দয়া প্রতিষ্ঠিত হয় ইসলামের বিনিয়োগ কার্যক্রমের মাধ্যমে।

১১। বিনিয়োগ কার্যক্রমে অংশীদারিত্বের নীতি ইসলামী বিনিয়োগ ব্যবস্থার এর অনন্য বৈশিষ্ট্য। মুশারাকা বা লাভ-লোকসান অংশীদারী নীতিতে ব্যবসায়ে লাভ হলে বিনিয়োগকারী তার অংশ পায়। লোকসান হলে তার অংশও তাকে বহন করতে হয়। বর্তমান অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে, বিনিয়োগ ব্যবস্থাপনা এটি একটি বৈপ্লবিক চিন্তা। এর ফলে বিনিয়োগকারী উদ্যোক্তার বা গ্রাহকদের সাথে একাত্ম হয়ে ব্যবসায়ের উন্নতির জন্য সব ধরনের চেষ্টা চালায়।

১২। ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রমে সুদী ঋণ অনুপস্থিত থাকায় অংশীদারিত্বমূলক অর্থায়নের বিশেষ ইসলামী বিকল্পের আত্মপ্রকাশ ঘটে। এই অংশীদারিমূলক অর্থায়ন বৃহাদায়তন কল কারখানা বা কোম্পানী স্থাপনের মত দীর্গমেয়াদী ব্যবস্থা হতে পারে। অথবা বিভিন্ন

Dhaka University Institutional Repository

ব্যবসায়িক কর্মতৎপরতায় অব্যাহত ধারার বিনিয়োগও হতে পারে। আবার শ্রমিকদের জন্য পুঁজি সরবরাহের প্রয়োজনে নিবেদিত বিনিয়োগও হতে পারে।

চার্ট-১১

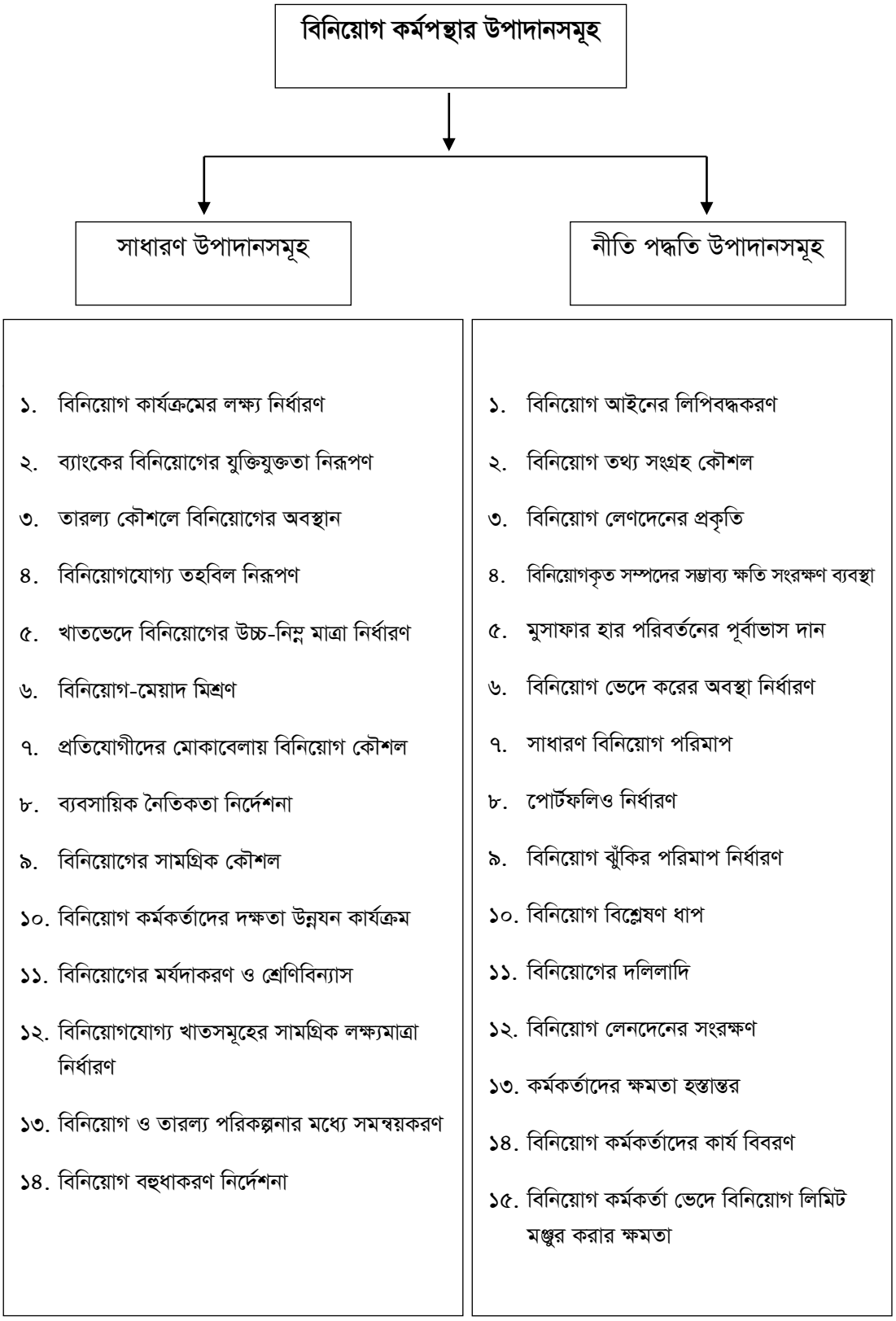

Dhaka University Institutional Repository

ইসলাম একমাত্র গতিশীল কল্যাণকামী জীবন ব্যবস্থা। ইসলামে ব্যবসা-বাণিজ্যকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। আল্লাহর প্রেরিত প্রায় সকল নবীই ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে জীবন ধারণের চেষ্টা করেছেন। বিশেষ করে মহানবী (স.) ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে জীবন ধারণের চেষ্টা করেছেন। মুদারিব হিসেবে তিনি বিবি খাদিজা (রা.)-এর ব্যবসা পরিচালনা করে সাফল্য লাভ করেন। শুধু মহানবী (সা.) ই নন তাঁর অনুসারী আসহাবে রাসুলগণও ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রতি গুরুত্ব দেন। এই ব্যবসা-বাণিজ্যের পথ ধরেই আরব মুবাল্লিগরা সমগ্র বিশ্বে ইসলামকে ছড়িয়ে দিতে সক্ষম হন। ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে অর্জিত লাভ, উপকার বা মুনাফার গুরুত্ব অনেক বেশি। বিশ্বে বহুবিধ পেশা রয়েছে, তবে ব্যবসা-বাণিজ্যের রুজির ৯০% অর্জিত হয়। মহানবী (সা.) বলেন, রুজীর দশ ভাগের নয় ভাগই রয়েছে ব্যবসা-বাণিজ্যের মধ্যে। ব্যবসায়-বাণিজ্য প্রথমত পণ্য বিনিময় ও ক্রয়-বিক্রয় প্রথাকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠে। ক্রয়-বিক্রয় বলতে লেনদেন আদান-প্রদানের উপকারী লাভজনক প্রক্রিয়াকে বুঝায়। প্রকৃতপক্ষে ব্যবসায়-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে দাতা-গ্রহীতা, ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়েরই উপকার ও মুনাফার দৃষ্টিভঙ্গি বিদ্যমান থাকে। ক্রয়-বিক্রয় ব্যবস্থাই ব্যবসায়-বাণিজ্যের ভিত্তি, ক্রয়-বিক্রয় শব্দদ্বয়ের আভিধানিক অর্থ হলো উভয়ের সম্মতিতে পণ্য বিনিময়।

আর পরিভাষাগত অর্থ বায়‘ মানে ক্রয়-বিক্রয় ব্যবসা-মুনাফা। পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে পণ্যদ্রব্য বা মুদ্রার মালিকানা হস্তান্তরকেই ক্রয়-বিক্রয় বা ব্যবসায়-বাণিজ্য বলা হয়।

ব্যবসায়-বাণিজ্য শব্দের মধ্যে রয়েছে লাভ, উপকার বা মুনাফা-এর অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য। যদিও ব্যবসায়-বাণিজ্যে ক্ষতি বা লোকসানের ঝুঁকি আছে-তবুও লোকসান বা ক্ষতির উদ্দেশ্যে কেউ ব্যবসায়-বাণিজ্য শুরু করে না লাভের সুনিশ্চিত প্রত্যাশা নিয়েই মানুষ ব্যবসায়-বাণিজ্য করে। লাভের আশায়ই মানুষ নগদ মূলধন, শ্রম ও বুদ্ধিমত্তা, স্থান ও পণ্য এবং সুনামকে মূলধন হিসেবে বিনিয়োগ করে ব্যবসায়-বাণিজ্য শুরু করে। ব্যবসায়-বাণিজ্য-এর আরবী পরিভাষা হচ্ছে “তিজারাহ” আর কল্যাণ ও লাভ ব্যবসায়-বাণিজ্যের শ্রেষ্ঠতম বৈশিষ্ট্য। এ কারণে কুরআনুল কারীমে নিজের শ্রম, যোগ্যতা, প্রতিভা, তৎপরতা, অর্থ-সম্পদ, জীবন ও যৌবন আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টায় সর্বাত্মকভাবে নিয়োজিত করে আল্লাহর পথে জিহাদকে সর্বোত্তমক ব্যবসায় ও বাণিজ্য বলে উল্লেখ করা হয়েছে এবং অনন্ত আখিরাতের শান্তি ও

Dhaka University Institutional Repository

আল্লাহর ক্রোধ ও আযাব থেকে মুক্তিকেও ব্যবস্থার সবচেয়ে বড় লাভ ও পাওনা বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

يٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُنجِيكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ •تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ•

"হে ঈমানদারগণ! আমি কি তোমাদেরকে এমন এক (উত্তম) ব্যবসার কথা জানিয়ে দেব না? যা তোমাদেরকে অনন্ত আখিরাতে আমার কঠোর শাস্তি থেকে মুক্তি প্রদান করবে। আর তা হচ্ছে আল্লাহর ও রাসূলের প্রতি ঈমান, সম্পদ ও জীবন দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ। আর এটিই তোমাদের জন্য কল্যাণকর যদি তোমরা সত্যিকার জ্ঞানী হও।"[১০১]

ব্যবসায়-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এ দিকটার একজন মুসলিম ব্যবসায়ীর কোনো উদ্যোগ কোনো তৎপরতা কার্যক্রমই যেন তার অনন্ত আখিরাতকে ক্ষতিগ্রস্ত না করে। আল-কুরআনুল করীম দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করে:

رِجَالٌ لاَّ تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلاَ بَيْعٌ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَإِقَامِ ٱلصَّلٰوةِ وَإِيتَآءِ ٱلزَّكٰوةِ يَخَافُونَ يَوْماً تَتَقَلَّبُ فِيهِ ٱلْقُلُوبُ وَٱلأَبْصَارُ•

"হে পুরুষ সকল যাদেরকে তাদের ব্যবসায়-বাণিজ্য, বেচা-কেনা, আল্লাহর ফিকর, সালাত কায়েম ও যাকাত আদায় করা থেকে বিরত রাখে না এবং সে কিয়ামত দিবসে আল্লাহর নিকট জবাবদিহিতাকে ভয় করে এবং যেদিন অন্তরসমূহ অস্থির ও দৃষ্টিগুলো আবর্তিত হতে থাকবে।"[১০২]

কুরআনুল কারীমে আল্লাহ্ আরও বলেন:

قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ ٱقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَآ أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِى سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُواْ حَتَّىٰ يَأْتِىَ ٱللَّهُ بِأَمْرِهِ وَٱللَّهُ لاَ يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَاسِقِينَ•

"বলে দিন (হে রাসূল) যদি তোমাদের পিতা, সন্তান, ভ্রাতা, স্ত্রী, আত্মীয়-স্বজন, সঞ্চিত সম্পদ, আর ব্যবসায়-বাণিজ্য, তোমাদের একান্ত বাড়ি-ঘর, তোমাদের আল্লাহ তায়ালা ও তদীয় রাসূল এবং আল্লাহর পথে জিহাদের চেয়ে বেশি প্রিয় হয়ে থাকে তবে তোমরা সে কঠিন

---

১০১ আল কুরআন, সূরা আস-সফ: ১০-১১।

১০২ আল কুরআন, সূরা নূর: ৩৭।

Dhaka University Institutional Repository

দিবসের প্রতীক্ষা করো, যেদিন আল্লাহ তায়ালা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে হাজির হবেন। আল্লাহ তায়ালা কখনও কাফিরদেরকে হিদায়েত দান করে না (মুক্তি প্রদান করেন না)।"[১০৩]

পার্থিব জীবনে মানবতার জন্য অকল্যাণকর ও পরকালীন জীবনের জীবন-জীবিকার সকল উদ্যোগ, উপায়, উপকরণ নিষিদ্ধ ঘোষণা করে কুরআনুল কারীমে ইরশাদ হচ্ছে:

يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُوَاْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِٱلْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلاَ تَقْتُلُوَاْ أَنْفُسَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً•

"হে ঈমাদারগণ! তোমরা একে অপরের সম্পদকে অন্যায় পন্থায় অসদুপায়ে আত্মসাৎ করো না। হ্যাঁ, অবশ্য ব্যবসায়-বাণিজ্যের (ক্রয়-বিক্রয়) মাধ্যমে পরস্পরের স্বতঃস্ফূর্ত সম্মতিতে অর্থের আদান প্রদান করতে পারে।"[১০৪]

ইসলাম হালাল জীবিকা অর্জনের লক্ষ্যে শ্রম বিনিয়োগ, চাষাবাদ, উৎপাদন ও ব্যবসায়-বাণিজ্যকে শুধু হালাল বা বৈধ ঘোষণা করেনি: বরং ফরজ ইবাদতে শামিল করেছে।

আল কুরআনুল কারীমে আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা করেছেন:

فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلاَةُ فَٱنتَشِرُواْ فِى ٱلأَرْضِ وَٱبْتَغُواْ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ وَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيراً لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ•

"আর যখন সালাত সমাপ্ত হবে, তখন তোমরা জমীনে আল্লাহর অনুগ্রহের (হালাল উপার্জনের) জন্য ছড়িয়ে পড়ো: আর এ পন্থাই তোমাদের জন্য প্রকৃতপক্ষে কল্যাণকর যদি তোমরা জ্ঞানী হও।"[১০৫]

ইসলাম ব্যবসায়-বাণিজ্যে, শ্রম বিনিয়োগ, চাষাবাদ, উৎপাদন ইত্যাদি বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় হালাল জীবিকার অন্বেষণকে সুস্পষ্ট ভাষায় ফরজ ঘোষণা দিয়েছে।

---

১০৩ আল কুরআন, সূরা তাওবা: ২৪।

১০৪ আল কুরআন, সূরা আন-নিসা: ২৯।

১০৫ আল কুরআন, সূরা আল-জুমু'আ: ১০।

Dhaka University Institutional Repository

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসুদ (রা.) বর্ণিত সাইয়েদুল মুরসালীন মহানবী (স.) বলেছেন, "হালাল পন্থায় উপার্জনের উদ্যোগ ও প্রচেষ্টায় নিয়োজিত হওয়া অন্যান্য ফরজের সমতুল্য ফরয।"[১০৬]

বিশেষ করে ব্যবসায়-বাণিজ্যের মাধ্যমে জীবন ও জীবিকার তৎপরতায় লিপ্ত হওয়ার সমাজের সম্পদের বিকেন্দ্রীকরণ মানুষের প্রয়োজন পূরণের ব্যবস্থা গ্রহণের গুরুত্ব আরোপ করে, মহানবী (স.) এরশাদ করেন 'সত্যবাদী, বিশ্বস্ত ন্যায়পরায়ণ ব্যবসায়ীরা (আখিরাতে) জান্নাতে নবী ও সিদ্দিকীনগণ ও শহীদগণের সাথে অবস্থান করবে।[১০৭]মহানবী (স.) সৎ ব্যবসায়ীদেরকে শহীদের মর্যাদা দানের কথা ঘোষণা করেছেন। মহানবী (স.) এরশাদ করেন, 'জীবিকার দশ ভাগের নয় ভাগ ব্যবসার মধ্যে রয়েছে।[১০৮]

ব্যবসায়-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে প্রকৃতপক্ষে ইসলামী দৃষ্টিকোণ হচ্ছে- তার ব্যবসায়-বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে হালাল উপার্জন সৃষ্টির কল্যাণ ও পরকালীন মুক্তি। একজন মুমীন ব্যবসায়ী অবশ্যই তার পরিবার প্রিয়জনের পার্থিব জীবনের আরাম-আয়েশ, ভোগ-বিলাসের জন্য ব্যবসায়-বাণিজ্যের এমন কোনো পন্থা, পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া অবলম্বন করবে না যা পার্থিব জীবনে মানুষের জন্য ক্ষতিকর ও তার নিজের পরকালের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে।

আল্লাহর রাসূল (স.) বলেন, আদালতে আখেরাতে তোমাদের মধ্যে সেই সবচেয়ে নিকৃষ্ট ও দুষ্কৃতিকারী বলে প্রমাণিত হবে যে অপরের দুনিয়াকে সুখময় করার লক্ষ্যে স্বীয় আখিরাতকে বরবাদ করেছে।

মহানবী (স.) এর উম্মতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি হযরত আবু বকর সিদ্দীক ইবনে আবী কুহাফা (রা.) একজন ব্যবসায়ী ছিলেন। সর্বশ্রেষ্ঠ ইমাম আযম আবু হানিফা নোমান ইবনে সাবিত (রহ.) বস্ত্র ব্যবসায়ী ছিলেন।

---

১০৬ বুখারী শরীফ; তু. দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৭১।

১০৭ আবু দাউদ শরীফ; ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী (রহ.), জামে আত-তিরমিযী, খ. ২, আবওয়ারুল বুয়্যু, হাদীস নং-১১৪৭ (ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, সেপ্টেম্বর ২০০২), পৃ, ৩৬৩।

১০৮ বায়হাকী; তু. দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৮০।

Dhaka University Institutional Repository

সবচেয়ে বড় কথা সাইয়েদুল মুরসালীন রাহমাতুললিল আলামীন মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিশোরে ও যৌবনে সাহেব আল মাল[১০৯]হযরত খাদিজা বিনতে খুওয়াইলিদ (রা.)-এর সব ব্যবসায়ের মুদারিবের[১১০](উদ্যোক্তা/ব্যবস্থাপকের) দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন।

ইসলাম মানবজাতির জন্য আল্লাহ প্রদত্ত শ্বাশ্বত, চিরন্তন, সুবিচার ও ভারসাম্যমূলক পরিপূর্ণ জীবন বিধান। মানবজীবনের সকল দিক ও বিভাগের সুস্পষ্ট নীতিমালা আল-কুরআন ও আস-সুন্নাহর মাধ্যমে প্রদান করা হয়েছে। হাককুল্লাহ ও হাককুল ইবাদ এর পরিপূর্ণ নির্দেশনা কুরআন ও সুন্নাহতে লিপিবদ্ধ হয়েছে। ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র, আহার, সভ্যতা, সংস্কৃতি, পোশাক-পরিচ্ছেদ, শিক্ষা-দীক্ষা, নীতি-নৈতিকতা, যৌক্তিকতা, অযৌক্তিকতা, যুদ্ধ-বিগ্রহ, আদান-প্রদান, লেন-দেন, সৌজন্য-শিষ্টাচার জীবনের এমন কোনো দিক নেই যা কুরআন ও সুন্নাহর মাধ্যমে যার মৌলিক নীতি ও নির্দেশনা প্রদান করা হয়নি। ধনবিজ্ঞানের সামষ্টিক বিধানও ইসলামী জীবন দর্শনে অত্যন্ত পরিচ্ছন্নভাবে প্রদান করা হয়েছে। আয়, ব্যয়, উৎপাদন, বণ্টন, বিনিময়, বিকেন্দ্রীকরণ, সঞ্চয়, বিনিয়োগ, ক্রয়-বিক্রয়, ব্যবসায়-বাণিজ্য, আমদানি-রপ্তানি সকল বিষয়ের আল-কুরআন, আস সুন্নাহ ও ফিক্‌হশাস্ত্রে নিয়মনীতি এবং বিধি-বিধান প্রদত্ত হয়েছে।

ব্যবসায়-বাণিজ্য ও ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে ইমামে আযম আবু হানিফা (রহ.)-এর অভিমত হচ্ছে ব্যবসায়-বাণিজ্যে, লেন-দেন, আদান-প্রদান ও ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে (১) প্রথম শর্ত হচ্ছে প্রস্তাবনা, মূল্য নির্ধারণ ও উভয়ের স্বতঃস্ফূর্ত সম্মতি প্রদান। (২) দ্বিতীয় শর্ত হচ্ছে বিক্রেতার দ্রব্যসামগ্রী বস্তু স্থাবর-অস্থাবর সম্পদ স্বেচ্ছায় সম্মতিতে ক্রেতাকে প্রদান করা এবং ক্রেতা তা স্বেচ্ছায় নির্ধারিত মূল্যের বিনিময়ে কবুল তথা গ্রহণ করা।

ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-ব্যবসায়-বাণিজ্যে ও ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে তিনটি শর্তকে অপরিহার্য বলে অভিমত প্রদান করেন। (১) ক্রেতা ও বিক্রেতার স্বতঃস্ফূর্ত প্রস্তাব ও সম্মতি প্রদান, (২) ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে সুস্পষ্ট চুক্তি, (৩) মূল্য নির্ধারণ ও ক্রেতা-বিক্রেতার অথবা তাদের প্রতিনিধি স্বেচ্ছাকৃত আদান-প্রদান।

---

১০৯ সাহেব আল মাল-মূলধনের মালিক।

১১০ মুদারিব- মুদারাবা কারবারের ব্যবস্থাপক, উদ্যোক্তা। মুদারিব মুদারাবা চুক্তি অনুযায়ী সাহেব আল মাল কর্তৃক সরবরাহকৃত তহবিলের ব্যবস্থাপনা ও কারবার পরিচালনা করে।

Dhaka University Institutional Repository

ব্যবসায়-বাণিজ্যের ইসলামের সুস্পষ্ট দৃষ্টিকোণ হচ্ছে বিক্রেতার স্বতঃস্ফূর্ত মালিকানা হস্তান্তর ও ক্রেতার স্বেচ্ছাকৃত সম্মতিসূচক অধিকার প্রতিষ্ঠা ও মালিকানা গ্রহণ।

এতদভিন্ন ব্যবসায়-বাণিজ্য ও ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে ইসলামী দৃষ্টিকোণের ক্ষেত্রে ইসলাম দশটি মৌলিক শর্তকে অপরিহার্য বলে ঘোষণা দিয়েছে। ব্যবসায়-বণিজ্যের ক্ষেত্রে ইসলামের মৌলিক শর্তাবলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নরপ:

(১) ক্রেতা-বিক্রেতা অথবা তাদের নির্ধারিত গ্রহণযোগ্য ও আইনসঙ্গত প্রতিনিধির উপস্থিতি।

(২) ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়েই বুদ্ধিমান, জ্ঞানসম্পন্ন ও ভালো-মন্দ, কৃত্রিম ও খাঁটির মধ্যে পার্থক্য করার মতো বুদ্ধি, বিবেক ও জ্ঞানসম্পন্ন হওয়া।

(৩) দ্রব্যসামগ্রী, বস্তু, সম্পদ স্থাবর-অস্থাবর যাই হোক না কেন তার অস্তিত্ব বিদ্যমান থাকা এবং ক্রেতার সামনে তা উপস্থিত থাকা।

(৪) বিক্রেতা বিক্রীত সম্পদের আইনি মালিকানার অধিকারী থাকবে।

(৫) ক্রেতা ও বিক্রেতার চুক্তি সম্পাদনে উভয়ের অথবা তাদের ক্ষমতা প্রদত্ত আইনসঙ্গত প্রতিনিধির উপস্থিত থাকা ও চুক্তিতে স্বাক্ষর করা।

(৬) ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ের ক্রয়-বিক্রেয়ের আইন তথা বংশীয়াত সম্পত্তি ইখতিয়ারের অধিকারী হতে হবে।

(৭) ক্রয়-বিক্রয়, আদান-প্রদান ইসলামী শরী'আহ্'র সুনির্দিষ্ট ও প্রচলিত নিজ ফিকহী বিধান মোতাবেক হতে হবে।

(৮) বিক্রেতাকে বিক্রিত দ্রব্যের পরে স্থাবর অস্থাবর সম্পদ ও সম্পত্তির নির্ভেজাল মালিকানার অধিকারী হতে হবে।

(৯) বর্তমান বা নিকটতম অতীত বুঝায় এমন সুস্পষ্ট বাক্য ও চুক্তি দ্বারা ব্যবসায়-বাণিজ্য ও ক্রয়-বিক্রয়ের চুক্তি সম্পাদিত হতে হবে।

(১০) একই মজলিসে ক্রেতা-বিক্রেতা অথবা তাদের শরী'আত ও আইনসঙ্গত প্রতিনিধির একই বৈঠকে চুক্তি ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হতে হবে।

এ ছাড়া ব্যবসায়-বাণিজ্য, ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে ইসলামী দৃষ্টিকোণ ক্রেতা আরও কতিপয় ইখতিয়ারের অধিকারী হতে পারেন:

Dhaka University Institutional Repository

(১১) দেখার অধিকার-ক্রেতা খরিদকালীন সময়ে দ্রব্য, সম্পদকে ভালোভাবে যাচাই-বাছাই করে দেখার স্বাধীনতা থাকবে।

(১২) ক্রেতা খরিদের ক্ষেত্রে শরী'আহ্ সম্মত শর্ত আরোপ করার এখতিয়ারের অধিকারী হবেন।

(১৩) খরিদকৃত বস্তু বা সম্পদের মধ্যে কোনো দোষ-ত্রুটি বা কৃত্রিম বলে প্রমাণিত হলে ক্রয়ের চুক্তি বাতিলের অধিকার ক্রেতার থাকবে এবং বিক্রেতা বিক্রিত দ্রব্য ফেরৎ গ্রহণ করতে বাধ্য থাকবেন।

(১৪) একই বৈঠকে বিক্রেতার মূল্য গ্রহণ না করার অধিকার ক্রেতার থাকবে।

(১৫) একই বৈঠকে চুক্তি বাতিল করার অধিকার থাকবে।

একজন মুসলিম ব্যবসায়ীকে সব সময় আখিরাতের কল্যাণের কথা চিন্তা করেই ব্যবসা-বাণিজ্য করতে হবে দুনিয়ার কল্যাণ করতে গিয়ে আখিরাতের কল্যাণ যেন ক্ষতিগ্রস্ত না হয় এজন্য কয়েকটি বিষয় খেয়াল রাখতে হবে:

১. নিয়তের স্বচ্ছতা।

২. আল্লাহর পছন্দনীয় পন্থায় আয় রোজগার করা ফরজে কিফায়াহ্।

৩. দুনিয়ার ব্যবসা যেন আখিরাতের ব্যবসা থেকে বিমুখ না করে ফেলে।

৪. ব্যবসা-বাণিজ্য করার সময় আল্লাহ্ এক ভুলে গেলে চলবে না।

৫. ব্যবসা-বাণিজ্য করার সময় অধিক অর্থলোভী না হওয়া।

৬. হালাল-হারাম এর কথা স্মরণে রেখে ব্যবসা-বাণিজ্য করা।

ব্যবসায়-বাণিজ্যে ইসলামী দৃষ্টিকোণের আরেকটি উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে এই যে, ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে বেচাকেনার পদ্ধতি বায়'ফাসেদ বা বায়' বাতিল হতে মুক্ত হতে হবে যেমনি পানির মধ্যে মাছ রেখে অনুমানের ভিত্তিতে ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি সম্পাদন করা; বৃক্ষে ফল তার পরিপূর্ণ অবয়ব ধারণের পূর্বেই মুকুল অবস্থায় ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি সম্পাদন করা; মহাশূন্যের পাখি ভ্রমণরত অবস্থায় বিক্রয় চুক্তি সম্পাদন করা; বাজার দরের চেয়ে অধিক চড়া দামে বিক্রয় করা; প্রতারণার আশ্রয় গ্রহণ করা; ওজনে কম দেয়া-হারাম বা নিষিদ্ধ বস্তু ও দ্রব্যের ব্যবসায় করা ইত্যাদি।

Dhaka University Institutional Repository

বস্তুত একজন মুসলমানকে ব্যবসায়-বাণিজ্য তথা সমগ্র জীবন-জিন্দেগিতে সকল আচরণ ও তৎপরতায় আল্লাহর নির্দেশিত পথে সকল কার্য সম্পাদন করার মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন ও সৃষ্টির সার্বিক কল্যাণ সাধনকে প্রাধান্য দিতে হবে।

প্রচলিত ব্যাংকিং ও ইসলামী ব্যাংকিং এর মধ্যে পার্থক্য

সমাজে বিদ্যমান একটি ধারণা, সুদভিত্তিক প্রচলিত ব্যাংকিং ও ইসলামী ব্যাংকিং আসলে একই; ইসলামী ব্যাংক সুদ একটু ঘুরিয়ে খায়। কিন্তু এ ধারণা ঠিক নয়। কারণ, ব্যাংকিং সেবাদানকারী আর্থিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে ইসলামী ব্যাংকিংয়ের সাথে প্রচলিত ব্যাংকের মধ্যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে মিল রয়েছে; আবার নীতি-আদর্শের ভিন্নতার কারণে দুইটি পদ্ধতির মধ্যে বিশাল পার্থক্যও রয়েছে। যেমন বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী মানুষের মধ্যে মানুষ হিসেবে বহু মিল রয়েছে; আবার ধর্মীয় বিশ্বাস ও আদর্শিক বিবেচনায় তাদের মধ্যে অনেক ক্ষেত্রে মৌলিক পার্থক্যও রয়েছে। ইসলামী ব্যাংকিংয়ের সাথে প্রচলিত ব্যাংকিংয়ের কিছু পার্থক্য এখানে তুলে ধরা হলো্

ক. নীতি ও আদর্শগত পার্থক্য

ইসলামী ব্যাংক ও প্রচলিত ব্যাংকের মধ্যে আর্থিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিভিন্ন ক্ষেত্রে মিল থাকলেও নীতি ও আদর্শগত অনেক পার্থক্য রয়েছে। যেমন:

১. **উদ্দেশ্যেগত পার্থক্য:** ইসলামী শরী'য়াহ্‌র কতগুলো লক্ষ্য-উদ্দেশ্য রয়েছে যাকে মাকাসিদ আশ্-শরী'য়াহ্ বলে। ইসলামী ব্যাংক শরী'য়াহ্‌র সেসব লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য কাজ করে। অথচ প্রচলিত ব্যাংক কেবল এর মালিকদের পুঁজি বাড়ানোর লক্ষ্যেই কাজ করে থাকে;

২. **বিনিয়োগ পদ্ধতির ভিন্নতা:** জমাগ্রহণ ও বিনিয়োগ প্রদানের ক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংকের সাথে প্রচলিত ব্যাংকের পদ্ধতিগত ভিন্নতা রয়েছে। যেমন, ইসলামী ব্যাংক মুদারাবা ও আল ওয়াদিয়ার ভিত্তিতে জমা গ্রহণ করে এবং মুদারাবা, মুশারাকা, বাই (বেচাকেনা), ইজারা (ভাড়াদান) ইত্যাদি শরী'য়াহ্‌সম্মত পদ্ধতিতে বিনিয়োগ করে। অন্য দিকে, প্রচলিত ব্যাংক কেবলই সুদের ভিত্তিতে অর্থ জমা ও ঋণ দান করে থাকে;

৩. **শরী'য়াহ্ পরিপালন:** ইসলামী ব্যাংক তার কার্যক্রমের সকল পর্যায়ে ইসলামী শরী'য়াহ্‌র বিধিনিষেধ পরিপালন করে থাকে। কিন্তু সুদভিত্তিক প্রচলিত ব্যাংকে সেসব বিধিনিষেধ মেনে চলার কোনো বাধ্যবাধকতা নেই;

৪. **ব্যাংক ও গ্রাহকের ঝুঁকি গ্রহণ:** মুদারাবা জমাকারীদের অর্থ বিনিয়োগ করে ইসলামী ব্যাংক কোনো লোকসানের সম্মুখীন হলে জমাকারীগণ সে লোকসান বহনের ঝুঁকি

Dhaka University Institutional Repository

নেন। কিন্তু প্রচলিত ব্যাংকের জমাকারীগণ এ ধরনের কোনো ঝুঁকি নেন না। অন্যদিকে মুশারাকা, মুরাবাহা প্রভৃতি পদ্ধতির বিনিয়োগে গ্রাহকগণ ব্যবসায়ে লোকসানের সম্মুখীন হলে ইসলামী ব্যাংক নিয়মানুযায়ী সে লোকসান বহনেরও ঝুঁকি নেয়। কিন্তু প্রচলিত ব্যাংক তা নেয় না;

৫. **গ্রাহক-ব্যাংক সম্পর্ক:** ইসলামী ব্যাংকের সাথে গ্রাহকের সম্পর্ক হলো সাহিবুল মাল ও মুদারিব কিংবা মু'দা ইলাইহি ও মু'দিয় কিংবা ক্রেতা ও বিক্রেতা কিংবা কারবারের অংশীদার কিংবা ভাড়াদাতা ও ভাড়াগ্রহীতার সম্পর্ক। আর প্রচলিত ব্যাংকিংয়ে গ্রাহক ও ব্যাংকের মধ্যকার প্রধান সম্পর্ক হয় ঋণগ্রহীতা ও ঋণদাতার সম্পর্ক;

৬. **মূলধনের ব্যবহার:** ইসলামী ব্যাংকের বিনিয়োগের ক্ষেত্রে বায় (ক্রয়-বিক্রয়) পদ্ধতি সরাসরি পণ্যের সাথে সংশ্লিষ্ট বলে এখানে এক খাতের তহবিল অন্য খাতে সরিয়ে নেয়ার সুযোগ কম। নিউ প্রচলিত ব্যাংকে কেবলই অর্থ ঋণ দেয়া হয় বলে সেখানে এক খাতের তহবিল অন্য খাতে সরিয়ে নেয়ার সুযোগ বেশি;

৭. **প্রকল্প মূল্যায়ন:** কোনো প্রকল্প কতটা সফল ও লাভজনক হবে তা মূল্যায়ন করার ওপর ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা বেশি গুরুত্ব দেয়। ফলে প্রকল্পের বাস্তবায়ন, মূল্যায়ন ও দক্ষতা উন্নয়ন নিশ্চিত হয় এত সামগ্রিক ও সমন্বিত অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রতিষ্ঠিত। অন্যদিকে প্রচলিত ব্যাংকব্যবস্থায় প্রকল্প বাস্তবায়ন, মূল্যায়ন ও দক্ষতা উন্নয়নের চেয়ে সহায়ক জামানতের ওপর বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়। ফলে সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের চেয়ে ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের আর্থিক উন্নয়নই মূল লক্ষ্যে পরিণত হয়;

৮. **যাকাত প্রদান:** ইসলামী ব্যাংক তার নিজস্ব যাকাতযোগ্য তহবিলের ওপর প্রতি বছর যথাযথ হিসেবে যাকাত দেয়। কিন্তু প্রচলিত ব্যাংকে যাকাত প্রদানের কোনো ব্যবস্থা নেই।

খ. পদ্ধতিগত পার্থক্য

প্রচলিত ব্যাংক ও ইসলামী ব্যাংকের মধ্যে পদ্ধতিগত কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য বিদ্যমান। যথা:

১. প্রচলিত ব্যাংকব্যবস্থায় (Conventional Banking) অর্থ ঋণ দিয়ে তার ওপর নির্ধারিত সুদ অর্জন করে;

পক্ষান্তরে, ইসলামী ব্যাংক নির্ধারিত লাভে পণ্য বিক্রিসহ অন্যান্য শরী'য়াহ্ অনুমোদিত ব্যবসায়িক পণ্য বিক্রয়, ভাড়া, অংশীদারি- ইত্যাদি চুক্তির ভিত্তিতে বিনিয়োগ করে তার ওপর মুনাফা অর্জন করে।

২. প্রচলিত ব্যাংক অর্থ জমা গ্রহণ, মেয়াদি আমানত (Fixed Deposit)-এর ক্ষেত্রে কুরআনে নিষিদ্ধ 'সুদ' আদান-প্রদান করে থাকে;

Dhaka University Institutional Repository

পক্ষান্তরে, ইসলামী ব্যাংক শরী'য়াহ্ অনুমোদিত মুদারাবা চুক্তির ভিত্তিতে অর্থ জমা নেয় এবং জমাকারীকে অর্জিত মুনাফার একটি অংশ চুক্তিতে বর্ণিত অনুপাত অনুযায়ী প্রদান করে থাকে।

৩. প্রচলিত ব্যাংকব্যবস্থায় অর্থ জমাকারীকে কোনো লোকসান বহন করতে হয় না; সব অবস্থায় ব্যাংক অর্থ জমাকারীকে নির্ধারিত সুদসহ মূলধন ফেরত দিতে বাধ্য;

অপরদিকে, ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থায় বাস্তবে লোকসান হলে অর্থ জমাকারীকে তা বহন করতে হয়। অবশ্য কোনো কোনো খাতে লোকসান হলেও সামগ্রিকভাবে ব্যাংক লাভ করায় সাধারণত: অর্থ জমাকারীগণ লোকসানের সম্মুখীন হয় না।

৪. প্রচলিত ব্যাংক বিভিন্ন প্রয়োজনে (সাধারণত: সাময়িক অর্থ তারল্য সংকটে) মানিমার্কেট (Call Money) থেকে নগদ অর্থ ঋণ দেয়া-নেয়ার ক্ষেত্রে কুরআনে নিষিদ্ধ 'সুদ' গ্রহণ ও প্রদান করে থাকে;

পক্ষান্তরে, ইসলামী ব্যাংক প্রচলিত মানিমার্কেট থেকে ঋণ গ্রহণ ও প্রদান করে না বরং মুদারাবার ভিত্তিতে আন্তঃইসলামী ব্যাংক ফান্ড মার্কেটে অর্থ আদান-প্রদান করে।

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

আল-কুরআন ও আল-হাদীসের আলোকে ইসলামী ব্যাংকের আমানত ব্যবস্থা

অর্থব্যবস্থা হচ্ছে মানব জীবনের জন্য অপরিহার্য বিষয়। তার উপর ভর করেই জীবনের অন্যান্য বিষয়সমূহ পরিচালিত হয়। এজন্য পৃথিবীতে মানব সভ্যতার সূচনা থেকেই অর্থব্যবস্থার যাত্রা শুরু হয়। মানুষের চাওয়া-পাওয়া, ভোগ-বিলাস, সুখ-সাচ্ছন্দ্য, কল্যাণ-অকল্যাণ সব কিছুর মূলে রয়েছে অর্থব্যবস্থা। অর্থ-সম্পদের প্রতি মানুষের রয়েছে অসীম মোহ ও ভালোবাসা এবং অর্থ-সম্পদ জমা করা ও তা ক্রমিকভাবে বৃদ্ধি করার প্রবৃত্তি। অর্থব্যবস্থার প্রধান বাহন ব্যাংকিং ব্যবস্থার কখন কোথায় কিভাবে উদ্ভব হয়েছিল তা নির্দিষ্ট করে বলা সম্ভব না হলেও এটুকু বলা যায় যে, প্রাচীন সভ্যতার লীলাভূমি গ্রিক, রোম বা মেসোপটেমিয়ায় এর সূচনা হয়ে পারস্য, মিসর ও চীন হয়ে ভারতবর্ষে বিস্তার লাভ করে। ৩৩০০ খ্রিস্টপূর্বে ব্যাবিলনীয়রা নিরাপদ স্থান মনে করে উপসনালয়ে তাদের অর্থ সম্পদ জমা রাখত এবং আর্থিক লেনদেন করত। সে সময় ব্যাংক বা ব্যাংকনোট কোনোটাই ছিলনা। বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে মানুষ স্বর্ণকে ব্যবহার করত। প্রাচীন রোমে ধনী স্বর্ণকার মহাজনদের নিকট সাধারণ জনগণ আমানত হিসেবে স্বর্ণ জমা রাখত এবং মহাজনেরাও সে স্বর্ণ সুদের বিনিময়ে অন্যদের ঋণ দিত। কালের পরিক্রমায় স্বর্ণকার মহাজনদের আমানত গ্রহণ ও ঋণ দানের ব্যবসাই প্রাতিষ্ঠানিক ব্যাংকরূপে আত্মপ্রকাশ করে। প্রাচীনকালে অর্থব্যবস্থায় সুদের আদান-প্রদান নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু পরবর্তীতে ইহুদীরা সুদের প্রচলন শুরু করে এবং ধারাবাহিকভাবে সমগ্র বিশ্বে সুদভিত্তিক অর্থব্যবস্থা চালু হয়। আল-কুরআনে সুদ নিষিদ্ধের পর রাসূল (স.) কুরআন সুন্নাহ ভিত্তিক সুদমুক্ত ইসলামী অর্থব্যবস্থা কায়েম করেন। তার অনুকরণে সমগ্র মুসলিম বিশ্বে সুদমুক্ত ইসলামী অর্থব্যবস্থা গড়ে উঠে। অষ্টাদশ শতকে পাশ্চাত্য সভ্যতা মুসলিম দুনিয়ার ওপর প্রাধান্য বিস্তার করলে মুসলিম জাতি সুদভিত্তিক অর্থব্যবস্থার সংস্পর্শে এসে তাতে জড়িয়ে পড়ে। এরপর মানুষ ব্যাংক বলতে শুধু বিশ্বজুড়ে প্রচলিত সুদভিত্তিক পুঁজিবাদী ব্যাংক ব্যবস্থাকেই বুঝাতো। এ ধরনের ব্যাংক ব্যবস্থা ছিল মুসলমানদের ঈমান-আকীদা, আমল-আখলাক, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ও স্বভাব-চরিত্রের পরিপন্থি। তাই সুদভিত্তিক অর্থব্যবস্থা ত্যাগ করে কুরআন সুন্নাহ ভিত্তিক ইসলামী অর্থব্যবস্থা কায়েমের লক্ষে মুসলিম গবেষক, চিন্তাবিদ ও আলিমদের দীর্ঘ আন্দোলন সংগ্রাম, গবেষণা ও চেষ্টা সাধনার ফলে ১৯৬৩ সালে ইসলামী ব্যাংকের যাত্র শুরু হয়। ইসলামী ব্যাংক তার উদ্দেশ্য, আইন-কানুন ও কর্মপদ্ধতিসহ সকল

Dhaka University Institutional Repository

স্তরে ইসলামী শরী'আহর নীতিমালা মেনে চলে এবং তার কার্যক্রমে সুদের লেনদেন সম্পূণরূর্পে বর্জন করে। ব্যাংক ব্যবস্থার দুটো মৌলিক ব্যবস্থা হলো আমানত ব্যবস্থা ও বিনিয়োগ ব্যবস্থা। ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থায় আল-অদী'আহ ও আল-মুদারাবা পদ্ধতিতে জনগণের নিকট থেকে আমানত গ্রহণ করে। ব্যাংক আমানতদার হিসেবে আমানতের নিরাপত্তা বিধান করে এবং মুনাফা অর্জনের লক্ষে ব্যাংক ও আমানতকারী অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে ব্যবসা করে।

সুদের পরিচয় ও কুফল

সুদ এর প্রতিশব্দ হিসেবে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ পাক 'রিবা' (الربا) শব্দটি ব্যবহার করেছেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন: [১] وَاَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا "এবং আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল এবং সুদকে হারাম করেছেন।" الربا শব্দের আভিধানিক অর্থ- বৃদ্ধি, প্রবৃদ্ধি, অতিরিক্ত, বেশি হওয়া, মূল থেকে বেড়ে যাওয়া, অতিরিক্ত সুদে ঋণ ইত্যাদি।[২] কিন্তু সব ধনের বৃদ্ধি সুদ বা হারাম নয়। তা উপরোক্ত আয়াত থেকে বুঝা যায়। কারণ ব্যবসায়ের মাধ্যমেও পুঁজি বৃদ্ধি পায় এবং তা বৈধ। সুদকে ইংরেজিতে Interest বলা হয়। পারিভাষিক অর্থে কোনো নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থের বিনিময়ে পূর্ব নির্ধারিত হারে অধিক পরিমাণ অর্থ আদায় করলে এবং সামগ্রীর ক্ষেত্রে একই জাতীয় পণ্য সামগ্রীর কম পরিমাণের সাথে বেশি পরিমাণের বিনিময় করা হলে অর্থ বা পণ্যের অতিরিক্ত অংশকে রিবা বা সুদ বলা হয়। সহীহ হাদীসে বলা হয়েছে অর্থের বিনিময়ে অতিরিক্ত অর্থ গ্রহণই সুদ। ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায়, [৩]

الربا هو فى الشرع الزيادة على أصل المال من غير عقد تبايع.

"ক্রয়-বিক্রয় শর্তের বাইরে মূলধনের অতিরিক্ত অংশকে সুদ বলে।"

ড. উমর চাপরার মতে,[৪] "শরী'আতে 'রিবা' বলতে ঐ অতিরিক্ত অর্থ বা প্রিমিয়ামকে বোঝায়, যা ঋণের শর্ত হিসেবে অথবা মেয়াদ শেষে তা বৃদ্ধির শর্ত হিসেবে ঋণগ্রহীতা অবশ্যই মূল অর্থসহ ঋণদাতাকে পরিশোধ করতে বাধ্য।"

ইসলামী শরী'আহ অনুসারে রিবা দুই প্রকার:

---

১ আল-কুরআন, সুরা আল-বাকারাহ: ২৭৫।

২ মুহম্মদ আলাউদ্দীন আল-আযহারী, *আরবী-বাংলা অভিধান*, ২য় খণ্ড (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৩ খ্রি.), পৃ. ১৩৩৭।

৩ ড. আহমাদ আশ-শারবাসী, *আল-মু'জামুল ইকতিসাদী আল-ইসলামী* (বৈরুত: দারুল জীল, ১৯৮১ খ্রি.), পৃ. ১৯০।

৪ মুহাম্মদ মাহ্‌ফুজুর রহমান ও বিএম হাবিবুর রহমান (সম্পা.), *ইসলামী ব্যাংকিং-এর শরীয়াহ্ পরিকল্পনা-প্রয়োগ-পদ্ধতি* (ঢাকা: কামিয়াব প্রকাশন লিমিটেড, ২০১৫ খ্রি.), পৃ. ৫৭।

Dhaka University Institutional Repository

১. রিবা আন নাসিয়া (ربا الناسية) অর্থাৎ সময়ের বিনিময়। নাসিয়া শব্দের মূল হলো নাসায়া যার অর্থ হলো বিলম্ব বা প্রতীক্ষা।

২. রিবা আল ফদল (ربا الفضل) এর উদ্ভব হয় পণ্য সামগ্রী হাতে হাতে বিনিময়ের সময়। একই জাতীয় পণ্যের কম পরিমাণের সাথে বেশি পরিমাণ পণ্য হাতে হাতে বিনিময় করা হলে পণ্যটির অতিরিক্ত পরিমাণকে রিবা আল ফদল।

আল কুরআন ও হাদীসে এ সম্পর্কে অনেক বর্ণনা এসেছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,[৫]

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ الرِّبَا أَضْعَافاً مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُواْ اللّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

"হে মু'মিনগণ; তোমরা সুদ খেয়ো না চক্রবৃদ্ধি হারে এবং আল্লাহকে ভয় কর যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।"

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,[৬]

اَلَّذِيْنَ يَاْكُلُوْنَ الرِّبٰوا لَا يَقُوْمُوْنَ اِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِىْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰنُ مِنَ الْمَسِّ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْٓا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰوا

"যারা সুদ খায় তারা সেই ব্যক্তির ন্যায় দাঁড়ায় যাকে শয়তান স্পর্শ দ্বারা পাগল করে। ইহা এজন্য যে, তারা বলে, 'ক্রয়-বিক্রয় তো সুদের মতো। অথচ আল্লাহ ক্রয়-বিক্রয়কে হালাল এবং সুদকে হারাম করেছেন।"

তিনি আরো বলেন,[৭]

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِىَ مِنَ الرِّبٰوٓا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا فَاْذَنُوْا بِحَرْبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَاِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوْسُ اَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُوْنَ وَلَا تُظْلَمُوْنَ

"হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সুদের যা বকেয়া আছে তা ছেড়ে দাও যদি তোমরা মু'মিন হও। যদি তোমরা না ছাড় তবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও। কিন্তু যদি তোমরা তওবা কর তবে তোমাদের মূলধন তোমাদেরই। এতে তোমরা অত্যাচার করবে না এবং অত্যাচারিতও হবে না।"

সুদের ভয়াবহতা সম্পর্কে রাসূল (সা.) এর অসংখ্য হাদীস বর্ণিত হয়েছে। যেমন রাসূল (সা.) বলেন,[৮]

---

৫ আল-কুরআন, সুরা আল-ইমরান: ১৩০।

৬ আল-কুরআন, সুরা আল-বাকারাহ: ২৭৫।

৭ আল-কুরআন, সুরা আল-বাকারাহ: ২৭৮।

৮ আবুল হুসাইন মুসলিম ইবন আল হাজ্জাজ, *আস সহীহ মুসলিম*, ৫ম খণ্ড (বৈরুত: দারুল জীল, তা.বি.), পৃ. ৫০।

Dhaka University Institutional Repository

عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ.

"হযরত জাবির (রা:) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, সুদ গ্রহীতা, সুদ দাতা, সুদের লেখক ও সুদের সাক্ষীদ্বয়ের ওপর রাসূল (সা:) অভিসম্পাত করেছেন এবং তিনি বলেছেন, তারা সকলেই সমান অপরাধী।"

হযরত রাসূলুল্লাহ (সা:) আরো বলেন,[৯]

عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ الرِّبَا سَبْعُونَ حُوبًا، اَيْسَرُهَا أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ.

"হযরত আবু হুরায়রা (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা:) বলেছেন, সুদের মধ্যে সত্তরটি পাপ রয়েছে, তন্মধ্যে সর্বনিম্ন পাপ হচ্ছে নিজের মাকে বিবাহ করার মতো।"

আল-কুরআন ও হাদীসের আলোকে ইসলামী অর্থ ব্যবস্থার মূল্যায়ন

ইসলামী অর্থ ব্যবস্থার সাথে ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা ওতোপ্রতভাবে জড়িত। ইসলাম মহাবিশ্বের সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তা মহান আল্লাহ কর্তৃক মনোনীত জীবন ব্যবস্থা এবং আল-কুরআন তাঁর অবতীর্ণ পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান। এতে রয়েছে মানব জীবনের সকল দিক ও বিভাগের পূর্ণাঙ্গ দিক নির্দেশনা। আল্লাহ তা'আলা বলেন:[১০]

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَىْءٍ وَّ هُدًى وَّرَحْمَةً وَّبُشْرٰى لِلْمُسْلِمِيْنَ

"আপনার ওপর যে কিতাব অবতীর্ণ করেছি তা হচ্ছে সকল বিষয়ের বর্ণনা, হেদায়েত, রহমত ও মুসলিমদের জন্য সুসংবাদ স্বরূপ।"

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন:[১১]

مَا فَرَّطْنَا فِى الْكِتٰبِ مِنْ شَىْءٍ

"আমি এ কিতাবে কোনো কিছুর (বর্ণনা) বাদ দেইনি।"

পবিত্র কুরআন সকল সমস্যার সমাধান ও সকল জিজ্ঞাসার জবাব। মানুষের জন্ম থেকে মৃত্যু এবং মৃত্যুর পরবর্তী জীবনের কল্যাণের জন্য যা করণীয় এবং যা বর্জনীয় আল-কুর'আনে তার পরিপূর্ণ নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। আল-কুরআন মহান আল্লাহ প্রদত্ত জীবন-বিধান, বিধায়

---

৯ আবু আব্দিল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন ইয়াজিদ ইবন মাযাহ আল-কাযভিনী, *আস সুনান*, ৩য় খণ্ড (রিয়াদ: মাকতাবাতু আবিল মাআতী, তা.বি.), পৃ. ৩৭৭।

১০ আল-কুরআন, সুরা আন-নাহল: ৮৯।

১১ আল-কুরআন, সুরা আল-আনআম: ৩৮।

Dhaka University Institutional Repository

বিশ্বাসীদের জন্য তা শরী'আহ হিসেবে চিরন্তন, মহাপবিত্র, শর্তহীন, অপরিবর্তনীয় ও বাধ্যতামূলকভাবে পালনীয়।

আল্লাহ তা'আলা বলেন:[১২]

اَفَتُؤْمِنُوْنَ بِبَعْضِ الْكِتٰبِ وَتَكْفُرُوْنَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَآءُ مَنْ يَّفْعَلُ ذٰلِكَ مِنْكُمْ اِلَّا خِزْىٌ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ يُرَدُّوْنَ اِلٰى اَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ-

"তবে কি তোমরা আল-কুর'আনের কিছু অংশ বিশ্বাস করবে আর কিছু অংশ অবিশ্বাস করবে? তোমাদের মধ্যে যারা এরূপ করবে তাদের জন্য রয়েছে দুনিয়ার জীবনে লাঞ্ছনা এবং পরকালীন জীবনে তাদেরকে কঠোর শাস্তির দিকে পৌঁছে দেওয়া হবে। তোমাদের কাজকর্ম সম্পর্কে আল্লাহ বেখবর নন।"

অর্থ-সম্পদ হচ্ছে মানব জীবনের জন্য অপরিহার্য বিষয়। জীবনে এটি শিরা উপ-শিরায় রক্ত প্রবাহের মতো ভূমিকা পালন করে। তার ওপর ভর করেই জীবনের অন্যান্য বিষয়সমূহ পরিচালিত হয়। মানুষের চেষ্টা-সাধনা, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, কল্যাণ-অকল্যাণ সবকিছুই অর্থের মাধ্যমে হয়। এজন্য সম্পদের প্রতি মানুষের রয়েছে অসীম মোহ ও ভালোবাসা এবং সম্পদ জমা করা ও তা ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি করার প্রবৃত্তি। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন:[১৩]

وَتَاْكُلُوْنَ التُّرَاثَ اَكْلًا لَّمًّا - وَّتُحِبُّوْنَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا

"আর তোমরা মৃতের সম্পত্তি সম্পূর্ণরূপে কুক্ষিগত করে ফেলো এবং তোমরা সম্পদকে প্রাণভরে ভালোবাস।"

এছাড়া অর্থ- ব্যবস্থা সংক্রান্ত البيع- والشراء-والصناعة- والزراعة- والتحريف- والإسراف- والكنز- والربا وتطفيف الكيل- والحدود- والكفارة- والميراث- والميزان প্রভৃতি শব্দগুলো আল-কুর'আনের বহু আয়াতে উল্লিখিত হয়েছে। ইসলামী অর্থ ও ব্যাংক ব্যবস্থা আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ তা'আলার রয়েছে সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা। ইসলামী অর্থ ব্যবস্থায় বিশ্বের সকল সম্পদের মালিক আল্লাহ তা'আলা নিজেই। যেমন অল্লাহ তা'আলা বলেন:[১৪]

وَلِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ- وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ

"আসমানসমূহ ও জমিনের মাঝে যা কিছু আছে সব আল্লাহ তা'আলার এবং আল্লাহ তা'আলার নিকটেই সকল কিছুর প্রত্যাবর্তন।"

---

১২ আল-কুরআন, সুরা আল-বাকারাহ: ৮৫।

১৩ আল-কুরআন, সূরা আল-ফজর: ১৯-২০।

১৪ আল-কুরআন, সুরা আলে ইমরান: ১০৯।

Dhaka University Institutional Repository

কোনো জিনিসেই কারো মালিকানা নির্দিষ্ট নেই। বরং সকল বস্তুর ওপর সব মানুষের মালিকানা স্বত্ব রয়েছে। অর্থাৎ সৃষ্টিগতভাবেই সব কিছুতে সকল মানুষের যৌথ মালিকানা স্বত্ব রয়েছে। আল্লাহর সৃষ্টি পরিবারের সদস্য হিসেবে বিত্তবানদের সম্পদে গরিব-দুঃখীদেরও অধিকার রয়েছে।

যেমন আল্লাহতা'আলা বলেন:[১৫]

وَفِيْ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُوْمِ

"আর তাদের সম্পদে ভিক্ষুক ও বঞ্চিতদের অধিকার রয়েছে।"

আমানত (امانة) এর পরিচয়

أمانة শব্দটি মূল ধাতু أمن থেকে এসেছে, যার অর্থ নিরাপত্তা। أمانة শব্দটি خيانة এর বিপরীত। এর শাব্দিক অর্থ الوفاء- পূর্ণ করা, الوديعة- কোনো বস্তু জমা, সংরক্ষণ করা, সঞ্চয় করা ইত্যাদি।[১৬] আর امانة এর সাধারণ অর্থে গচ্ছিত বস্তু।[১৭] ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায়- সম্পদ সুষ্ঠু ও নিরাপদ রাখার শর্তে মালিক কারো নিকট সম্পদ গচ্ছিত রাখাকে أمانة বলে।[১৮] আমানত সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন:[১৯]

اِنَّ اللهَ يَاْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰى اَهْلِهَا

"নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তোমরা যেন প্রাপ্য আমানতসমূহ প্রাপকদের নিকট পৌঁছে দাও।"

ব্যাংকিং এর পরিভাষায় ব্যাংকের মূলধন তৈরির উদ্দেশ্যে সাধারণ জনগণের নিকট থেকে আল অদী'আহ, মুদারাবা এবং শেয়ার হোল্ডারদের কাছ থেকে যে অর্থ-সম্পদ গ্রহণ করা হয়, তাকে আমানত বলে। ব্যাংক আমানতের অর্থসমূহ যথাযথভাবে সংরক্ষণ করে অধিক লাভে বিনিয়োগ করে এবং গ্রাহক চাহিবা মাত্র তা প্রদান করে থাকে।

ইসলামী ব্যাংকে আমানত ব্যবস্থার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

---

১৫ আল-কুরআন, সুরা আয যারিয়াহ: ১৯।

১৬ ড. ইব্রাহীম মাদকুর, *আল-মু'জামুল ওয়াসিত* (দিল্লী: কুতুবখানাহ হুসাইনিয়া দেওবন্দ, ১৯৭২ খ্রি.), পৃ. ২৭।

১৭ ড. মুহাম্মদ এনামুল হক (সম্পা.), *ব্যবহারিক বাংলা অভিধান* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০১২), পৃ. ১১৮।

১৮ সা'দুদ্দীন মুহাম্মদ আল-কিব্বী, *আল-মু'আমানাতুল মালিয়াহ ফী দুয়ীল ইসলাম* (বৈরুত: আল-মাকতাবাতুল ইসলামী, ২০০২ খ্রি.), পৃ. ২০৬।

১৯ আল-কুরআন, সুরা আন-নিসা: ৫৮।

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো ব্যাংকের আমানত গ্রহণ ও বিনিয়োগসহ সকল কার্যক্রম ইসলামী শরী'আহ মোতাবেক পরিচালনা করা। নিচে ধারাবাহিকভাবে আমানতের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যগুলো বর্ণনা করা হলো:

- ইসলামী শরী'আহ্ মোতাবেক সকল কাজ পরিচালনা করা।
- আর্থিক লেনদেন সম্পূর্ণভাবে সুদমুক্ত করা।
- কল্যাণমুখী ব্যাংকিং ব্যবস্থা প্রবর্তন করা।
- গ্রাহক ও ব্যাংকের সম্পর্ক অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করা।
- ব্যবসা-বাণিজ্যে ও অর্থনীতিতে ন্যায়নীতি ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করা।
- স্বল্প আয়ের লোকদের জীবনযাত্রার মান উন্নত করা।
- মানব সম্পদ উন্নয়ন এবং কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা।
- আন্তরিকতার সাথে উন্নত মানের সেবাদান করা।
- অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা।
- জনকল্যাণমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা।
- ইসলামী অর্থ ব্যবস্থার লক্ষ্য অর্জনে সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করা।

আমানতের কার্যাবলী

ইসলামী ব্যাংক সুদি ব্যাংকগুলোর মতই আমানত গ্রহণসহ যাবতীয় ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করবে। তবে পার্থক্য হবে এ যে, সুদি ব্যাংকগুলো তাদের ব্যাংকিং কার্যক্রমে ইসলামী শরী'আহকে অনুসরণ করতে বাধ্য থাকে না। কিন্তু ইসলামী ব্যাংক আমানতসহ তার যাবতীয় ব্যাংকিং কার্যক্রম ইসলামী শরী'আহর নীতিমালার ভিত্তিতে পরিচালনা করবে এবং করতে বাধ্য থাকবে। এছাড়া ইসলামী ব্যাংক আমানতের দ্বারা ব্যাংকিং কার্যক্রমের পাশাপাশি সমাজ সেবা ও জনকল্যাণমূলক কাজেও অংশগ্রহণ করে থাকে।

ইসলামী ব্যাংক আমানত দ্বারা যে সকল কাজ করবে তা হচ্ছে-

- আমানত গ্রহণ, সংরক্ষণ এবং পুঁজি গঠন করা।
- ইসলামী শরী'আহ পদ্ধতিতে আমানতকে বিনিয়োগের মাধ্যমে মুনাফা অর্জন করা।
- বৈদেশিক বাণিজ্য ও বিনিময়।
- অন্যান্য ব্যাংকিং সেবার যাবতীয় কাজ সম্পাদন করা।
- জনগণ/গ্রাহকদের মূল্যবান স্বর্ণালংকার ও দলিলপত্র নিরাপদ সংরক্ষণের জন্যে লকার সুবিধার নীতিতে আমানত গ্রহণ করা।

Dhaka University Institutional Repository

- ❖ যাকাত প্রদান করা।
- ❖ সমাজ সেবা ও জনকল্যাণমূলক কাজে অংশগ্রহণ করা।
- ❖ অসহায় ও গরিব লোকদের প্রয়োজনে কর্জে হাসানা আমানত গ্রহণ ও প্রদান করা।
- ❖ অর্থনৈতিক অন্যান্য কার্যাবলী সম্পাদন করা।

আল-কুরআন ও হাদীসের আলোকে ইসলামী ব্যাংকের আমানত ব্যবস্থা

আমানত ব্যবস্থা ইসলামী ব্যাংকের পুঁজি সংগ্রহের অন্যতম উৎস। জনগণের নিকট থেকে আমানত গ্রহণ করে অর্থনৈতিক ভিত মজবুত করে। ইসলামী ব্যাংক সাধারণত তিনটি পদ্ধতিতে আমানত গ্রহণ করে থাকে। যেমন-

১. আল অদী'আহ (الوديعة) হিসাব ২. আল মুদারাবা (المضاربة) হিসাব ও ৩. ইসলামী ব্যাংকের মূল উদ্যোক্তা ও শেয়ার হোল্ডারদের আমানত দ্বারা মূলধন।

১. আল অদী'আহ (الوديعة) বা চলতি হিসাবের আমানত

الوديعة শব্দটি আরবী অদয়ূন (ودع) থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ: যা জমা করা হয় বা কোনো বস্তু জমা, সংরক্ষণ করা, সঞ্চয় করা ইত্যাদি।[২০]

আল অদী'আহ চুক্তিতে দুটি পক্ষ থাকে। আমানত প্রদানকারী পক্ষকে বলা হয় 'মুয়াদ্দা ইলাইহি' এবং জমাদানকারী পক্ষকে বলা হয় 'মুয়াদ্দি' আর যে বস্তু জমা রাখা হয়, তা হলো 'মুয়াদ্দা'।

ইসলামী ব্যাংক সুদভিত্তিক ব্যাংকের চলতি হিসেবের (Current Account) বিকল্প হিসেবে "আল অদী'আহ" পদ্ধতি অনুসরণ করে। এ পদ্ধতিতে ব্যাংক বা মুয়াদ্দা ইলাইহি জমাদানকারীর অর্থ জমা নেয়। জমাদানকারী ব্যাংককে এই অর্থ ব্যবহারের অনুমতি দেয়। ব্যাংক আমানত প্রদানকারীর সম্মতির ভিত্তিতে সে অর্থ ব্যবহার করে। ব্যাংক জমাকারীকে তার অর্থ চাওয়ামাত্র ফেরত দিতে বাধ্য থাকে।

'আল অদী'আহ' হলো অর্থের নিরাপত্তা বিধানের চুক্তি। এর দ্বারা জমাকারী ব্যাংকের সাথে কোনো ব্যবসায়ে অংশ নেন না। ব্যাংকের ব্যবসায়ের কোনোরূপ ঝুঁকিও বহন করেন না। তিনি তার জমা টাকা যে কোনো সময় ফেরত নেওয়ার অধিকার রাখেন। এই পদ্ধতিতে আমানত প্রদানকারী ব্যাংকের কাছ থেকে কোনো মুনাফা পান না। জমাকৃত অর্থের নিরাপদ হেফাযত

---

২০ ইবরাহীম মাদকূর সম্পাদিত, *আল-মু'জামুল ওয়াসিত* (দেওবন্দ: কুতুবখানা হুনাইনিয়্যা, ১৯৯৭ খ্রি.), পৃ. ১০৬২; মজুদ্দীন মুহাম্মদ ইবন ইয়াকূব আল-ফিরুযাবাদী, *আল-কামূসল মুহীত* (বৈরুত: দারুল ফিকরিল লুবনানী, ১৯৯১ খ্রি.), পৃ. ৯৫-৯৬।

Dhaka University Institutional Repository

করা ও অন্যান্য সেবা প্রদানের বিনিময়ে ব্যাংক জমাকারীর কাছ থেকে সার্ভিস চার্জ নিতে পারে।

আল অদী'আহ ও আমানতের মধ্যে সামান্য পার্থক্য রয়েছে। আল অদী'আহতে ইচ্ছা ও অভিপ্রায় থাকা শর্ত। কিন্তু আমানতে ইচ্ছা ও অভিপ্রায় থাকা শর্ত নয়। ইচ্ছা ও অভিপ্রায় থাকতেও পারে, আবার নাও থাকতে পারে। তাই প্রত্যেক অদী'আহকে আমানত বলা যায়। কারণ অদী'আহ শব্দের অর্থ আমানত শব্দের ভিতর রয়েছে। কিন্তু প্রত্যেক আমানতকে অদী'আহ বলা যায় না। তবে কেউ কারো কাছে স্বেচ্ছায় কোনো জিনিস হেফাজতের জন্য রাখলে তাকে আমানত ও অদী'আহ উভয় শব্দে অবহিত করা যাবে।[২১] ইসলামী ব্যাংকের পরিভাষায় আল অদী'আহ হলো:[২২]

المال المدفوع إلى من يحفظه بلا عوض أو هي المال الذى يودع عند شخص لأجل الحفظ.

"কোনো ব্যক্তির নিকট গচ্ছিত সম্পদকে অদী'আহ বলে, যা বিনিময় ছাড়া সংরক্ষণ করবে। অথবা ঐ সম্পদকে অদী'আহ বলে যা কোনো ব্যক্তির নিকট সংরক্ষণের জন্য রাখা হয়।"

অদী'আহ সম্পর্কে আরো বলা হয়েছে।[২৩]

من الودائع التى تكون الحساب الجارى، بحيث يتملك المصرف المبالغ المودعة، ويمكن لصاحبها سحبها فى اي وقت يشاء.

"আল ওয়াদী'আর এমন এক ধরনের চলতি হিসাব বা কারেন্ট একাউন্ট যেখানে আমানতদার ব্যাংক সঞ্চিত অর্থ তার কারবারে খাটানোর অধিকার লাভ করে এবং আমানতকারী তার অর্থ যখন ইচ্ছা তুলে নিতে পারে।"

আল-কুর'আনে আমানত ও ওয়াদী'আর জন্য ব্যাপক অর্থবোধক 'আমানত' শব্দটিই ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন:[২৪]

اِنَّ اللهَ يأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلى اَهْلِهَا

"নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তোমরা যেন প্রাপ্য আমানতসমূহ প্রাপকদের নিকট পৌঁছে দাও।"

ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থায় আমানত গ্রহণকারী ও আমানত প্রদানকারী উভয়ের মাঝে সম্পাদিত লিখিত চুক্তি যথাযথভাবে পালন করার গুরুত্বারোপ করে আল্লাহ তা'আলা বলেন:[২৫]

---

২১ সম্পাদনা পরিষদ, *ফাতওয়া ও মাসাইল*, ষষ্ঠ খণ্ড (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৪২২ হি./২০০১খ্রি.), পৃ. ২২৫।

২২ আহমাদ ইবন হাসান আল-হুসনা, *আল অদায়ি'উল মাসরাফিয়াহ* (বৈরুত: দারুল জীল, ১৯৯৯ খ্রি.), পৃ. ১৪।

২৩ আলী ইবন নায়েফ আশশাহুদ, *আল মুফাসসাল ফি আহকামির রিবা*, ৩য় খণ্ড (বৈরুত: দারুল জীল, তা.বি.), পৃ. ১৭২।

২৪ আল-কুরআন, সুরা আন-নিসা: ৫৮।

২৫ আল-কুরআন, সুরা আল আনফাল: ২৭।

Dhaka University Institutional Repository

يٰاَيُهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا لَا تَخُوۡنُوا اللهَ وَالرَّسُوۡلَ وَتَخُوۡنُوۡا اَمٰنٰتِكُمۡ وَاَنۡتُمۡ تَعۡلَمُوۡنَ

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ ও রাসূলের সাথে খিয়ানত করো না; আর খিয়ানত করো না নিজেদের পারস্পরিক আমানত জেনে-শুনে।"

আল-কুর'আনে বলা হয়েছে:[২৬] وَالَّذِيۡنَ هُمۡ لِاَمٰنٰتِهِمۡ وَعَهۡدِهِمۡ رٰعُوۡنَ

"এবং যারা তাদের আমানত ও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে।"

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন:[২৭] يٰاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا اَوۡفُوۡا بِالۡعُقُوۡدِ

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা (লিখিত ও অলিখিত) চুক্তিসমূহ পূর্ণ কর।"

আমানতের খিয়ানত করা মুনাফিকের লক্ষণ। এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন:[২৮]

اٰيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ

"মুনাফিকের আলামত তিনটি। তারা যখন কথা বলে মিথ্যা বলে, যখন ওয়াদা করে তখন ভঙ্গ করে, আর তার কাছে আমানত রাখা হয় তখন তা খিয়ানত (আত্মসাৎ) করে।"

কারো দায়িত্বে যদি কোনো আমানত থাকে তাহলে এর হেফাজত করা এবং প্রাপককে তা যথাযথভাবে পৌঁছে দেওয়া উচিত। আমানতদারীর ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেছেন:[২৯] لا ايمان لمن لا امانة له "যার মধ্যে আমানতদারী নেই তার ঈমান নেই।"

ধারাবাহিকভাবে ব্যাংক কর্তৃক আমানত গ্রহণ করার সময় তা লিখে রাখার জন্য মহান আল্লাহ নির্দেশ হলো:[৩০]

اِذَا تَدَايَنۡتُمۡ بِدَيۡنٍ اِلٰى اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكۡتُبُوۡه

"তোমরা যখন একে অন্যের সাথে নির্ধারিত সময়ের জন্য ঋণের কারবার (ব্যবসা-বাণিজ্যের) কর তখন তা লিখে রাখো।"

ইসলামী ব্যাংকসমূহ আল অদী'আহ নীতির ভিত্তিতে চলতি হিসাব খোলার জন্য জনগণের কাছ থেকে আমানত সংগ্রহ করে পুঁজি বা মূলধন গঠন করে থাকে।

আল অদী'আহ আমানতের প্রকারভেদ

প্রাচীন যুগের ফকিহগণ আল-অদী'আহকে দুইভাগে ভাগ না করলেও বর্তমান যুগের কোনো কোনো গবেষক ব্যাংক ব্যবস্থায় আল অদী'আহকে দুই ভাগে ভাগ করেছেন। যেমন-

---

২৬ আল-কুরআন, সুরা আল-মা'আরিয: ৩২।

২৭ আল-কুরআন, সুরা আল-মায়িদাহ: ০১।

২৮ আবুল হুসাইন মুসলিম ইবন আল হাজ্জাজ, *আস সহীহ মুসলিম*, ১ম খণ্ড (বৈরুত: দারুল জীল, তা.বি.), পৃ. ৫৬।

২৯ আবু বকর আহমদ ইবন হুসাইন ইবন আলী আল বায়হাকী, *শু'আবুল ঈমান*, ৬ষ্ঠ খণ্ড (বৈরুত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ২০০৩ খ্রি.), পৃ. ১৯৬।

৩০ আল-কুরআন, সূরা আল-বাকারাহ: ২৮২।

Dhaka University Institutional Repository

১. আল অদী'আহ আমানাহ (الوديعة الأمانة): সম্পদের মালিক যদি চাহিবা মাত্র হুবহু একই সম্পদ ফেরত দেওয়ার শর্তে কোনো সম্পদ কারো কাছে নিরাপদ হেফাজতের জন্য গচ্ছিত রাখে তাহলে সেই চুক্তিকে বলা হয় 'আল-অদী'আহ আল-আমানাহ'। মক্কার কাফিরেরা আল্লাহর রসূল (সা:) এর নিকট তাদের আমানত রাখতো এবং তাদের চাওয়ামাত্র সে আমানত রাসূলুল্লাহ (সা:) হুবহু তাদের হাতে ফিরিয়ে দিতেন।

২. আল অদী'আহ আজ্জামানাহ (الوديعة الضمانة): সম্পদের মালিক যদি ব্যবহারের অনুমতি ও চাহিবা মাত্র অনুরূপ সম্পদ সমপরিমাণে ফেরত দেওয়ার শর্তে কোনো অর্থ বা পণ্য কারো কাছে নিরাপদ হেফাজতের জন্য আমানত হিসেবে রাখে তখন তাকে বলা হয় আল অদী'আহ আজ্জামানাহ।[৩১]

উপরোক্ত আলোচনার ভিত্তিতে বর্তমানে ইসলামী ব্যাংকের চলতি হিসাব বা কারেন্ট একাউন্টকে আল অদী'আহ নামকরণ যথাযথ হয়েছে। কারণ তা আল-অদী'আহ আজ্জামানাহর পর্যায়ভুক্ত। তবে বিভিন্ন হাদীসে অদী'আহ গ্রহণকারীর অবহেলা বা ত্রুটি ছাড়া অদী'আহর সম্পদ নষ্ট হয়ে গেলে অদী'আহ গ্রহণকারীকে তার জামিন হতে হবে না তথা ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না বলে মন্তব্য করা হয়েছে।

যেমন:

- 'হযরত আমর ইবন শু'আইব (রা.) থেকে তাঁর পিতার সূত্রে তাঁর দাদা থেকে বর্ণিত এক হাদীসে আছে, রাসূল (সা.) বলেছেন, من أودع وديعة فلا ضمان عليه[৩২] "যে ব্যক্তি কোনো অদী'আহ রাখে তাকে জামিন হতে হবে না' (অর্থাৎ-ক্ষতি হলে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না)।"
- 'হযরত আমর ইবন শু'আইব (রা.) থেকে তাঁর পিতার সূত্রে তাঁর দাদা থেকে বর্ণিত অপর এক হাদীসে আছে, ليس على المستودع ضمان[৩৩] 'অদী'আহ রক্ষককে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না।'
- 'হযরত আমর ইবন শু'আইব (রা.) থেকে বর্ণিত অপর এক হাদীসে আছে, রাসূল (সা.) বলেছেন, لا ضمان على مؤتمن[৩৪] 'অদী'আহ রক্ষককে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না।'

---

৩১ প্রফেসর মুহাম্মদ শরিফ হোসাইন, 'আল কুরআনের দৃষ্টিতে সুদ', *Thoughts on Economics*, Journal of Islamic Economics Research Bureau, পৃ. ১০৩-১০৪।

৩২ *সুনান ইবন মাজাহ*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৮০২; হা: ২৪০১।

৩৩ আবুল হাসান আলী ইবন উমার আদ দারাতকনী., আস সুনান, ৩য় খণ্ড (বৈরুত: দারুল মা'আরিফাহ, ১৯৬৬ খ্রি.), পৃ.৪১; আবু বকর আহমদ ইবন হুসাইন ইবন আলী আল বায়হাকী, *আস-সুনান*, ষষ্ঠ খণ্ড (মক্কা: মাকতাবাতু দারিল বায, ১৯৯৪ খ্রি.), পৃ. ৯১; আল হাফিয ইবন হাজার আল 'আসকালানী (র.) হাদীসটিকে দুর্বল বলে মন্তব্য করেছেন। আল্লামা আস সুয়ূতী (র.) 'আল জামি'উ কাবীরে' বলেন হাদীসটি মারফূ' হিসেবে সহীহ নয়। তবে ইবন সিরীনের উক্তি হিসেবে সহীহ।

Dhaka University Institutional Repository

- রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাহাবী হযরত আবু বকর (রা.), হযরত 'আলী (রা.), হযরত ইবন মাস'উদ (রা.) ও হযরত জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে তারা বলেছেন, অদী'আহ আসলে আমানত।[৩৫]
- হযরত জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, একটি থলে থেকে কিছু অদী'আহর সম্পদ হারিয়ে গেলে হযরত আবু বকর (রা.) তার ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না বলে ফায়সালা দিয়েছিলেন।[৩৬]

তাছাড়া অদী'আহ এর মাল যেমন, অদী'আহ রাখা হয়েছিল তেমনিভাবে তা অটুট রেখে মালিকের কাছে ফিরিয়ে দিতে হয়। যেহেতু এ ক্ষেত্রে ব্যাংক গ্রাহকের মাল অটুট রাখতে পারে না, বরং ব্যাংক তা নিজের কাজে ব্যবহার করে অতঃপর গ্রাহক চাইলে তখন অনুরূপ মাল ফিরিয়ে দেয় এবং মালের জামিন হয়, সেহেতু তা অদী'আহ হতে পারে না, তা আসলে কর্জ বা ঋণ।

ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থায় আল অদী'আহ কারেন্ট একাউন্টের প্রকৃতি সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। তাদের মতভেদের সার কথা মূলত দুটি –

এক. এ একাউন্টে সঞ্চিত অর্থ মূলত অদী'আহ বা আমানত হিসেবে ব্যাংকের কাছে থাকে। ব্যাংক তার কাজ-কারবারে এই টাকা ব্যবহার করার অনুমতি আমানতকারীদের কাছ থেকে নিয়ে নেয় এবং ব্যবহার করে।

দুই. এ একাউন্টে সঞ্চিত অর্থ মূলত ব্যাংকের কাছে অদী'আহ বা কর্জআমানত।

এ দ্বিতীয় অভিমতটিই অগ্রাধিকার পাওয়ার যোগ্য বলে মনে হয়। কারণ, যে কোনো জিনিসের ব্যাপারে দেখার বিষয় হলো তার আসল উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য; তা বুঝাবার জন্য ব্যবহৃত শব্দ বা বাক্য নয়। কোনো বস্তু সম্বন্ধে শরী'আহর হুকুম হয়, তার উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য দেখেই এবং তার ভিত্তিতেই। যেমন মাদকদ্রব্যকে পানি বলা হলে যেমন মাদকদ্রব্য পানি হয় না এবং তার ওপর পানির হুকুম দেওয়া যায় না। তেমনিভাবে শূকরকে গরু বলা হলেও শূকরের ওপর গরুর হুকুম দিয়ে তার গোস্ত হালাল বলা যায় না। ব্যাংক এবং অদী'আহ একাউন্টধারীদের কর্মকাণ্ডের দিকে

---

৩৪ সুনানুদ দারাকুতনী, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪৫৫; হাদীস নম্বর: ৩০০১; *সুনানুল বায়হাকী*, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ২৮৯, হাদীস নম্বর: ১৩০৭৬।

৩৫ সিরাজুদ্দীন ইবনুল মুলাক্কিন, *বাদরুল মুনীর ফী তাখরীজিল আহাদীসি ওয়াল আছার ফী সিয়ারিল কাবীর* (রিয়াদ: দারুল হিজরা লিন্নাশরি ওয়াত তাওযী'), ৭ম খণ্ড, পৃ. ৩০৭।

৩৬ মুহাদ্দিসগণ এ বর্ণনাটি দুর্বল বলে মন্তব্য করেছেন। আবু হাফস সিরাজুদ্দীন উমার ইবন আলী ইবনুল মালাক্কী, *আল-বাদরুল মুনীর ফী তাখরিজিল আহাদিছি ওয়াল আছারিল অকিয়াতি ফীশ শারহিল কাবীর*, ৭ম খণ্ড (রিয়াদ: দারুল হিজরা লিন নাশরি ওয়াত তাওযী', ২০০৪ খ্রি.) , পৃ. ৩০৭)।

Dhaka University Institutional Repository

গভীরভাবে দৃষ্টি দিলে দেখা যায় যে, তাদের লেনদেনটি মূলত ঋণ বা কর্জের লেনদেন, অদী'আহ বা আমানতের লেনদেন নয় এবং তা নিম্নোক্ত দুটি কারণ থেকে পরিষ্কার হয়ে যায়।

প্রথমত: ব্যাংক অদী'আহ একাউন্টে গচ্ছিত অর্থ তার কাজ কারবারে ব্যবহার করতে পারে; কিন্তু যখন একাউন্টধারী ফেরত চায় তখন তার অর্থের অনুরূপ অর্থ তাকে ফেরত দিতে বাধ্য থাকে। এটাই হলো ঋণের প্রকৃতি। ঋণ যাকে দেওয়া হয় সে ঋণের টাকা তার কাজে-কারবারে খাটাতে পারে এবং খরচ করতে পারে, কিন্তু যখন কর্জদাতা ফেরত চায় তখন সে ফেরত দিতে বাধ্য থাকে।

দ্বিতীয়ত: অদী'আহ কারেন্ট একাউন্টে সঞ্চিত টাকা আমানতকারী ফেরত চাইলে ব্যাংক অনুরূপ অর্থ ফেরত দিতে বাধ্য থাকে। একাউন্টের টাকা কোনো কারণে হারিয়ে গেলে বা নষ্ট হয়ে গেলে তা ব্যাংকের ভুলের কারণে হোক বা অন্য যে কোনো কারণে হোক তখন ব্যাংক তার জামিন হয়, ফলে ফেরত দিতে বাধ্য থাকে। অন্যদিকে অদী'আহ বা আমানতের টাকা আমানতদারের কাছে থাকা অবস্থায় তার হেফাজতের ভুল-ত্রুটির কারণে হারিয়ে বা নষ্ট হলে তখন সে তা ফেরত দিতে বাধ্য থাকে, আর ভুল-ত্রুটি ছাড়া অন্য কারণে হারিয়ে গেলে বা নষ্ট হয়ে গেলে, তখন সে তা ফেরত দিতে ইসলামী শরী'আহর বিধান মতে বাধ্য থাকে না।

আল-হিদায়াহ গ্রন্থে এ প্রসঙ্গে বলা হয়,[৩৭]

الوديعة امانة فى يد المودع إذا هلكت لم يضمنها لقوله عليه الصلاة السلام ليس على المستعير غير المغل ضمان ولا على المستودع غير المغل ضمان ولأن بالناس حاجة إلى الاستيداع فلو ضمناه يمتنع الناس عن قبول الوداءع فتتعطل مصالحهم.

"অদী'আহ হলো যার কাছে রাখা হয় তার হাতে আমানত বলে গণ্য হয়। তাই তা নষ্ট হয়ে গেলে ফেরত দিতে হয় না। কারণ রাসূল (সা.) বলেছেন, "আরিয়াত (কর্জ) গ্রহণকারীর বাড়াবাড়ি ছাড়া আরিয়াতের (কর্জের) মাল নষ্ট হয়ে গেলে তাকে ক্ষতিপূরণ দিতে হয় না। সুতরাং অদী'আহ গ্রহণকারীর অবহেলা ছাড়া অদী'আহ এর মাল নষ্ট হয়ে গেলে তাকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না।" তাছাড়া মানুষের অদী'আহ রাখার প্রয়োজন আছে। যদি আমরা

৩৭ *সুনানুদ দারুকুতনী*, খণ্ড ৩, পৃ. ৪১; *সুনানুল বায়হাকী*, খণ্ড ৬, পৃ. ৯১;

Dhaka University Institutional Repository

তাকে ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য করি তাহলে মানুষ অদী'আহ রাখবে না। ফলে মানুষের কল্যাণ বাধাগ্রস্ত হবে।[৩৮]

এখানে উল্লেখ্য যে, আল অদী'আহ একাউন্ট সম্পর্কে ওআইসি'র ফিকহ একাডেমির অভিমত প্রণিধানযোগ্য। ওআইসি'র ফিকহ একাডেমিও আল অদী'আহ একাউন্টে সংরক্ষিত অর্থকে ইসলামী ফিকহর আলোকে কর্জ বলে অবহিত করেছে।

এ প্রসঙ্গে ওআইসি'র বক্তব্য নিম্নরূপ:[৩৯]

الودائع تحت الطلب (الحسابات الجارية) سواء أكانت لدى البنوك الإسلامية أو البنوك الربوية هي قروض بالمنظور الفقهي، حيث إن المصرف المسلم لهذه الودائع يده يد ضمان لها، هو ملزم شرعا بالرد عند الطلب.

"আল অদী'আহ এর অর্থই হল চাহিবা মাত্র ফেরত দিতে হবে (চলতি হিসাব), তা ইসলামী ব্যাংকে হোক বা সুদি ব্যাংকে হোক; যেখানেই হোক না কেন তা আসলে ইসলামী ফিকহ এর দৃষ্টিতে কর্জ। কারণ এসব অর্থ অদী'আহ গ্রহণকারীর হাতে জামানত হিসেবে থাকে। চাহিবা মাত্র সে তা ফেরত দিতে বাধ্য থাকে।"

কারো কারো মতে ইসলামী ব্যাংকসমূহের আল-অদী'আহ একাউন্টে সঞ্চিত টাকা ব্যাংকের কাছে 'আরিয়াহ (কর্জ) হিসেবে আমানত সঞ্চিত থাকে। ইসলামী ব্যাংকসমূহ আল-অদী'আহ হিসেবের মাধ্যমে এই ('আরিয়াহ) পদ্ধতিতে অর্থ জমা গ্রহণ করে, যাতে তা ব্যবহারের মাধ্যমে তা থেকে উপকারিতা লাভ করা যায়। এ ক্ষেত্রে হিসাব ধারক হলেন 'আরিয়াহ প্রদানকারী তথা কর্জ প্রদানকারী এবং ব্যাংক হল 'আরিয়াত গ্রহণকারী তথা কর্জ গ্রহণকারী।[৪০]

তবে দুটি কারণে আল অদী'আহ হিসাবধারীর সঞ্চিত টাকা আরিয়া বা ধার নয়। কারণ দুটি হলো:

এক. শরী'আহর পরিভাষায় আরিয়াত (কর্জ) হলো কোনো জিনিসের মূল অক্ষত রেখে বিনিময়বিহীন ব্যবহার করার জন্য বা উপকারিতা লাভের জন্য কাউকে প্রদান করা।[৪১]

দুই. 'আরিয়াহকৃত জিনিস আরিয়াত গ্রহণকারীর কাছে আমানত হিসেবেই থাকে, তাই ব্যবহারকারীর অবহেলা ও ত্রুটি ছাড়া নষ্ট হয়ে গেলে ক্ষতিপূরণ দিতে হয় না। এ প্রসঙ্গে আল 'ইনায়াহ শারহুল হিদায়াহ প্রণেতা বলেন,[৪২]

---

৩৮ আবুল হাসান আলী ইবন আবুবকর আল মারগিনানী, *আল্ হিদায়া শারহুল বিদায়া* (বৈরুত: আল মাকতাবা আল ইসলামিয়্যা, তা.বি.), খণ্ড ৩, পৃ. ২১৫।

৩৯ ড. ওয়াহহাবা আয যুহাইলী, *আল ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু*, (দেমাশক: দারুল ফিকির, চতুর্থ সংস্করণ,) খণ্ড, ৭, পৃ. ১৯৮।

৪০ কাজী ওমর ফারুক, *ইসলামী ব্যাংকিং পূর্বশর্ত ইসলামী ব্যক্তিত্ব* (ঢাকা: আহসান পাবলিকেশন, সেপ্টেম্বর, ২০০৬ খ্রি.), পৃ. ৬৬।

৪১ সম্পাদনা পরিষদ, *ফাতাওয়া ও মাসাইল* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, জুন ২০০১ খ্রি.), পৃ. ২৩১।

Dhaka University Institutional Repository

قال (والعارية أمانة إن هلكت من غير تعد لم يضمن إلخ) إن هلكت العارية فإن كان بتعد كحمل الدابة ما لا يحمله مثلها أو استعمالها استعمالا لا يستعمل مثلها من الدواب أوجب الضمان بالأجماع، وإن كان بغيره لم يضمن. وقال الشافعي: يضمن لأنه قبض مال غبره لنفسه لا عن استحقاق، فيضمن.

"('আরিয়াহ আমানত হিসেবে গণ্য। 'আরিয়াত গ্রহণকারীর সীমালঙ্ঘন ছাড়া আরিয়াতের মাল নষ্ট হলে তার ক্ষতিপূরণ দিতে হয় না)। অর্থাৎ যদি কর্জ গ্রহণকারীর বাড়াবাড়ির কারণে তা ধ্বংস হয়, যেমন-কোন চতুষ্পদ জন্তুকে এমন কাজে ব্যবহার করল যা বহন করার ক্ষমতা উক্ত জন্তু রাখে না, অথবা এমন কাজে ব্যবহার করল যে কাজে সাধারণত কোনো চতুষ্পদ জন্তুকে ব্যবহার করা হয় না, তাহলে সকলের ঐক্যমতে সে ক্ষেত্রে ক্ষতিপুরণ আবশ্যিক হবে। এর অন্যথা হলে তথা কর্জ গ্রহণকারীর বাড়াাড়ি ব্যতিরিকে যদি কর্জের মাল নষ্ট হয় তাহলে ক্ষতিপূরণ লাগবে না। তবে ইমাম আশ শাফি'ঈ (রহ.) বলেন, ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। কারণ সে অন্যের সম্পদ নিজের ব্যবহারের জন্য তার মালিক না হওয়া সত্ত্বেও নিয়েছে, সুতরাং তাকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।"

কাজেই ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থায় আল-অদী'আহ একাউন্টের টাকা ব্যাংকের কাছে কর্জ হিসেবেই থাকে, আমানত বা' আরিয়াহ হিসেবে নয়।

এখানে উল্লেখ্য, রাসূল (সা.) এর সাহাবী যুবায়র ইবনুল 'আওয়াম (রা.) একজন বড় ব্যবসায়ী ছিলেন। তিনি সকলের কাছে বেশ বিশ্বস্তও ছিলেন। তাঁর কাছে অনেক লোক তাদের টাকা পয়সা আমানত রাখার জন্য আসত। তিনি আমানতকারীদের টাকাগুলো তাঁর কাছে আমানত হিসেবে না রেখে তাকে ঋণ বা কর্জ দানের জন্য আবেদন জানাতেন। যাতে তিনি টাকাগুলো তাঁর নিজের ব্যবসায় ও কারবারের খাটাতে পারেন। আর কোনো কারণে টাকাগুলো নষ্ট হয়ে গেলে তারা তাদের টাকা ফেরত পান। এতে ঋণদাতাদেরই ছিল লাভ। কারণ আমানত রাখা হলে তাতে আমানতদারের বিনা অবহেলায় কোনো কারণে টাকাগুলো নষ্ট হয়ে গেলে শরী'আহর বিধান অনুযায়ী তারা তাদের টাকার ক্ষতিপূরণ পান না। এ কারণেই লোকেরাও তাঁর কাছে তাদের টাকা পয়সা আমানত হিসেবে না রেখে তাকে ঋণ ও কর্জ হিসেবে দিতে স্বাচ্ছন্দ বোধ করতেন। আল ইমাম আল বুখারী (রহ.) উল্লেখ করেছেন যে, যুবায়রের

---

৪২ মুহাম্মদ ইবন মুহাম্মদ আল বাবারতি, *আল 'ইনায়া শাহুল হিদায়াহ*, ১২শ খণ্ড (বৈরুত: দারুল ফিকর, তা.বি.), পৃ. ২৪৩।

Dhaka University Institutional Repository

মৃত্যুকালে ঋণদাতাদের কাছে তাঁর দেনার পরিমাণ হিসাব করা হয়েছিল। এতে তাঁর দেনার পরিমাণ দাঁড়িয়েছিল ২২ লক্ষ দিরহাম।[৪৩]

সে সময় যুবায়ের ইবনুল 'আওয়াম (রা.) যা করেছিলেন আজকে ইসলামী ব্যাংকগুলো তাদের আল-অদী'আহ হিসাবধারীদের সাথে একই রকমের আচরণ করছে। এসব ব্যাংকও আল-অদী'আহ হিসাবধারীদের টাকা পয়সা আল-অদী'আহ বললেও মূলত ঋণ বা কর্জ হিসেবেই জমা রাখছে।

আমাদের এতক্ষণের আলোচনা প্রমাণ করে যে এ ধরনের একাউন্টকে আল অদী'আহ একাউন্ট না বলে আল কর্জ একাউন্ট বলা হলে আসলে সঠিক হতো। ইসলামী ব্যাংকগুলো তা না করে এসব একাউন্টকে আল অদী'আহ একাউন্ট বলে যাচ্ছে। সম্ভবত তা এ কারণে যে, যে নাম ইসলামী ব্যাংকের সূচনা হতে রাখা হয়েছে তা তারা পরিবর্তন করার ঝামেলায় যেতে চায় না। কারণ নামে কি আসে যায়? কাজ যা হবে তার ওপর ভিত্তি করেইতো শরী'আহর হুকুম হবে। তাছাড়া এ নাম রাখার কারণে শরী'আহ লঙ্ঘন তো আর হচ্ছে না।

২. মুদারাবা (المضاربة) সেভিংস বা সঞ্চয়ী হিসাবের আমানত

'মুদারাবা' শব্দটি আরবী ضَرْبٌ থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ ভ্রমণ করা, দেশ সফর করা, পায়ে চলা ইত্যাদি। অন্য অর্থে আল্লাহর রহমত তালাশে সফর করা। যেমন আল্লাহ আ'আলা বলেন,[৪৪] وَاِذَا ضَرَبْتُمْ فِى الْاَرْضِ "আর যখন তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ কর।" এখানে পৃথিবীতে ভ্রমণ কর বলতে ব্যবসা বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে ভ্রমণ করা বুঝানো হয়েছে। কারণ সাধারণ ব্যবসা বাণিজ্য ভ্রমণ বিহীন করা যায় না। এ ضَرْبٌ শব্দ থেকেই যৌথ ব্যবসা বুঝাবার জন্য مضاربة শব্দটি উৎপন্ন করা হয়েছে।

ইসলামী শরীয়াহর পরিভাষায়- মুদারাবা হলো যৌথভাবে ব্যবসা করার জন্য সম্পাদিত এমন এক চুক্তি, যাতে এক পক্ষ মূলধন যোগান দেয় আর অপর পক্ষ শ্রম দেয়। এ চুক্তির উদ্দেশ্য হয় লভ্যাংশে শরিক হওয়া। লভ্যাংশের অধিকারী হয় এক পক্ষ মূলধন যোগান দানের জন্য, আর অপর পক্ষ শ্রম দানের জন্য। এ দুটি বিষয় না থাকলে মুদারাবা চুক্তি সঠিক হয় না।[৪৫] তাই মুদারাবা হলো পুঁজি ও শ্রমের অংদারী কারবার।

---

[৪৩] বিচারপতি মাওলানা মুহাম্মদ তকি ওসমানী, সুদ নিষিদ্ধ, পাকিস্তান সুপ্রিমকোর্টের ঐতিহাসিক রায় (সেন্ট্রাল শরীয়াহ্ বোর্ড ফর ইসলামিক ব্যাংকস অব বাংলাদেশ, ফেব্রুয়ারি, ২০০৯ খ্রি.), পৃ. ৪৭।

[৪৪] আল-কুরআন, সুরা আলে ইমরান: ১০১।

[৪৫] আবুল হাসান আলী তুর্কী আবু বকর আল-মারগিনানী, *আল-হিদায়া শারহু বিদায়াতুল মুরতাদী*, ৩য় খণ্ড (বৈরুত: আল-মাকতাবা আল-ইসলামী, তা.বি.), পৃ. ২০২।

Dhaka University Institutional Repository

মুদারাবা চুক্তির বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী 'সাহিবুল মালের' দায়িত্ব অর্থ যোগানোর মধ্যে সীমাবদ্ধ। ব্যবসা পরিচালনায় তিনি অংশ নেন না। 'মুদারিব' ব্যবসায়ের একজন ট্রাস্টি ও প্রতিনিধি হিসেবে ব্যবসা পরিচালনা করেন।

মুশারাকা ও মুদারাবা, যৌথ ব্যবসার দুটি বৈধ ইসলামী পদ্ধতি। এতে কোনো ধরনের সুদের ছোঁয়া থাকে না। ইসলামী ব্যাংকগুলো এভাবে শরী'আহসম্মত মুশারাকা, মুদারাবা, কর্জ ইত্যাদির মাধ্যমে গ্রাহকদের কাছ থেকে মূলধন সংগ্রহ করে অতঃপর এসব অর্থ ইসলামী শরী'আহ অনুমোদিত বায়' মুশারাকা, বায়' মুদারবা, বায়' ইজারা, বায়' হায়ার পার্চেজ, বায়' মুয়াজ্জাল, বায়' সালাম, বায়' ইস্তিসনা ইত্যাদি পদ্ধতিতে বিনিয়োগ করে ব্যবসা পরিলাচনা করে এবং তা থেকে অর্থ রোজগার করে। ব্যবসা পরিচালনায় মুদারিবকে সততা ও দক্ষতার পাশাপাশি সর্বোচ্চ সাবধানতা অবলম্বন করতে হয়। ইচ্ছাকৃত অবহেলা, প্রতারণা বা মিথ্যা বর্ণনার কারণে ব্যবসায় ক্ষতি হলে সেক্ষেত্রে মুদারিব দায়ী হবেন। কর্জ হাসানা আমানত সম্পর্কে আল্লাহ আ'আলা বলেন,[৪৬]

مَنْ ذَا الَّذِىْ يُقْرِضُ اللهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيضٰعِفَه لَه وَلَه اَجْرٌ كَرِيمٌ

"কে আছো! যে আল্লাহ তা'আলাকে উত্তম ঋণ প্রদান করবে? তিনি তার জন্য তা বহুগুণে বৃদ্ধি করবেন এবং তার জন্য রয়েছে সম্মানজনক পুরস্কার।"

মুদারাবার (المضاربة) প্রকারভেদ

মুদারাবাকে দুটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে- ১. মুদারাবা মুকাইয়্যাদা (المضاربة المقيدة বা শর্তযুক্ত মুদারাবা), ২. মুদারাবা মুতলাকা (المضاربة المطلق বা শর্তহীন মুদারাবা)।

১. মুদারাবা মুকাইয়্যাদা (المضاربة المقيدة বা শর্তযুক্ত মুদারাবা): যে মুদারাবা চুক্তিতে ব্যবসার সময়সীমা, স্থান, শ্রেণি, অংশীদারদের সংখ্যা, কোনো ধরনের মাল ক্রয় করা হবে, কার নিকট হতে মাল ক্রয় করা হবে, কার কাছে বিক্রয় করা হবে, কোথায় ব্যবসা করা যাবে, কোথায় ব্যবসা করা যাবে না ইত্যাদি নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয় তাই মুদারাবা মুকাইয়্যাদা।

২. মুদারাবা মুতলাকা (المضاربة المطلق বা শর্তহীন মুদারাবা): আর যে মুদারবা চুক্তিতে এরূপ কোনো শর্ত করা হয় না; বরং মুদারিবকে তার ইচ্ছামত ব্যবসা করার জন্য পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হয় তাই হলো মুদারাবা মুতলাকা।

[৪৬] আল-কুরআন, সুরা হাদীদ: ১১।

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামী ব্যাংক যেসব মুদারাবা পদ্ধতিতে আমানত গ্রহণ করে সেগুলো নিম্নরূপঃ

১. মুদারাবা সঞ্চয়ী হিসাব, ২. মুদারাবা স্পেশাল নোটিশ হিসাব, ৩. মুদারাবা মেয়াদী হিসাব, ৪. মুদারাবা হজ্জ সঞ্চয়ী হিসাব, ৫. মুদারাবা সঞ্চয়ী বন্ড হিসাব, ৫. মুদারাবা বিশেষ সঞ্চয়ী (পেনশন) হিসাব, ৬. মুদারাবা মাসিক মুনাফাভিত্তিক সঞ্চয়ী হিসাব, ৭. মুদারাবা ওয়াক্ফ ক্যাশ ডিপোজিট হিসাব, ৮. মুদারাবা দেনমোহর জমা হিসাব, ১০. বিশেষ মুদারাবা আমানত হিসাব, ১১. মুদারাবা বৈদেশিক মুদ্রা জমা হিসাব, ১১. মুদারাবা এডুকেশন সেভিং ডিপোজিট একাউন্ট, ১২. মুদারাবা মিলিয়নিয়ার স্কিম একাউন্ট, ১৩. মুদারাবা লাখপতি ডিপোজিট স্কিম একাউন্ট, ১৪. মুদারাবা ডবল বেনিফিট ডিপোজিট স্কিম একাউন্ট, ১৫. মুদারাবা ফরেন কারেন্সি টার্ম ডিপোজিট স্কিম একাউন্ট, ১৬. মুদারাবা কোটিপতি ডিপোজিট স্কিম, ১৭. মুদারাবা মিলিয়নিয়ার ডিপোজিট স্কিম, ১৮. মুদারাবা বিশেষ সঞ্চয় স্কিম, ১৯. মুদারাবা দ্বিগুণ/ তিনগুণ বৃদ্ধি আমানত প্রকল্প, ২০. মুদারাবা প্রবাসী কল্যাণ পেনশন স্কিম, ২১. মাসিক জমা ভিত্তিক মেয়াদী সঞ্চয় প্রকল্প, ২২. মাসিক মুনাফা প্রদান ভিত্তিক মেয়াদী জমা প্রকল্প ও ২৩. অন্যান্য মুদারাবা জমা হিসাব।

উপরোক্ত হিসাবসমূহে ইসলামী শরী'আহর মুদারাবার নীতিমালা অনুযায়ী পরিচালিত হয় বলে এসব একাউন্টকে মুদারাবা একাউন্ট বলা হয়। যারা এসব হিসাব নম্বরে টাকা রাখে তারা মূলত ব্যাংকের কাছে মুদারাবার ভিত্তিতে ব্যবসা করার জন্য টাকা দেয়। এ ক্ষেত্রে শরী'আহর পরিভাষায় অর্থ যোগানদাতা মুদারাবা হিসাবধারীগণ হলেন সাহিবুল মাল, আর ব্যাংক হলো মুদারিব। ব্যাংক এসব টাকা নিয়ে তার ব্যবসা-বাণিজ্যে ও বিভিন্ন শরী'আহ সম্মত পদ্ধতিতে বিনিয়োগ করে, অতঃপর লাভ হলে তা ব্যাংক ও গ্রাহকদের মধ্যে একাউন্ট খোলার সময়ের চুক্তিপত্রের শর্তানুযায়ী সাধারণত ৩৫% এবং ৬৫% হিসেবে-বণ্টন করে। অর্থাৎ ব্যাংক রাখে ৩৫% আর জমাকারীদের দেয় ৬৫%। তবে এ ক্ষেত্রে একাউন্টে টাকার স্থিতির মেয়াদের দীর্ঘায়িতা ও স্বল্পতা অনুযায়ী লাভের পরিমাণের কিছুটা তারতম্য হয়। আর লোকসান হলে তা একা মুদারাবা একাউন্টধারীদের বহন করতে হয়, অন্য দিকে ব্যাংকের শ্রম পণ্ড হয়। মুদারাবার সাথে সুদি কারবারের কোনো সম্পর্ক নেই। কারণ মুদারাবা বিনিয়োগ একটা আদর্শ ইসলামী পদ্ধতি। এ পদ্ধতি ইসলামী শরী'আহ অনুমোদিত। ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থায় আমানত প্রধানত জনকল্যাণমূলক কাজে বিনিয়োগ হয়ে থাকে। এ ব্যবস্থায় আমানতের সুফল সদকায়ে জারিয়ার মতো পৃথিবীতে প্রবাহমান থাকে এবং জনগণের অকল্যাণে বিনিয়োগকৃত আমানত

Dhaka University Institutional Repository

আবর্জনার ন্যায় কোনো সুফল বয়ে আনেনা বরং তা নিমিষে বিলীন হয়ে যায়। আল্লাহ তা'আলা বলেন:[৪৭]

فَاَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَاَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِى الْاَرْضِ

"যা আবর্জনা(ফেনা যেমন) তা ফেলে (উড়িয়ে) দেওয়া হয় এবং যা মানুষের উপকারী তা মাটিতে থেকে যায়।"

৩. ইসলামী ব্যাংকের উদ্যোক্তা শেয়ার হোল্ডারদের মুশারাকা নীতিতে আমানত বা মূলধনের যোগান দেয়াঃ

ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থায়ও প্রচলিত ব্যাংকের মতো উদ্যোক্তারা ব্যাংকের মূলধন যোগান দিয়ে থাকে। তবে প্রচলিত ব্যাংক ব্যবস্থায় উদ্যোক্তারা সুদে অর্থ রোজগার করার জন্য যৌথমালিকানার ভিত্তিতে তহবিল যোগান দিয়ে কোম্পানি গঠন করে এবং সে অর্থ দিয়ে ব্যাংকিং কার্যক্রম শুরু করে। অতঃপর সুদি লোন দিয়ে সুদী কারবারের মাধ্যমে অর্থ রোজগার করে।

অন্যদিকে ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থায়ও উদ্যোক্তারা ব্যাংককে মুশারাকা'র ভিত্তিতে মূলধন যোগান দেয়। তারা ঋণ দেওয়ার জন্য নয় বরং হালাল ব্যবসা করার জন্য অর্থ জোগান দিয়ে কোম্পানী গঠন করে; অতঃপর ব্যবসা পরিচালনা করে। তারা তাদের তহবিল বাড়াবার জন্য শেয়ার হোল্ডারদের কাছ থেকে শেয়ার বিক্রয় করেও অর্থ সংগ্রহ করে। ইসলামী ব্যাংকগুলোতে মূলত তিন ধরনের শেয়ার হোল্ডার রয়েছে।

ক. মূল উদ্যোক্তা শেয়ারহোল্ডার বা অর্থ যোগানদাতা, যারা ব্যবসা করার জন্য ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করেন। তারা শুরু থেকেই ব্যাংক পরিচালনা ও ব্যাংকের ব্যবস্থাপনার কাজে সরাসরি জড়িত থাকেন। যারা ব্যাংকের কাজে সরাসরি জড়িত থাকেন তাদের যোগান দেওয়া টাকা ইসলামী শরী'আহর মুশারাকা নীতিমালার ভিত্তিতে যৌথভাবে ব্যবসা করার জন্য দেওয়া। কারণ যে ব্যবসা সকল অংশীদার এক সাথে পরিচালনা করে ইসলামী ফিকাহর পরিভাষায় তাকে মুশারাকাহ বলা হয়।

[৪৭]আল-কুরআন, সুরা আর-রা'দ: ১৭

Dhaka University Institutional Repository

খ. আর কিছু ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান আইপিও তে দরখাস্ত করে শেয়ার প্রাপ্ত হলে তারাও মুশারাকা পদ্ধতিতে ব্যবসা করার জন্য অর্থ যোগান দেয় বলে পরিগণিত হয়।

গ. অন্যদিকে যারা পুঁজিবাজার (সেকেন্ডারি মার্কেট) থেকে শেয়ার ক্রয় করে তারাও মুশারাকার ভিত্তিতে পুঁজি সরবরাহ করে বলেই পরিগণিত হয়।

এই তিন ধরনের শেয়ার হোল্ডারদের মধ্য হতে এক নম্বরে উল্লিখিত শেয়ার হোল্ডারদেরকে উদ্যোক্তা শেয়ার হোল্ডার আর দুই ও তিন নম্বরে উল্লিখিত শেয়ার হোল্ডারদেরকে সাধারণ শেয়ার হোল্ডার বলা হয়। আর তাদের সকলের যোগান দেওয়া অর্থ মুশারাকার ভিত্তিতে যোগান দেওয়া হয়েছে বলেই পরিগণিত হয়। কারণ এই তিন ধরনের শেয়ার হোল্ডারদের মধ্য থেকে পরিচালক বা ডাইরেক্টর নির্বাচন করা হয়। বর্তমানে অনেক ব্যাংকই এই তিন ধরনের শেয়ার হোল্ডার পদ্ধতি বাতিল করে সবাইকে একই গ্রুপে একত্রিভুক্ত করা হয়েছে। তাই সকলেই ব্যাংক পরিচালনার কাজে অংশীদার হতে পারছে।

যারা পরিচালক নির্বাচিত হচ্ছেন তাদের যোগান দেওয়া অর্থ যে, ইসলামী শরী'আহর মুশারাকার ভিত্তিতে যোগান দেওয়া তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই।

আর যারা সরাসরি ব্যাংক পরিচালনার কাজে জড়িত থাকে না, কিন্তু তারা বার্ষিক এজিএম-এ ব্যাংক পরিচালনার ব্যাপারে তাদের মতামত দেওয়ার সুযোগ পায় এবং তারাই পরিচালক নির্বাচন করে, তাদেরকেও ব্যাংক পরিচালনার কাজে শরীক গণ্য করা হয় এবং তাদের যোগান দেওয়া অর্থ ইসলামী শরী'আহর আলোকে মুশারাকার ভিত্তিতে দেওয়া বলে পরিগণিত করা হয়।

ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থায় ইসলামী শরী'আহ নীতিমালার আলোকে জনকল্যাণমূলক বিভিন্ন ব্যবসা পদ্ধতি প্রবর্তিত হয়ে থাকে। ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থায় ব্যবসা-বাণিজ্য সহজকরণের লক্ষ্যে আমানতের ওপর বিভিন্ন ধরনের বিনিয়োগ নীতি বা পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়ে থাকে। ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা ইসলামী শরী'আহ ভিত্তিতে যে সমস্ত বিনিয়োগ দিয়ে থাকে সে সমস্ত পদ্ধতিগুলোকে প্রধানত তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন-

ক. বেচাকেনা পদ্ধতি: ১. বায়' মুরাবাহা, ২. বায়' মুয়াজ্জাল, ৩. বায়' সালাম ও ৪. বায়' ইসতিসনা।

Dhaka University Institutional Repository

খ. অংশীদারিত্ব পদ্ধতি: ৫. বায়‘ মুদারাবা ও ৬. বায়‘ মুশারাকা।

গ. মালিকানায় অংশীদারিত্ব বা শিরকাতুল মিলক এর ভিত্তিতে হায়ার পারচেজ বা ভাড়ায় ক্রয়:

৭. বায়‘ হায়ার পারচেজ আন্ডার শিরকাতুল মিলক (এইচপিএসএম)।

প্রাচীনকালে ব্যাংক বা ব্যাংকনোট কোনোটাই ছিল না। বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে মানুষ স্বর্ণকে ব্যবহার করত। প্রাচীন রোমে যে মহাজনী ব্যবসার যাত্রা শুরু হয়েছিল কালের পরিক্রমায় তা আধুনিক ব্যাংক ব্যবস্থায় রূপ লাভ করে। গ্রীক সমাজে সুদী কারবার নিষিদ্ধ ছিল অনুরূপভাবে খ্রিস্টানদের ওল্ড টেস্টামেন্ট ধর্মগ্রন্থেও সুদ নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু ইহুদী জাতি এই নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে সুদী ব্যবসা চালু করে। পরবর্তীতে খ্রিস্টান এবং মুসলিমরাও তাদের অনুসরণ করে সুদি কারবার ও সুদভিত্তিক অর্থব্যবস্থায় জড়িয়ে পড়ে। এরপর মানুষ ব্যাংক বলতে শুধু বিশ্বজুড়ে প্রচলিত সুদভিত্তিক পুঁজিবাদী ব্যাংক ব্যবস্থাকেই বুঝাতো। ‘ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা’ পরিভাষাটি সাম্প্রতিককালে উদ্ভাবিত। বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকেও ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থার সাথে বিশ্বের জনগণ পরিচিত ছিল না। তবে ‘আল-কুরআন ও হাদীসের আলোকে ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা’ তথা ইসলামী শরী‘আহ বা নীতিমালার ভিত্তিতে ব্যবসা-বাণিজ্য, ক্রয়-বিক্রয়, লেনদেন ইত্যাদি ইসলামের শুরু থেকেই মুসলিম জাহানে পরিচালিত হয়ে আসছিল। কিন্তু অষ্টাদশ শতকের পর মুসলিমরাও ইয়াহুদী এবং খ্রিন্টান সভ্যতার প্রভাবে সুদভিত্তিক অর্থব্যবস্থায় জড়িয়ে পড়ে। সুদভিত্তিক অর্থব্যবস্থা মুসলমানদের ঈমান-আকীদা, আমল-আখলাক, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ও স্বভাব-চরিত্রের পরিপন্থি। ইসলামী জীবনব্যবস্থা, পারস্পরিক সম্পর্ক, আচার-আচরণ ও লেনদেন তথা আমানত গ্রহণ ও বিনিয়েগের অন্যতম শর্ত হলো শরী‘আহ আইন দ্বারা পরিচালিত সমাজ ও অর্থব্যবস্থা। তাই সুদভিত্তিকক অর্থব্যবস্থা ত্যাগ করে কুরআন সুন্নাহ ভিত্তিক ইসলামী অর্থব্যবস্থা কায়েমের লক্ষে মুসলিম গবেষক, চিন্তাবিদ ও আলিমদের দীর্ঘ আন্দোলন-সংগ্রাম ও চেষ্টা সাধনার ফলে বিশ শতকের শেষের দিকে ইসলামী ব্যাংকের যাত্র শুরু হয়। বর্তমান বিশ্বে প্রায় অর্ধশত দেশে তিনশাতাধিক ইসলামী ব্যাংকের দশ হাজারেরও বেশি শাখা চালু রয়েছে। ইসলামী ব্যাংক তার উদ্দেশ্য, আইন-কানুন ও কর্মপদ্ধতিসহ সকল স্তরে ইসলামী শরী‘আহর নীতিমালা মেনে চলে এবং তার কার্যক্রমে সুদের লেনদেন সম্পূণরূর্পে বর্জন করে। ইসলামি ব্যাংক ব্যবস্থায় আল অদী‘আহ ও আল মুদারাবা পদ্ধতিতে জনগণের নিকট থেকে আমানত গ্রহণ করে। ব্যাংক আমানতদার হিসেবে

Dhaka University Institutional Repository

আমানতের নিরাপত্তা বিধান করে এবং মুনাফা অর্জনের লক্ষে ব্যাংক ও আমানতকারী অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে ব্যবসা করে।

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ অধ্যায়
আল-কুরআন ও আল-হাদীসের আলোকে ইসলামী ব্যাংকের বিনিয়োগ ব্যবস্থা

ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা ইসলামী শরী'আহভিত্তিক আধুনিক যুগের অন্যতম একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান। ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থার দুটি মৌলিক দিক হলো আমানত ও বিনিয়োগ ব্যবস্থা। আল-অদী'আহ ও আল-মুদারাবা পদ্ধতিতে জনগণের নিকট থেকে আমানত গ্রহণ করে সাধারণত বিভিন্ন ধরনের ব্যবসায় বিনিয়োগ করে এবং বিনিয়োগ থেকে অর্জিত মুনাফার একটি অংশ আমানতকারীদেরকে এবং বাকি অংশ ব্যাংক মুনাফা হিসেবে গ্রহণ করে থাকে। বিনিয়োগ ব্যবস্থা হচ্ছে ব্যাংকের প্রাণশক্তি। কারণ ভালো বিনিয়োগ বৃদ্ধির মাধ্যমে ব্যাংক তার মুনাফা বৃদ্ধি করে অগ্রগতির পথে এগিয়ে যেতে পারে। আর বিনিয়োগে ব্যর্থ হলে ব্যাংক নিজে যেমন মুনাফা হতে বঞ্চিত হবে তেমনি আমানতকারীদেরও মুনাফা দিতে সক্ষম হবে না। আর আমানতকারীগণ মুনাফা না পেয়ে তাদের আমানত তুলে নিলে ব্যাংক তার অস্তিত্ব সংকটে পড়বে। তবে ইসলামী ব্যাংক প্রচলিত সুদী ব্যাংকের মতো সব ধরনের পদ্ধতিতে বিনিয়োগ করতে পারে না। ইসলামী ব্যাংকের বিনিয়োগ পদ্ধতি ও বিনিয়োগের খাত শরী'আহ্ তথা আল-কুরআন ও হাদীসের আলোকে হওয়া আবশ্যক। আর্থিক লেনদেন বিবেচনায় কোনো ব্যবসা যথেষ্ট লাভজনক হলেও জনস্বার্থের জন্য ক্ষতিকর বা হারাম কোনো পণ্যে শরী'আহ পরিচালিত ব্যাংক বিনিয়োগ করতে পারে না। অধিক মুনাফার লোভে তামাক, সিগারেট বা মদের ফ্যাক্টরিতে বিনিয়োগ করতে পারে না। সুদের কারবার, জুয়া, ফটকাবাজারি, অশ্লীলতা, ভেজাল ব্যবসায় ইসলামী ব্যাংক জড়িত হয় না। ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা সামাজিক কল্যাণমূলক খাতে বিনিয়োগে উৎসাহিত হয়। ইসলামী ব্যাংক আর্থিক কারবারে অকল্যাণ দূর করতে কাজ করে। গ্রাহকদের জমা মূলধনের নিরাপত্তা ও মুনাফার সম্ভাব্যতা বিবেচনায় রেখে মূলধন ও দক্ষতার সমন্বয়ে উৎপাদনশীল ও শ্রমঘন খাতে বিনিয়োগ করা ইসলামী ব্যাংকের নীতি ও কর্মকৌশল। সে হিসেবে সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্য কল্যাণজনক ইসলামী শরী'আহ নির্দেশিত ও নির্ধারিত পদ্ধতিসমূহে বিনিয়োগ করে থাকে। আল কুরআন ও আল-হাদীস তথা শরী'আহ নীতির আলোকে ইসলামী ব্যাংকে সুদমুক্ত ব্যাংকিং লেনদেন, ক্রয়-বিক্রয়, বাণিজ্য করার জন্য যেসব বিনিয়োগ পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়ে থাকে তা হলো:

Dhaka University Institutional Repository

১. **বায়‘ আল-মুরাবাহা** (بيع المرابحة) , ২. **বায়‘ আল-মুদারাবা** (بيع المضاربة) ,৩. **বায়‘ আল-মুশারাকা** (بيع المشاركة) , ৪. **বায়‘ আস-সালাম** (بيع السلم) , ৫. **বায়‘ আল-মু‘আজ্জাল** (بيع المؤجل) , ৬. বায়‘ আত-তাকসীত (بيع التقسيط) ৭. **বায়‘ আল-মুযায়িদাহ** (بيع المزايدة) , ৮. **বায়‘ আস-সরফ** (بيع الصرف) , ৯. **বায়‘ আল-ইসতিজরার** (بيع الاستجرار) , ১০. **আল ইজারাতু বিল বায়‘ তাহতা শিরকাতুল মিলক** (الاجارة بالبيع تحت شركة الملك), ১১. **বায়‘ আল-ইসতিসনা‘** (بيع الاستصناع), ১২. **বায়‘ আস-সুকূক** (بيع الصكوك), ১৩. **বায়‘ আত-তাওয়াররুক** (بيع التورق) ও ১৪. **বায়‘ আস-সাদাকাহ** (بيع الصدقة)

ব্যাংকের বিনিয়োগ ব্যবস্থা

বিনিয়োগের ইংরেজি Investment, অর্থনীতিতে বিনিয়োগ বলতে বোঝায় নতুন মূলধন দ্রব্যের উৎপাদনে অর্থ লগ্নি করা। অর্থাৎ সমাজে নতুন মূলধন দ্রব্য সৃষ্টিকেই বিনিয়োগ বলা হয়। লগ্নি করা অর্থের দ্বারা দেশে নতুন কলকারখান, যন্ত্রপাতি প্রভৃতির উদ্ভব হলে অর্থাৎ বর্তমানে আয় ও কর্মসংস্থান বাড়লে তবেই তাকে বিনিয়োগ বলা যায়। জে.এম. কিনসের মতে, ‘পূর্বের মূলধন দ্রব্যের সঙ্গে নতুন মূলধন দ্রব্যের সংযোজনই হলো বিনিয়োগ।’ ডর্ন বুশ ও ফিসার বলেন, ‘বস্তুগত মূলধনের সঙ্গে নতুন সংযোজনকেই বিনিয়োগ বলা হয়।’ ইসলামী শরী‘আহর পরিভাষায় الإستثمار।[১] সুদমুক্ত লাভের আশায় অর্থ খরচ করে কোনো কাজ করাকে বিনিয়োগ বলা হয়। বিনিয়োগের সংজ্ঞায় ‘A Dictionary of Banking and Finance’ গ্রন্থে বলা হয়েছে :[২]

> æInvestment is the use of money for the purpose of making more money to gain income on increase capital or both.”

“বিনিয়োগ হলো অধিক অর্থ উপার্জনের জন্য অর্থের ব্যবহার যা পুঁজি ও আয় উভয়ই বৃদ্ধি করে।” প্রচলিত অর্থনীতি ও ব্যাংকিংএ বিনিয়োগ বলতে ঋণযোগ্য তহবিলের সে অংশকে বোঝায় যা লাভের আশায় মুদ্রা বাজার তথা পুঁজি বাজার থেকে ঋণপত্র ক্রয়ের মাধ্যমে ব্যবহৃত হয়। বিনিয়োগ গতানুগতিক ব্যাংকিংএ তহবিল ব্যবহারের একটি অন্যতম পন্থা বা কৌশল।

---

১ মুহাম্মদ আলাউদ্দীন আল আযহারী, আরবী বাংলা অভিধান, ১ম খণ্ড (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৭৫ খ্রি.), পৃ. ১৯৩।

২ L.R.Chowdhury, A Dictionary of Banking and Finance (Dhaka: Published by Author, 2005 A.D.), p. 240.

Dhaka University Institutional Repository

সুদি ব্যাংকে ঋণযোগ্য তহবিল উদ্বৃত্ত থাকলে মুদ্রা ও পুঁজি বাজার থেকে ঋণপত্র/ডিবেঞ্চার বা অন্যান্য দলিলাদি ক্রয়ের মাধ্যমে লভ্যাংশ, সুদ বা বোনাস শেয়ার অর্জন করে আয় বৃদ্ধি করে থাকে। তবে তারা নির্দিষ্ট লাভের শর্তে পুঁজি বিনিয়োগ ব্যতীত ব্যবসায়িক লেনদেনে কোনো ঝুঁকি বহন করে না, যা ইসলামী শরী'আহ নীতি পরিপন্থী বলে সুদ হিসেবে বিবেচিত।

যেমন রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন: [৩]

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ، فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ .

উবাদাহ ইবন সামিত (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, "স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ, রৌপ্যের বিনিময়ে রৌপ্য, গমের বিনিময়ে গম, যবের বিনিময়ে যব, খেজুরের বিনিময়ে খেজুর এবং লবণের বিনিময়ে লবণ একই জাতীয় সমান সমান হাতে হাতে। তবে কেউ যদি তার চেয়ে বেশি লেনদেন করে সেটা সুদ হিসেবে গণ্য হবে। সুদ দাতা এবং গ্রহীতা উভয়ই সমান অপরাধী।"

সমজাতীয় দ্রব্যে কেউ যদি তার চেয়ে বেশি লেনদেন করে সেটা সুদ হিসেবে গণ্য হবে । আর সমজাতীয় না হলে ক্রয়-বিক্রয়ের বিনিয়োগের ক্ষেত্রে কম-বেশি সুদ হবে না।

ইসলামী শরী'আহ পরিপালিত বিনিয়োগ মানে হচ্ছে লাভ করার উদ্দেশ্যে কোনো পণ্য সামগ্রী বা সেবা ক্রয় বা উৎপাদন করার মাধ্যমে লাভ-লোকসানের ঝুঁকিও অবশ্যই বহন করতে হয়। লোকসানের ঝুঁকি গ্রহণ পূর্বক লাভ করার উদ্দেশ্যে কোনো পণ্য বা সেবা ক্রয় কিংবা উৎপাদন করার নাম হচ্ছে বিনিয়োগ।[৪] বিনিয়োগের সংজ্ঞা সম্পর্কে 'সেন্ট্রাল শরী'আহ বোর্ড ফর ইসলামিক ব্যাংকস অব বাংলাদেশ' গ্রন্থে বলা হয়েছে: [৫]

"বিনিয়োগ (Investment) বলতে ইসলামী বিনিয়োগ কোম্পানির এমন এক অর্থায়ন পদ্ধতিকে বোঝায় যা ইসলামী শরী'আহ অনুমোদিত পন্থায় অথবা প্রচলিত মুদারাবা, মুশারাকা, বায়'মুরাবাহা, বায়'মু'আজ্জাল, বায়' সালাম, বায়'ইসতিসনা ও ইজারা বিল বায়' ইত্যাদি যে কোনো পদ্ধতিতে বিনিয়োগ হতে পারে।"

---

৩ মুসলিম ইবন হাজ্জাজ আবুল হাসান আল কুশায়রী আন নায়সাপূরী, সহীহ মুসলিম,২য় খণ্ড (মিশর: মাওকা'উল ইসলাম, তা.বি), পৃ. ৭৪৪।

৪ অধ্যাপক মুহাম্মদ শরীফ হুসাইন, সুদ, মুনাফা, ভাড়া (প্রবন্ধ) থটস অন ইকনমিকস, ভলিউম ১৩, ইসলামিক ইকোনোমিকস রিসার্চ ব্যুরো প্রকাশিত,জুলাই-ডিসেম্বর ২০০৩ খ্রি., পৃ. ৬২।

৫ সেন্ট্রাল শরী'আহ বোর্ড ফর ইসলামিক ব্যাংকস অব বাংলাদেশ, শরী'আহ ও ইসলামী ব্যাংকিং বিষয়ক ১৮শ প্রশিক্ষণ কোর্স মেটেরিয়ালস সংকলন, ৫-১০ ডিসেম্বর ২০০৯, পৃ. ৮।

Dhaka University Institutional Repository

ব্যাংকের সকল কার্যক্রম থেকে সুদি লেনদেন প্রত্যাহারের ফলে ইসলামী ব্যাংককে বিনিয়োগের কলাকৌশল নির্ণয় ও নির্ধারণ করতে হয়। ইসলামী বাংকের উন্নয়নধর্মী বিনিয়োগ বৈশিষ্ট্য তাকে বহুমাত্রিক বিনিয়োগ তথা কৃষি, শিল্প ও সেবা খাতে বিনিয়োগের ক্ষেত্র অনুসন্ধানে ব্যস্ত থাকে।

১. ইসলামী ব্যাংকে মুরাবাহা বিনিয়োগ ব্যবস্থায় ক্রয়-বিক্রয় পদ্ধতি

বায়‘ আল-মুরাবাহা (بيع المرابحة): المرابحة শব্দটি আরবী ربح শব্দমূল হতে উদ্ভূত। ربح এর আভিধানিক অর্থ লাভ, অর্জন, কৃতকার্যতা, সফলতা, উপকার প্রভৃতি।[৬] ইংরেজিতে বলা হয় Profit। ব্যবহারিক অর্থে মুরাবাহা হলো: [৭]

نقل ما ملكه بالعقد الأول بالثمن الأول مع زيادة ربح

“প্রথম মূল্যের (ক্রয় মূল্যের) সাথে লাভ যুক্ত করে প্রথম চুক্তির মাধ্যমে অর্জিত মালিকানা হস্তান্তর করাকে মুরাবাহা বলা হয়।”

ড.এম. উমার চাপরার ভাষায়:[৮]

> Bai Murabaha in its simplest sense stands for supply of goods by the seller to the buyer at a specified profit margin mutually agreed between them.

বাহরাইনভিত্তিক আন্তর্জাতিক সংস্থা AAOIFI[৯] বায়‘ মুরাবাহার সংজ্ঞায় বলেছে: [১০]

بيع سلعة بمثل الثمن الذي اشتراها البائع مع زيادة ربح معلوم متفق عليه، بنسبة من الثمن أو بمبلغ مقطوع سواء وقت من دون وعد سابق وهى المرابحة العادية، أو وقت بناء على وعد بالشراء من الراغب في الحصول على السلعة عن طريق المئوسسة المرابحة المصرفية

---

৬ ড.ইবরাহীম মাদকূর ও অন্যান্য, আল মু‘জামুল ওয়াসীত (দিল্লি: কুতুবখানা হুসাইনিয়া দেওবন্দ, ১৯৯৭ খ্রি.), পৃ. ৩২২; আরবী বাংলা অভিধান, ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৩৮।

৭ বুরহানুদ্দীন আবুল হাসান ‘আলী ইবন আবী বাকর আল ফারগানী আল মুরগীনানী, আল-হিদায়াতু শারহিল বিদায়াহ আল মুবতাদী, ৩য় খণ্ড (বৈরুত: আল ইহইয়্যাউত তুরাছিল আরাবী, তা.বি), পৃ. ৫৬।

৮ Dr. M. Umar Chapra, Towards a Just Monetory System (U.K. The Islamic Foundation Leicester.1985 A.D.), p. 169-170.

৯ AAOIFI-এর পূর্ণ রূপ হচ্ছে Accounting and Auditing Organizations for Islamic Financial Institution। ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে শরী‘আহ্ নীতিমালার ভিত্তিতে পরিচালনায় সহায়তা করার নিমিত্তে ১৯৯০ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারি আলজেরিয়ায় এ সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। এর প্রধান কার্যালয় বাহরাইনে অবস্থিত। ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের হিসাব সংরক্ষণ, পরিচালনা, মূলনীতি, লেনদেন পদ্ধতি ও বিনিয়োগসহ বিভিন্ন দিক ও বিভাগে গ্রহণযোগ্য শর‘ঈ মান নির্ধারণ করা এর মূল কাজ।

১০ Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI), শরী‘আহ্ স্ট্যান্ডার্ড, স্ট্যান্ডার্ড নং-৮, মে ২০০২, পৃ. ১৩২।

Dhaka University Institutional Repository

"ক্রয়মূল্যের ওপর উভয়ের সম্মতিতে নির্ধারিত লাভ যোগ করে পণ্য বিক্রি করাকে বায়' মুরাবাহা বলা হয়। এ লাভ বিক্রয় মূল্যের শতকরা হারে হতে পারে কিংবা 'থোক'ও হতে পারে। ক্রয়ের অঙ্গীকার ছাড়া এই লেনদেন সম্পন্ন হলে তাকে 'সাধারণ মুরাবাহা' (المرابحة العادية) বলা হয়। আর পণ্য ক্রয়ের অঙ্গীকারের ভিত্তিতে ব্যাংকের মাধ্যমে কোনো পণ্য ক্রয় করাকে 'ব্যাংকিং মুরাবাহা' (المرابحة المصرفية) বলা হয়।' ক্রয় মূল্যের ওপর নির্ধারিত লাভ যোগ করে কোনো পণ্য বিক্রি করাকে বায়'মুরাবাহা (بيع المرابحة) বলা হয়। 'ক্রয়মূল্য এবং তার ওপর নির্ধারিত লাভ' এ বিষয় দুটি বায়'আল মুরাবাহার মূল প্রতিপাদ্য। ক্রয়মূল্যের ওপর ভিত্তি করে মূল্য নির্ধারণপূর্বক বিক্রি প্রক্রিয়াকে বায়' মুরাবাহা বলা হয়।

الفقه الإسلامي– গ্রন্থে বৈধ ক্রয়-বিক্রয়কে চারভাগে ভাগ করা হয়েছে যেমন: [১১]

১. বায়' আল মুসাওয়ামাহ (بيع المساومة) এটি স্বাভাবিক বিক্রয়, যাতে বিক্রেতা ক্রেতার নিকট ক্রয়মূল্য প্রকাশ করে এবং তার মধ্যে বিক্রেতা কোনো প্রকার ধোকা প্রতারণা বা মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করে না।

২. যে দামে পণ্যটি ক্রয় করা হয়েছে সেই দামে তা কারো কাছে বিক্রি করাকে বায়' তাওলিয়াহ্ (بيع التولية) বলা হয়।

৩. ক্রয়মূল্য থেকে নির্দিষ্ট পরিমাণ কম দামে কোনো পণ্য বিক্রি করাকে বায়' ওয়াদী'আহ্ (بيع الوديعة) বলা হয়।

৪. ক্রয়মূল্যের ওপর নির্ধারিত পরিমাণ লাভ যোগ করে বিক্রি করাকে বায়' আল মুরাবাহা' (بيع المرابحة) বলা হয়।

বায়' আল-মুরাবাহাকে দু ভাগে ভাগ করা যায়। যথা,

ক. বায়' আল-মুরাবাহা আল-'আদিয়া (بيع المرابحة العادية)

খ. বায়' আল-মুরাবাহা লিল্ আমরি বিশ্শিরা'(بيع المرابحة للأمر بالشراء)

বায়' আল মুরাবাহা 'আদিয়া (بيع المرابحة العادية) কে সনাতন মুরাবাহা এবং বায়' আল মুরাবাহা লিল্ আমরি বিশ্শিরা' (بيع المرابحة للأمر بالشراء) কে ব্যাংকিং মুরাবাহাও বলা হয়ে থাকে।

ক. বায়' আল-মুরাবাহা আল-'আদিয়া (بيع المرابحة العادية)

---

১১ লুকমান মুহাম্মাদ মারযূক, আল-বুনূকুল ইসলামিয়্যাহ (জিদ্দা: আল-বানক আল ইসলামী লিত তানমিয়্যাহ, ১৯৯৪ খ্রি.), পৃ. ২৫৩।

Dhaka University Institutional Repository

ক্রেতার অনুরোধ ছাড়াই বিক্রেতা কর্তৃক কোনো পণ্য ক্রয় করে মালিকানা ও দখল লাভের পর ক্রয়মূল্যের সঙ্গে নির্ধারিত মুনাফা যোগ করে বিক্রি করাকে বায়‘ আল মুরাবাহা আল ‘আদিয়া (بيع المرابحة العادية) বা ‘সাধারণ বায়‘ মুরাবাহা’ বলা হয়।

খ. বায়‘ মুরাবাহা লিল আমরি বিশ্‌শিরা (بيع المرابحة للأمر بالشراء)

ক্রেতার অনুরোধ তার চাহিদা মোতাবেক বিক্রেতা কর্তৃক পণ্য ক্রয় করে মালিকানা ও দখল লাভের পর ক্রয়মূল্যের সঙ্গে সম্মত মুনাফা যোগ করে বিক্রয়মূল্য নির্ধারণপূর্বক উক্ত ক্রেতার কাছে বিক্রি করাকে বায়‘আল মুরাবাহা লিল আমরি বিশ্‌শিরা’ (بيع المرابحة للأمر بالشراء) বা ‘ক্রয়ের আদেশ দাতার কাছে লাভে বিক্রি’ বলা হয়।

পণ্যের মূল্য পরিশোধের দিক থেকে মুরাবাহাকে আবার দু’ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-

ক. আল-মুরাবাহা বিন নাকদ (المرابحة بالنقد)
খ. আল-মুরাবাহা বিল আজল (المرابحةبالأجل)

মুরাবাহার ক্ষেত্রে পণ্যের বিক্রয়মূল্য তাৎক্ষণিক পরিশোধিত হলে তাকে ‘আল-মুরাবাহা বিন নকদ’ (المرابحة بالنقد) বলা হয়, আর পণ্যের মূল্য ভবিষ্যতের কোনো সুনির্দিষ্ট সময়ে (বাকিতে) পরিশোধের অঙ্গীকার করা হলে তাকে আল-মুরাবাহা বিল আজল (المرابحةبالأجل) বলা হয়।

বায়‘ আল মুরাবাহা একটি ক্রয়-বিক্রয় বিনিয়োগ পদ্ধতি। এ পদ্ধতি অনুশীলনের ক্ষেত্রে ক্রয়–বিক্রয়ের যাবতীয় রুকন ও শর্তসমূহ অনুসরণ করতে হয়। ক্রয়–বিক্রয়ের রুকন মূলত তিন ধরনের। যথা-

ক. ইজাব ও কবুলের সাথে সংশ্লিষ্ট রুকন; খ. ক্রেতা ও বিক্রেতার সাথে সংশ্লিষ্ট রুকন এবং গ.বিক্রিত পণ্য ও মূল্যের সাথে সংশ্লিষ্ট রুকন।

অনুরূপভাবে বায়‘ আল মুরাবাহাতেও সাধারণ ক্রয়–বিক্রয়ের যাবতীয় শর্ত প্রতিপালন করতে হবে। শর্তাবলি যেমন: ১.পণ্য নির্দিষ্ট হওয়া, ২. শর্তবিহীনভাবে বিক্রি করা, ৩. বিক্রয়মূল্য সুনির্দিষ্ট হওয়া, ৪. বিক্রিতব্য পণ্যটি দৃশ্যমান অথবা বিবরণযোগ্য হওয়া এবং ৫. বায় আল-ঈনা (বাই ব্যাক) না হওয়া।

এছাড়া বায়‘ আল মুরাবাহার জন্য বিশেষ শর্ত হলো:

Dhaka University Institutional Repository

ক. প্রথম মূল্য (ক্রয়মূল্য) দ্বিতীয় ক্রেতাকে জানাতে হবে। যদি ক্রেতা সেটা না জানে তা হলে এটা বায়‘ ফাসিদ বলে গণ্য হবে।

খ. লাভের পরিমাণ নির্ধারিত হওয়া আবশ্যক। কেননা, লাভ বিক্রয়মূল্যের একটি অংশ। মূল্য সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া ক্রয়-বিক্রয় শুদ্ধ হওয়ার শর্ত।

গ. বায়‘ আল মুরাবাহাতে পণ্যের সমজাতীয় জিনিস সুদের আশঙ্কার কারণে মূল্য হতে পারবে না। কেননা, বায়‘ মুরাবাহতে ক্রয়মূল্যের সাথে লাভ যোগ করে বিক্রয় করা হয়। আর সমজাতীয় জিনিসে মূল্য বৃদ্ধি করে বিক্রি করলে সুদ হবে, লাভ হবে না।

ঘ. মুরাবাহার ভিত্তিতে বিক্রয়কৃত মালামাল উপস্থিত থাকতে হবে, যাতে ক্রেতা মালামাল দেখতে এবং সে সম্পর্কে জানতে পারেন।

ব্যাংকিং মুরাবাহায় ব্যাংক (অর্থায়নকারী),বিক্রেতা (যার নিকট থেকে প্রথমবার মাল ক্রয় করা হয়েছে) এবং ক্রেতা (বিনিয়োগ গ্রাহক)। ব্যাংকিং মুরাবাহার ক্ষেত্রে গ্রাহক তার চাহিদা অনুযায়ী পণ্য ক্রয় করে দেওয়ার জন্য দরখাস্তের মাধ্যমে ব্যাংককে অনুরোধ করবে এবং ব্যাংক কর্তৃক উক্ত পণ্য ক্রয়ের পর গ্রাহক তা ক্রয় করে নেওয়ার অঙ্গীকার করবে। বিনিয়োগ গ্রাহকের কাছে পণ্য হস্তান্তরের পূর্ব পর্যন্ত উক্ত পণ্যের যাবতীয় ঝুঁকি ব্যাংককেই বহন করতে হবে।

ইসলামী শরী‘আহ এর আলোকে বায়‘ আল-মুরাবাহা

আল কুরআনুল কারীমে আল্লাহ্ তা‘আলা ক্রয়-বিক্রয়কে হালাল ঘোষণা করে বলেছেন: [১২] وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا“এবং আল্লাহ ক্রয়-বিক্রয়কে হালাল করেছেন এবং সুদকে করেছেন হারাম।”

ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যে বায়‘ আল মুরাবাহা অন্যতম। আল্লাহর রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ের পূর্ণ সম্মতি থাকা আবশ্যক। যেমন হযরত আবু সা‘ঈদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত আছে– হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:[১৩]

إنما البيع عن تراض

“ক্রয়-বিক্রয় সম্পাদিত হয় পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে।”

---

১২ আল কুরআন, সূরা আল-বাক্বারাহ, আয়াত: ২৭৫।

১৩ আবু ‘আব্দিল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইয়াযীদ ইবন মাজাহ আল কাযভিনী, আস সুনান, খণ্ড ৭ম (মিসর:ওয়াযারাতুল আওকাফিল মিসরিয়্যাহ তা.বি.), পৃ.১০।

Dhaka University Institutional Repository

বায়‘ আল মুরাবাহা ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ের পূর্ণ সম্মতির ভিত্তিতে সম্পাদিত হয় এবং ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ের সম্মতিতে ক্রয়মূল্যের ওপর নির্ধারিত লাভ যোগপূর্বক ক্রয়-বিক্রয় সম্পাদিত হয় বিধায় তা বৈধ ও ইসলামী শরীয়তসম্মত।

ইসলামী শরী‘আহ বিশারদগণের মতেও বায়‘ আল মুরাবাহা বৈধ এবং ইসলামী শরী‘আহ সম্মত। যেমন আল্লামা বুরহানুদ্দিন মারগীনানী যুক্তি উপস্থাপন করে বলেন:[১৪]

والحاجة ماسة إلى هذا النوع من البيع لأن الغبى الذي لا يهتدى في التجارة يحتاج إلى أن يعتمد فعل الزكى المهتدى و يطيب نفسه بمثل ما اشترى و بزيادة ربح.

“এজাতীয় ক্রয়-বিক্রয়ের প্রয়োজন রয়েছে। কেননা যিনি ব্যবসা ভালো বোঝেন না তিনি দক্ষ ব্যবসায়ীর ওপর নির্ভর করতে পারেন। দক্ষ ব্যবসায়ী যাচাই বাছাই করে যে পণ্যটি ক্রয় করেছেন কিছু লাভ দিয়ে তার নিকট থেকে পণ্যটি ক্রয় করতে পারলে উক্ত অদক্ষ ব্যক্তি খুশিই হবেন।”

অনুরূপভাবে ইমাম শাওকানী বলেন:[১৫]

هذا بيع اذن الله به سبحانه بقوله تجارة عن تراض وبقوله وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَوا و هذا يشمل كل بيع كائنا ما كان إذا لم يصحبه مانع شرعى او يفقد فيه التراضى.

“এ জাতীয় ক্রয়-বিক্রয়কে আল্লাহ তাঁর বাণী ‘পারস্পারিক সম্মতির ভিত্তিতে ব্যবসা’ এবং আল্লাহ্ ক্রয়-বিক্রয়কে হালাল করেছেন এবং সুদকে করেছেন হারাম’–এর দ্বারা আনুমোদন করেছেন। যতো ধরনের ক্রয়-বিক্রয় হতে পারে তার সবই এর অন্তর্ভুক্ত, তাতে যদি শরী‘আহর বিধি–নিষেধ না থাকে এবং পারস্পরিক সম্মতি বিদ্যমান থাকে।”

ইসলামী ব্যাংকসমূহে মুরাবাহা বিনিয়োগ পদ্ধতির অনুশীলন

ইসলামী ব্যাংকসমূহ সাধারণত সনাতন মুরাবাহার পরিবর্তে ‘বাই ‘মুরাবাহা লিল আমরি বিশ্শিরা’ ও ‘বায়‘ মুরাবাহা বিল আজল’ পদ্ধতি অনুশীলন করে থাকে। কারণ সনাতন মুরাবাহা পদ্ধতি অনুসারে প্রথমে মালামাল ক্রয় করে গুদামজাত বা দোকানে রেখে দেওয়ার পরে তা বিক্রি করতে গেলে বিড়ম্বনায় পড়ার আশঙ্কা থাকে। এমতাবস্থায় আগে গ্রাহকের নিকট থেকে অর্ডার নিয়ে সে অনুযায়ী মালামাল করে তার কাছে বিক্রয় করা ব্যাংকের জন্য সুবিধাজনক। তাই ইসলামী ব্যাংকসমূহ সনাতন মুরাবাহা পদ্ধতির পরিবর্তে বায়‘আল-মুরাবাহা লিল আমরি বিশ শিরা’ (ক্রয়ের আদেশ দাতার গ্রাহকের কাছে লাভে বিক্রি) নামক বিনিয়োগ

১৪ আল-হিদায়াতু শারহিল বিদায়াহ আল মুবতাদী, খণ্ড ২য়, পৃ. ৫৫।

১৫ মুহাম্মাদ ইবন আলী ইবন মুহাম্মাদ আশ শাওকানী, নাইলুল আওতার (বৈরুত: দারু ইহইয়্যায়িত তুরাছিল আরাবীম, তা.বি.), পৃ. ৬৯।

Dhaka University Institutional Repository

পদ্ধতি অনুশীলন করে থাকে। এ পদ্ধতিতে ব্যাংক আগ্রহী গ্রাহকের অর্ডার পাওয়ার পরই কেবল বাজার থেকে মালামাল ক্রয় করে তার সাথে নির্দিষ্ট পরিমাণ লাভ যুক্ত করে গ্রাহকের কাছে বিক্রি ও হস্তান্তর করে থাকে।

'বায়' আল মুরাবাহা লিল্ আমরি বিশ্শিরা' (بيع المرابحة للأمر بالشراء) বা ব্যাংকিং মুরাবাহা শুদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে ইসলামী শরী'আহ বিশেষজ্ঞগণের সুস্পষ্ট মতামত রয়েছে। যেমন:

১৯৮৮ সালে কুয়েতে অনুষ্ঠিত OIC ফিকহ একাডেমি'[১৬] র সম্মেলনে 'বায়'আল মুরাবাহা লিল আমরি বিশ্শিরা' ও ওয়াদা পরিচালনা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত হয় যে কোনো পণ্যের ওপর শরী'আহ সম্মত উপায়ে অর্ডারপ্রাপ্ত বিক্রেতার মালিকানা ও দখল লাভের পর 'বায়' আল মুরাবাহা লিল্ আমরি বিশ্শিরা' ভিত্তিতে বিক্রয় করা হলে তা বৈধ ক্রয়-বিক্রয় বলে গণ্য হবে। তবে শর্ত হচ্ছে,অর্ডারদাতা ক্রেতার কাছে পণ্য হস্তান্তরের পূর্বে নষ্ট হলে তার দায়-দায়িত্ব অর্ডারপ্রাপ্ত বিক্রেতাকে বহন করতে হবে। হস্তান্তরের পরে গোপন কোনো ত্রুটি প্রকাশ পেলে তার দায়-দায়িত্বও অর্ডারপ্রাপ্ত বিক্রেতাকেই বহন করতে হবে। অর্ডার দানকারী নির্দিষ্ট পণ্য ক্রয়ের জন্য আবেদন করবেন। আবেদনে পণ্যের বিস্তারিত বিবরণ উল্লেখ করবেন এবং ব্যাংকের কাছ থেকে তা ক্রয় করার জন্য ওয়াদা করবেন। উভয়ের সম্মতিক্রমে মুনাফা নির্ধারণ পূর্বক মূল্য নির্ধারণ করে অর্ডার দানকারী বায়' আল মুরাবাহা লিল্ আমরি বিশ্শিরা'র ভিত্তিতে ক্রয় করবেন এবং সামর্থ অনুযায়ী কিস্তিতে মূল্য পরিশোধে করবেন। অর্ডার দানকারী তথা গ্রাহক এবং অর্ডারপ্রাপ্ত তথা ব্যাংক উভয় পক্ষই ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে কৃত ওয়াদা প্রতিপালন করবেন।[১৭]

২. ইসলামী ব্যাংকে মুদারাবা বিনিয়োগ ব্যবস্থায় ক্রয়-বিক্রয় পদ্ধতি

المضاربة শব্দটি আরবী 'দারব' (ضرب) শব্দ মূল হতে উদ্ভূত। আরবী ভাষায় শব্দটি প্রহার করা, অন্বেষণ করা, দৃষ্টান্ত দেওয়া, ভ্রমণ করা ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। আল কুরআনুল কারিমে শব্দটি পরিভ্রমণ করা অর্থে বহু জায়গায় ব্যবহৃত হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন: [১৮]

---

১৬ ওআইসি ফিকহ একাডেমী ইসলামী সম্মেলন সংস্থা (OIC) -এর একটি সহযোগী প্রতিষ্ঠান ১৯৮১ সালের জানুয়ারি মাসে সৌদি আরবের পবিত্র মক্কা আল মুকাররামায় ওআইসির তৃতীয় সম্মেলনে এটি গঠিত হয়। এটি জেদ্দাভিত্তিক একটি সংস্থা। ইসলামী আইনশাস্ত্র (ফিকহ), বিজ্ঞান, চিকিৎসা, অর্থনীতি ও সংস্কৃতি বিষয়ে বিশ্বের খ্যাতিমান চিন্তাবিদ ও বিশেষজ্ঞ আলিমদের নিয়ে এ সংস্থা গঠিত।

১৭ ইসলামিক ফিকহ একাডেমী, সিদ্ধান্ত নং-৪০-৪১ (৫/২ ও ৫/৩),কুয়েতে অনুষ্ঠিত পঞ্চম অধিবেশন, ডিসেম্বর ১৯৮০।

১৮ আল কুরআন,সূরা আল মুযাম্মিল, আয়াত: ২০।

Dhaka University Institutional Repository

وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِى الأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللهِ

"এবং অন্যরা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ সন্ধানে যমিনে ভ্রমণ করে।"

ইসলামী শরী'আহ্‌র পরিভাষায়, মুদারাবা এমন ধরনের অংশীদারি কারবার যেখানে দুটি পক্ষ থাকে। একপক্ষ মূলধন সরবরাহ করে এবং অপর পক্ষ মেধা ও শ্রম ব্যয় করে উক্ত মূলধন দিয়ে ব্যবসা পরিচালনা করে। ব্যবসায়ে লাভ হলে পূর্ব চুক্তি অনুসারে উভয়পক্ষের মধ্যে বণ্টিত হয়। আর লোকসান হলে মূলধন সরবরাহকারী পক্ষকে তা বহন করতে হয়। মূলধন সরবরাহকারী পক্ষকে বলা হয় ছাহিবুল মাল (صاحب المال) আর ব্যবসায় পরিচালনাকারী পক্ষকে বলা হয় মুদারিব (مضارب)। মুদারাবা পরিভাষাটি হানাফি ও হাম্বলি মাযহাবদ্বয়ের অনুসারীরা ব্যবহার করে থাকেন। পক্ষান্তরে শাফিয়ী ও মালিকী মাযহাবের অনুসারীগণ মুদারাবার স্থলে ক্বিরাদ পরিভাষাটি ব্যবহার করে থাকেন।[১৯]

AAOIFI মুদারাবার নিম্নরূপ সংজ্ঞা প্রদান করেছে।[২০]

المضاربة شركة في الربح بمال من جانب (رب المال) و عمل من جانب أخر (المضارب)

"মুদারাবা হচ্ছে মুনাফার ক্ষেত্রে এমন অংশীদারিত্ব যেখানে একপক্ষ (মূলধনের মালিক) মূলধন যোগান দেয় এবং অপরপক্ষ (উদ্যোক্তা) শ্রম দেয়।"

Manual for Investmentunder Murabaha Mode গ্রন্থে বলা হয়েছে:[২১]

æMurabaha is a partnership in profit where by one party provides capital and other party provides skill and labour. The provider of capital is called `Sahib al Maal'while the provider of skill and labours is called` Mudarib."

মুদারাবা বিনিয়োগ পদ্ধতিতে শরী'আহ অনুযায়ী ক্রয়-বিক্রয়

১৯ আত তামওয়ীল বিল মুদারাবা (التمويل بالمضاربة) (বৈরুত: মারকাযুল ইকতিসাদ আল ইসলামী, ১৯৯৬ খ্রি.), পৃ. ৭।

২০ Accounting and Auditing Organization of Islamic Financial Institutions (AAOIFI), শরী'আহ্‌ স্ট্যান্ডার্ড, স্ট্যান্ডার্ড নং-১৩ (৩/২/১০), মে ২০০২, পৃ. ২৩৮।

২১ Manual for Investmen:under Murabaha Mode. ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড প্রকাশিত, পৃ. ১।

Dhaka University Institutional Repository

বায়‘ আল মুদারাবা বিনিয়োগ পদ্ধতির বৈধতা আল কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমা দ্বারা সমর্থিত। আল কুরআনে অনেক আয়াত রয়েছে যা ফিকাহবিদগণ মুদারাবার বৈধতার পক্ষে দলিল হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। যেমন আল্লাহ তা‘আলা বলেন: [২২]

وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللهِ

“এবং অন্যরা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ সন্ধানে যমিনে ভ্রমণ করে।”

উল্লিখিত আয়াতে আল্লাহ তা‘য়ালা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সেসব সাহাবীদের প্রশংসা করেছেন যাঁরা ব্যবসার উদ্দেশ্যে দেশ-বিদেশে ভ্রমণ করতেন। এসব ব্যবসায়ীর অনেকে মুদারাবার ভিত্তিতে সংগৃহীত পুঁজি নিয়ে মুনাফার লক্ষ্যে ভ্রমণ করতেন। আল্লাহ তা‘আলা কর্তৃক মুদারাবা কারবারিদের প্রশংসা করা এ পদ্ধতি শরী‘আহ্‌ সম্মত হওয়ার প্রকৃষ্ট দলিল। এছাড়া এটি আল্লাহ তা‘আলার কাছে পছন্দনীয় একটি ব্যবসা পদ্ধতি।

জাহিলী যুগে ‘মুদারাবা’ কারবার প্রচলিত ছিল। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.) মুদারাবার ভিত্তিতে হযরত খাদিজা (রা.)-এর নিকট থেকে অর্থ নিয়ে সিরিয়া গমন করতেন। এটা নবুওয়ত লাভের পূর্বের ঘটনা। হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর জীবদ্দশায় মুসলমানগণ এ ধরনের ব্যবসায়িক কারবার করার অনুমতি পেয়েছেন। ইমাম বায়হাকি (র.) সংকলিত হাদীস গ্রন্থে হযরত আব্দুল্লাহ্‌ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, “তিনি (ইবনে আব্বাস) কাউকে মুদারাবার ভিত্তিতে অর্থ প্রদান করলে মুদারিবের ওপর শর্ত আরোপ করতেন যে, তাঁর মালামাল নিয়ে মুদারিব সমুদ্র পথে যাতায়াত করতে পারবেন না। মুদারিব এরূপ করলে তিনি দায়ী থাকবেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) কর্তৃক এরূপ শর্তারোপ করার বিষয়টি হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে জানানো হলে তিনি তা বৈধ বলে ঘোষণা করেন।”[২৩]

মুদারাবা সম্পর্কে ইবন মাজাহ গ্রন্থে হযরত সুহাইব (রা.) থেকে বর্ণিত একটি হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: [২৪]

ثلاث فيهن البركة البيع إلى أجل المقارضة وهى المضاربة وأخلاط البر بالشعير للبيت لا للبيع

“তিনটি জিনিসের মধ্যে বরকত রয়েছে। বাকিতে ক্রয়-বিক্রয়, আল মুকারাদা এবং ঘরে খাওয়ার জন্য গমকে যবের সাথে মেশানো, বিক্রয়ের জন্য নয়।”

---

২২ আল কুরআন, সূরা আল মুযাম্মিল, আয়াত: ২০।

২৩ ইমাম আলাউদ্দিন আবূ বকর ইবনে মাসউদ আল কাছানী আল হানাফী, বাদায়িউস সানাই, ৬ষ্ঠ খণ্ড (বৈরুত: দারুল কিতাব আর ‘আরাবি, ১৯৮২ খ্রি.) ,পৃ.৭৯।

২৪ সুনানু ইবন মাজা, ২য় খণ্ড, হাদীস নং ২২৮৯, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৬৮।

Dhaka University Institutional Repository

মুদারাবা দুই ধরনের: [২৫]

ক. মুদারাবা মুতলাক্বাহ (مضاربة مطلقة)
খ. মুদারাবা মুক্বাইয়্যাদাহ্ (مضاربة مقيدة)।

ইমাম শাফিঈ (র.)-ও ইমাম মালিক (র.)-এর মতানুসারে মুদারাবা সব সময় মুতলাক্বাহ্ (শর্তহীন) হতে হবে। সাহিবুল মাল মুদারিবের ওপর এই শর্ত আরোপ করতে পারবেন না যে তার মূলধন নিয়ে মুদারিবকে নির্ধারিত শহরে কিংবা নির্ধারিত পণ্যের ব্যবসা করতে হবে কিংবা অমুক সময় ব্যবসা করতে পারবেন, কিংবা অমুক ব্যক্তির সাথেই তাকে ব্যবসা করতে হবে ইত্যাদি। এরূপ শর্ত আরোপ করা হলে মুদারাবা ফাসিদ হয়ে যাবে।[২৬]

পক্ষান্তরে ইমাম আবু হানিফা (র.) ও আহমাদ (র.)–এর মতে, মুদারাবা যেমন শর্তহীন হওয়া বৈধ, তেমনি (শর্তযুক্ত) মুক্বাইয়্যাদাহ্ হওয়াও বৈধ। আর শর্তারোপ করা হলে মুদারিব উক্ত শর্ত লঙ্ঘন করতে পারবে না। সে শর্ত ভঙ্গ করলে এবং এজন্য ব্যবসার ক্ষতি হলে উক্ত ক্ষতি মুদারিবকেই বহন করতে হবে।[২৭]

উল্লেখ্য, হযরত আব্বাস (রা.)কর্তৃক শর্তযুক্ত মুদারাবা (مضاربة مطلقة)-কে হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.) অনুমোদন করেছেন। তাই শর্তযুক্ত মুদারাবা (মুদারাবা মুকাইয়্যাদাহ) বৈধ হওয়ার বিষয়টি হাদীস দ্বারা অনুমোদিত।

৩. ইসলামী ব্যাংকে মুশারাকা বিনিয়োগ ব্যবস্থায় ক্রয়-বিক্রয় পদ্ধতি

المشاركة শব্দটি আরবী । এটি শির্ক شرك শব্দমূল হতে উদ্ভূত। شرك শির্ক) শব্দের অর্থ হচ্ছে অংশীদারিত্ব। অংশীদারিত্ব বুঝাতে আরবী ভাষায় শির্ক (شرك) ও শিরকাত (شركة) শব্দ দুটি ব্যবহৃত হয়। শিরকাত বা অংশীদারিত্ব দুই ধরনের হতে পারে; যথা-

ক. শির্কাতুল মিল্ক (شركة الملك) খ. শিরকাতুল আক্বদ (شركة العقد)।

শিরকাতুল মিল্ক হচ্ছে মালিকানায় অংশীদারিত্ব বা যৌথ মালিকানা (Joint ownership)। পারিভাষিক সংজ্ঞায় বলা যায়, "দুই বা ততোধিক ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত অংশীদারিত্বই শিরকাত।"[২৮] ড. মাওলানা ইমরান আশরাফ ওসমানী বলেন: [২৯] "মুশারাকা মানে হলো কোনো বিষয়ে পরস্পর একে অন্যের অংশীদার হওয়া।"

---

২৫ আসসাইয়িদ সাবিক, ফিক্বহুস সুন্নাহ, ৩য় খণ্ড (বৈরুত: দারুল কিতাব আল আরাবী, ১৯৭১ খ্রি.), পৃ. ২০৬।
২৬ প্রাগুক্ত।
২৭ প্রাগুক্ত।
২৮ আবদুর রাকীব ও শেখ মোহাম্মদ, ইসলামী ব্যাংকিং তত্ব প্রয়োগ ও পদ্ধতি (ঢাকা: আল আমীন প্রকাশন,বাংলা বাজার, ২০০৪ খ্রি.), পৃ. ৮১।

Dhaka University Institutional Repository

সাদ আল হাররানের মতে: [৩০]

> æMusharaka or Shirkah is a form of partnership where two or more persons contribute their capital or labour to take on a business venture and sharing the profits, enjoying similar rights and liabilities."

যৌথ মালিকানা দুভাবে অর্জিত হতে পারে একটি হচ্ছে বাধ্যতামূলকভাবে কোনো সম্পদের ওপর একাধিক ব্যক্তির যৌথ মালিকানা অর্জন। এটাকে শিরকাতুল মিল্ক আলজাবরিয়্যাহ্ (شركة الملك الجبرية) বা বাধ্যতামূলক যৌথ মালিকানা বলা হয়। যেমন– কেউ মৃত্যুবরণ করলে তার সম্পদের ওপর উত্তরাধিকারীদের যৌথ মালিকানা অর্জিত হয়। অপরটি হচ্ছে ঐচ্ছিকভাবে কোনো সম্পদের ওপর যৌথ মালিকানা লাভ করা। এটাকে শিরকাতুল মিল্ক আল ইখতিয়ারিয়্যাহ্ (شركة الملك الإختيارية) বা ঐচ্ছিক যৌথ মালিকানা বলা হয়। যেমন– দুই বা ততোধিক ব্যক্তি মিলে কোনো সম্পদ হেবা বা উপহার হিসেবে গ্রহণ করা ইত্যাদি।

শিরকাতুল মিল্কের বিধান হচ্ছে,[৩১] "সম্পদের কোনো ক্ষয়–ক্ষতি হলে তা মালিকানা স্বত্ব অনুপাতে মালিকদেরকে বহন করতে হবে। আর সম্পদ থেকে কোনো আয় অর্জিত হলে মালিকানা স্বত্ব অনুপাতে পূর্ব চুক্তি মোতাবেক তা মালিকদের মধ্যে বণ্টিত হবে। সকল মালিকের অনুমতি ব্যতীত এককভাবে কেউ সম্পদ ব্যবহার, বিক্রি বা দান করতে পারবেন না।"

শিরকাতুল আক্বদ (شركة العقد) হচ্ছে চুক্তির ভিত্তিতে অংশীদারিত্ব। যেখানে চুক্তিই অংশীদারিত্বের ভিত্তি সেটাই শিরকাতুল আক্বদ। ব্যবসা পরিচালনার জন্য একাধিক অংশীদার শিরকাতুল আক্বদ বা অংশীদারি ব্যবসা (Partnership Business) চুক্তির অধীনে একত্রিত হয়। মুশারাকা বলতে সাধারণত এই শিরকাতুল আক্বদকেই বোঝানো হয়ে থাকে। শিরকাতুল 'আকদ প্রধানত চার প্রকার । যথা:[৪০]

---

২৯ ড. মাওলানা ইমরান আশরাফ ওসমানী, ব্যাংকিং ও আধুনিক ব্যবসায়-বাণিজ্যের ইসলামী রূপরেখা, অনু এস এম ছলিমুল ওয়াহেদ পৃ. ৯৭।

৩০ Saad al Harran, Leading Issues in Islamic Banking and Finance (Malaysia at Pelandoc Publications, 1995 A.D) p. 2.

৩১ আস সাইয়্যিদ সাবিক, ফিকহুস সুন্নাহ, ৩য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৫।

৪০ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৬।

Dhaka University Institutional Repository

১. شركة المفاوضة (শিরকাতুল মুফাওয়াদা) : ব্যবসায়ে অংশীদারদের পুঁজি ব্যবস্থাপনা ও ধর্মীয় বিশ্বাসের ক্ষেত্রে সমতা থাকলে তাকে শিরকাতুল মুফাওয়াদা বা সমতাভিত্তিক অংশীদারিত্ব বলে।

২. شركة العنان (শিরকাতুল 'ইনান) : অসম অংশীদারিত্ব বা স্বাধীন অংশীদারিত্বকে শিরকাতুল 'ইনান বলা হয়। এ ক্ষেত্রে মূলধন, ব্যবস্থাপনা লাভে সমান অংশীদারিত্ব বাধ্যতামূলক নয়।

৩. شركة الوجوه (শিরকাতুল উজুহ) : সুনামকে পুঁজি করে যে অংশীদারি ব্যবসা পরিচালিত হয় তাকে শিরকাতুল উজুহ বলা হয়। এ ধরনের কারবারে একাধিক ব্যক্তি ব্যবসায়ে কোনো কোনো পুঁজি বা মূলধন ব্যতীত তাদের সুনাম ও ব্যবসায়ী মহলে তাদের বিশ্বস্ততাকে পুঁজি হিসেবে ব্যবহার করে ব্যবসা করে এবং তা থেকে অর্জিত লাভ চুক্তি অনুযায়ী সকলে ভাগ করে নেয়।

৪. شركة الأبدان (শিরকাতুল আবদান) : শ্রম ও দক্ষতাকে পুঁজি হিসেবে বিনিয়োগ করে দুই বা ততোধিক ব্যক্তি ব্যবসা পরিচালনা করে এবং চুক্তি অনুযায়ী লাভ বণ্টন করে নেয়।

ইসলামী ব্যাংকে বিনিয়োগ পদ্ধতি হিসাবে বায়' আল-মুশারাকার অনুশীলন

বায়' আল মুশারাকা উল্লিখিত প্রকারগুলোর মধ্যে শিরকাতুল ইনান-এর প্রয়োগ সহজ হওয়ার কারণে ইসালমী ব্যাংকে এর প্রচলন বেশি। শিরকাতুল ইনান-এ প্রত্যেক অংশীদারের পুঁজি, ব্যবস্থাপনা ও লাভ-ক্ষতিতে সমঅংশীদারিত্ব আবশ্যক নয়। ইসলামী ব্যাংকিং-এ প্রয়োগের দিক থেকে মুশারাকা দুই প্রকার হতে পারে, যেমন

১. المشاركة المستمرة (মুশারাকাতুল মুস্তামিররা),

২. المشاركة المتناقصة (মুশারাকাতুল মুতানাকিছা)।

১. মুশারাকাতুল মুস্তামির্‌রা (المشاركة المستمرة) বা চলমান মুশারাকা

কোনো মেয়াদ নির্দিষ্ট না করে মুশারাকা চুক্তি করা হলে তাকে মুশারাকা মুসতামির্‌রা বা চলমান মুশারাকা বলা হয়। এ পদ্ধতিকে মুশারাকাতুল তাম্মা (المشاركة التامة) ও মুশারাকাতুল দা'ইমাহ (المشاركة الدائمة) বা স্থায়ী মুশারাকা (Permanent Musharaka)ও বলা হয়। এ পদ্ধতিতে ব্যাংক কোনো ব্যবসায়ী বা কোম্পানিকে নির্দিষ্ট পরিমাণ মূলধন সরবরাহ করে। হিসাব শেষে লাভ হলে চুক্তি অনুযায়ী ব্যাংক তার প্রাপ্য অংশ

Dhaka University Institutional Repository

গ্রহণ করে আর লোকসান হলে মূলধন অনুপাতে তা বহন করে। এ ধরনের মুশারাকা চুক্তিতে কোনো মেয়াদ উল্লেখ থাকে না।

২. মুশারাকাতুল মুতানাক্বিসা (المشاركة المتناقصة) বা চলমান নয় এমন মুশারাকা

মুশারাকা মুতানাক্বিছা সম্পর্কে ওআইসি ফিক্হ একাডেমির সিদ্ধান্তে বলা হয়েছে, "এটি একটি নতুন ধরনের মুয়ামালা। এ পদ্ধতিতে কোনো আয়বর্ধক বা উৎপাদনশীল প্রকল্পে দুপক্ষ অংশীদার হয়। অংশীদার দ্বয়ের কোনো এক পক্ষ দ্বিতীয় পক্ষের অংশ ক্রমান্বয়ে ক্রয়ের অঙ্গীকার করে থাকে। এক্ষেত্রে ক্রেতার অংশের আয় থেকে তা ক্রয় করা কিংবা অন্য কোনো উৎসের অর্থ থেকে তা ক্রয় করা উভয়ই সমান।"

শরী'আহর নীতিতে ইসলামী ব্যাংকে মুশারাকা বিনিয়োগ কার্যক্রম

পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ্ বলেছেন : [৩২]

وَإِنَّ كَثِيراً مِّنَ الْخُلَطَآءِ لَيَبْغِيَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ

"অধিকাংশ অংশীদার একে অন্যের ওপর নিশ্চিত জুলুম করে থাকে। একমাত্র ঈমানদার ও সৎকর্মশীলরা এরূপ নয় এবং এদের সংখ্যা কম।"

উল্লিখিত আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা এক অংশীদার অন্য অংশীদারের প্রতি যে অবিচার করে থাকে তা উল্লেখ করেছেন। সেই সঙ্গে ঈমানদার ও সৎকর্মশীল অংশীদার যে অন্য অংশীদারের প্রতি অবিচার করে না তাও উল্লেখ করেছেন। এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা ন্যায়পরায়ণ অংশীদারদের অংশীদারি কারবারকে অনুমোদন করেছেন। অংশীদারি বা মুশারাকা ব্যবসা অবৈধ হলে আল্লাহ্ তা'আলা তা নিষিদ্ধ ঘোষণা করতেন।

মুশারাকা ব্যবসা সম্পর্কে হাদীসে কুদসি রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: [৩৩]

قال الله تعالى أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه فإذا خان أحدهما صاحبه خرجت من بينهما.

"আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, দুইজন অংশীদারের (অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে কোনো ব্যবসা করলে তাদের) মধ্যে আমি (আল্লাহ্) তৃতীয় জন হিসেবে ততক্ষণ অবস্থান করি যতক্ষণ তারা একে

৩২ আল কুরআন,সূরা আছ ছোয়াদ, আয়াত: ২৪।

৩৩ সুলায়মান ইবন আল আশ'আছ ইবন শাদ্দাদ ইবন 'আমর ইবন আবি দাউদ আল আযদী আস সিজিস্তানি, আস সুনান, খণ্ড ১০ম (মিসর:ওয়াযারাতুল আওকাফিল মিসরিয়্যাহ, তা.বি.), পৃ. ১৭৬।

Dhaka University Institutional Repository

অন্যের প্রতি কোনোরূপ খিয়ানত না করে। তাদের মধ্যে কেউ তার একে অন্যের প্রতি কোনোরূপ খিয়ানত না করে। তাদের মধ্যে কেউ তার সঙ্গীর সাথে খিয়ানত করলে আমি তাদের মধ্য থেকে বের হয়ে যাই।"

সায়েব ইবনে আবি সায়েব আল্ মাখযুমী নবী (সা.)-এর নবুওয়াত লাভের পূর্বে তার ব্যবসায়িক অংশীদার ছিলেন। মক্কা বিজয়ের দিন সায়েব রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে উপস্থিত হলে রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁকে বলেছিলেন:[৩৪]

مرحبا يا أخي و شريكى لايدارى ولا يمارى أي لا يخالف ولا ينازع

"আমার ভাই ও আমার অংশীদারকে স্বাগত যে তার অংশীদারের সঙ্গে মতবিরোধ ও বিবাদে লিপ্ত হয় না।"

মুশারাকা ব্যবসার সমর্থনে অন্য হাদীসে বলা হয়েছে: [৩৫]

عَنِ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ وزيد بن ارقم رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، كَانَا شَرِيكَيْنِ فَاشْتَرَيَا فِضَّةً بِنَقْدٍ وَنَسِيئَةً ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَمَرَهُمَا أَنَّ مَا كَانَ بِنَقْدٍ فَأَجِيزُوهُ ، وَمَا كَانَ بِنَسِيئَةٍ فَرُدُّوهُ.

"বারা ইবনে আযিব ও যায়েদ ইবনে আরকাম ব্যবসায়িক অংশীদার (Partner) ছিলেন। তারা নগদ ও বাকিতে কিছু রৌপ্য ক্রয় করেছিলেন। বিষয়টি রাসূলুল্লাহ (সা.) পর্যন্ত পৌঁছলে তিনি যেটা তারা নগদে ক্রয় করেছিলেন সেটা কার্যকর করতে এবং যা বাকিতে ক্রয় করেছিলেন তা ফেরত দিতে বললেন।"

অন্য এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ(সা.) বলেছেন: [৩৬]

يد الله على الشريكين ما لم يتخاون

"দুইজন অংশীদারের ওপর ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর রহমত থাকে, যতক্ষণ তারা একে অন্যের খিয়ানত না করে।"

উল্লিখিত হাদীসগুলো থেকে অংশীদারি কারবারে বৈধতা প্রমাণিত হয়। অংশীদারি কারবার অবৈধ হলে রাসূলুল্লাহ (সা.) সাহাবীদেরকে তা করতে নিষেধ করতেন। তিনি অংশীদারি কারবারকে অবৈধ বলেননি; বরং বলেছেন, যেসব অংশীদার খিয়ানত করে না তাদের ওপর

---

৩৪ আবু আব্দুল্লাহ আল-হাকিম, আল-মুসতাদরাক, ২য় খণ্ড (বৈরুত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৯৯০ খ্রি.),হাদীস নং ২৩৫৭, পৃ ৬৯।

৩৫ আবূ 'আব্দুল্লাহ আহমাদ ইবন মুহাম্মাদ ইবন হাম্বল, মুসনাদে আহমদ, খণ্ড ৩২ (মিশর: মুওয়াসসাসাতুর রিসালাহ, ১৯৯৯ খ্রি.), পৃ. ৬০।

৩৬ আবুল হাসান আলী ইবন উমার আল-দারেকুতনী, সুনানু দারেকুতনী, ৭ম খণ্ড (মাকতাবাতু শামিলা), হাদীস নং ১৯৩০৭, পৃ. ২৩৭।

Dhaka University Institutional Repository

আল্লাহ রহমত বর্ষণ করেন। এ থেকে বোঝা যায় যে, অংশীদারি কারবার একটি শরী'আহ্সম্মত ব্যবসা পদ্ধতি।

৪. ইসলামী ব্যাংকে সালাম বিনিয়োগ ব্যবস্থায় ক্রয়-বিক্রয় পদ্ধতি

السلم শব্দটি আরবী سلم শব্দমূল থেকে উদ্ভূত। এর শাব্দিক অর্থ শান্তি, সমর্পণ, আত্মসমর্পণ, অগ্রিম প্রদান, অগ্রিম ক্রয় ইত্যাদি।[৩৭] বায়' সালামের আরেকটি পরিভাষা হচ্ছে বায়' সালাফ (بيع السلف)। বায়' সালাম হচ্ছে হিজাজে প্রচলিত পরিভাষা। অর্থাৎ, ইরাকিরা যাকে বলে বায়' সালাফ, হিজাজিরা তাকেই বায়' সালাম বলে।[৩৮]

অভিধানে سلم অর্থ সমর্পণ করা এবং سلف অর্থ পেশ করা, অগ্রিম প্রদান করা। চুক্তির মজলিসেই পণ্যের মূল্য বিক্রেতার কাছে সমর্পণ করা হয় বলে একে বায়' আস সালাম বলা হয়।

ব্যবহারিক ও পারিভাষিক অর্থে বায়' সালাম হলো : [৩৯]

هو بيع شئ موصوف فى الذمة بثمن معجل

"অগ্রিম মূল্য পরিশোধের বিপরীতে ভবিষ্যতে সরবরাহের শর্তে পণ্য ক্রয় করাকে বায়' সালাম বলে।"

[৪০]"অগ্রিম মূল্যে নির্দিষ্ট সময়ান্তে হস্তান্তরযোগ্য নির্ধারিত পণ্য ক্রয়-বিক্রয় করাকে বায়'সালাম বলে। বায়' সালাম এমন একটি বিক্রয় চুক্তি যাতে পণ্যের মূল্য তাৎক্ষণিকভাবে প্রদান করা হয় এবং নির্দিষ্ট পণ্য ভবিষ্যতের কোনো সুনির্দিষ্ট সময়ে সরবরাহ করা হয়।"

অনুরূপভাবে ম্যানুয়াল ফর ইনভেস্টমেন্ট আন্ডার বাই' আস সালাম মোড গ্রন্থে বলা হয়েছে: [৪১]

---

৩৭ আল মু'জামুল ওয়াসীত, পৃ. ৪৪৬; মুহাম্মদ আলাউদ্দিন আল আযহারী, আরবী বাংলা অভিধান, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৪৬৬-১৪৬৭।

৩৮ বাই' সালাম, মারকাযুল ইক্বতিসাদ আল ইসলামি আততাবি' লিলমাছরি ফিল ইসলামি আদদুয়ালি লিল ইসতিসমারি ওয়াত্ তানমিয়াহ।

৩৯ Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI), শরী'আহ্ স্ট্যান্ডার্ড (المعايير الشرعية), মে ২০০২, পৃ. ১৮০।

৪০ ইসলামী ব্যাংকিং মাসায়েল ও ফাতওয়া (১৯৮৩-২০০১), ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, শরী'আহ কাউন্সিল সচিবালয় সংকলিত, জনসংযোগ বিভাগ প্রকাশিত, সেপ্টেম্বর ২০০২, পৃ. ২৬।

৪১ ম্যানুয়াল ফর ইনভেস্টমেন্ট আন্ডার বাই' আস সালাম মোড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১।

Dhaka University Institutional Repository

"Bai Salam is a sale where by the seller undertaken to supply some specific commodity/Product to the buyer at future time in exchange of an advanced price fully paid on the spot."

শরী'আহর নীতিতে ইসলামী ব্যাংকে বায়' আস-সালাম বিনিয়োগ পদ্ধতির অনুশীলন

বায়' সালাম শরী'আহ্ সম্মত একটি বিনিয়োগ পদ্ধতি। কুরআন, সুন্নাহ্, ইজমা ও কিয়াস দ্বারা এর বৈধতা স্বীকৃত। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন: [৪২]

وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

"এবং আল্লাহ্ ক্রয়-বিক্রয়কে হালাল করেছেন আর সুদকে করেছেন হারাম।"

উল্লিখিত আয়াতে সকল ধরনের বায়' বা ক্রয়-বিক্রয়কে বৈধ বলা হয়েছে। বায়' সালাম একটি স্বীকৃত ক্রয়-বিক্রয় পদ্ধতি হওয়ায় তা আয়াতে উল্লিখিত বৈধ বায়' বা ক্রয়–বিক্রয়ের অন্তর্ভুক্ত।

বায়' সালাম বৈধ হওয়ার পক্ষে আরো সুনির্দিষ্ট আয়াত রয়েছে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন: [৪৩]

يٰأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا إِذَا تَدَايَنتُمْ بِدَيْنٍ إِلٰى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُ.

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা কোনো নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য ঋণের আদান–প্রদান করলে, তা লিপিবদ্ধ করে রাখবে।"

উল্লিখিত আয়াত প্রসঙ্গে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন: [৪৪]

أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مُسَمًّى أَحَلَّهُ أَنَّ اللهُ وَأَذِنَ فِيهِ ثم قرأ يٰأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوْا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلٰى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُ.

"আমি এই মর্মে সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, সালাফ (বায়' সালাম) নির্দিষ্ট মেয়াদান্তে সরবরাহের নিশ্চয়তা প্রদানকৃত একটি চুক্তি। একে আল্লাহ্ তাঁর কিতাবে হালাল করেছেন এবং অনুমতি দিয়েছেন। অতঃপর তিনি এই আয়াত يٰأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوْا إِذَا تَدَايَنتُمْ بِدَيْنٍ إِلٰى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُ তিলাওয়াত করেন।' হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) আরো বলেছেন, 'এই আয়াত বিশেষভাবে বায়' সালাম সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে।"

---

৪২ আল কুরআন, সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ২৭৫।

৪৩ আল কুরআন, সূরা আল বাকারা, আয়াত: ২৮২।

৪৪ আবুল ফিদা ইসমা'ঈল ইবন 'উমার ইবন কাছীর আল কুরাশী আদ দিমাশকী, আল কুরআনুল 'আযীম, ১ম খণ্ড (দামিশক: দারু তাইয়িবাতিন লিন নাশরি ওয়াত তাওযী', ১৯৯৯ খ্রি.), পৃ. ৭২২।

Dhaka University Institutional Repository

বায়‘ সালাম বৈধ হওয়ার পক্ষে ছহীহ হাদীস রয়েছে: [৪৫]

عن إبن عباس رضى الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه و سلم المدينة و هم يسلفون بالتمر العام و العامين فقال النبي الله صلى الله عليه و سلم من سلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم و في رواية قال من أسلف في شيئ ففي كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم

“ইবন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) মদীনায় আগমন করলে লোকেরা এক বছর ও দুই বছরের জন্য সালাফ (বায়‘ সালাম) করত। হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, খেজুরের ক্ষেত্রে কেউ সালাফ (বায়‘ সালাম) করলে সে যেন তা নির্দিষ্ট পরিমাপ ও নির্দিষ্ট পরিমাণ খেজুরের মধ্যে করে। অন্য এক বর্ণনায় আছে, কোনো বস্তুতে কেউ সালাফ করলে সে যেন তা নির্দিষ্ট পরিমাপ, পরিমাণ ও নির্দিষ্ট মেয়াদে করে।”

বায়‘ সালাম শুদ্ধ হওয়ার শর্ত:

বায়‘ সালাম শুদ্ধ হওয়ার জন্য বিশেষ কিছু শর্ত রয়েছে। তা নিম্নরূপ:

পণ্যের সাথে সংশ্লিষ্ট শর্ত

১. বায়‘ সালামের পণ্য সরবরাহের সময় সুনির্দিষ্ট হতে হবে।[৪৬] যে হাদীসে হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.) বায়‘ সালাম অনুমোদন করেছেন সেখানে বলা হযেছে, সাহাবিগণ খেজুরের জন্য ২ বছরের মেয়াদে (২ বছর পরে পণ্য সরবরাহ করার শর্তে) সালাম করতেন। একই হাদীসে হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: في أجل معلوم “সালামের ক্ষেত্রে হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.) সময় নির্ধারণ করার নির্দেশ দিয়েছেন।”[৪৭]

২. বায়‘ সালামের পণ্যটি সরবরাহকালীন সহজলভ্য হওয়া।[৪৮] যে পণ্য অগ্রিম ক্রয়ের জন্য বায়‘ সালাম করা হবে সেটি সরবরাহের সময়ে সহজলভ্য হতে হবে। যেমন– যে সময় ‘আম’ উৎপাদন হয় না তখন তা সরবরাহ করার জন্য বায়‘ সালাম করা বৈধ হবে না।

৩. পণ্যকে বিক্রেতার দায় হিসেবে গণ্য করা। যে পণ্য সরবরাহের চুক্তি হয়েছে কেবল সেটা সরবরাহ করাই তার দায়িত্ব। ইবনে মাযায় বর্ণিত হয়েছে, এক ইয়াহুদি রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে অগ্রিম দিনার প্রদান করে কিছু শস্য ক্রয়ের চুক্তি করেছিলেন। তাতে কোনো বাগানের

---

৪৫ আবূ ‘আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন ইসমা‘ঈল ইবনিল মুগীরাহ আল বুখারী, সহীহুল বুখারী, খণ্ড ২য় হাদীস নং ২২৪০ (ঢাকা: আধুনিক প্রকাশনী, ১৯৯৮ খ্রি.), পৃ. ৩৭৭।

৪৬ Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIF), শরী‘আহ্ স্ট্যান্ডার্ড (المعايير الشرعية), স্ট্যান্ডার্ড নং-১০ (৩/২/৯), মে, ২০০২, পৃ. ১৭১।

৪৭ *সহীহুল বুখারী*, খণ্ড ২য়, পৃ. ৩৭৮।

৪৮ Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIF), শরী‘আহ্ স্ট্যান্ডার্ড (المعايير الشرعية), স্ট্যান্ডার্ড নং-১০ (৩/২/৯), মে, ২০০২, পৃ. ১৭১।

Dhaka University Institutional Repository

শস্য তা নির্দিষ্ট করা ছিল না। ইহুদি বললেন, 'আমাকে অমুকের বাগান থেকে শস্য দিতে হবে', রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, 'অমুকের বাগান থেকে হবে না। কিন্তু নির্দিষ্ট পরিমাণ ও নির্দিষ্ট সময়ে সরবরাহ করা হবে।'

৪. পণ্যের পরিমাণ নির্দিষ্ট হতে হবে। কারণ পণ্যের, পরিমাণ সম্পর্কে অস্পষ্টতা পরবর্তীতে ক্রেতা-বিক্রেতার মধ্যে বিবাদের কারণ হতে পারে।

৫. চুক্তিতে পণ্যের নাম, ধরন, পরিমাণ, গুণাগুণ ইত্যাদিও উল্লেখ থাকা প্রয়োজন।[৪৯] কারণ এগুলোর সাথে মূল্যের সম্পর্ক রয়েছে। চুক্তিতে এগুলো উল্লেখ না থাকলে পরবর্তীতে বিবাদ হতে পারে। এ জন্য এ অস্পষ্টতা দূর হওয়া আবশ্যক।

৬. বায়' সালামের পণ্য বিবরণযোগ্য ও ভবিষ্যতে সরবরাহযোগ্য হতে হবে। পণ্যের বিবরণের ক্ষেত্রে এমনভাবে উল্লেখ করাই যথেষ্ট যাতে কিছুটা উল্লেখ করা না হলেও সাধারণত মানুষ তা ধর্তব্যের মধ্যে গণ্য করে না এবং এর ফলে কোনো বিবাদও হয় না।[৫০]

৭. পণ্য সরবরাহের স্থান নির্দিষ্ট হতে হবে। এটি একটি মৌলিক বিষয়। উভয়পক্ষ যদি পণ্য সরবরাহের স্থান সম্পর্কে নিশ্চুপ থাকে, তাহলে চুক্তির স্থানটিই সরবরাহের স্থান বলে গণ্য হবে। তবে তাতে কোনো সমস্যা দেখা দিলে প্রচলিত প্রথার ভিত্তিতে সরবরাহের স্থানটি নির্ণীত হবে এবং সেখানেই বিক্রেতা পণ্য সরবরাহ করবে।[৫১]

মূল্যের সাথে সংযোজিত শর্তাবলি

১. বায়' সালামে পণ্যের মূল্য ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ের জানা থাকতে হবে, যাতে অস্পষ্টতা দূর হয় এবং বিবাদের আশঙ্কা হতে মুক্ত থাকা যায়। মূল্য নগদ হওয়ার ক্ষেত্রে মুদ্রার ধরন, পরিমাণ ও পরিশোধের পন্থা, উপায়/ধরনও উল্লেখ থাকতে হবে। আর পণ্য হলে তার প্রকৃতি, শ্রেণি, বিবরণ ও পরিমাণ উল্লেখ থাকতে হবে।[৫২]

২. বায়' সালাম চুক্তি সম্পাদনের বৈঠকে মূল্য পরিশোধ করতে হবে। চুক্তির বৈঠকে মুল্য পরিশোধ করা না হলে সালাম চুক্তি বাতিল বলে গণ্য হবে। এটা অধিকাংশ ফক্বিহর

৪৯ Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIF), শরী'আহ্ স্ট্যান্ডার্ড (المعايير الشرعية), স্ট্যান্ডার্ড নং-১০ (৩/২/৯), মে, ২০০২, পৃ. ১৭১।

৫০ *প্রাগুক্ত*, স্ট্যান্ডার্ড নং-১০ (৩/২/৫), মে, ২০০২, পৃ. ১৭০।

৫১ প্রাগুক্ত, স্ট্যান্ডার্ড নং-১০ (৩/২/১০), মে, ২০০২, পৃ. ১৭১।

৫২ প্রাগুক্ত, স্ট্যান্ডার্ড নং-১০ (৩/১/২), মে, ২০০২, পৃ. ১৭০।

Dhaka University Institutional Repository

মতো। কারণ, চুক্তির বৈঠকে মূল্য পরিশোধ করা না হলে এটি বায়‘ আদ্-দাইন (بيع الدين) বা ঋণ বিক্রি হিসেবে গণ্য হবে। আর রাসূলুল্লাহ (সা.) ঋণ ক্রয়-বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন। অবশ্য ইমাম মালেক (র.) মূল্য পরিশোধে তিন দিন পর্যন্ত বিলম্ব করাকে বৈধ বলেছেন। চুক্তির তিন দিনের মধ্যে মূলধন প্রদান করলেও তার মতে বায়‘ সালাম শুদ্ধ হবে।[৫৩]

ইসলামী ব্যাংকে বায়‘সালাম বিনিয়োগ পদ্ধতির প্রয়োগ

বায়‘ সালাম (بيع السلم) হচ্ছে ইসলামী ব্যাংকিং-এর একটি বিনিয়োগ পদ্ধতি। এ পদ্ধতিতে ব্যাংক গ্রাহক থেকে ভবিষ্যতে উৎপাদিত ফসল বা পণ্য নির্ধারিত মূল্যে ক্রয় করে এবং পণ্যের মূল্য গ্রাহককে অগ্রিম প্রদান করে। গ্রাহক ব্যাংক থেকে টাকা নিয়ে উক্ত পণ্য উৎপাদনপূর্বক ব্যাংককে নির্দিষ্ট সময়ে সরবরাহ করে।

এ ছাড়া বাংলাদেশের কোনো কোনো ইসলামী ব্যাংক রপ্তানিমুখী গার্মেন্টসে অর্থায়নের ক্ষেত্রে এ পদ্ধতি প্রয়োগ করছে।

বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংকগুলো এ ক্ষেত্রে বায়‘ সালাম পদ্ধতিতে গার্মেন্টসগুলোকে চলতি মূলধন সরবরাহ করে থাকে। এখানে বায়‘ সালামের প্রয়োগ নিম্নরূপ:

বিদেশি ক্রেতা এলসিতে যে পরিমাণ পোশাক তৈরি করে দেওয়ার জন্য অর্ডার দেয় তন্মধ্যে নির্দিষ্ট সংখ্যক পোশাক ইসলামী ব্যাংক গ্রাহকের নিকট থেকে অগ্রিম ক্রয় করে নেবে। এক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংক রপ্তানি মূল্য (Export Value) থেকে কম মূল্য বিনিয়োগ গ্রাহক থেকে বায়‘ সালামের ভিত্তিতে তৈরী পোশাক ক্রয় করবে। চুক্তিতে তৈরী পোশাকের সংখ্যা, গুণাগুণ, বিবরণ, সরবরাহের স্থান ইত্যাদি সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকবে। বায়‘ সালাম চুক্তি করার পর ইসলামী ব্যাংক গ্রাহককে সম্পূর্ণ মূল্য অগ্রিম পরিশোধ করে দেবে।

ব্যাংকের পক্ষে মালামাল বিদেশে রপ্তানি বা বিদেশি ক্রেতার কাছে বিক্রির জন্য ব্যাংক গ্রাহককে উকিল নিয়োগ করবে। নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে গ্রাহক ব্যাংকের পক্ষে তৈরি পোশাক জাহাজিকরণের ব্যবস্থা সম্পন্ন করবে। পরবর্তীতে রপ্তানি মূল্য (Export Value) বুঝে পাওয়ার পর ব্যাংক বায়‘ সালাম বিনিয়োগ হিসাবটি সমন্বয় করবে। এক্ষেত্রে বিনিয়োগ গ্রাহকের নিকট থেকে ব্যাংক যে দামে পোশাক অগ্রিম ক্রয় করেছিল এবং বিদেশি ক্রেতার নিকট থেকে যে মূল্য পেয়েছে উভয়ের মধ্যকার ব্যবধানটাই ইসলামী ব্যাংকের লাভ।

---

৫৩ প্রফেসর ড. আলী আহমদ আস্সালূস, ফিকহুল বায়‘ ওয়াল ইসতিকাক্ব ওয়াত তাত্ববিকিল মু‘আছির (কাতার: দারুছ ছাকাফাহ, তা.বি.), পৃ. ৪২৭।

Dhaka University Institutional Repository

৫. ইসলামী ব্যাংকে মু'আজ্জাল বিনিয়োগ ব্যবস্থায় ক্রয়-বিক্রয় পদ্ধতি

المؤجل: (আল মু'আজ্জাল) শব্দটি আরবী اجل (আজল) শব্দ মূল হতে উদ্ভূত। اجل শব্দের আভিধানিক অর্থ বিলম্ব, বাকি আর বায়' আল মু'আজ্জাল অর্থ বিলম্বিত, বিলম্বে পরিশোধযোগ্য, বাকি, নগদের বিপরীত ক্রয়-বিক্রয় অর্থাৎ বাকিতে ক্রয়-বিক্রয় করাকে বায়' আল মু'আজ্জাল বলা হয়। বায়' আল মু'আজ্জালকে আল বায়' ইলা আজাল (البيع الى أجل, আল বায়' বিছ্ ছামানিল আজিল (البيع بالثمن الاجل) এবং বায়' আন নাসিয়া (البيع الناسية) ও বলা হয়।[৫৪]

বায়' আল মু'আজ্জালের পারিভাষিক অর্থ:[৫৫]

البيع المؤجل هو الذى فيه يكون المبيع معجلا و الثمن مؤجل

"আল মু'আজ্জাল হলো এমন এক ধরনের ক্রয়-বিক্রয় যাতে পণ্যটি নগদে ও মূল্য বাকিতে পরিশোধ করা হয়।" ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি. প্রকাশিত ম্যানুয়াল ফর ইনভেস্টমেন্ট আন্ডার আল মু'আজ্জাল মোড-এ বলা হয়েছে আল মু'আজ্জাল বলতে ব্যাংক কর্তৃক মুনাফার উদ্দেশ্যে গ্রাহকের নিকট বাকিতে মাল বিক্রয় বোঝায়। ব্যাংক পণ্য কিনে তার ওপর মালিকানা নিশ্চিত করার পর চুক্তির শর্ত অনুযায়ী গ্রাহককে সম্মত মূল্যে সেই পণ্য সরবরাহ করে। চুক্তিতে পণ্যের ধরন, মান, পরিমাণ, বিক্রয়মূল্য, পণ্য সরবরাহের স্থান ও সময়, দাম পরিশেধের সময়সীমা ও পদ্ধতি ইত্যাদি সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ থাকে।

অনুরূপভাবে Principle and Practice of Islamic Banking গ্রন্থে বলা হয়েছে:[৫৬]

> "A sale in which the parties agree that the payment of price shall be deffered is called a Bai al Muajjal."

ইসলামী শরী'আহ-এর আলোকে ব্যাংকে বায়' মু'আজ্জালের প্রয়োগ

বায়' আল মু'আজ্জাল ইসলামী শরী'আহ্ অনুমোদিত একটি বৈধ ক্রয়-বিক্রয় পদ্ধতি। এ ব্যাপারে কারো কোনো দ্বিমত নেই। আল্লাহ তা'লার বাণী: [৫৭]

وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

৫৪ আল মু'জামুল ওয়াসীত, পৃ. ৭।

৫৫ আলী হায়দার আমীন আফিন্দি, দুরারুল হুক্কাম ফি ইলমিল আহকাম, ১ম খণ্ড (বৈরুত:দারুল কুতুব আল-ইসলামিয়্যাহ. তা.বি.), পৃ. ১১৪

৫৬ Abdur Raquib, Principle and Practice of Islamic Banking (Dhaka. Panam Press Ltd., 2007 A.D.), p. 124.

৫৭ আল কুরআন, সূরা আল-বাক্বারাহ, আয়াত: ২৭৫।

Dhaka University Institutional Repository

"এবং আল্লাহ্ ক্রয়-বিক্রয়কে হালাল করেছেন এবং সুদকে করেছেন হারাম।"

এ আয়াতে সকল প্রকার ক্রয়-বিক্রয় তা নগদ হোক বাকি কিংবা অগ্রিম হোক সবই বৈধ করা হয়েছে। যেহেতু বায়' আল মু'আজ্জাল একটি বিক্রয় পদ্ধতি সুতরাং তা এ আয়াতের আলোকে বৈধ। তাছাড়া আল্লাহর রাসূলুল্লাহ (সা.) নিজে এবং তার সাহাবীগণ পরস্পরের সাথে এ পদ্ধতিতে ক্রয়-বিক্রয় করেছেন। বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য হাদীস গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে: [৫৮]

إن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما إلى اجل و رهنه درعا من حديد

"রাসূলুল্লাহ (সা.) এক ইহুদির নিকট থেকে বাকিতে খাদ্য ক্রয় করেছিলেন এবং তার কাছে একটি লৌহবর্ম বন্দক রেখেছিলেন।"

ইবনে মাজাহ গ্রন্থে সুহাইব (রা.) থেকে বর্ণিত আরেকটি হাদীসে হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন : [৫৯]

ثلاث فيهن البركة البيع إلى أجل و المقارضة وهى المضاربة وأخلاط البر بالشعيرللبيت لا للبيع

"তিনটি জিনিসের মধ্যে বরকত রয়েছে। বাকিতে ক্রয়-বিক্রয়, আল মুকারাদা এবং ঘরে খাওয়ার জন্য গমকে যবের সাথে মেশানো; বিক্রয়ের জন্য নয়।"

অপর একটি হাদীসে আ'ইশা সিদ্দিকা (রা.) বর্ণিত হয়েছে তিনি বলেন,আমি বললাম হে আল্লাহর রাসূলুল্লাহ অমুক এসেছে। তার কাছে (বিক্রয়ের জন্য) সিরিয়ার কিছু কাপড় আছে। আপনি যদি তার কাছে কাউকে পাঠাতেন অতঃপর সচ্ছল হবার পর মূল্য আদায় করার কথা দিয়ে বাকিতে দুটি কাপড় ক্রয় করতেন (তা হলে ভালো হতো)। একথা শুনে মহানবী (সা.) একজন সাহাবীকে তার কাছে পাঠালেন। কিন্তু লোকটি বাকিতে বিক্রয় করতে অস্বীকার করল।[৬০]

ইসলামী ব্যাংকিং এ বায়' মু'আজ্জাল বিনিয়োগের বৈশিষ্ট্য

বায়' মুরাবাহার মতো বায়' মু'আজ্জালেও তিনটি পক্ষ থাকে :

---

৫৮ আবু 'আব্দিল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইয়াযীদ ইবন মাজাহ আল কাযভিনী, আস সুনান, খণ্ড ৮ (মিসর: ওয়াযারাতুল আওকাফিল মিসরিয়্যাহ, তা.বি.), পৃ. ২৫৮।

৫৯ আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইয়াজিদ ইবনে আবদিল্লাহ ইবনে মাজাহ্, সুনানু ইবনে মাজা, ২য় খণ্ড, কিতাবুত তিজারাত, হাদীসনং ২২৮৯ (বৈরুত: দারুল ফিকার, তা.বি.), পৃ. ৭৬৮।

৬০ হাকেম ও বায়হাকী কর্তৃক বর্ণিত, হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী কবলেন, এ হাদীসটির বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য: আল বুলুগুল মারাম মিন আদিল্লাতিল আহকাম, খণ্ড ২য়, পৃ. ৩২৬।

Dhaka University Institutional Repository

ক. ব্যাংক (অর্থায়নকারী) খ. বিক্রেতা (মালের মূল সরবরাহাকারী) গ. ক্রেতা (বিনিয়োগ গ্রাহক)।

বায়‘ মু’আজ্জাল ক্ষেত্রে মূল্য পরিশোধের সময় সুনির্দিষ্ট হওয়া আবশ্যক। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তা‘আলা বলেছেন:[৬১]

يٰأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلٰى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُ

“হে ঈমানদারগণ! তোমরা কোনো নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য ঋণের আদান–প্রদান করলে, তা লিপিবদ্ধ করে রাখবে।”

ইসলামী ব্যাংকে বিনিয়োগের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বায়‘ আল-মু’আজ্জাল পদ্ধতির প্রয়োগ

বিনিয়োগের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংক বায়‘ আল মু’আজ্জাল পদ্ধতি প্রয়োগ করে থাকে। ইসলামী ব্যাংক সাধারণ ব্যবসায়ী, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী প্রকল্প, পল্লি উন্নয়ন প্রকল্প, বৈদেশিক বাণিজ্য ইত্যাদি ক্ষেত্রে বায়‘ আল মু’আজ্জাল পদ্ধতির প্রয়োগ করে থাকে। ইসলামী ব্যাংক সাধারণত আমদানি করার জন্য ব্যাক টু ব্যাক এলসি (Back to Back L/C) খুলতে চান। এক্ষেত্রে ব্যাংক বিদেশ থেকে মালামাল আমদানি করে দেবে এবং মালামালের মূল্য এক্সপোর্ট এলসির মূল্য থেকে গ্রহণ করবে।

রপ্তানী বাণিজ্যে বায়‘ আল মু’আজ্জাল বিনিয়োগের প্রয়োগ

রপ্তানিকারকরা বিভিন্ন পণ্য বিশেষত খাদ্য দ্রব্য প্রক্রিয়াজাত করে বিদেশে রপ্তানি করে থাকে। এসব রপ্তানি দ্রব্যের কাঁচামাল স্থানীয় বাজার থেকে ক্রয়ের জন্য তাদের নগদ অর্থের প্রয়োজন হয়। কিন্তু ইসলামী ব্যাংক নগদ অর্থ ঋণ দিয়ে অতিরিক্ত কিছু গ্রহণ করতে পারে না। তাই বিনিয়োগ গ্রাহক প্রয়োজনীয় কাঁচামাল ব্যাংকের নিকট থেকে বাকিতে ক্রয় করার আবেদন করেন। সংশ্লিষ্ট গ্রাহকের কাছে বিনিয়োগ করতে আগ্রহী হলে ব্যাংক কাঙ্ক্ষিত পণ্য বাজার থেকে নগদে ক্রয়পূর্বক তার কাছে বাকিতে বিক্রি করে। এক্ষেত্রে ব্যাংক ক্রয়মূল্যের ওপর নির্ধারিত মুনাফা চার্জ করে থাকে। এভাবে ব্যাংক রপ্তানি বাণিজ্যে বায়‘ মু’আজ্জাল পদ্ধতিতে বিনিয়োগ করে থাকে।

৬১ আল কুরআন, সূরা আল বাকারা, আয়াত: ২৮২।

Dhaka University Institutional Repository

৬. ইসলামী ব্যাংকে বায়‘ আত-তাকসীত (بيع التقسيط) বা কিস্তিতে পণ্য বিপণন বিনিয়োগ পদ্ধতি

ক্রেতা পণ্যের মূল্য বিক্রেতাকে ভাগ ভাগ করে কিস্তিতে পরিশোধের চুক্তিসহ পণ্য নগদে বিপণন করা। ইসলামী পরিভাষায় বায়‘ আত-তাকসীত এর সংজ্ঞায় বলা হয়:[৬২]

بيع التقسيط هو عقد على مبيع حال، يثمن مؤجل، يؤدي مفرقا على أجزاء معلومة، في أوقات معلومة.

“বায়‘ তাকসীত হলো এমন এক প্রকারের বেচা-কেনা যাতে পণ্য নগদ সরবরাহ করা হয়, আর মূল্য বাকিতে সুনির্দিষ্ট পরিমাণে কিস্তি কিস্তি করে ভাগ করে নির্দিষ্ট মেয়াদে পরিশোধ করা হয়।”

সুতরাং বায়‘ আত-তাকসীত বৈধ এবং তা এমন এক প্রকারের বেচকেনা যাতে পণ্য নগদ সরবরাহ করা হয়, আর মূল্য বাকিতে সুনির্দিষ্ট পরিমাণে কিস্তি কিস্তি করে ভাগ করে নির্দিষ্ট মেয়াদে পরিশোধ করা হয়। আধুনিক যুগে ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থায় সাধারণত বায়‘ মুরাবাহা, বায়‘ মু’আজ্জাল বা বাকি বেচাকেনার মাধ্যমে অর্থ বিনিয়োগের সময় বায়‘ তাকসীত এর প্রয়োগ হতে দেখা যায়। কয়েক ধরনে বৈধ বেচাকেনা এক বেচাকেনায় সমন্বিত হয়ে গেলে সেই বেচাকেনাটি অবৈধ হয়ে যায় না।

সব ফকীহদের অভিমত এই যে, বায়‘ তাকসীতে পণ্যের মূল্য বর্তমান বাজার মূল্য ও নগদ মূল্যের চেয়ে বেশি নেওয়া বৈধ। তবে শর্ত হলো, বেচাকেনা চূড়ান্ত করার সময় মূল্য চূড়ান্তভাবে নির্ধারণ করতে হবে।[৬৩]

বায়‘ তাকসীতের বৈধতার প্রমাণ হিসাবে আল-কুর’আন ও হাদীসে উল্লেখ রয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন: [৬৪]

وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“এবং আল্লাহ্ ক্রয়-বিক্রয়কে হালাল করেছেন এবং সুদকে করেছেন হারাম।”

মহান আল্লাহ আরো বলেন: [৬৫]

يٰأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا إِذَا تَدَايَنتُمْ بِدَيْنٍ إِلٰى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُ.

“হে ঈমানদারগণ! তোমরা কোনো নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য ঋণের আদান–প্রদান করলে, তা লিপিবদ্ধ করে রাখবে।”

---

৬২ আলী ইবন নাইফ আশ-শাহুদ, *আল-মুফাস্সাল ফী মুফাস্সাল ফী আহকামির রিবা*, খ. ৫, পৃ. ৬৫।

৬৩ ড. ওয়াহাবা আয-যুহায়লী, *আল-ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু*, খ.৫, পৃ. ৪১৫।

৬৪ আল কুরআন, সূরা আল-বাক্বারাহ, আয়াত: ২৭৫।

৬৫ আল কুরআন, সূরা আল বাকারা, আয়াত: ২৮২।

Dhaka University Institutional Repository

‘আ’ইশা (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে:[৬৬]

عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : جَاءَتْنِي بَرِيرَةُ فَقَالَتْ كَاتَبْتُ أَهْلِي عَلَى تِسْعِ أَوَاقٍ فِي كُلِّ عَامٍ أُوقِيَّةٌ فَأَعِينِينِي فَقَالَتْ إِنْ أَحَبُّوا أَنْ أَعُدَّهَا لَهُمْ وَيَكُونَ وَلاَؤُكِ لِي فَعَلْتُ فَذَهَبَتْ بَرِيرَةُ إِلَى أَهْلِهَا فَقَالَتْ لَهُمْ فَأَبَوْا عَلَيْهَا فَجَاءَتْ مِنْ عِنْدِهِمْ وَرَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم جَالِسٌ فَقَالَتْ إِنِّي قَدْ عَرَضْتُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ فَأَبَوْا إِلاَّ أَنْ يَكُونَ الْوَلاَءُ لَهُمْ فَسَمِعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَرَتْ عَائِشَةُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ خُذِيهَا وَاشْتَرِطِي لَهُمُ الْوَلاَءَ فَإِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ فَفَعَلَتْ عَائِشَةُ ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي النَّاسِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ مَا بَالُ رِجَالٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللهِ مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِئَةَ شَرْطٍ قَضَاءُ اللهِ أَحَقُّ وَشَرْطُ اللهِ أَوْثَقُ وَإِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ

“আ’ইশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার কছে বারীরা (রা.) আসলো, এসে বললো, আমি আমার মালিক পক্ষের সাথে এ মর্মে লিখিত চুক্তি করেছি যে, আমি তাদেরকে প্রতি বছর এক ঊকিয়্যাহ করে রূপা আদায় করবো। সুতরাং আপনি এ ব্যাপারে আমাকে সহযোগিতা করুন। তখন আমি বললাম, যদি তোমার মালিক পক্ষ পছন্দ করে তাহলে আমি তা সবই এক সাথে আদায় করে দিতে পারি। তবে শর্ত হলো তোমার উত্তরাধিকারী হবো আমি। এ কথা শুনে বারীরা (রা.) তাদের কাছে গেল। তাদেরকে এ প্রস্তাব দিলো, কিন্তু তারা তার এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলো। অতঃপর বারীরা (রা.) তাদের কাছ থেকে ফিরে আসলো, তখন রাসূলুল্লাহ (সা.) বসা ছিলেন। অতঃপর বলল, আমি প্রস্তাবটি তাদের কাছে দিয়েছিলাম, কিন্তু তারা নিজেরা উত্তরাধিকারী হওয়া ছাড়া মানলো না। তখন রাসূলুল্লাহ (সা.) একথা শুনতে পেলেন। ‘আ’ইশা (রা.) ও রাসূলুল্লাহ (সা.) কে ব্যাপারটি শুনালেন। তখন রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, তুমি তাকে (কিস্তিতে) কিনে নাও (আর তাকে আযাদ কর)। আর তাদের উপর শর্তারোপ কর যে উত্তরাধিকারী তুমিই হবে। কারণ উত্তরাধিকারী সেই ব্যক্তিই হয় যে আযাদ করে। তখন ‘আ’ইশা (রা.) তাকে কিনে নিলেন। আতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা.) লোকদের মাঝে দাঁড়িয়ে আল্লাহর হামদ ও প্রশংসা করলেন। অতঃপর বললেন, কিছু লোকের কি হয়েছে যে, তারা এমন সব শর্ত আরোপ করছে যা আল্লাহর কিতাবে নেই। যে সব শর্ত আল্লাহর কিতাবে নেই তা বাতিল, এমনকি শত শর্ত হলেও। আল্লাহর শর্ত বেশি হকদার, বেশি শক্তিশালী। উত্তরাধিকারী অবশ্যই সে হবে যে আযাদ করে।”

আলোচ্য হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, ইসলামে কিস্তিতে বেচাকেনা করা বৈধ। হানাফী ফিকাহ গ্রন্থগুলোতেও বাকি এবং কিস্তিতে বেচাকেনা করা বৈধ বলে উল্লেখ রয়েছে। বর্তমানে ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থায় সাধারণত বায়‘ মুরাবাহা, বায়‘মু‘আজ্জাল বা বাকি বেচাকেনার

৬৬ *সহীহ বুখারী*, খ.৭, পৃ.৩৮৬, হাদীস নং ২১৬৮

Dhaka University Institutional Repository

মাধ্যমে অর্থ বিনিয়োগের সময় বায়‘ তাকসীত বা কিস্তিতে বেচাকেনার পদ্ধতিকে একাকার প্রয়োগ করে পণ্য বিপণন করতে দেখা যায়।

৭. ইসলামী ব্যাংকে মুযায়িদাহ বা নিলাম বিনিয়োগ ব্যবস্থায় ক্রয়-বিক্রয় পদ্ধতি

المزايدة (আল মুযায়িদাহ) শব্দটি زيادة থেকে এসেছে। যার অর্থ বাংলায়– পরস্পর মূল্য হাকা বা ডাকা বা নিলাম এবং ইংরেজিতে Auctioning। কয়েকটি ইসলামী ব্যাংক বা একটি ব্যাংকই যদি কোনো প্রকল্পের বিস্তারিত পরিকল্পনা প্রণয়ন করে সেই পরিকল্পনা অনুযায়ী অর্থ যোগান দেওয়ার শর্তে উক্ত প্রকল্প পরিকল্পনা প্রকাশ্যে নিলামের মাধ্যমে বিক্রি করে, তখন তাকে بيع المزايدة বা বিনিয়োগ নিলাম (Investment Auctioning) বলে। এ পদ্ধতিতে বিনিয়োগ ইসলামী ব্যাংকের জন্য লাভজনক এবং দেশের শিল্পায়নেরও সহায়ক। ব্যাংক নিজের উদ্যোগে উৎপাদনমুখী ছোট ও মাঝারি ধরনের শিল্প-কারখানা তৈরি ও চালু করে ঐগুলো লাভের ভিত্তিতে নিলামে বিক্রি করে।

অধ্যাপক মুহাম্মাদ শরীফ হুসাইনের মতে,[৬৭] কোনো ব্যাংক অথবা কয়েকটি ব্যাংক নিয়ে গঠিত কোনো কনসোর্টিয়াম (Consortium) যখন কোনো প্রকল্পের বিস্তারিত পরিকল্পনা প্রণয়ন করে, তখন সেই পরিকল্পনা অনুযায়ী অর্থ যোগান দেওয়ার শর্তে উক্ত প্রকল্প পরিকল্পনা প্রকাশ্য নিলামের মাধ্যমে বিক্রি করে, তখন তাকে বিনিয়োগ নিলাম বলা হয়।

বায়‘ মুযায়িদা বা বিনিয়োগ নিলাম ইসলামী পদ্ধতিতে বিনিয়োগের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপায়। শিল্পখাতে মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদী আর্থিক বিনিয়োগ বা সহযোগিতার জন্য এটি একটি কার্যকর পন্থা। এ পদ্ধতিতে ব্যাংক একা কিংবা অন্যের সাথে যৌথভাবে শিল্প প্রকল্প প্রস্তুত করে এবং প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সরবরাহের ব্যবস্থা নিশ্চিত করে। এরপর ঐ প্রকল্পটি নিলামের ব্যবস্থা করে। অবশ্য প্রকল্পটি তৈরির কাজ করেও ব্যাংক নীলামে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করতে পারে। যুক্তিসংগত হারে লাভ ধরেই ব্যাংক প্রকল্পটির বিক্রয় মূল্য নির্ধারণ করে থাকে। যে কোনো দরপত্র বা নিলাম ডাক গ্রহণ বা বর্জনের অধিকারও ব্যাংকের থাকে। কৃতকার্য ক্রেতার নিকট থেকে ব্যাংক সম্পূর্ণ অর্থ নগদে গ্রহণ করতে পারে অথবা পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে ক্রেতাকে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কিস্তিতে মূল্য পরিশোধের সুযোগ দিতে পারে। ইসলামী ব্যাংকের জন্য এটি একটি লাভজনক বিনিয়োগ কৌশল। দ্রুত শিল্পায়ন, কর্মসংস্থান ও পুঁজি সংগঠনের জন্যও পদ্ধতিটি নিঃসন্দেহে সহায়ক। ব্যাংক নিজের উদ্যোগে উৎপাদনমুখী ছোট ও

৬৭ অধ্যাপক মুহাম্মাদ শরীফ হুসাইন, ইসলামী ব্যাংকিং একটি উন্নততর ব্যাংক ব্যবস্থা (ঢাকা: ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, জনসংযোগ বিভাগ, ১৯৯৬ খ্রি.), পৃ. ৯০।

Dhaka University Institutional Repository

মাঝারি ধরনের শিল্প কারখানা তৈরি ও চালু করে ঐগুলো লাভের ভিত্তিতে নিলামে বিক্রি করতে পারে।

বায়‘ মুযায়িদাহর শর’ঈ ভিত্তি ও তার প্রয়োগ

বায়‘ মুযায়িদা বা নিলামের মাধ্যমেও জিনিসপত্র ক্রয়-বিক্রয় করা বৈধ। স্বয়ং মহানবী (সা.) নিলামের মাধ্যমে একাধিকবার জিনিসপত্র খরিদ করেছেন। একজন বেকার আনসারী মহানবী (সা.) এর কাছে সাহায্য চাইলেন। মহানবী (সা.) বললেন, “তোমার কাছে কোনো জিনিস আছে কি?” হ্যাঁ, একটি কম্বল আছে যার কিছু অংশ আমি পরি আর কিছু অংশ গায়ে দিই এবং একটি পেয়ালাও আছে যা দিয়ে আমি পানি পান করি। মহানবী (সা.) বললেন “এগুলোই নিয়ে এসো।” সে জিনিসগুলো নিয়ে এলে মহানবী (সা.) সেগুলোকে নিজ হাতে উঠিয়ে নিলামে চড়ালেন। জনৈক সাহাবী এক দিরহাম দাম হাঁকালেন। মহানবী (সা.) বলেছেন, “এর চেয়ে বেশি দাম দেবে, এমন লোক আছে কি?” অন্য একজন সাহাবী দুই দিরহাম দাম হাঁকলেন। মহানবী (সা.) তাঁর কাছে জিনিসগুলো সোপর্দ করে দুটি দিরহাম নিজ হাতে গ্রহণ করলেন। অতঃপর বেকার আনসারীর হাতে দিরহাম দুটি তুলে দিতে দিতে বললেন, ‘এর এক দিরহাম দিয়ে একটি কুঠার খরিদ করে নিয়ে এসো”। সে কুঠার নিয়ে এলে দুজাহানের বাদশাহ সেটার মধ্যে কাঠের বাঁট লাগিয়ে দিয়ে বেকার আনসারীর হাতে তা তুলে দিতে দিতে বললেন, “যাও, জঙ্গলে গিয়ে কাঠ কাট এবং আমি যেন পনেরো দিন পর্যন্ত তোমাকে আর না দেখি।” আনসারী তাই করলো। পনেরো দিন পর সে মহানবী (সা.)-এর খেদমতে এলে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, “বলো, তোমার সংবাদ কি?” সে নিবেদন করলো, “এই কয়েক দিনে আমার দশ দিরহাম আয় হয়েছে। তার মধ্য থেকে কয়েক দিরহাম দিয়ে কাপড় আর কয়েক দিরহাম দিয়ে খাদ্য দ্রব্য কিনেছি।” মহানবী (সা.) বললেন,[৬৮] “তুমি সাহায্য চেয়ে বেড়াও এবং কেয়ামতের দিন অপমানিত হও- তার থেকে এটা অনেক ভালো।” এই হাদীসটি ইমাম আবু দাউদ তাঁর সংকলিত সুনানে লিপিবদ্ধ করেন।[৬৯] এভাবে মহানবী (সা.) নায়ীম বিন নাখামের মাধ্যমে জনৈক ব্যক্তির ক্রীতদাসকে নিলামে বিক্রয় করেছিলেন। তখন গনীমতের মাল সম্পদও সাধারণভাবে নীলামে বিক্রয় করা হতো।[৭০]

---

৬৮ মাবসুতুস সারাখসী, খ. ১১, কিতাবুল অদীয়ত; মেশকাত শরীফ, ষষ্ঠ জিলদ (ঢাকা: এমদাদিয়া লাইব্রেরি, পূর্বোক্ত, হাদীস নং ২৭৪৮) পৃ. ৬০: ভু. ড. মুহাম্মাদ ইউসূফুদ্দিন, ইসলামের অর্থনৈতিক মতাদর্শ, খ. ২ (ঢাকা: ই ফা বা, মে ২০০৫), পৃ. ৯৩।

৬৯ নূরুল্লাহ্ কাসেমী, সমাজ পরিবর্তনে মহানবী ﷺ-এর সুন্নাহর অবদান (ঢাকা: মুনা প্রকাশনী, নয়াপল্টন, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৫), পৃ. ১৫।

৭০ ড. মুহাম্মাদ ইউসূফুদ্দীন, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৩।

Dhaka University Institutional Repository

৮. ইসলামী ব্যাংকে আস-সরফ বিনিয়োগ ব্যবস্থায় ক্রয়-বিক্রয় পদ্ধতি

বায়‘ আস-সরফ (بيع الصرف) আরবী শব্দ। বায়‘ (بيع) অর্থ ক্রয়-বিক্রয়, আস-সরফ (الصرف) অর্থ মুদ্রা অর্থাৎ বায়‘ আস-সরফ অর্থ হলো মুদ্রা ক্রয়-বিক্রয় করা। ইসলামী শরী’আতে এক ধরনের মুদ্রার পরিবর্তে অন্য ধরনের মুদ্রা ক্রয়-বিক্রয় জায়েজ। বিভিন্ন মুদ্রার পারস্পরিক বিনিময়ের ক্ষেত্রে কম-বেশি করাকে শরী’আয় বৈধ ঘোষণা করেছে, যেমন- টাকার সাথে ডলার, পাউন্ড, ইউরো বা রিয়াল-এর বিনিময় কালে ১ ডলার সমান ৮২ টাকা, ১ পাউন্ড সমান ১১০ টাকা, ১ ইউরো সমান ১০০ টাকা এবং ১ রিয়াল সমান ২৫ টাকা ইত্যাদি।

ইসলামী ব্যাংকে আস-সরফ ক্রয়-বিক্রয় ব্যবস্থার অনুশীলন

বর্তমানে বায়‘ আস-সরফ পদ্ধতিতে গতানুগতিক FBN/FBP অর্থাৎ Foreign Bill Negotiation/ Foreign Bill Purchase পদ্ধতির পরিবর্তে Bai-as-Sarf-FDB পদ্ধতি চালু করা হয়েছে। লক্ষণীয় এটি একটি বায়‘ ম্যাকানিজম-এর বিনিয়োগ পদ্ধতি। সুতরাং এ পদ্ধতির ক্ষেত্রে বায়‘ আস-সরফ এগ্রিমেন্ট (Bai-as-Sarf Agreement) একটি আবশ্যকীয় দলিল। অন্যান্য চার্জ ডকুমেন্টসমূহও নিতে হবে।

বায়‘ আস-সরফ Foreign Documentary Bill (FDB) এর ক্ষেত্রে গ্রাহক এবং ব্যাংকের সাথে প্রত্যেকটি বিলের জন্য আলাদা আলাদভাবে একটি চুক্তিপত্র সম্পাদন করতে হবে। এখানে গ্রাহক প্রথম পক্ষ হিসেবে আখ্যায়িত হবে এবং ব্যাংক দ্বিতীয় পক্ষ হিসেবে আখ্যায়িত হবে।

গ্রাহক ব্যাংকের নিকট তার নির্দিষ্ট Export L/C-এর বিপরীত নির্দিষ্ট বৈদেশিক মুদ্রামানের Export Document উপস্থাপন করে তার প্রয়োজন পূরণের নিমিত্তে বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয়ের জন্য আবেদন করে থাকে। আর ব্যাংক তার আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয় করে। চুক্তিপত্রে অবশ্যই গ্রাহক যে Export L/C পেয়েছে তার বিবরণ প্রদান করতে হবে।

৯. ইসলামী ব্যাংকে বায়‘ ইসতিজরার বিনিয়োগ ব্যবস্থায় ক্রয়-বিক্রয় পদ্ধতি

استجرار (ইসতিজরার) শব্দটি جر থেকে এসেছে। যার অর্থ جذب বাংলায়– আকর্ষণ করা বা বল প্রয়োগ করে টানা।[৭১] পারিভাষিক সংজ্ঞায় বলা হয়েছে: ما يستجره الإنسان من [৭২] البياع إذا حاسبه على أثمانها بعد استهلاكها‘অর্থাৎ মানুষ ক্রয়-বিক্রয় শেষ করার পর যখন

৭১ জামালুদ্দীন ইবন মানযূর আল আনসারী, লিসানুল ‘আরাব, ৪র্থ খণ্ড (বৈরুত:দারু সাদির,১৪১৪ হি.) পৃ.১২৫।

৭২ আল হাসকাফী, আদ্ দুররুল মুখতার, খণ্ড ৪র্থ (বৈরুত: দারুল ফিকার, ১৯৯২ খ্রি.) পৃ.৫১৬।

Dhaka University Institutional Repository

সে সময়ের মূল্য অনুযায়ী হিসেব করতে প্রভাবিত করে তখন এ ধরণের ক্রয়-বিক্রয়কে بيع الاستجرار বলে।' ইহা এক প্রকার ব্যবসায় পদ্ধতি। এ পদ্ধতিতে বিক্রেতার নিকট হতে বিভিন্ন সময়ে ক্রেতা তার প্রয়োজন মতো পণ্যসামগ্রী গ্রহণ করে। পরবর্তীতে যে তারিখে যে পরিমাণ পণ্য গ্রহণ করা হয়েছে সে তারিখের বাজারদর অনুযায়ী পণ্যের মোট মূল্য হিসাব করা হয়। এ পদ্ধতিতে প্রত্যেক বার ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য পৃথক পৃথক ইজাব-কবুলের প্রয়োজন হয় না। এ পদ্ধতিতে ক্রয়-বিক্রয় করাকে ইসলামী ফিকহের পরিভাষায় 'বায়' ইসতিজরার' বলা হয়।[৭৩]

মোহাম্মদ ওবায়'দুল্লাহ লিখেছেন, [৭৪]

> "Under Istijrar, the buyer purchases different quantities of a given commodity from a single seller over a period of time. In other words, the seller delivers the total quantity of commodity purchased in installments. There is some divergence of views regarding timing of fixation and payment of price. Since Istijrar involves repeat purchases from a single seller, some scholars see a room for flexibility in the matter of fixation and payment price. According to this view, the payment of price may be deferred to a future date and may indeed be based on a normal price or average price prevailing in the market."

ইসলামী শরীআহর আলোকে বায়' ইসতিজরার বিনিয়োগ পদ্ধতির প্রয়োগ

হানাফী ফিকাহশাস্ত্রবিদ ও অন্য মাযহাবের কোনো কোনো ফকিহ্ বায়' ইসতিজরার বৈধ বলেছেন। যারা বৈধ মনে করেছেন তাদের মধ্যে ইমাম ইবনে তাইমিয়্যাহ্ ও ইবনুল কাইয়্যিম অন্যতম। বায়' ইসতিজরার পদ্ধতিতে ক্রয়-বিক্রয়ের রেওয়াজ যুগ যুগ ধরে চলে আসছে। কেউ এর বিরোধিতা করেননি। যেমন, অনেক চাকরিজীবী রয়েছেন যারা কোনো নির্দিষ্ট দোকান থেকে তাদের নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি এ শর্তে ক্রয় করেন যে, মাসের শেষে বেতন পাওয়ার পর মূল্য পরিশোধ করবেন। এক্ষেত্রে দোকানদার থেকে সময় সময় দ্রব্যাদি নেওয়া

---

৭৩ মুহাম্মদ শামসুদ্দোহা, ইসলামী ব্যাংকিং-এ শরী'আহ্ বাস্তবায়ন: প্রতিবন্ধকতা ও প্রতিকার (প্রবন্ধ), ইসলামিক ব্যাংকস সেন্ট্রাল শরী'আহ্ বোর্ড জার্নাল, সেন্ট্রাল শরী'আহ্ বোর্ড ফর ইসলামিক ব্যাংকস্ অব বাংলাদেশ, পুরানা পল্টন, ঢাকা, দ্বিতীয় সংখ্যা, ডিসেম্বর ২০০৯, পৃ. ৯৪।

৭৪ মোহাম্মদ ওবায়দুল্লাহ, ইসলামিক ফাইন্যানশিয়াল সার্ভিসেস, ইসলামিক ইকোনমিকস রিসার্চ সেন্টার, কিং আব্দুল আজিজ ইউনিভার্সিটি, জেদ্দা, ২০০৫, পৃ. ১০১।

Dhaka University Institutional Repository

হয় এবং দোকানদার তা লিখে রাখেন। আর একবারে মাসের শেষে হিসাব করে ক্রেতা মূল্য পরিশোধ করেন। 'ইসতিজরার' পদ্ধতিটি বর্তমানে প্রচলিত সরবরাহ চুক্তি (Supply Contract) এর বিকল্প হতে পারে।

১০. ইসলামী ব্যাংকে মালিকানায় অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে ভাড়ায় বিনিয়োগ ব্যবস্থায় ক্রয়-বিক্রয় পদ্ধতি

ইজারা বিল বায়' তাহতা শিরকাতিল মিল্ক বা মালিকানায় অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে ভাড়ায় ক্রয়-বিক্রয় বিনিয়োগ পদ্ধতিটি মূলত তিনটি পদ্ধতির সমন্বিত রূপ। পদ্ধতিগুলো হলো: ক. ইজারা খ. বায়' গ. শিরকাতুল মিল্ক।

এখানে ইজারা বা ভাড়া পদ্ধতিটি মুখ্য। বাকি পদ্ধতি দুটি হচ্ছে আনুষঙ্গিক।

إجارة শব্দটি আরবী أجر শব্দমূল হতে উদ্ভূত। এর শাব্দিক অর্থ– বিবেচনা, প্রতিদান, পারিশ্রমিক মজুরি বা ভাড়া, ভাড়ার শর্তে কাউকে কোনো পণ্য প্রদান। প্রকৃতপক্ষে সেবা বা কোনো সম্পদ ব্যবহারের বিনিময় মূল্য বিবেচনা, প্রতিদান, পারিশ্রমিক, মজুরি অথবা ভাড়া।[৭৫]

পারিভাষিক অর্থে বলা যায়, যে চুক্তির মাধ্যমে এক পক্ষ অপর পক্ষকে নির্ধারিত সময় অন্তর নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদানের শর্তে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য কোনো সম্পত্তি ব্যবহারের অনুমতি দেয় তাকে ইজারা বলে। এককথায় ইজারা হচ্ছে চুক্তিতে ভাড়া।[৭৬]

ইজারা পদ্ধতির আয়কে বলা হয় ভাড়া (Rent)। ইজারা বিল বায়' তাহ্তা শিরকাতিল মিল্ক-এর মধ্যে তিনটি অংশ যথাক্রমে ইজারা (Hire), বায়' (It Purchase) ও শিরকাতুল মিল্ক (Share in ownership)–এ তিন পদ্ধতির সমন্বয়ে 'হায়ার পারচেজ আন্ডার শিরকাতুল মিল্ক' (Hire Purchase Under Shirkatul Meelk) পদ্ধতিটি উদ্ভাবন করা হয়েছে। *ইজারা বিল বায়' তাহ্তা শিরকাতিল মিল্ক* পদ্ধতিতে তিনটি পদ্ধতির

---

৭৫ তদেব, পৃ. ৮৯।

৭৬ ড. এম এ হামিদ, ইসলামিক ইকনমিকস: অ্যান্ড ইনট্রোডাকটরি অ্যানালাইসিস (রাজশাহী: রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৯ খ্রি.), পৃ. XXI.

Dhaka University Institutional Repository

সমন্বয় করা হয়েছে বলে কেউ কেউ একে হাইব্রিড বিনিয়োগ পদ্ধতি বলেও অভিহিত করেছেন।

এ পদ্ধতিতে ব্যাংক ও গ্রাহক কোনো সম্পদের মালিকানা যৌথভাবে অর্জন করে। সম্পদের একাংশের মালিক হন গ্রাহক আর অবশিষ্টাংশের মালিক হয় ব্যাংক। সংশ্লিষ্ট সম্পদে ব্যাংক যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করে থাকে সে পরিমাণ সম্পদের মালিক ব্যাংক। এরপর ব্যাংক তার মালিকানাধীন অংশটুকু গ্রাহকের কাছে ভাড়া দেওয়ার এবং কিস্তিতে বিক্রি করার চুক্তি করে। শরী'আহ্‌র দৃষ্টিতে ভাড়াটিয়ার কাছে সংশ্লিষ্ট সম্পদ বিক্রি করায় কোনো নিষেধাজ্ঞা নেই। বিক্রি এককালীন বা কিস্তিতে হলেও কোনো অসুবিধা নেই।

ইসলামী শরী'আহ-এর আলোকে ইজারাতুল বায়' তাহতা শিরকাতিল মিল্‌কের প্রয়োগ

এ পদ্ধতিগুলো বৈধ হওয়ার পক্ষে শরী'আহ্‌র দলিল রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন: [৭৭]

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَاأَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الأَمِيْنُ

"তাদের একজন বলল: হে পিতা, তুমি যাদেরকে শ্রমিক নিযুক্ত কর তাদের মধ্যে শক্তিশালী ও বিশ্বস্ত লোকই উত্তম।"

উল্লিখিত আয়াতে হযরত শু'আইব (আ.) কর্তৃক হযরত মূসা (আ.)-কে শ্রমিক নিযুক্ত করার ঘটনা প্রসঙ্গে উক্ত আয়াত অবতীর্ণ করা হয়েছে।

মহানবী (সা.) বলেন, "যে বা যারা একজন শ্রমিক খাটালো, অবশ্যই তাকে তার মজুরি সম্পর্কে জানাতে হবে।"[৭৮] রাসূলুল্লাহ (সা.) আরো বলেন, "শ্রমিকের গায়ের ঘাম শুকানোর পূর্বে তার মজুরি দিয়ে দাও।"[৭৯]

হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, "রাসূলুল্লাহ (সা.) ও হযরত আবু বকর (রা.) হিজরত করার সময় পথ দেখানোর জন্য একজন অমুসলিম ব্যক্তিকে পথনির্দেশক নিয়োগ করেছিলেন"।[৮০]

অতএব, হাদীসের বর্ণনানুযায়ী মজুরির বিনিময়ে শ্রমিক নিয়োগ করা বৈধ।

প্রকৃতপক্ষে শ্রমিকের মজুরি হচ্ছে তার সেবার বিনিময় মূল্য। শ্রমিক মজুরির বিনিময়ে তার শ্রম বা সেবা বিক্রি করে থাকে। ইসলামী শরী'আহ্‌তে এটাকে বৈধ বলা হয়েছে।

শিরকাতুল মিল্‌ক–এর সংজ্ঞা ও প্রকারভেদ

---

৭৭ আল কুরআন, সূরা আল কাসাস, আয়াত: ২৬।

৭৮ সুনানু ইবনি মাজাহ , ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ.৮১৭।

৭৯ সহীহুল বুখারী, ২য় খণ্ড, কিতাবুল ইজারা, অনুচ্ছেদ ৪, হাদীস নং ২১০ (ঢাকা: আধুনিক প্রকাশনী, ১৯৯৮ খ্রি.), পৃ. ৩৮৬।

৮০ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮৬।

Dhaka University Institutional Repository

কোনোরূপ চুক্তি ব্যতীত দুই বা ততোধিক ব্যক্তির কোনো বস্তুতে অংশীদার বা মালিকানা লাভ করাকে শিরকাতুল মিল্ক বলা হয়। এটা দুই রকমের হতে পারে। যেমন:

১. শিরকাতুল মিল্ক আল ইখতিয়ারিয়া ((شركة الملك الإختيارية) স্বেচ্ছামূলক শিরকাতুল মিল্ক।

২. শিরকাতুল মিল্ক আল জাবরিয়া (شركة الملك الجبرية) বাধ্যতামূলক শিরকাতুল মিল্ক। হেবা বা অছিয়ত সূত্রে কোনো সম্পদে দুই বা ততোধিক ব্যক্তির মালিকানা অর্জিত হলে তাকে শিরকাতুল মিল্ক আল ইখতিয়ারিয়া (شركة الملك الإختيارية) বলে। অনুরূপভাবে দুই বা ততোধিক ব্যক্তি কর্তৃক যৌথভাবে ক্রয়কৃত সম্পদের ওপর অর্জিত মালিকানাও হবে শিরকাতুল মিল্ক আল ইখতিয়ারিয়া। এক্ষেত্রে অছিয়ত বা হেবাকারী স্বেচ্ছায় অছিয়ত বা হেবা করেছেন এবং যাদের জন্য অছিয়ত বা হেবা করা হয়েছে তারাও স্বেচ্ছায় গ্রহণের মাধ্যমে যৌথ মালিকানা প্রতিষ্ঠা করেছেন বলে এটা স্বেচ্ছামূলক। অন্যদিকে বাধ্যতামূলক শিরকাতুল মিল্ক বা শিরকাতুল মিল্ক আল জাবরিয়া (شركة الملك الجبرية) হচ্ছে মালিকানা প্রতিষ্ঠার কোনো উদ্যোগ বা কাজ ব্যতীত বাধ্যতামূলকভাবে সম্পদের ওপর দুই বা ততোধিক ব্যক্তির মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হওয়া। যেমন, উত্তরাধিকার হিসেবে সম্পদের ওপর একাধিক ব্যক্তির যৌথ মালিকানা।

শিরকাতুল মিল্ক শরীআহ পরিপালিত হওযার দলিল / প্রমাণ

কোনো সম্পদের ওপর যৌথ মালিকানা অর্জনে শরী'আহ্তে কোনো নিষেধাজ্ঞা নেই। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেন:[৮১]

فَهُمْ شُرَكَآءُ فِى الثُّلُثِ

"তারা (উত্তরাধিকারীরা) এক–তৃতীয়াংশে অংশীদার হবে।"

এখানে মৃত ব্যক্তির ত্যাজ্য সম্পত্তিতে যৌথ অংশীদারিত্বের কথা বলা হয়েছে। এটাই শিরকাতুল মিল্ক।

১১. ইসলামী ব্যাংকে বায়' ইসতিসনা বিনিয়োগ ব্যবস্থায় ক্রয়-বিক্রয় পদ্ধতি

الإستصناع শব্দটি আরবী صنع থেকে উদ্ভূত। এর শাব্দিক অর্থ তৈরি করা, উৎপাদন করা, শিল্প কারখানা ইত্যাদি। কোনো জিনিস তৈরি করার আবেদনকে বলা হয় إستصناع। ব্যাংকিংয়ের পরিভাষায় ক্রেতার নিকট থেকে কোনো পণ্য বা দ্রব্য ক্রয়ের অঙ্গীকার বা আদেশ

৮১ আল কুরআন,সূরা আন নিসা, আয়াত-১২।

Dhaka University Institutional Repository

অনুযায়ী সে পণ্য বা দ্রব্য তৈরি বা সংগ্রহ করে তার নিকট বিক্রয় করাকে ইসতিসনা বলে। অর্ডার অনুযায়ী কোনো পণ্য বা বস্তু নির্মাণ করা ও বিক্রি করার চুক্তিকে বায়‘ আল ইসতিসনা বলে। ক্রেতা ও বিক্রেতা পরস্পর এমন চুক্তিতে আবদ্ধ হয় যাতে ক্রেতা কর্তৃক নির্দেশিত বস্তু বিক্রেতা কর্তৃক তৈরি করে দেওয়ার অঙ্গীকার থাকে। ইসলামী ব্যাংকিংয়ের প্রয়োগ পদ্ধতি গ্রন্থে বলা হয়েছে, “ইসতিসনার অর্থ কোনো উৎপাদনকারীর কাছ থেকে সুনির্দিষ্ট পণ্য সামগ্রী ফরমায়েশ প্রদানের মাধ্যমে ক্রয় করা অথবা কোনো সুনির্দিষ্ট পণ্য সামগ্রী ফরমায়েশ অনুযায়ী তৈরি করে বিক্রয় করা।”[৮২]

AAOIFI কর্তৃক বলা হয়েছে–[৮৩] “Istisna is a contract of sale of specified items to be manufactured or constructed,with an obligation on the part of the manufacturer or builder (contractor) to deliver them to the customer upon completion.”

“বায়‘ আল ইসতিসনা হচ্ছে এমন ধরনের চুক্তি যাতে এ চুক্তি করার সময়েই অগ্রিম মূল্য পরিশোধ করা হয় এবং বিক্রিত পণ্যটি উৎপাদনের পর ডেলিভারি দেওয়া হয়।[৮৪] সে জন্য ফকিহদের অধিকাংশ একে বায়‘ আল ইসতিসনাকে বায়‘ সালাম-এর একটি ধরন হিসেবে গণ্য করে থাকেন। তবে হানাফী মাযহাবের মতে বায়‘আল ইসতেসনা একটি ভিন্ন ধরনের চুক্তি।”[৮৫]

ইসলামী শরী‘আহ এর আলোকে বায়‘আল ইসতিসনার প্রয়োগ

বায়‘ আল ইসতিসনা ইসালামী শরী‘আহ মোতাবেক বৈধ ও হালাল বিনিয়োগ পদ্ধতি। এ বিষয়ে সকল মাযহাবের ফকীহগণ একমত পোষণ করেণ। বায়‘ আল ইসতিসনা এর বৈধতা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর একটি হাদীস দলিল হিসেবে উপস্থাপন করা হলো। এটি হচ্ছে– “একবার রাসূলুল্লাহ (সা.) একটি মিম্বর ও একটি সীলমোহর (মোহরাংকিত আংটি) তাঁর জন্য বানিয়ে দিতে কারিগরকে অনুরোধ করেছিলেন।”[৮৬] ইবনুল হুমাম বলেন, এ ধরনের লেনদেন মহানবী (সা.)-এর বাণী لا تجمع أمتى على الضلالة (আমার উম্মত গোমরাহির ওপর

৮২ আব্দুর রাকীব ও শেখ মোহম্মদ, ইসলামী ব্যাংকিংয়ের প্রয়োগ ও পদ্ধতি (ঢাকা: আল আমীন প্রকাশনী, ২০০৪ খ্রি.), পৃ. ৬২।

৮৩ Accounting and Auditing Organizations for Islamic Financial Institution (Bahrain. Manama. 2005), p.174.

৮৪ ড. মাহমুদ আহমেদ, ইসলামে অর্থ পদ্ধতি, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড এর ২১ বছর পূর্তি সংখ্যা, দৈনিক সংগ্রাম, ২৩ জুলাই, ২০০৪ খ্রি., পৃ. ৩৪১।

৮৫ ইসলামী ব্যাংকিং মাসায়েল ও ফাতওয়া (১৯৮৩-২০০১), ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, প্রাগুক্ত, পৃ.২৭।

৮৬ Abdur Raquib, Principle and Practice of Islamic Banking. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৪।

Dhaka University Institutional Repository

একমত হবে না) এ নীতির আওতায় পড়ে।[৮৭] ও.আই.সির ইসলামী ফিকহ একাডেমী বায়‘ আল ইসতিসনাকে বৈধ বিনিয়োগ পদ্ধতি হিসেবে গ্রহণ করেছে। একাডেমীর ৯–১৪ মে, ১৯৯২ খ্রি. তারিখে জেদ্দায় অনুষ্ঠিত ৭ম সেশনে বায়‘ আল ইসতিসনাকে বৈধ পদ্ধতি হিসেবে মতামত পেশ করা হয়।[৮৮]

১২. ইসলামী ব্যাংকে বায়‘ আস-সুকূক বিনিয়োগ কার্যক্রমে ক্রয়-বিক্রয় পদ্ধতি

صكوك শব্দটি صك এর বহু বচন। এর শাব্দিক অর্থ আঘাত করা, বন্ধন।[৮৯] পবিত্র কুরআনে صك শব্দটির উল্লেখ পাওয়া যায়।[৯০] সুকূক এর পারিভাষিক সংজ্ঞায় ওআইসি এর আন্তর্জাতিক ফিকহ একাডেমি থেকে বলা হয়েছে :[৯১]

أداة إستثمارية تقوم على تجزئة رأس المال القراض (المضاربة) بإصدار صكوك ملكية برأس المال المضاربة على أساس وحدات متساوية القيمة و مسجلة بأسماء أصحابها بإعتبارهم يملكون حصصا شائعة في رأس مال المضاربة وما يتحول اليه بنسبة ملكية كل منهم فيه

“সুকূক হচ্ছে বিনিয়োগ সম্পর্কিত হাতিয়ার যার মাধ্যমে লাভ-লোকসানের ভিত্তিতে বিনিয়োগকৃত সম্পদ অনুযায়ী মালিকানা সাব্যস্ত হয়। অর্থাৎ সুকূক হচ্ছে লাভ-লোকসানের ভিত্তিতে বিনিয়োগকৃত সম্পদের অংশ অনুযায়ী সমমূল্যের একটি প্রমাণপত্র, যাতে ঐ অংশীদারদের নাম লিপিবদ্ধ থাকে সে অনুযায়ী তারা লভ্যাংশের মালিক হয় তাছাড়া সবক্ষেত্রে মালিকানার হার নির্ধারিত হয়।”

সুকূককে বলা হয় আর্থিক সনদ (Financial Certificate)। সুকূক হচ্ছে ইসলামী বন্ড ব্যবস্থা। কোনো একটি বৃহৎ প্রকল্পের দীর্ঘ মেয়াদী অর্থ সংস্থানের বা মূলধন সংগ্রহের প্রচলিত পদ্ধতি হচ্ছে সুদভিত্তিক ডেট ইন্সট্রুমেন্ট ইস্যু করা। কিন্তু ইসলামে সুদ নিষিদ্ধ। সে ক্ষেত্রে বড় বড় প্রকল্পগুলো বাস্তবায়নের বিষয়টি মাথায় রেখে বিভিন্ন ইসলামী অর্থনীতিবিদ এর শরী‘আহ সম্মত বিকল্প উপায় অনুসন্ধান করছিলেন। তারই ধারাবাহিকতায় ১৯৮৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ওআইসি-এর ফিকহ একাডেমী সুকূক বিষয়টি প্রবর্তন করে। এর পর ২০০০ সালে তা

---

৮৭ ড. ইউসুফ আল কারদাভী, ইসলামী ব্যাংকিং এ মুরাবাহা, মো: মুখলেসুর রহমান সম্পাদিত (ঢাকা: সেন্ট্রাল শরী‘আহ বোর্ড ফর ইসলামিক বাংকস অব বাংলাদেশ, ১০০৯ খ্রি.), পৃ. ১২৮।

৮৮ Abdur Raquib, Principle and Practice of Islamic Banking. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৪।

৮৯ মুহাম্মদ বিন আবী বাকর ‘আব্দুল কাদির আর রাযী, মুখতারুস সিহাহ (বৈরুত: দারুল কুতুবিল ‘ইলমিয়্যাহ,১৯৯৪ খ্রি.) পৃ.৩৬৩; আহমাদ বিন ফারিস বিন যাকারিয়া আবিল হুসাইন, মাকাইসুল লুগাহ (বৈরুত: দারুল ফিকর,১৯৭৯ খ্রি.) পৃ.২৭৬।

৯০ আল কুরআন, সূরা আয যারিয়াত, আয়াত-২৯।

৯১ মাজমাউল ফিকহিল ইসলামী আদ দাউলী, মুনাজ্জামাতুল মু‘তামারিল ইসলামী, সেশন ০৬-১১,১৯৮৮ খ্রি. জিদ্দা, সৌদি আরব, সিদ্ধান্ত নং ৩/৪/৩০, মাজিল্লাতু মাজমা‘য়িল ফিকহিল ইসলামী, সংখ্যা ৪৫, পৃ.১৮০৯।

Dhaka University Institutional Repository

মালয়েশিয়ায় চালু করা হয়। এ পদ্ধতিটি বড় কোনো প্রকল্পের শেয়ার কেনার পর উক্ত কোম্পানি কোনো বিনিয়োগকারীকে শেয়ারের বিপরীতে যে, ফাইন্যানসিয়াল সার্টিফিকেট প্রদান করে সে সার্টিফিকেটগুলোই সুকূক। উদাহরণ স্বরূপ সরকার ১০০ কোটি টাকা ব্যয়ে একটি সেতু নির্মাণ করতে যাচ্ছে অর্থাৎ সেতুর মূল্য ১০০ কোটি টাকা। এই ১০০ কোটি টাকা মূল্যের সেতুর মালিকানাকে ১০০ টি শেয়ারে ভাগ করা হলো। প্রতিটি শেয়ারের মূল্য হবে ১ কোটি টাকা। মালিকানার প্রতিটি শেয়ারের বিপরীতে ইস্যু করা হলো একটি করে ফাইন্যান্সিয়াল সার্টিফিকেট। আর তা একটি নির্দিষ্ট মোয়াদের (১০ বছরের) জন্য বাজারে বিক্রয়ের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করা হলো। এই শেয়ারগুলোর বিপরীতে ইস্যু করা ফাইন্যান্সিয়াল ইন্সট্রুমেন্টগুলোই হচ্ছে সুকূক। সুকূককে আধুনিক ব্যাংক ব্যবস্থার চেক এর সাথে তুলনা করা হয়। এমন একটি বিনিয়োগ পদ্ধতি যেখানে ইস্যুকারী ও বিনিয়োগকারী যৌথভাবে কোনো একটি বিনিয়োগ প্রকল্পের মালিক হন এবং প্রকল্প হতে উদ্ভূত মুনাফা বা ভাড়া তাদের মধ্যে আনুপাতিক হারে বণ্টন করে নেন। সুদভিত্তিক বন্ড ব্যবস্থার সুদমুক্ত একটি বিকল্প হিসেবে সুকূক ব্যবস্থা খুবই কার্যকর একটি অর্থনৈতিক কৌশল।[৯২] বাহরাইনে ও মালয়েশিয়ায় সুকূকভিত্তিক বিনিয়োগ পদ্ধতি চালু আছে। যেমন- সুকূক আল-সালাম, সুকূক আল-ইজারাহ ও সুকূক আল-মুরাবাহা।

১৩. ইসলামী ব্যাংকে বায়‘ তাওয়াররুক বিনিয়োগ ব্যবস্থায় ক্রয়-বিক্রয় নীতি

تورق শব্দটি **ورق** শব্দমূল থেকে এসেছে। যিনি تورق পদ্ধতিতে ক্রয়-বিক্রয় করেন তাকে **مستورق** বলে। যার অর্থ- দিরহাম বা রৌপ্য মুদ্রা যা বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এর পারিভাষিক সংজ্ঞায় Hasan Zulkifli বলেন: [৯৩]

"Tawarruq is the types of transaction where a person buys a commodity with adeferred payment then sells it to a third party other than the original seller for animmediate cash price. It is generally used to describe a transaction in which a Islamic bank sells a commodity to a customer on deferred payment at cost plus profit,

৯২ মোহাম্মদ হায়দার আলী মিঞা, তারল্য ব্যবস্থাপনায় শরী‘আহ ভিত্তিক পদ্ধতিসমূহ (ঢাকা: আইবিসি এফ, ২০১৮ খ্রি.), পৃ. ৩১-৩৩।

৯৩ Hassan, Zulkifli. 2009. æTawarruq: A Methodological Issue in Shariah Compliant Finance”. http://zulkiflihasan.wordpress.

Dhaka University Institutional Repository

and the customer then sells the commodity on a spot basis to a third party for cash."

কোনো দ্রব্য বাকিতে ক্রয় করে নির্দিষ্ট মেয়াদের পর পুনরায় নগদে বিক্রয় করা যার নেপথ্যে উদ্দেশ্য হলো অর্থ বৃদ্ধি করা। এ ধরনের লেনদেনকে তাওয়াররুক বলে। অর্থাৎ তাওয়াররুক হচ্ছে দুই দফা বিক্রয়ের একটি পদ্ধতি। যেমন কোনো কাস্টমারের নগদ ১০,০০০/-টাকার প্রয়োজন। উক্ত টাকা সে এক বছর পর পরিশোধ করতে পারবে। সে ব্যাংকে গেল। ব্যাংক তার কাছে ১২,০০০/-টাকা মূল্যের একটি ঘড়ি বিক্রয় করল এই শর্তে যে, সে এক বছর পর ঘড়ির মূল্য পরিশোধ করবে। যেহেতু ক্রয়সূত্রে ঘড়িটির মালিক এখন গ্রাহক নিজে তাই সে ঘড়িটি অন্যের কাছে বিক্রয় করে দিতে পারে তাহলে সে তার প্রয়োজনের টাকা পেয়ে যাবে। নগদ মূল্যে কেনার জন্য অন্য গ্রাহক অবশ্যই কম মূল্য দিতে চাইবে। কোনো ক্রেতা যদি নগদ ১০,০০০/-টাকায় ঘড়িটি কিনে নেয় তবে গ্রাহকের হাতে নগদ ১০,০০০/- টাকা চলে আসে এবং গ্রাহকের প্রয়োজন মিটে যায়। এই পদ্ধতির নাম হলো তাওয়াররুক পদ্ধতি।[৯৪]

১৪. বায়‘ আল-সাদাকাহ (بيع الصدقة) **ক্রয়-বিক্রয় বা লেনদেন পদ্ধতি**

সাদাকাহ বা সদকাহ (صدقة) বহুবচন (صدقات) ইহা একটি ইসলামী পরিভাষা। ‘সাদাকাহ’ শব্দটির সাধারণ বাংলা অর্থ হলো ‘দান’। ইমাম জুরজানী (র.) বলেন: “পারিভাষিক অর্থে সাদাকা বলা হয় এমন দানকে যার মাধ্যমে আল্লাহর নিকট সওয়াব আশা করা হয়।” (আত্ তা’রীফাত/১৩৭) ইবনে মানজুর (র.) বলেছেন,[৯৫] “সাদাকা বলা হয় যেটা দান করা হয় গরিব মিসকিনদের জন্য মহান আল্লাহ্‌র নিমিত্তে।” তবে শরীয়তে দান সাধারণত দুই ধরনের। একটি এমন দান যা বিশেষ কিছু শর্তে মুসলিম ব্যক্তির বিশেষ কিছু সম্পদ ফরয হয়, যা থেকে একটি নির্দিষ্ট অংশ দান করা তার ওপর অপরিহার্য হয়। এমন দানকে বলা হয় যাকাত। আর অন্য দানটি এমন যে, মুসলিম ব্যক্তিকে তা করতে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে কিন্তু তার ওপর অপরিহার্য করা হয়নি। এমন দানকে বলা হয় সাদাকা। তবে শরীআহর ভাষায় অনেক ক্ষেত্রে ফরয যাকাতকেও সাদাকা বলার প্রচলন আছে। কোনো সাদকায় সাতটি গুণ পাওয়া গেলে তা বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। যেমন– ১. সাদকা হালাল হওয়া, ২. নিজের প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও সাদকা করা, ৩. দ্রুত সাদকা করা, ৪. পছন্দনীয় বস্তু সাদকা করা, ৪. লুকিয়ে সাদকা করা, ৬. সাদকা দিয়ে তুলনা না দেওয়া এবং ৭. সাদকা গ্রহীতাকে কোনোভাবে কষ্ট না দেওয়া।।

---

৯৪ মোহাম্মদ হায়দার আলী মিঞা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩-৩৪।

৯৫ ইবন মানজুর, *লিসানুল আরব*, কায়রো: ২০০২, শব্দ ‘ط’ তোয়া, পৃ. ৩৩৭।

Dhaka University Institutional Repository

সমাজে বিভিন্ন স্তরের মানুষ বসবাস করে। কেউ ধনী আবার কেউ গরিব। ধনীদের উচিত গরীবদের সহযোগিতায় দানের হাত সম্প্রসারিত করা। সমাজের গরীব শ্রেণির লোকদের প্রতি দানশীলতা ও বদান্যতা প্রদর্শন করা একটি মহৎ কাজ। পবিত্র কুরআন ও হাদীসে এ বিষয়ের প্রতি বিশেষ তাগিদ রয়েছে। আল-কুরআনে বর্ণিত হয়েছে:[৯৬]

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ اَمَنُوْا أَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা স্বীয় উপার্জন থেকে এবং যা আমি তোমাদের জন্যে ভূমি থেকে উৎপন্ন করেছি, তা থেকে উৎকৃষ্ট বস্তু ব্যয় কর।"

দুনিয়ায় বিনিয়োগ করে যেমনি লাভ পাওয়া যায় তেমনি আখিরাতের লাভ হাসিল করার জন্যও আমাদেরকে আল্লাহর রাস্তায় বেশি বেশি সাদকা প্রদান করতে হবে। আল্লাহ তা'আলার পথে সদকা-খয়রাত করলে তা বহু গুণে পাওয়া যায়।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, [৯৭]

إِنَّ الْمُصَّدِّقِيْنَ وَالْمُصَّدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوْا اللهَ قَرْضاً حَسَناً يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيْمٌ

"নিশ্চয় দানশীল পুরুষ ও দানশীলা নারী এবং যারা আল্লাহ তা'আলাকে উত্তম ঋণ দান করে তাদেরকে দেওয়া হবে বহুগুণ বেশি সাওয়াব এবং তাদের জন্য রয়েছে অত্যন্ত সম্মানজনক মহা পুরস্কার।"

মহান আল্লাহ আরো বলেন, [৯৮]

الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلاَنِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُوْنَ

"যারা রাতে-দিনে গোপনে ও প্রকাশ্যে তাদের মাল-সম্পদ খরচ করে, তাদের জন্য তাদের প্রতিপালকের নিকট বদলা রয়েছে, তাদের কোনো ভয় নেই এবং তারা চিন্তিতও হবে না।"

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,[৯৯]

يَمْحَقُ اللهُ الْرِّبَا وَيُرْبِى الصَّدَقَاتِ وَاللهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيْمٍ

"আল্লাহ তা'আলা সুদকে বিলুপ্ত করেন এবং সাদাকাকে বৃদ্ধি করেন। আল্লাহ কোনো অবিশাসী পাপীকে পছন্দ করেন না।"

---

৯৬ আল কুরআন সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ২৬৭।

৯৭ আল-কুরআন, সূরা আল-হাদীদ, আয়াত-১৮।

৯৮ আল-কোরআন, সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ২৭৪।

৯৯ আল-কোরআন, সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ২৭৬।

Dhaka University Institutional Repository

নিজের প্রিয় বস্তু আল্লাহর পথে ব্যয় না করা পর্যন্ত কল্যাণ লাভ করা সম্ভব নয়।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,[১০০]

لَنْ تَنَالُواْ الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَ

"তোমরা তোমাদের প্রিয়বস্তু খরচ না করা পর্যন্ত কখনো পুণ্য লাভ করবে না।"

হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,[১০১]

مَنْ تَصَدَّقَ بِعَدْلِ تَمْرَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ وَلاَ يَقْبَلُ اللهُ إِلاَّ الطَّيِّبَ وَإِنَّ اللهَ يَتَقَبَّلُهَا بِيَمِيْنِهِ، ثُمَّ يُرَبِّيْهَا لِصَاحِبِهِ كَمَا يُرَبِّى أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ حَتَّى تَكُوْنَ مِثْلَ الْجَبَلِ.

"যে ব্যক্তি হালাল কামাই থেকে একটি খেজুর সমপরিমাণ সদকা করবে (আর আল্লাহ তা'আলা তো একমাত্র হালাল বস্তুই গ্রহণ করে থাকেন) আল্লাহ তা'আলা তা ডান হাতে গ্রহণ করবেন। অতঃপর তা তার কল্যাণেই বর্ধিত করবেন যেমনিভাবে তোমাদের কেউ একটি ঘোড়ার বাচ্চাকে সুন্দরভাবে লালন-পালন করে বর্ধিত করে। এমনকি আল্লাহ তা'আলা পরিশেষে সে খেজুর সমপরিমাণ বস্তুটিকে একটি পাহাড় সমপরিমাণ বানিয়ে দেন।"

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেন,[১০২] ما نقصت صدقة من مال "সাদাকা কোনো মালকে হ্রাস করে না।"

তাই আমাদের সকলের উচিত, ফরয যাকাত আদায়ের সাথে সাথে স্বল্প হলেও নফল সাদাকা দেওয়া এবং সাদাকা দেওয়ার অভ্যাস গড়ে তোলা। কারণ আমাদের প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন- অর্ধেক খেজুর সাদাকা করে হলেও জাহান্নাম থেকে বেঁচে থাক।

ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা শরী'আহ পরিচালিত জনকল্যাণমুখী একটি আর্থিক লেনদেনের প্রতিষ্ঠান। অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের দুই ধারার মাঝে ভারসাম্য রেখে সমাজে সাম্য ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আল কুরআন ও হাদীসের আলোকে ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করছে। ইসলামী ব্যাংকের সাথে গ্রাহকদের সম্পর্ক দাতা–গ্রহীতা বা খাতক–মহাজনের নয় বরং এ সম্পর্ক পারস্পারিক সহযোগিতা ও অংশীদারিত্বের। ইসলামী ব্যাংকগুলো এজন্য ক্ষুদ্র ও মাঝারিসহ বিভিন্ন পদ্ধতিতে বিনিয়েগের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের অংশ গ্রহণ নিশ্চিত করার মূলনীতি বাস্তবায়নের চেষ্টা করছে। বিনিয়োগ পদ্ধতিগুলোর মধ্যে

---

১০০ আল-কোরআন, আলে ইমরান, আয়াত: ৯২।

১০১ আবু আব্দিল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাইল ইবন ইব্রাহীম ইবন মুগীরা ইবন বরদিযবাহ আল-জু'ফী আল-বুখারী, সহীহ আল বুখারী (কায়রো: দার আশ শু'আব, ১৯৮৭ খ্রি.), হাদীস নং ১৪১০।

১০২ আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশাইরী আন-নিশাপুরী, সহীহ মুসলিম, ৪র্থ খণ্ড (বৈরুত: দারু ইহয়াউত তুরাসিল আরাবী, তা.বি.), পৃ. ২০০১, হাদীস নং: ২৫৮৮।

Dhaka University Institutional Repository

শিরকাত পদ্ধতিতে ইসলামী ব্যাংক ও গ্রাহকের সম্পর্ক অংশীদারিত্বের। প্রকৃত পণ্যের বেচাকেনার মাধ্যমে গ্রাহক ও ব্যাংকের মধ্যে ক্রেতা ও বিক্রেতার এবং ইজারা পদ্ধতিতে কারখানার মূলধনী যন্ত্রপাতি, যানবাহন, বাড়ি ইত্যাদির ভাড়া দাতা ও ভাড়া গ্রহীতারূপে ব্যাংক ও গ্রাহকের মধ্যে সম্পর্ক সৃষ্টি হয়। এ তিনটি পদ্ধতি মানুষের দীর্ঘ প্রচলিত স্বাভাবিক লেনদেন কার্যক্রমেরই প্রতিচ্ছবি। শিরকাতের ক্ষেত্রে গ্রাহকগণ মুদারাবা বা মুশারাকা পদ্ধতিতে ব্যবসায় অংশীদার হন। 'বায়' বা বেচাকেনার ক্ষেত্রে প্রকৃত পণ্যের ক্রেতা-বিক্রেতারূপে বায়' মুরাবাহা, বায়' আল মু'আজ্জাল, বায়' সালাম প্রভৃতি পদ্ধতিতে গ্রাহক ও ব্যাংক চুক্তি করেন। ইজারা পদ্ধতিতে ভাড়াটিয়া ও ভাড়া প্রদানকারীরূপে দুই পক্ষ কারবারে শরিক হন। ইসলামী ব্যাংক তার বেচাকেনা পদ্ধতিতে প্রকৃত পণ্যের ক্রয়-বিক্রয় নিশ্চিত করবে। এ লেনদেন সুদভিত্তিক বেচাকেনা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। ক্রয়-বিক্রয়ে বিনিয়োগকৃত উপরিউক্ত শরী'আহ পদ্ধতিসমূহ সুদমুক্ত ব্যাংক ব্যবস্থা আল কুরআন ও সুন্নাহ ভিত্তিক ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা ইসলামী সমাজ গঠনে বিশাল ভূমিকা পালন করবে।

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

ইসলাম আল্লাহ প্রদত্ত পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থার নাম। মানুষের অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানে ইসলামী বিধানের শ্রেষ্ঠত্ব অনস্বীকার্য। ইহজগত ও পরজগত উভয় জগতের সার্বিক নিশ্চিৎ কল্যাণ করাই হচ্ছে ইসলামী অর্থনীতির লক্ষ্য। ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা ইসলামী অর্থনীতির অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে দীর্ঘদিন সুপ্রতিষ্ঠিত। সুদভিত্তিক ব্যবস্থাকে চ্যালেঞ্জ করে ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা সমকালীন বিশ্বে অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে বিধায় অনেক অমুসলিম দেশও ইসলামী ব্যাংকিং চালু করেছে।

ইসলামী অর্থনীতি আল্লাহ প্রদত্ত কুরআন ও হাদীস নির্ভর বিধায় মানবরচিত অর্থ ব্যবস্থা হতে এটি অনন্য বৈশিষ্ট্য মন্ডিত। মহাগ্রন্থ আল-কুরআন ও সুন্নাহ হচ্ছে এর মূল ভিত্তি বা উৎস। সনাতন অর্থনীতি ও ইসলামী অর্থনীতির ক্ষেত্রে এটাই মৌলিক পার্থক্য। ইসলামী অর্থনীতির জ্ঞানের উৎস হলো-কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা, ক্বিয়াস ও ইজতিহাদ। ইজতিহাদের মাধ্যমে প্রাপ্ত সিদ্ধান্ত অবশ্যই ইজমার সিদ্ধান্তের পরিপন্থী হবে না। অনুরূপভাবে ইজমার সিদ্ধান্ত সমূহ সহীহ হাদীসের সিদ্ধান্তের পরিপন্থী হবে না; এবং আল-হাদীস হতে প্রাপ্ত সিদ্ধান্ত সমূহ আল-কুরআনের সুস্পষ্ট নির্দেশের পরিপন্থী হবে না। এই মূলনীতি হতে কোন ক্রমেই বিচ্যুত হওয়া চলবে না।

মানুষের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, আন্তর্জাতিকসহ প্রতিটি ক্ষেত্রেই আল্লাহ প্রদত্ত ও মহানবী (সা:) প্রদর্শিত জীবন বিধান অনুযায়ী মানুষের সার্বিক জীবনের কল্যাণ সাধনের লক্ষ্যে আল্লাহর দেয়া পার্থিব সম্পদকে যথাযথভাবে কাজে লাগিয়ে তা থেকে শরীয়াতের বিধান অনুযায়ী উৎপাদন, বন্টন ও ভোগ-ব্যবহার করার নামই হলো ইসলামী অর্থনীতি। মহানবী (সা.) ও খিলাফায়ে রাশেদার যুগে ইসলামের আর্থিক বিধি-বিধান বাস্তবায়নের মাধ্যমে সমাজে যে স্বচ্ছলতা ও সমৃদ্ধির সোনালী অধ্যায় সৃষ্টি হয়েছিল তা গোটা বিশ্বের জন্য অনুসরণযোগ্য উদাহরণ। ইসলাম এমন কিছু মূলনীতি দিয়েছে, যার ভিত্তিতে প্রতিটি যুগের উপযোগী বিধান রচনা করা যায়। মুসলিম বিশ্বের ফকীহগণ যুগে যুগে ইসলামের মূলনীতি অনুসরণ করে স্ব স্ব যুগের বিস্তারিত ও খুঁটিনাটি অর্থনৈতিক বিধান রচনা করেছিলেন। ফকীহগণ যে অর্থনৈতিক বিধান রচনা করেন, তা ইসলামের মূলনীতি থেকেই গৃহীত এবং ইসলাম নির্ধারিত চতু:সীমার মধ্যে তার অবস্থান। ইসলামী অর্থনীতির মূলনীতিগুলো, প্রধানত: আল-কুরআন ও সুন্নাহ এবং দ্বিতীয়ত: ইজমা ও ক্বিয়াস হতে উৎসারিত।

Dhaka University Institutional Repository

অষ্টাদশ শতাব্দীতে রাজনৈতিক উত্থান-পতনে মুসলমানদের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক নেতৃত্ব হাতছাড়া হয়ে যায়। মানব জাতির উন্নয়নে মুসলামানগণ যে সৃষ্টিধর্মী মূল্যবোধ জ্ঞান-বিজ্ঞান, কলা-কৌশল ও প্রতিষ্ঠান নির্মাণের যে শক্তিশালী ধারা সৃষ্টি করেছিল তা কয়েকশ' বছরের ইউরোপীয় উপনিবেশিক শাসনামলে বিপর্যস্ত হয়। পরিণতিতে মুসলমানগণ এ সময় ঔপনিবেশিক শাসনের শোষণ ও সাংস্কৃতিক যাঁতাকলে নিষ্পেষিত হয়েছে। কারণ, ওই সময়ে মুসলিম জাহানের গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলগুলো ঔপনিবেশিক শাসনের শোষণ ও সাংস্কৃতিক যাঁতাকলে নিস্পেষিত হয়েছে। উপনিবেশিক শাসনের কবলে পতিত সমসাময়িক মুসলিম সমাজ কম-বেশি ইসলাম থেকে বিচ্যুত হয়েছে। ফলে মানব জাতির মানবীয় উন্নয়নও ব্যাহত হয়েছে। অবশ্য এই বিপর্যয়ের জন্য মুসলমানরা নিজেরাও অনেকখানি দায়ী। এতদসত্ত্বেও অর্থনৈতিক আচরণ সংক্রান্ত ইসলামের মৌলিক মূল্যবোধ ও বিধিবিধান যথা-যাকাত প্রদান, ওয়াক্ফ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা, সুদবিহীন ঋণ দান, ইসলামের উত্তরাধিকার আইন প্রয়োগের মাধ্যমে সম্পদের সুষম বন্টন, সব সম্পদের ওপর আল্লাহর সার্বভৌমত্ব ঘোষণাকারী পবিত্র কোরআনের আয়াত থেকে সৃষ্ট আন্তর্জাতিক আর্থ-সামাজিক মুল্যবোধ এবং এমনি আরও অনেক বিষয় মুসলিম সমাজের তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত বংশপরম্পরায় টিকে আছে।

বর্তমান সমাজে ইসলামী ব্যাংকিং মুসলমানদের জীবনের একটি বিরাট সমস্যা থেকেই উদ্ভূত। প্রথাগত ব্যাংকিং ব্যবস্থা মুসলমানদের জন্য তথা সমগ্র মানব জাতির জন্য কোন কল্যাণকারী প্রতিষ্ঠান নয়। বরং মুসলমানদের জন্য এক চরম সমস্যা ও ভাবনার কারণ। এর অন্যতম কারণ হলো সুদ। এই সমস্যা হতে উত্তরণের জন্য সুদী ব্যাংকের বিকল্প প্রতিষ্ঠান দাঁড় করানোর প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়, যার দ্বারা মানুষ সুদের ভয়াবহতা থেকে নিষ্কৃতি পেতে পারে। মুসলমানদের ইসলামী চেতনাবোধ থেকে ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থার সূচনা হয় ঊনবিংশ শতাব্দীর ষাট দশকের দিকে।

বর্তমান বিশ্বব্যাপী যেমন ইসলামী ব্যাংকিংয়ের অগ্রযাত্রা আশার সঞ্চার করেছে অন্যদিকে অনেক মানুষ অজ্ঞতাবশত ইসলামী ব্যাংকের বিরুদ্ধে নানা বিভ্রান্তি সৃষ্টি করছে। মূলত: ইসলামী ব্যাংকের সাথে প্রচলিত ব্যাংকের পার্থক্য অনুধাবন করতে না পারার কারণেই এমন হচ্ছে। অপরদিকে পরিতাপের বিষয় হল, জনসাধারণের চাহিদা ও জনপ্রিয়তার প্রেক্ষিতে বেশ কটি ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হলেও শরীয়াহ'র যথাযথ মান রক্ষা করে ব্যাংক পরিচালনায় তারা অনেক ক্ষেত্রে আশানুরূপভাবে সফল হতে পারছে না। শরীয়াহভিত্তিক ব্যাংক পরিচানায় অভিজ্ঞ জনশক্তির

Dhaka University Institutional Repository

অভাব, কর্মরত জনশক্তির মাঝে ইসলামী শরীয়াহর জ্ঞানের স্বল্পতা, গ্রাহকদের পর্যাপ্ত জ্ঞানের অভাব, সামাজিক ও নৈতিক সমস্যা এবং শরীয়াহ সুপারভাইজারী বোর্ডের সদস্যগণের শরীয়াহ ব্যাংকিং সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞানের অভাব এবং ব্যাংকগুলোর শরীয়াহ পরিপালনে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নজরদারির ক্ষেত্রে শিথিলতা ইত্যাদি এই অসফলতার জন্য দায়ী। ইসলামী শরীয়াহর নীতিমালার সঙ্গে ইসলামী ব্যাংকগুলো সকল কার্যকলাপের সামঞ্জস্য নিশ্চিত করার জন্য ইসলামী বিশেষজ্ঞ, উলামা ও জুরিদের সাথে যোগাযোগ ও মতামত গ্রহণ করা জরুরি। যারা ব্যাংকগুলোর কার্যক্রম পরীক্ষা-নিরীক্ষা করবেন। অন্যথায় শরীয়াহ'র নীতিমালা থেকে ইসলামী ব্যাংকগুলো বিচ্যুত হওয়ার আশংকা থেকে যাবে। শরীয়াহ বোর্ডের সদস্যগণ অবিরাম তাদের তত্ত্বাবধান ও পর্যবেক্ষণ চালু রাখবেন। এ ব্যাপারে কোনো অবহেলার সুযোগ নেই। নামে মাত্র শরীয়া বোর্ড থাকলে চলবে না। শরীয়াহ পালনে ব্যাংকগুলোর গাফলতি পরিলক্ষিত হলে শরীয়াহ বোর্ড কর্তৃক ব্যবস্থা নিতে হবে। এছাড়া ব্যাংকের সকল কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ ও তদারকির ক্ষেত্রে শরীয়াহ কাউন্সিলের পূর্ণ-স্বাধীনতা অনস্বীকার্য।

"আল-কুরআন ও হাদীসের আলোকে ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা : একটি পর্যালোচনা" শীর্ষক গবেষণা কর্মের অভিসন্দর্ভ রচনা করতে গিয়ে আমি ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা বিষয়গুলো কোথাও সংক্ষিপ্ত আবার কোথাও বিস্তারিতভাবে আলোচনা তুলে ধরার প্রয়াস পেয়েছি। এতে ৬টি অধ্যায়ে বায়তুল মাল ও ইসলামী ব্যাংকিং-এর যোগসূত্র, ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠা ও প্রয়োগ, প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ, নিষিদ্ধ সুদ (ربا) ও প্রচলিত ব্যাংকব্যবস্থায় সুদ, ইসলামী ব্যাংকের আমানত ব্যবস্থা ও বিনিয়োগ ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থায় দৃষ্টিভঙ্গি ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা, কিয়াস এবং ইসলামী মনীষী ও অর্থনীতিবিদদের মতামতকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। আলোচ্য গবেষণাকর্মটি ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা সম্পর্কে পাঠককে অবহিত হতে সহায়ক হবে বলে আমার বিশ্বাস।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জি

ক্রমিক নং	লেখকের নাম	গ্রন্থের নাম	প্রকাশনা সংস্থার নাম
১.	আল-কুরআনুল কারীম		
২.	আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল বুখারী	সহীহ বুখারী	ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ২০০৭ খ্রি.।
৩.	মাওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম	ইসলামী অর্থনীতির রূপরেখা	ন্যাশনাল পাবলিশার্স ঢাকা ১৯৬৯।
৪.	মাওলানা মুশাহিদ আলী, এ এস এম ওমর আলী অনূদিত	ইসলামের রাষ্ট্রীয় ও অর্থনৈতিক উত্তরাধিকার	ই ফা বা, ঢাকা, ১৯৮০।
৫.	গবেষণা বিভাগ সম্পাদিত	ইসলামী অর্থনীতি	ই ফা বা, ঢাকা, ২০০৪।
৬.	এ জেড এম শামসুল আলম	ইসলামী অর্থনীতির রূপরেখা	ই ফা বা, ঢাকা, ২০০৫।
৭.	আবুল ফাতাহ মুহাম্মদ ইয়াহইয়া	ইসলামী অর্থনীতির আধুনিক রূপায়ন	জনতা পাবলিকেশন্স, ঢাকা ২০০৩।
৮.	সাইয়্যেদ আবুল আ'লা মওদুদী	ইসলামী অর্থনীতি	মওদুদী একাডেমী, ঢাকা ১৯৯৭।
৯.	সাইয়্যেদ আবুল আ'লা মওদুদী	ইসলাম ও আধুনিক অর্থনৈতিক মতবাদ	আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা ১৯৭৬।
১০.	সাইয়্যেদ আবুল আ'লা মওদুদী	সুদ ও আধুনিক ব্যাংকিং	আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা ১৯৭৯।
১১.	মাওলানা আবদুল আলী	ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা	ইসলামী সংস্কৃতিক কেন্দ্র, ফরিদপুর, ই. ফা. বা. ১৯৮০।
১২.	ড. মো. আবু বকর সিদ্দীক	ইসলামী বীমা (তাকাফুল) এর প্রায়োগিক নীতিমালা	সানলাইফ ইনসিওরেন্স কোম্পানী লি. শরী'আহ্ কাউন্সিল প্রকাশিত, এপ্রিল ২০১০।
১৩.	মাওলানা শামছুল হক	তেজারতের ফজিলত	এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ঢাকা ১৯৮০।
১৪.	ইরফান মাহমুদ রানা অনু. জয়নুল আবেদীন মজুমদার	হযরত উমর (রা.) এর শাসনামলে অর্থব্যবস্থা	ই ফা বা, ঢাকা, ১৯৯০।
১৫.	ড. মাহমুদ আহমদ	টাকার গন্ধ	আহসান পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ২০০৯।
১৬.	এমরান এন. হোসাইন	ইসলামে রিবা নিষেধ করার	মহিউদ্দিন আহমেদ প্রকাশিত

Dhaka University Institutional Repository

ক্রমিক নং	লেখকের নাম	গ্রন্থের নাম	প্রকাশনা সংস্থার নাম
		গুরুত্ব	সিকাগো ইউএসএ ২০০১।
১৭.	মো: হেদায়েত উল্লাহ	ইসলামী অর্থনীতি ও ব্যাংকিং	লেখক কর্তৃক প্রকাশিত ঢাকা ২০০৭।
১৮.	মুহাম্মদ মুবারক হসেইন	ইসলামী ব্যাংকিং: নীতিমালা ও প্রয়োগ	সপ্তপদী প্রকাশনী, ঢাকা ২০০৭।
১৯.	ড. মাহাবুব উল্লাহ	অর্থনীতি চলতি প্রসঙ্গ	অ্যাডর্ন পাবলিকেন্স, ঢাকা ২০০৫।
২০.	আবদূল মান্নান তালিব	বাংলাদেশে ইসলাম	বিআইসি, ঢাকা, ১৯৮০ খৃ.।
২১.	রমেশ চন্দ্র মজুমদার	বাংলাদেশের ইতিহাস (মধ্যযুগ)	ঢাকা ১৯৭৮ খৃ.।
২২.	মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম	হাদীস সংকলনের ইতিহাস	ই ফা বা, ঢাকা, (৪র্থ সংস্করণ), ১৯৮৬ খৃ.।
২৩.	মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম	ইসলামের অর্থনীতি	খায়রুন প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৭৭।
২৪.	মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম	ইসলামী অর্থনীতির বাস্তবায়ন	ই ফা বা, ঢাকা, ১৯৮০।
২৫.	মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম	সুদমুক্ত অর্থনীতি	ই ফা বা, ঢাকা, ১৯৮৫।
২৬.	এ. কে. এম. মহিউদ্দিন	চট্টগ্রামে ইসলাম	ই ফা বা, ঢাকা, ১৯৯৬ খৃ.।
২৭.	মাহবুবুর রহমান	মুসলিম বাংলার অভ্যুদয়	তৌহিদ ফাউন্ডেশন, ঢাকা, ১৯৮৮ খৃ.।
২৮.	ড. ইউসুফ উদ্দীন মুহাম্মদ আব্দুল মতিন জালালাবাদী অনূদিত	ইসলামের অর্থনৈতিক মতাদর্শ ১ম খ.	ই ফা বা, ঢাকা, ১৯৮০ খৃ.।
২৯.	ড. ইউসুফ উদ্দীন (মুহাম্মদ আব্দুল মতিন জালালাবাদী অনূদিত)	ইসলামের অর্থনৈতিক মতাদর্শ ২য় খৃ.	ই ফা বা, ঢাকা, মে, ২০০৫ খৃ.।
৩০.	ড. আব্দুল করিম	চট্টগ্রামে ইসলাম	ইসলামী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, চট্টগ্রাম, ১৯৮০ খৃ.।
৩১.	মুফতী মুহাম্মদ তাকী উছমানী	সুদ নিষিদ্ধ পাকিস্তান সুপ্রীম কোর্টের ঐতিহাসিক রায়	ইসলামিক ইকোনমিক্স রিসার্চ ব্যুরো, ২০০৮ খৃ.।
৩২.	Muhammad Taqi Usmani	An Introduction to Islamic Finance	Idaratul Ma'arif, Karachi, Pakistan, May, 2000
৩৩.	মুফতী মুহাম্মদ তাকী উছমানী	ইসলামী ব্যাংকিং ও অর্থায়ন পদ্ধতি: সমস্যা ও সমধান	মাকতাবাতুল আশরাফ, ঢাকা, এপ্রিল ২০০৭
৩৪.	মাওলানা হিফজুর রহমান	ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা	ই ফা বা, ঢাকা, ২০০০।

Dhaka University Institutional Repository

ক্রমিক নং	লেখকের নাম	গ্রন্থের নাম	প্রকাশনা সংস্থার নাম
৩৫.	অধ্যাপক মুহাম্মদ শরীফ হুসাইন	ইসলামী ব্যাংকিং : একটি উন্নতর ব্যাংক ব্যবস্থা	ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, জনসংযোগ বিভাগ প্রকাশিত, ঢাকা, ১৯৯৬।
৩৬.	অধ্যাপক মুহাম্মদ শরীফ হুসাইন	সুদ সমাজ অর্থনীতি	ইসলামিক ইকোনমিকস রিসার্চ ব্যুরো, ঢাকা, এপ্রিল ১৯৯২
৩৭.	মাওলানা মো. ফজলুর রহমান আশরাফী	ইসলামে ব্যবসা বাণিজ্য ও ব্যাংকিং এর রূপরেখা	মাহমুদা রহমান প্রকাশিত, রামপুরা, ঢাকা, ১৯৯৬।
৩৮.	মাওলানা মো. ফজলুর রহমান আশরাফী	সুদ ও ইসলামী ব্যাংকিং, কি ও কেন- কিভাবে	মাহিন পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ১৯৯৮।
৩৯.	এ.এ. এম হাবীবুর রহমান	ইসলামী ব্যাংকিং	হেলেনা পারভীন রীনা প্রকাশিত, ঢাকা, ২০০১।
৪০.	তাজুল ইসলাম ও আবু তাহের মোহাম্মদ সালেহ	ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা	ইসলামিক ইকোনমিক্স রিসার্চ ব্যুরো, ১৯৮৪ খৃ.।
৪১.	আবদুর রকীব ও শেখ মোহম্মদ	ইসলামী ব্যাংকিং : তত্ত্ব প্রয়োগ পদ্ধতি	আল আমিন প্রকাশন, ঢাকা, এপ্রিল ২০০৪।
৪২.	Abdur Raquib	Principle & Practice of Islamic Banking	Panam Press Ltd., Dhaka, February, 2007
৪৩.	আর এ হাওলাদার ও সৈয়দ আশরাফ আলী	ব্যাংক এবং আর্থিক ব্যবস্থা	আত্মপ্রকাশ, ঢাকা ২০০৭।
৪৪.	ইকবাল কবীর মোহন	আধুনিক ব্যাংকিং	কামিয়াব প্রকাশন, ঢাকা ২০০৩।
৪৫.	ইকবাল কবীর মোহন	ইসলামী অর্থনীতি ও ব্যাংকিং	প্রিন্সিপাল পাবলিশার্স, ঢাকা, ২০০৮।
৪৬.	মো. ফখরুল ইসলাম খাঁন ও অন্যান্য	মৌলিক অর্থসংস্থান	আজিজিয়া বুক ডিপো, ঢাকা ২০০৫।
৪৭.	খোন্দকার ইব্রাহিম খালেদ	ব্যাংকিং সংস্কার ও ব্যবস্থাপনা	মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০০৩।
৪৮.	মোহাম্মদ আবদুল মান্নান	ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা	সেন্ট্রাল শরী'আহ্ বোর্ড ফর ইসলামিক ব্যাংকস অব বাংলাদেশ, ঢাকা ২০০৮।
৪৯.	মোহাম্মদ আবদুল মান্নান	বাংলা ও বাংগালী: মুক্তি সংগ্রামের মূলধারা	সৃজন প্রকাশনী, ঢাকা ১৯৯২।
৫০.	মোহাম্মদ আবদুল মান্নান	আমাদের জাতিসত্তার বিকাশধারা	দারুস সালাম পাবলিকেশন্স,

Dhaka University Institutional Repository

ক্রমিক নং	লেখকের নাম	গ্রন্থের নাম	প্রকাশনা সংস্থার নাম
			১৯৯৮।
৫১.	ড. ইউসুফ আল-কারাদাভী	ইসলামী ব্যাংকিং-এ মুরাবাহা	সেন্ট্রাল শরী'আহ্ বোর্ড ফর ইসলামিক ব্যাংকস অব বাংলাদেশ, ঢাকা ২০০৯।
৫২.	ড. ইউসুফ আল-কারাদাভী	ইসলামে দারিদ্রা বিমোচন	সেন্ট্রাল শরী'আহ্ বোর্ড ফর ইসলামিক ব্যাংকস অব বাংলাদেশ, ঢাকা ২০০৮।
৫৩.	ড. ইউসুফ আল-কারাদাভী	দারসুল কলম	কুয়েত ১৯৮৪।
৫৪.	মুহাম্মদ কামারজ্জামান	আধুনিক বিশ্বে ইসলাম	শতাব্দী প্রকাশনী, ঢাকা, অক্টোবর, ২০০৯।
৫৫.	প্রফেসর ড. হোসাইন হোসাইন শিহাতা, অনুদিত-মুহাম্মাদ শামসুদ্দোহা	ইসলামী ব্যাংকিং-এ মুরাবাহা বিনিয়োগ করণীয় ও বাস্তবতা	সেন্ট্রাল শরী'আহ্ বোর্ড ফর ইসলামিক ব্যাংকস অব বাংলাদেশ, ঢাকা, জুন, ২০১০।
৫৬.	শাহ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান	ইসলামী ব্রাংকিং: বৈশিষ্ট্য ও কর্ম পদ্ধতি	বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ঢাকা, এপ্রিল ২০০৯।
৫৭.	শাহ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান	ইসলামী অর্থনীতি নির্বাচিত প্রবন্ধ	দি রাজশাহী স্টুডেন্ট'স ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশন, রাজশাহী, সেপ্টেম্বর, ১৯৯৬।
৫৮.	মুহাম্মাদ সামসুদ্দোহা	ইসলামী ব্যাংকিং সম্পর্কে বহুল প্রচলিত ভুল ধারণা	ইন্টিগ্রেটেড এডুকেশন এন্ড রিসার্চ ফাউন্ডেশন, ঢাকা, মার্চ, ২০০৪।
৫৯.	এ.কে.এম. ফজলুল হক ও আবদুল গোফরান	ইসলামী ব্যাংকিং : নীতিমালা ও কর্ম পদ্ধতি	লুৎফুন্নেছা হক ও ফরিদা ইয়াসমিন প্রকাশিত, ঢাকা, ১৯৮৭।
৬০.	এ. জেড. এম. শামসুল আলম	ইসলামী ব্যাংকিং	মুহাম্মদ ব্রাদার্স বাংলাবাজার, ঢাকা, ১৯৯৯।
৬১.	ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড	ইসলামী ব্যাংকিং মাসায়েল ও ফতওয়া (১৯৮৩-২০০১)	ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড শরী'আহ্ কাউন্সিল সচিবালয় প্রকাশিত, ঢাকা, সেপেটম্বর ২০০২।
৬২.	ফজলুর কাদের কাদেরী	ব্যাংকিং পদ্ধতি ও সম্পর্কিত আইনাবলী	ফয়জুল কাদের প্রকাশিত, ১৩২/১, জাহানারা গার্ডেন, ঢাকা, ১১ আগষ্ট ২০০৫।

Dhaka University Institutional Repository

ক্রমিক নং	লেখকের নাম	গ্রন্থের নাম	প্রকাশনা সংস্থার নাম
৬৩.	ড. এ. আর. খান	ব্যাংক ব্যবস্থাপনা	রূবী পাবলিকেশন্স, ঢাকা, জানুয়ারী, ২০০০।
৬৪.	মো. মুখলেছুর রহমান	ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে শরী'আহ্ বোর্ড	সেন্ট্রাল শরী'আহ্ বোর্ড ফর ইসলামিক ব্যাংক্স অব বাংলাদেশ ৫৫/বি পুরানা পল্টন, ঢাকা, জুন ২০০৪।
৬৫.	মো. মুখলেছুর রহমান	ব্যাংকিং কার্যক্রমে শরী'আহ্ পরিপালন করণীয় ও বর্জনয়ি	সেন্ট্রাল শরী'আহ্ বোর্ড ফর ইসলামিক ব্যাংক্স অব বাংলাদেশ, ৫৫/বি পুরানা পল্ট, ঢাকা, মার্চ ২০১০।
৬৬.	অজয় দাশগুপ্ত	বাংলাদেশে ব্যাংকিংয়ের তিন দশক	আগামী প্রকাশনী, ৩৬ বাংলাবাজার, ঢাকা, ২০০১।
৬৭.	আব্দুদ্দাইয়ান মুহাম্মদ ইফনুছ	ইসলামের দৃষ্টিতে ব্যবসা, কোম্পানি ব্যবস্থাপনা ও মুসলিম ব্যবসায়ীদের ভিশন	কামিয়াব প্রকাশন লিমিটেড, জুন ২০০৯।
৬৮.	শাহ আব্দুল হান্নান	ইসলামী অর্থনীতি দর্শন ও কর্ম কৌশল	আল আমীন প্রকাশন, এপ্রিল ২০০২।
৬৯.	মুহাম্মদ আকরাম খান	মহানবীর (স.) অর্থনৈতিক শিক্ষা	বিআইসি, ঢাকা, মে ২০০৮।
৭০.	ড. এম. ওমর চাপড়া	নতুন অর্থ ব্যবস্থার সন্ধানে	মরিয়ম খানম প্রকাশিত, ২৩০, নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা, ডিসেম্বর ২০০৯।
৭১.	ড. এম. ওমর চাপড়া অনুবাদঃ মুহাম্মদ শরীফ হুসাইন	ইসলামী অর্থনীতিতে ব্যাংক ব্যবস্থা ও মুদ্রানীতির রূপরেখা	ইসলামিক ইকোনমিক্স রিসার্চ ব্যুরো, ১৬৬ পুরানা পল্টন, ঢাকা, মে ২০০৯।
৭২.	ড. এম. নাজাতুল্লাহ সিদ্দিকী	শরী'আতের দৃষ্টিতে অংশীদারী কারবার	ই ফা বা, ঢাকা, জুন ১৯৮৩।
৭৩.	Dr. A. R. Khan	Bank Management	Ruby Publications, Dhaka, 2008.
৭৪.	Shah Abdul Hannan	Law, Economics and History	The Print master, Dhaka, June 2003
৭৫.			
৭৬.	Dr. M. Kabir Hassan	The Bangladesh Economy in the 21st	IBBL, Dhaka, 2003.

Dhaka University Institutional Repository

ক্রমিক নং	লেখকের নাম	গ্রন্থের নাম	প্রকাশনা সংস্থার নাম
		Century	
৭৭.	Saad Abdul Sattar Al-Haran	Islamic Finance: Partnership Financing	Pelanduk Publication, Malaysia, 1996.
৭৮.	Shahid Hasan Siddiqui,	Islamic Banking	Royal Book Company, Karachi, Pakistan, 1994.
৭৯.	Fuad Al-Omar & Mohammed Adbel-Haq	Islamic Banking: Theory, Practice & Challenges	Oxford University Press, Karachi, 1996.
৮০.	Dr. Ataul Haque	Readings in Islamic Banking	Islamic Foundation bangladesh, Dhaka, 1987.
৮১.	Dr. Mohammad Haider Ali Miah	A way to Islami Banking Customs & Practice	Published By Sahera Haider, Dhaka 2008.
৮২.	Mohammed Obaidullah	Islamic Financial Services	Islamic Economics Research Center, King Abdul Aziz University, Jeddah, K.S.A 2005.
৮৩.	F. Vogel and S. Haycs	Islamic Law and Finance- Religion, Rishk and Return	Kluer Law International, Singapore, 1998.
৮৪.	Dr. M. A. Mannan	The Making of Islamic Economic Society	International Association of Islamic Banks, Cairo, Egypt, and International Institute for Islamic Banking and Economics, Turkish Federated State of Kibris, (Turkish Cyprus), 1984.
৮৫.	Dr. M. A. Mannan	Islamic Banking:	Islamic Economics

Dhaka University Institutional Repository

ক্রমিক নং	লেখকের নাম	গ্রন্থের নাম	প্রকাশনা সংস্থার নাম
		Theory and Practice	Bureau, Dhaka, 1983.
৮৬.	Dr. M. A. Mannan	Economic Development and Social Peace in Islam	London: Taha Publishers, 1990.
৮৭.	Dr. Anwar Iqbal Qureshi	Islam and the theory of Interest	Ashraf Publications, Lahore, Pakistan, 1974.
৮৮.	Syed Nawab Haider Naqvi & Ashgar Qadir	A Model of a Dynamic Islamic Economy and the institution of Interest	Pakistan Institute of Development Economics, Islamabad, Pakistan, 1986.
৮৯.	Mohammad Uzair	An Outline of an Interest-less Banking	Raihan Publications, Karachi, Pakistan, 1995.
৯০.	Prof. Dr. Abdul Hamid Ghazali	Profit versus Bank Interest in Economic Analysis and Islamic Law	Islamic Development Bank, Islamic Research and Training Institute, Islamic Economics Translation Series No. 2 Jeddah, KSA 1987.
৯১.	Syed Hamed Abdul Rehman Alkaff	Organization of the Credit Operations under the Islamic Banking system	Islamic Research Academy, Karachi, Pakistan, 1982.
৯২.	Manazir Ahsan Gilani	Introduction to Islam and the Theory of Interest	Ashraf Publications, Lahore, Pakistan, 1974.
৯৩.	Muhammad Akram Khan	An Introduction to Islamic Economics	IIIT & Institute of Policy Studies, Islamabad, 1994.
৯৪.	Dr. Monzer Kahf	The Islami Economy	MSA, USA
৯৫.	Syed Sulaiman Nadvi	Islam and the Theory of	Shibli Academy,

Dhaka University Institutional Repository

ক্রমিক নং	লেখকের নাম	গ্রন্থের নাম	প্রকাশনা সংস্থার নাম
		Interest	Azamgarh, India, 1963.
৯৬.	Dr. M. Umar Chapra	Islam and Economic Challenge	The Islami Foundation, UK and IIIT, 1992.
৯৭.	Dr. M. Umar Chapra	Islam and Economic Development	IIIT, 1981.
৯৮.	Dr. M. Umar Chapra	Money and Banking in an Islamic Framework	The Islamic Foundation, UK and IIIT, 1991.
৯৯.	Dr. M. Umar Chapra	The future of Economics: An Islamic Perspective	The Islamic Foundation. Leicester, UK, 2000.
১০০.	Dr. M. Umar Chapra	Towards a Just monetory System	The Islami Foundation, Leicester, UK, 1985.
১০১.	Dr. M. Umar Chapra	Muslim Civilization: The Causes of Decline and the Need for Reform	The Islami Foundation, Leicester, UK, 2008.
১০২.	Dr. M. Umar Chapra	The Islamic Vision of Development in the Light of the Maqasid Al-Shariah	Islamic Research and Training Institute, IDB, Jeddah, 2008.
১০৩.	Dr. Khurshed Ahmed	Studies in Islamic Economics	The Islamic Foundation Leicester, UK, 1980.
১০৪.	Dr. Khurshed Ahmed	Economic Development in an Islamic Framework	The Islamic Foundation Leicester, UK, 1980.
১০৫.	Dr. M. Ncjat Ullah Siddiqi	Islamic Economics and Finance	Institute of Islamic Banking and Insurance, London, UK, 1995.
১০৬.	Dr. M. Nejat Ullah Siddiqi	Banking Without Interest	The Islamic

Dhaka University Institutional Repository

ক্রমিক নং	লেখকের নাম	গ্রন্থের নাম	প্রকাশনা সংস্থার নাম
			Publications Ltd. Lahore, Pakistan, 1967.
১০৭.	Dr. M. Nejatullah Siddiqi	Issues in Islamic Banking	Islamic Foundation, Leieester UK, 1983.
১০৮.	M. Fahim Khan	Human Resource Mobilization through the Profit-Loss sharing Based financial system	IDB/IRTI, Jeddah, K.S.A 1992
১০৯.	M. Fahim Khan	Essays in Islamic Economics	Islamic Foundation, Leicester, UK, 1995.
১১০.	Dr. Sami Hasan Homoud	Islamic Banking	Arabian Information, London, UK, 1985.
১১১.	Dr. Abdul Hamid Abu Sulayman	The theory of the Economics of Islam: The Economics of Tawhid and Brotherhood	MSA, USA, 1976.
১১২.	Waqar masood Khan	Towards an Interest-Free Islamic Economics system	The Islamic Foundation, Leicester, UK, 1985.
১১৩.	Syed Abul Ala Maududi	Sud/Interest	Islamic Publication Ltd. Lahore, Pakistan, 1961.
১১৪.	Dr. S. A. Hasanuz-Zaman	Islamic Law & Finance	Institute of Islamic Banking and Insurance, London, UK, 1995.
১১৫.	Mohsin H. Khan & Dr. Abbas Mirakhor	Islamic Banking Experiences in the Islamic Republic of Iran and Pakistan	IMF Working Paper No. wp/89/2, Washington DC, USA 1989.
১১৬.	Burhan Uddin Abdul Hassan Ali bin Abu Bakr Al	Al Hedaya (Commentary on the Islamic Laws)	Islamic Book Trust, Delhi, India, 1982.

Dhaka University Institutional Repository

ক্রমিক নং	লেখকের নাম	গ্রন্থের নাম	প্রকাশনা সংস্থার নাম
	Faragani, Translated by Charles Hamilton		
১১৭.	Dr. Ausaf Ahmed	Development and Problems of Islamic Banks	IRTI, IDB, Jeddah.
১১৮.	Dr. Ausaf Ahmed	The Evolution of Islamic Banking	Institute of Islamic Banking and Insurance, London, UK, 1995.
১১৯.	Dr. Abbas Mirachor	Theory of an Islamic Financial System	Institute of Islamic Banking and Insurance, London, UK, 1995.
১২০.	Irfan Ul Haq	Economic Doctrines of Islam	IIIT, 1996.
১২১.	Rafik Issa Beekum	Islamic Business Ethics	IIIT, 1981.
১২২.	Mohammad Arif	Islami Banking	IIIT, 1988.
১২৩.	Zaidi Sattar (Edited)	Resource Mobilization and Investment in an Islamic Economic Framework	The Association of Muslim Social Scientists & IIIT, Herndon, Virginia, USA, 1992.
১২৪.	Dr. M. Kabir Hasan (chief editor)	Text Book on Islamic Banking	IERB, June 2003
১২৫.	Dr. M. Kabir Hasan	Federal Shariat Court Judgment on Interest (Riba)	P.L.D. Publishers, Lahor 1992.
১২৬.	Mohd. Tariqullah Khan	Practices and Performance of Mudaraba Companies	IRTI, IDB, 1996.
১২৭.	Mohd. Tariqullah Khan	Principles and Modes of Islamic Fanance	Islamic Foundation, U.K. 1998.
১২৮.	S.A. Siddiqi	Public Finance in Islam	Adam Publishers & Distributors, New Delhi, 1982.

Dhaka University Institutional Repository

ক্রমিক নং	লেখকের নাম	গ্রন্থের নাম	প্রকাশনা সংস্থার নাম
১২৯.	Abdullah bin Abdul Aziz bin Aqil	Towards the Islamic Financial System	Published by Al-Rajhi Banking and Investment Corporation, KSA, 1992.
১৩০.	Habib Shirazi	Islamic Banking	Botterworths, London, UK, 1990.
১৩১.	John R. Preslcy	The Islamic Financial system and Banking: Some Theoretical Considerations	International Centre for Islamic Studies, Beckenham, UK, 1988.
১৩২.	Abdul Jabbar Khan	Non Interest Banking in Pakistan	Royal Book Company, Karachi, Pakistan, 1991.
১৩৩.	L.R. Chowdhury	A Dictionary of Banking and Finance	Published by L.R. Chowdhury, 139 Azimpur Road, Dhaka, 2005.
১৩৪.	L.R. Chowdhury	A Handbook of Bank's Advances	Fair Corporation, Dhaka 1983.
১৩৫.	Bureau Islamic Economics Researsh	Thoughts on Islamic Economics	IERB, Dhaka, August 1980.
১৩৬.	Islamic Economics Researsh Bureau	Thoughts on Islamic Banking	IERB, Dhaka, February 1982.
১৩৭.	Islamic Economics Researsh Bureau	Dimension of Development in Islam	IERB, Dhaka, September 1991.
১৩৮.	Islamic Economics Researsh Bureau	Islamic Banking and Insurance	IERB, Dhaka, August 1990.
১৩৯.	Islamic Economics Researsh Bureau	Towards An Islamic Common Market	IERB, Dhaka, 1996.
১৪০.	Farhad Nomani & Ali Rahnema	Islamic Economci Systems	London & New Jerscy: Zed Books Ltd, 1994.
১৪১.	S.M. Hassan-uz-Zaman	The Economic	Karachi: International

Dhaka University Institutional Repository

ক্রমিক নং	লেখকের নাম	গ্রন্থের নাম	প্রকাশনা সংস্থার নাম
		Functions of the Early Islamic State	Islamic Publishers, 1981.
১৪২.	M.A. Khan	Islamic Economics	Leicester: The Islamic Foundation UK, 1983.
১৪৩.	A.A. Maududi	Economic Systems of Islam	Lahore: Islamic Publications, 1984.
১৪৪.	N.H.Naqvi	Ethics and Economics: An Islamic Synthesis	Lecicester: The Islamic Foundations UK, 1981.

পত্র-পত্রিকা, সাময়িকী, স্মরণিকা ও বিভিন্ন ইসলামী ব্যাংকের বার্ষিক রিপোর্ট

পত্র-পত্রিকা, সাময়িকী, জার্নাল ও বার্ষিক রিপোর্টের নাম	প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানের নাম
ইসলামিক ব্যাংকস্ সেন্ট্রাল শরী'আহ্ বোর্ড জার্নাল সকল সংখ্যা	সেন্ট্রাল শরী'আহ্ বোর্ড ফর ইসলামিক ব্যাংকস্ অব বাংলাদেশ, ৫৫/বি পুরানা পল্টন, ঢাকা, ২০০৯।
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা-বিভিন্ন সংখ্যা	রেজিস্টার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
দি ঢাকা ইউনিভার্সিটি জার্নাল অব ইসলামিক স্টাডিজ	ইস ।টামিক স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয, ঢাকা-১০০০, জুলাই-ডিসেম্বর ২০০৭।
Journal of Islamic Economics	King Abdul Aziz University, KSA.
Journal of Islamic Economics Co-operation among Islamic Countries	IDB Jeddah, KSA
Journal of Islamic Banking and Finance	Quarterly Publication of the International Association of Islamic Banks, Karachi
Bangladesh Journal of Islamic Thought	Published by BIIT, Dhaka
Thoughts on Economics	Quarterly Journal of Islamic Economics Research bureau
Islamic Economic Studies	Half yearly Journal Islamic

Dhaka University Institutional Repository

	Development Bank (IDB) & Islamic Research and Training Institute (IRTI), Jeddah, KSA
Review of Islamic Economics	IDB, Jeddah, KSA
Journal of Islamic Economics, Banking and Finance	Islami Bank Training and Research Academy (IBTRA)
American Journal of Islamic Social Sciences	Association of Muslim Social Scientists, Internationsl Institute of Islamic Thought
Experiences in Islamic Banking	A case study of Islami Bank Bangladesh Ltd., Institute of Policy Studies, Islamabad, Pakistan, 2000
Islamic Banking Practice from the Practitioner's Perspective	Bank Islam Malaysia Berhad, Kuala Lumpur, Malaysia, 1994.
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড-এর ২১ বছর পূর্তি সংখ্যা	দৈনিক সংগ্রাম, ২৩ জুলাই ২০০৪
ইসলামী ব্যাংকিং জার্নাল	ইসলামী ব্রাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, ঢাকা।
ত্রৈমাসিক গবেষণা পত্রিকা ইসলামী আইন ও বিচার, বর্ষ: ৬, সংখ্যা: ২২	বাংলাদেশ ইসলামিক ল'রিসার্চ এন্ড এইভ সেন্টার, এপ্রিল-জুন ২০১০।
ইসলামিক ফাইন্যান্স	সেন্ট্রাল শরী'আহ্ বোর্ড ফর ইসলামিক ব্যাংকস অব বাংলাদেশ এর বুলেটিন।
মাসিক বাংলাদেশ ব্যাংক পরিক্রমা	বাংলাদেশ ব্যাংকের বুলেটিন
বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০০৯	অর্থবিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, জুন ২০০৯।
ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান সমূহের কার্যাবলী ২০০৯-২০১০	ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থমন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, মে ২০১০
বার্সিক প্রতিবেদন ১৯৮৩-২০০৯	ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড
Annual Report 2000-2009	Al-Arafah Islamic Bank Limited
Annual Report 2000-2009	ICB Islamic Bank Limited
Annual Report 2000-2009	Social Islami Bank Limited
Annual Report 2000-2009	Shahjalal Islami Bank Limited
Annual Report 2000-2009	Export Import Bank of Bangladesh Ltd.
Annual Report 2009	First Security Islami Bank Limited
বাংলাদেশ ব্যাংক বার্ষিক রিপোর্ট ২০০৮-২০০৯	বাংলাদেশ ব্যাংক, জানুয়ারী ২০১০
২০১০-২০১১ অর্থবছরের কৃষি/পল্লী ঋণ নীতিমালা ও	কৃষি ঋণ বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক, জুলাই ২০১০

Dhaka University Institutional Repository

কর্মসূচী

ওয়েব সাইট

1 wvw.hangladesh-baiik.org
2 hltp://w\vw.sbp.org.pk
3 http// : www . ifsb . or g.
4 http//: www.inceif.org
5 <http//:www.mifc.com>
6 http//: www. gcibfi.org
7 http://www.isdb.org
8 www.islamibankbd.com
9 www.al-arafahbank.com
10 www.siblbd.com
11 www.eximbankbd.com
12 www.fsiblbd.com
13 www.bracbank.com
14 www.ibtra.com
15 www.fivepillarsassc.com
16 http://www.secondspring.co.uk
17 www.wplnOO 1 8.worldbank.org
18 www.harsha.coolden.com
19 www.macro.vwl.uni-mainz.de
20 www.iadb.org
21 http:// www.themalaysianinsider.com
22 http:// www.zawya.com
23 www.islamicfinanceasia.com
24 www.bis.org
25 www.maybank.com
26 www.tabunghaji.gov.my
27 www.dib.ae
28 www.qib.com.qa
29 www.muamalatbank.com
30 www.bankislam.com.my
31 www.eandsbank.com
32 www.faisalbank.com.eg
33 www.kfh.com

Dhaka University Institutional Repository

34 www.punchng.com
35 www.iifm.net
36 www.cpifinancial.net
37 www.fwugroup.com
38 www.megaevents.net/islamic_banking

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট-১

সেন্ট্রাল শরী'আহ্ বোর্ড-এর সদস্য ব্যাংকসমূহ

০১. আইসিবি ইসলামিক ব্যাঙক লিমিটেড

০২. আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড

০৩. ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড

০৪. এক্সপোর্ট ইমপোর্ট ব্যাংক অব বাংলাদেশ লিমিটেড

০৫. ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড

০৬. শাহ্জালাল ইসলামী ব্যাংক রিমিটেড

০৭. সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড

০৮. এইচএসবিসি (আমানাহ্ শাখা)

০৯. এবি ব্যাংক লিমিটেড (ইসলামী শাখা)

১০. ঢাকা ব্যাংক লিমিটেড (ইসলামী শাখা)

১১. দি প্রিমিয়ার ব্যাংক লিমিটেড (ইসলামী শাখা)

১২. দি সিটি ব্যাংক লিমিটেড (ইসলামী শাখা)

১৩. প্রাইম ব্যাংক লিমিটেড (ইসলামী শাখা)

১৪. যমুনা ব্যাংক লিমিটেড (ইসলামী শাখা)

১৫. সাউথইস্ট ব্যাংক লিমিটেড (ইসলামী শাখা)

১৬. স্ট্যান্ডার্ড চাটার্ড ব্যাংক (সাদিক শাখা)

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট-২
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেডের ম্যানুয়াল সমূহ

- ম্যানুয়াল ফর ইনভেস্টমেন্ট আন্ডার বা'য়-মুরাবাহা মোড
- ম্যানুয়াল ফর ইনভেস্টমেন্ট আন্ডার বা'য়-মুয়াজ্জাল মোড
- ম্যানুয়াল ফর ইনভেস্টমেন্ট আন্ডার বা'য়- সালাম মোড
- ম্যানুয়াল ফর ইনভেস্টমেন্ট আন্ডার মুশারাকা মোড
- ম্যানুয়াল অন মুশারাকা ইনভেস্টমেন্ট ইন পটেটো স্টোরেজ
- ম্যানুয়াল ফর ইনভেস্টমেন্ট আন্ডার মুদারাবা মোড
- ম্যানুয়াল ফর হায়ার পারচেজ আন্ডার শিরকাতুল মিলক ইনভেস্টমেন্ট
- ম্যানুয়াল ফর ব্যাংক গ্যারান্টি
- ম্যানুয়াল ফর জেনারেল ব্যাংকিং অপারেশনস্
- পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (আর ডি এস) ম্যানুয়াল

Dhaka University Institutional Repository